সতী-শতক

(সম্পূর্ণ)

অষ্টম সংস্করণ

শ্রীনির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী প্রণীত

১৬২/এ, বিবেকানন্দ রোড,

কলিকাতা

প্রকাশক—

শ্রীবটকৃষ্ণ পাল

৩৫, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

ভূমিকা।

১ম সংস্করণ।

কয়েক খানি পুরাণ-গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে আমার অন্তরে এক অদম্য গুপ্ত উন্মাদনার সৃষ্টি হইতে লাগিল। মনে হইল বঙ্গীয়া তরুণ মনস্বিনীদের নিকট আর্য্য সংস্কৃতির শাস্ত্র কাহিনীর শুদ্ধাচার স্বাস্থ্য পালনের সদাচার ভারত নারীদের দাম্পত্য গৌরব বিদ্যাচর্চ্চা, সত্যাচার, বৈজ্ঞানিক সাধনা, বিশ্বপ্রীতি, অহিংসা নীতি ও অধ্যাত্মিত ধর্ম্ম ও তপশ্চরণের শিক্ষা দীক্ষা সম্পূর্ণ অগোচর রহিয়াছে; তাঁহারা বিদেশীয় ও বিজাতীয় সভ্যতার বাহ্যিক রূপের ভাবাবেশে চুণের জলকে দুগ্ধ ভাবিয়াই সমাদর করিতেছেন। ইহার পরিণাম ফল এই মহান্ জাতির অধঃপতন ও ধর্ম্ম বিনাশ এবং ভারতের ভাবী-চিহ্ন ও লুপ্ত হওয়া। তাই আমার নিজের অযোগ্যতা, বিদ্যা বুদ্ধির অসীম অজ্ঞানতা বিবেচনা না করিয়াও পঙ্গুর পর্ব্বতারোহণের ন্যায় পাঁচটী সতী জীবনী "সতী পঞ্চক নামে" এলো মেলো ভাবে গোপনে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার প্রার্থনা সুবিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণ এই ক্ষুদ্রমতি লেখিকার দোষগুলি শোধন করিয়া আমাকে সদুপদেশ ও সদ্‌জ্ঞানদানে সতী-সেবিত বর্ত্মে প্রবেশ করিতে উৎসাহিত করিবেন নিবেদন ইতি—১৩০৬ সন ১লা বৈশাখ।

সতীপদ সেবিকা বিনীতা—

শ্রীনির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী।

২য় সংস্করণ।

এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের এত সমাদর হইবে মনেও ভাবি নাই। 'বামা বোধিনী পত্রিকা' সম্পাদক পরম ধার্ম্মিক সুকবি উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার পত্রিকায় সতী পঞ্চকের পাঁচটী সতীজীবনীই বাহির করিয়া ছিলেন এবং সতী পঞ্চক শত সতী পঞ্চক হউক আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। তাই যেন ভগবান কৃপায় এক বৎসর মধ্যেই এ সংস্করণ করিতে হইল। এবার অতিরিক্ত আরও কয়েকটী সতী জীবনী ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। পূর্ব্বে অতি গোপনে গোপনে মফস্বলে মুদ্রিত হইয়াছিল, এক্ষণে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মহাজ্ঞানী বহু গ্রন্থ প্রণেতা স্কুল ইনস্‌পেক্টার পূজনীয় শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মহামনস্বী শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় তাঁহাদের বিখ্যাত মেট্‌কাফ প্রেসে (কলিকাতায়) মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলেন। এবার এই গ্রন্থে পতি দেবতার নাম দিতেও সাহস পাইতেছি। দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইতেছি।

বিনীতা—

শ্রীনির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী।

সতী-শতক।

অষ্টম সংস্করণ।

ইহাই সতী-শতকের পূর্ণ সংস্করণ। শত সতীর জীবনীই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল।

এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ হইয়াছে কিন্তু আমার সতীকন্যা সুনীতির পতি সহগমন করার পরে পাণ্ডুলিপী হইতে নূতন সতী চরিত্র আর মুদ্রিত হয় নাই। সতীর স্বর্গ গমনে আমার মনে আর সেই প্রবল উন্মাদনা, সতী-মাহাত্মের নিগূঢ় প্ররোচনা, হৃদয়ের ঐকান্তিক উগ্রভাবনা এবং প্রাচীন শাস্ত্র আলোচনা যেন ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া গেল। তদুপরি দৈব ও মানব উৎপাত, রাজনৈতিক কঠোর সন্নিপাত, আমাদিগকে সুদীর্ঘকাল মৃত কল্প করিয়া রাখিয়াছে। তাহা একটু বলিয়া শান্তির আশা করিতেছি।

সতীর দেহ ত্যাগের কিছুকাল পরেই প্রবল ভূমিকম্পে আমাদের প্রায় সমস্ত পাকা বাড়ীগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। কেবল একটী ধর্ম্ম গীর্জ্জা সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল।

ইহাতে আমেরিকান্ মার্কীণ মিঃ জি, জে, ফ্রেঙ্কলীন্ মিশনারী সাহেব ছিলেন, এই মহাপুরুষ সত্যশীল, ধূম্রপানত্যাগী ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রিয় ছিলেন।

বাড়ী নির্ম্মাণ কালে আমাদের কর্ত্তাকে সৌহার্দ্দ্যভাবে বলিয়াছিলেন চৌধুরী মহাশয় আপনি রবিবারে দালানের কাজ

করাইতেছেন কেন ? আপনাদের সমাজে কি শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কি আছে ?"

তিনি বলিলেন "রবিবারে গৃহাদির কাজ নিষিদ্ধ, আমাদের প্রবীন সমাজের ও পল্লীগ্রামে লোকে তাহা পালন করে শাস্ত্রেও কোন কোন ঋতুতে প্রতি রবিবারে সূর্য্যের উপসনা করার বিধি আছে রবিবারই সূর্য্যেরবার পুণ্যজনক কিন্তু সহরে পৌরাণিক পল্লী আচার পণ্ড হইয়া গিয়াছে এখানে সমাজ বা বিধি নিষেধ কেহ মানেনা বিশেষতঃ রাজ মিস্ত্রী ও মজুরের কাজ বারণকরা তুঃসাধ্য। আপনি আমাদের সংস্কৃতির পূর্ব্ব সদাচার জানিতে চান, শুনুন আমি নিজে কত অধঃপাতে যাইতেছি।

আমার পিতৃদেবতা আমাদের কোনও প্রজা হইতেই খাজনা গ্রহণ করিতেন না তাঁহার ভৃত্য বলিত "আমি চৌধুরী মহাশয়দের চাকর হইয়া কি মিথ্যা কথা বলিতে পারি।" সত্য কথাই গৌরবের ছিল। আর আমি আপনাকে বাস করিতে দিয়া বাড়ীর ভাড়া লইতেছি ; আমার পিতার ভৃত্যেরন্যায় সত্য রক্ষা করিতেও অক্ষম, ইহা অপেক্ষা আর কি অধঃ পতন হইতে পারে" ? ইহার তিন বৎসর মধ্যেই ভীষণ ভূমিকম্পন হয় আমাদের এবং গবর্ণমেণ্টের প্রায় সমস্ত পাকাবাড়ী পড়িয়া যায়। সহর প্রায় ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উৎখাত হয়। প্রাচীন কীর্ত্তি সমস্ত বিলুপ্ত হয়।

আমাদের কর্ত্তা ইহাতে বিচলিত হন নাই তিনি বলেন ভূমিকম্পে যত ক্ষতি করিয়াছে উপকার করিয়াছে অসীম ইহাই

ঐশ্বরিক লীলার ভবিষ্যতে শুভ। তৎকালে কুমারী মালতী অকাশোপরি দেবী দুর্গাকে নৃত্যকরিতে দেখিয়াছিল।

ক্রমে সতীর ভবিষ্যৎবাণী সকল সফল হইতে লাগিল ষষ্ঠী বৎসর বয়েসের অপুত্রকের সন্তান হইল বহু মুমূর্ষু ও রোগ বিমুক্ত হইল, দরিদ্র ধনবান হইল, দুর্গত বিপদ মুক্ত হইল; কিন্তু অকারণ এক শ্রেণীর হিংসকের প্রাণে তাহা অসহনীয় হইল, সতীর মঠের চূড়ায় উঠিয়া একটী পিত্তলের কলসী হরণ করিল, ক্রমে আমাদের প্রতিও অনাচার উৎপীড়ন আরম্ভ হইল।

আমাদের একটী ৩ বৎসরের শিশু জ্বরে কাতর, টিনের ছাদের নীচে শায়িত, শয্যার পার্শ্বে পুলিশ সাহের (বাঙ্গালী) ও একজন উকীল (হাইকোর্টের বিচারপতির সহোদর) দণ্ডায়মান আছেন, একটু রাত্রি হইয়াছে। হঠাৎ এক প্রকাণ্ড ইষ্টক শিশুর মস্তকের উপরে টিনের ছাদে পড়িয়া ভীষণ বিকট শব্দ হইল, শিশু ভীত হইয়া শয্যা হইতে উঠিয়া চীৎকার করিল, বিকার জন্মিল। তৃতীয় কি চতুর্থ দিনে তাহাকে হারাইলাম।

পুলিশ সাহেব আততায়ীকে ধৃত করিলেন হাজতে রাখিয়া কর্ত্তাকে বলিলেন "দুষ্টের দণ্ড দেওয়াই কর্ত্তব্য নতুবা ভবিষ্যতে আরও অনিষ্ট করিবে। আপনি সুবিজ্ঞ আইনজ্ঞ আপনি জানেন আততায়ীর দণ্ড অনির্ব্বার্য্য আপনি ইহা পরিচালনা করুন।"

কিন্তু তিনি অপরাধ গুরুতর ভাবিয়াই ভবিষ্যতে তরুণ যুবকের বংশনাশের আশঙ্কায় বিশেষতঃ অপরাধীর মনের শোচনায় ও প্রার্থনায় মুক্ত দিলেন। চির সুহৃদ পুলিশ সাহেবের ন্যায়সঙ্গত বাক্য রক্ষায় অক্ষম হইলেন। কর্ত্তা আমাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন "শিশু যত দিনের জন্য জন্ম নিয়া আসিয়াছিল, ততদিন থাকিয়া চলিয়া গিয়াছে মন স্থির কর। রাজদণ্ডের উপরেও ভগবানের সুবিচার আছে। আবার আসিতে ও পারে।" এই কথা কহিয়া একটু সান্ত্বনা দিলেন। এইত উপরি উপরি বিপদ ও সন্তাপ! তদুপরি বিদ্বিষ্টদের প্রবঞ্চনা মূলে আমাদের ত্রয়োদশ বৎসরের জ্যেষ্ঠ বালক বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের সাধনায় রাজ নৈতিক নাগ পাশে ঘন ঘন, গ্রেপ্তার, খানা তল্লাস, কারাবরণ, নানা অত্যাচার উৎপীড়ন এমন কি দণ্ডবিধি আইনের সর্ব্বোচ্চ কঠোর ধারায় (৩০২। ৩২৭ ধারায়) অভিযুক্ত হইয়া ছিল ভগবান তাহাকে মুক্তিদান করিলেন। বিচারক নথি দেখিয়াই বুঝিলেন মোকদ্দমা সাজানো ও ষড়যন্ত্র মূলক। বালক মুক্ত হইল। আবার রাজবন্দীরূপে আবদ্ধ হইল। সাত বৎসর পরে সাতাইশ বৎসর বয়সে ভগবান আমাদের হারা ধনকে পিতা মাতার কোলে আনিয়া দিলেন। সে এম. এ, পাশ করিয়া ছিল কিন্তু কোন সরকারী কাজ পায় নাই এইত আমার বিষাদ ময়ী আত্ম কাহিনী।

এইত আমার সন্তপ্ত প্রাণের দুঃখানলের জলন্ত উচ্ছ্বাস;

আমার প্রিয় ও পূজনীয় পাঠক পাঠিকাগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া একটু শান্তি ও সান্ত্বনার আশা করিতেছি।

সতী শতকের প্রতি অনুরাগী হইয়া বর্ত্তমান সুহৃদয় প্রকাশক মহাশয় যেরূপ স্বতঃ প্রবৃত্ত ও নিঃস্বার্থভাবে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে প্রকাশের ভার বহন করিলেন। তজ্জন্য আমি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তাঁহাকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি তাহার যশঃ, আয়ু, ধন ও পুত্রাদির সৌভাগ্য অক্ষয় হউক ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি।

বিনীতা—

শ্রীনির্ম্মলা বালা চৌধুরাণী।

২য় সংস্করণ।

সতী শতক কিরূপ গ্রন্থ পাঠক পাঠিকাগণই বিবেচনা করিবেন।

এই গ্রন্থে পূজনীয়া রচয়িত্রী মহোদয়ার বহু দর্শিতাও গবেষণার তুলনা নাই এইরূপ গ্রন্থ অপ্রকাশ থাকা একটা উন্নত জাতির পক্ষে দুঃখের বিষয়। তাই অনেকের আগ্রহে ও বিশেষ অনিবার্য্য কারণে তাড়াতাড়ি ক্ষুদ্রাকারে প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হইল। ২য় খণ্ড ৪০০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ হইয়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

সম্পূর্ণ গ্রন্থ ৪ খণ্ডেই শেষ করিতে বাসনা রহিল নিবেদন ইতি— প্রকাশক।

২য় খণ্ড

এ গ্রন্থের পূর্ব্বেকার সুযোগ্য ও সুবিজ্ঞ প্রকাশকের অকাল মৃত্যু হওয়ায় আমাকে দুরূহ কার্য্যের ভার লইতে হইল; আমাদ্বারা এব্যাপার সুসম্পাদিত হইবে কিনা ভগবান জানেন, এক মাত্র স্বর্গীয়া সতীদের সতীত্ব, নতুবা এ সামান্য কুল ললনাদ্বারা এরূপ অসীম শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত রূপ সতী মাহাত্ম্য প্রচার করা পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তবে সতীদের আশীর্ব্বাদে সবই সিদ্ধ হয়। শাস্ত্র সতীকে সকল দেবতার উপরে স্থান দিয়াছেন। এই গ্রন্থে একটি সতি মাহাত্ম্য উদ্ধৃত হইল, পাঠক পাঠিকাগণ দেখুন সতীত্বের মূল্য কত? ভগবান্ রচয়িত্রীকে দীর্ঘ জীবন দান করুন। আমিও আশীর্ব্বাদ করি তাঁহার সতীত্ব বলে শত সতী জীবনী প্রচারে সফল কামা হউন্। ইতি— ১৩১৬ সন

প্রকাশক—

৮ম সংস্করণ।

প্রকাশকের নিবেদন—

ইহাই পূর্ণ সংস্করণ, ইহাতেই শত সতীর চরিত পূর্ণ হইয়াছে। ইহার লেখিকা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তখন (যখন তাঁহার গর্ভে এক সতী কন্যার উদ্ভব হয়) অতি গোপন ভাবে সতী পঞ্চক নামে পাঁচটী সতীর জীবনী প্রকাশ করেন। তৎপর অল্পদিনের মধ্যেই ইহাতে আরও কয়েকটী সতী চরিত্র সংযোগ করিয়া কলিকাতার বিখ্যাত সুসাহিত্যিকগণ ইহা প্রকাশ করেন। ক্রমে তাহার অনেক সংস্করণ হয়। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত ৪০টির অধিকও সতী জীবনী প্রকাশিত হয় নাই।

অথচ এই মহামনস্বিনী লেখিকা আজীবন শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া ১৫০০ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। এই মহাগ্রন্থ উপমাবিহীন। বঙ্গের সহস্র সহস্র জ্ঞানীলোক এই রচয়িত্রীকে প্রশংসা পত্র ও মানপত্র দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন কিন্তু এই নিরীহ জ্ঞানবতী ও লাজ্জবতী মনস্বিনী মহিলা তাহাও প্রকাশ করিতে অসম্মত। যাহা হউক আমরা তাহার এক খানা যাহা "বঙ্গ সাহিত্য সারস্বত মহামণ্ডল" হইতে ১৩৩৪।২৯শে শ্রাবণ দেওয়া হইয়াছে তাহা তাঁহার মৌন সম্মতিতে হস্তগত করিয়াছি; সেই মান পত্র খানা বাহির করিব। তাহার বান্ধব মণ্ডলীতে আছেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত কামাখ্যা প্রসাদ তর্কবাগীশ প্রভৃতি ১১ জন মহামহোপাধ্যায় ও তদনুরূপ পণ্ডিত বর

শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসন্ন কাব্য ব্যাকারণ সাংখ্য বেদান্ত স্মৃতি তর্কতীর্থ প্রভৃতি ৪০ জন তদনুরূপ মহাজ্ঞানী পণ্ডিত ও মহামান্য হাই-কোর্টের অনারেবল জাষ্টিস স্যার শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় অনারেবল জষ্টিস মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, অনারেবল স্যার জষ্টিস শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ চক্রবর্ত্তী ও অনারেবল স্যার জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ পাল আছেন। মহারাজা রাজাধিরাজ, দ্বারভঙ্গাধিপতি প্রভৃতি আঠার জন, মনীষী মুরশিদাবাদাধিপতিঃ নবাব বাহাদুরগণ, কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার এডভোকেট উকীল প্রভৃতি ২০ জন ডাক্তার স্যার নিলরতন সরকার প্রভৃতি ৮ জন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণি বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি ৭ জন সুকবি আনন্দ বাজার ও অমৃত বাজার সম্পাদক প্রভৃতি ১৫ জন সম্পাদক। কবি ও উপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ২০ জন সাহিত্যিক; তাহা ছাড়া বিভিন্ন বিষয়েরও গবর্ণমেন্টের উচ্চপদস্থ মহাবিজ্ঞ কবি সুসাহিত্যিক আরও ৫০ জন মহামনস্বীগণ বান্ধব মণ্ডলীতে আছেন। ইহা তাঁহাদেররই স্নেহাশীর্ব্বাদ।

এখন পূর্ব্বেকার মহা মনস্বী সহৃদয় প্রকাশকগণও ইহধামে নাই। এই যশো বাসনাও ধন-পিপাসাহীনা সরলা মহিলা যাহা মূল গ্রন্থে যেরূপ পাইয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন, কোনও কোনও সতীর জীবনী ১২০ পৃষ্টারও অধিক হইয়াছে। সেভাবে এই মহা দুর্দ্দিনে গ্রন্থ প্রকাশ করা আমার অসাধ্য, বিশেষতঃ বহু মূল্যের পুস্তক ক্রয় করার শক্তি ও ক্রেতার পক্ষে কষ্ট কর এ

অপ্রীতি কর হইবে। সে জন্মই পাণ্ডুলিপী সংক্ষিপ্ত করিবার প্রয়োজন হইতেছে কিন্তু লেখিকাকে সে অনুরোধ করা যাইতে পারে না, তিনি অসম্মত ও অক্ষম, বিশেষতঃ তাঁহাদের সমস্ত পাকা বাড়ী ভূমিকম্পে পড়িয়া যাওয়ায় বহু গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপী গুলিও বিনষ্ট হইয়াছে। তবে তাঁহার সুবিজ্ঞ সুদক্ষ স্বামী ছয় মাস বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া অনেক জীবনী সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিও বলেন "লেখিকার মূল লেখার ভাবের গাম্ভীর্য্য কাব্যের-সুকোমল-সৌকর্য্য ও সতী-মাহাত্ম্যের স্বাভাবিক ঔদার্য্য স্থানে স্থানে আমিও বিকলিত করিয়াছি।

এই সতীশতক দেখিয়া আমাকেও পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকাশকদের মত বলিতে হয় এই মহাজ্ঞানবতী বর্ষীয়সী ধৈর্য্যশীলা সংযম ব্রতা কিরূপে কঠিন সাধনায় হিন্দুর সমস্ত শাস্ত্রের বারবার আলোচনা ও গভীর গবেষণা করিয়া বাছিয়া বাছিয়া পবিত্রপ্রাণা সতী জীবনী সকল সংগ্রহ করিয়া মধুর ভাবে প্রকাশ করিলেন? ইহা এক দৈব শক্তি কিংবা সতীদের আশীর্ব্বাদেরই অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য লীলা; নতুবা যে বৃহৎ বৃহৎ মহাভারত, রামায়ণ, যোগ-বশিষ্ঠ ও স্কন্ধ পুরাণ প্রভৃতি পড়িয়াও ১০।১২টী সতীর জীবনী সংগ্রহ করাও সুকঠিন হয়, লেখিকার পক্ষে শত সতীর জীবনী সংগ্রহ ও প্রচার করা কত দুরূহ ব্যাপার।

ইহাই ভাবিয়া আমাকে ইহার প্রকাশক হইতে হইয়াছে। আমার ইহা দ্বারা কিছু জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে আমার কিছুই কৃতিত্ব নাই তবে এই ঘোর উচ্ছৃঙ্খল সমাজের পতনো-

সুখ জলৌকার মুখে সতী চরিত্রের মধুর রসে মিশ্রিত একটু সুধাধারার ছিটা পড়িলেও বিদ্যুৎ লেখার ন্যায় ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইতে পারে। আমাদের পুণ্য ভূমি ভারত মাতার পূর্ব্ব গৌরবের একটু চিত্র প্রকাশ করিতে পারিলেও জীবনকে ধন্য মনে করি, এই লেখিকার দয়াই আমার এই পুণ্য সুযোগ; আমি যেন নিঃস্বার্থ হইয়া ইহা প্রকাশ করিতে পারি, ভগবান্ আমাকে সেই শক্তি দান করুন। ইহার উচিত মূল্য পাঠক পাঠিকাদের আশীর্ব্বাদ ও ভগবানের করুণা। লেখিকাও তাঁহার পতি দেবতার ইচ্ছায়ই গ্রন্থের মূল্য নিঃস্বার্থ ভাবে কম করিয়া ধার্য্য হইল, যাহাতে পাঠক পাঠিকার ও মনে শান্তি লাভ হয়।

নিবেদন-- ইতি-- ১৩৫৬ ১লা বৈশাখ।

প্রকাশক—

শ্রীবট কৃষ্ণ পাল

বারানসী ষ্ট্রীট

কলিকাতা।

মহাত্মাদের অভিমত

সতী-শতক—১ম সংস্করণ—ইহাতে একশত সতী রমণীর জীবনচরিত লিপিবদ্ধ হইবে। ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পদ্মা, ধন্যা, সুকন্যা, রেণুকা ও চন্দ্রাবতী এব কয়টী রমণীর বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে আমরা ইহা পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম; আশাকরি গ্রন্থখানি শীঘ্রই সম্পূর্ণ হইবে এবং হিন্দু নারীদের উত্তম অধ্যয়নোপযোগী সদুপদেশপূর্ণ একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থে পরিণত হইবে

বামাবেধিনী পত্রিকা

১৩১২ সন, বৈশাখ।

সতী-শতক—১ম খণ্ড ২য় সংস্করণ—গত বৈশাখ মাসে আমরা এই পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছি। ইতিমধ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ যেমন আনন্দ দায়ক তেমনি ইহার গুণের অপূর্ব্ব পরিচায়ক; দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা যেরূপ সংবর্দ্ধিত, সংশোধিত ও সুশোভিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা সর্ব্ব-সাধারণের নিকট সমধিক সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। সতী-শতক নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ আকারে শত-সতীর পবিত্র চরিত্র লইয়া প্রকাশিত হউক সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের এই প্রার্থনা।

"বামাবোধিনী পত্রিকা"

১৩১২ সন, অগ্রহায়ণ

সতী-শতক—১ম খণ্ড—শাস্ত্রোক্ত সদুপদেশপূর্ণ একশত সতী রমণীর জীবনচরিত। পুস্তকখানি বঙ্গীয় নারী সমাজে সমাদৃত হইবার উপযুক্ত। উপন্যাস নাটকাদি পাঠে আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহার যদি কিয়দংশও এইরূপ সুনীতি পূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ব্যায়িত

হয়, তবে সমাজের সুমংগল হইবে সন্দেহ নাই। প্রাচীন পুরাণেতিহাস-মূলক এইরূপ পুস্তকাদির যতই প্রচার হয়, ততই দেশের পক্ষে শ্রেয়স্কর। লেখিকা সতীগণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া হিন্দু সমাজের ধন্যবাদার্হা হইবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস। যুগান্তর ১৩১৩ সন, ৪ঠা কার্ত্তিক

অদ্য ১৩১৩।১৪ই পৌষ নীল শৈলে কামাখ্যার প্রসিদ্ধ স্থানে এই পুণ্যগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া সাদরে পাঠ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম ; রচয়িত্রী স্বহস্তে এই পবিত্র সতী পুষ্পাঞ্জলি মহাপীঠে অর্পণ করায় দেবী তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। এই পুষ্প স্বর্গের নন্দনকাননের পবিত্র পারিজাত ; ইহাদ্বারা আর্য্য নারীদের সতীত্ব মাহাত্ম্যে পৃথিবীর নবজীবনের পুনরুত্থান হইবে। ভারতে সনাতন সতীধর্ম্মের গৌরব নারী প্রাণে জাগিয়া উঠিবে আশীর্ব্বাদ করি লেখিকা অনন্যচিত্তে পবিত্র মনে শত-সতী জীবনী সম্পূর্ণ করিয়া অমর কীর্ত্তি লাভ করুন। ভগবতী দেবী তাহাকে সুস্থ ও শান্তিময় দীর্ঘ জীবন দান করুন।

অভয়ানন্দ স্বামী

কলিকাতা হাইকোর্টের বি[illegible]তি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—

শুচিস্মিতে ! আপনার প্রদত্ত সতীশতক ১ম খণ্ড নামক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং যত্নের সহিত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছি। পুস্তকখানির উদ্দেশ্য সাধু, বিষয় পবিত্র এবং ভাষা সরল ও সুন্দর, এরূপ গ্রন্থ সকলের নিকট কালে সমাদৃত হইবে। আপনার কঠোর উদ্যম সফল হউক।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩১৩ সন, ১লা মাঘ

সতীশতক ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণ মূল মহাভারত, রামায়ণ, যোগবাশিষ্ট, ভাগবত, দেবীভাগবত, পুরাণ ও সংহিতা প্রভৃতি বহুগ্রন্থ হইতে সতী চরিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। হিন্দু মহিলা মাত্রেরই পুস্তকখানি পড়া উচিত।

বঙ্গবাসী

সতী-শতক—১ম খণ্ড ২য় সংস্করণ ইহাতে শাস্ত্রোক্ত একশত রমণীর কথা প্রকাশিত হইয়াছে কি পবিত্র ভাব! কি আশার কথা! পুস্তকখানি পূর্ণ হইলে পরম উপাদেয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাষা সরল, লিখিবার উদ্যমেরও শিক্ষার বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়।

এডুকেশনগেজেট

১নং গঙ্গাধর বাবু লেন, কলিকাতা ১২, রূপলেখা প্রেস হইতে
শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বঙ্গ-সাহিত্য-সারস্বত-মহামণ্ডল।

সভাপতি—ভট্টপল্লী-ভাস্বর-সূর্য্য-বঙ্গীয়

ব্রাহ্মণ সভার সভাপতি-শাস্ত্রাচার্য্য।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।

:—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভাগবতকুমার শাস্ত্রী এম, এ, পি, এইচ, ডি (সম্পাদক, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ) পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এম, এ (ভট্টপল্লী) পণ্ডিত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ত-মীমাংসা-দর্শনতীর্থ পণ্ডিত কানাইলাল ভারতী জ্যোতির্ভূষণ (সম্পাদক) কাব্যকণ্ঠ, কবিরত্ন, বিদ্যারঞ্জন কাব্য-জ্যোতির্বিনোদ। কার্য্যালয় ভারতী-মন্দির, ১৪নং বেনিয়াটোলা লেন (কলিকাতা)

উপাধিদান পত্রিকা।

ময়মনসিংহ জিলান্তর্গত কিশোরগঞ্জ নিবাসিনী শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী মহাশয়াকে ভগবতী ভারতী সাধনা নিকেতন "বঙ্গ-সাহিত্য-সারস্বত-মহামণ্ডল" সভা হইতে সদ্‌গ্রন্থ (সতী-শতক) রচনা সাফল্যের নিদর্শনস্বরূপ "কাব্য-বিনোদিনী" উপাধি ভূষণে বিভূষিত করা হইল। করুণাময় জগদীশ্বরের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা গ্রন্থকর্ত্রী শান্তিময় সুদীর্ঘ জীবন লাভ করুন এবং তাহার প্রতিভা সুধীসমাজে জয়যুক্ত হউক। ইতি— তারিখ ২৯শে শ্রাবণ রবিবার ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

শ্রীকানাইলাল দেবশর্ম্মা	শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন	দ্বারকানাথ মিত্র
সম্পাদক	স্থায়ী সভাপতি	৩য় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি

সূচীপত্র।

শ্রীনির্ম্মলাবালা চৌধুরাণী কাব্য বিনোদিনী (৬৮)

জন্ম ১৮৮৩ । ৫ই ফেব্রুয়ারী ।

সতী-শতক

অরুন্ধতী

(অরুন্ধতী সতীনাঞ্চ রামাসু চ তিলোত্তমা)

অরুন্ধতী—ইনি দক্ষের কন্যা ; মহামুনি বশিষ্ঠের সাধ্বী পত্নী। ত্রিলোকে ইঁহার ন্যায় সতী কেহই নাই। ইনি মহাদেবের মায়ায়ও মোহিত হন নাই। বিবাহকালে এই মহাপতিব্রতার নামই স্মরণ করিতে হয়। ইনি এত প্রতিভাসত্ত্বেও ক্ষমাশীলা ছিলেন। বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক শত পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন নাই। ইনিই শুচিস্মিতার স্বামীকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন।

একদা দেবদেব মহেশ্বর, তুষারহার শীতাংশু ও শঙ্খ সদৃশ ভস্ম দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া তাপসবেশে মুনিপত্নীগণের পরীক্ষা করিবার মানসে দেবদারুবনে প্রবেশ করিলে, মুনি পত্নীগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন, তৎপর তাপস বেশধারী মহেশ্বর ঐ বেশে বশিষ্ঠ মুনির গৃহদ্বারে গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে ভগবতি! আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর, আমি শঙ্কর, হে বামরু! হে সুশোভনে! আমি তোমার অতিথি আসিয়াছি, আমি এই বনে মুনি সমূহ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া আসিয়াছি। তৎকালে সাধ্বী অরুন্ধতী তাঁহাকে

শক্তি নামক আপনার পুত্র সদৃশ জ্ঞান করিয়া শীতল জল দ্বারা মহাদেবের সমস্ত গাত্র প্রক্ষালন করত কামধেনুর ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া দিলেন। এবং পুনর্ব্বার জল দ্বারা রুদ্রদেবের সমস্ত গাত্র প্রক্ষালন করত নানা প্রকার দিব্য অঙ্গরাগ দ্বারা তাঁহাকে অনুলিপ্ত করিয়া পুষ্প এবং গন্ধ দ্বারা ভূষিত করিলেন। পরে মহামূল্য আসন, সুগন্ধ ধূপ, মন্ত্রপূত পাদ্য, সুন্দর চামর ব্যজন বহুতর স্বর্ণ পাত্র, ব্যাধিনাশক আহার; উষ্ণ পায়সরাশি, নানা প্রকার মনোহর ভক্ষ্যবস্তু, পবিত্র পানীয় জল, ঘৃত, দধি, ক্ষীর, নানা প্রকার ফলমূল দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। পরে শঙ্কর অনুচরের সহিত ঐ জলে স্নান করিলেন এবং ভগবান হরপার্ব্বতীর সহিত দেবী অরুন্ধতী কর্ত্তৃক তর্পিত হইয়া পবিত্র জল দ্বারা আচমন করিলেন। পরে তপস্বিনী অরুন্ধতী তাঁহাকে বলিলেন "হে ভগবন্! আপনাকে নমস্কার! হে পুত্র! এক্ষণে তোমার যে দেশে অভিরুচি হয় সেই দেশে গমন কর।"

তৎপর অতিথি, অরুন্ধতীর বাক্যে সম্মত হইয়া প্রীতিলাভ করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "হে দেবি, তুমিই ধর্ম্মকথা বলিয়াছ, আমরা সকলের পূজ্য তাপস ক্ষপণক, আমি তোমার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি সৌভাগ্য লাভ কর, তোমার এই ক্ষমাশীল বৃদ্ধপতি পুনর্ব্বার যুবা ও দেবতার ন্যায় অজর ও সুন্দরাকৃতি হউন। তাপসরূপী শিব তাঁহাকে এই কথা বলিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বনমধ্যে গমন করিলেন। তৎকালে মহাসতী অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে

বলিলেন, "স্বামিন্! আমি এই আশঙ্কা করিতেছি যে, যিনি মুনিগণ কর্ত্তৃক শত শত আঘাত দ্বারা আহত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথা বোধ করিলেন না, অথবা আঘাতকারীদের প্রতি প্রতিঘাত করিলেন না, তিনিই দেবদেব চন্দ্রশেখর মহেশ্বর, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই নগ্ন ক্ষপণকই স্বয়ং মহাদেব। যিনি শবরী-রূপ ধারণ করিয়াছেন তাঁহাকে আমার ভগিনী বলিয়া বিবেচনা করি। তাঁহার সহিত যে সকল স্ত্রীলোক তাঁহারা মাতৃগণ এবং পুরুষ সকল প্রমথগণ। অতএব আমি আমাদের পুণ্য দান করিতে ইচ্ছা করি। আমরা উভয়ে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া যে পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহাদ্বারা ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ভগবান্ শঙ্কর অক্ষতাঙ্গ হউন এবং আমাদের পুণ্য তেজঃদ্বারা জগতের অন্ধকার বিনষ্ট হউক্।" প্রজাপতি বশিষ্ঠ ধর্ম্মিষ্ঠা ক্ষমাশীলা দয়াবতী দাত্রী মহাসাধ্বী পত্নীর মহদ্বাক্য শ্রবণ করত ধ্যানযোগ দ্বারা মহাদেবকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি মহাদেব বিষয়ে যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, তোমার বাক্য দ্বারা তাহাই হউক। তৎক্ষণাৎ বালেন্দুশেখর মহাদেব অক্ষতাঙ্গ হইয়া বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন দেবদারু বনের ও জগতের অন্ধকার দূরীভূত হইল। মুনিদিগেরও ক্রোধ দূর হইল তাঁহারা বৃষভধ্বজকে জানিতে পারিয়া নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব এইরূপে মুনিপত্নীদিগের চাঞ্চল্য এবং অরুন্ধতীর ধৈর্য্য দর্শন করাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহাসাধ্বী অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠ ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি অবৈধভোজী প্রচণ্ড মহাদেবকে ভিক্ষাদানে

সক্ষম ? তাঁহারাই দ্বাদশ বৎসরকাল শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত মহাদেবকে ভিক্ষা প্রদান করিযাছেন। মহাসাধ্বী পতিব্রতা অরুন্ধতী ব্যতিরিক্ত কোন্ স্ত্রী মহাদেবের স্পর্শে তৎ-কর্ত্তৃক পীড়িতা না হন। গুরুজনেরা বিবাহ সময়ে সভাস্থলে যাঁহার নাম কীর্ত্তন করেন, হে কুমারি ! এই সেই বশিষ্ঠ মহিষীকে দর্শন কর এবং হে মাতঃ তুমি পতিব্রতার মাহাত্ম্যে যাহা ইচ্ছা কর তাহাই করিতে পারিবে। যদি তুমি পতিব্রতাকে দর্শন কর তাহা হইলে সাধ্বী হইবে, দর্শন না করিলে অসাধ্বী হইবে। বিবাহরাত্রিতে অরুন্ধতী দর্শনপ্রথা তজ্জন্যই প্রচলিত। কোন ব্যক্তিই সূর্য্যোদয় হইলে দিবাতে নক্ষত্র দর্শনে সমর্থ হয় না কিন্তু মুগ্ধ ব্যক্তি রাত্রি-কালেও অরুন্ধতীকে জানিতে পারে না। কুমারীগণ ভাগবত ব্রতে বলিয়া থাকে, হে ভগবন্ ! আমাদিগের বালত্ব নষ্ট হইলে যদি আমাদিগের স্বামী ব্রতাচরণ পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রতিপালন করেন এবং বিদ্বান্ ব্যক্তির পূজা করেন, তাহা হইলে আমরা পতিব্রতাকে অবগত হইয়া অরুন্ধতী দেবীকে দর্শন করিব এবং প্রাণপণে তাঁহার সম্মান করিব। অরুন্ধতীর প্রতি ভক্তিপরায়ণা রমণীই পতির প্রিয়া হইয়া বিদ্বান্ পতিকে প্রীত করিয়া থাকে। এক্ষণে আমরা সেই ভগবতী সাধ্বী অরুন্ধতীকে নমস্কার করি।”

একদা সূর্য্য, ইন্দ্র এবং অগ্নি এই তিন জন দেবতা বলিলেন, স্ত্রীগণের পতিই দেবতা, স্বামী হইতেই স্ত্রীগণের ইহকালের সকল অভিলষিত বস্তু লাভ হয়, এবং পরকালে শুভগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রমণীগণের কার্য্য দেখিয়া তাহাদের সত্য আছে কিনা সন্দেহ

হয়। মিথ্যা, দুঃসাহস, মায়া, মূর্খতা, অত্যন্ত লোভ, অপবিত্রতা ও দয়া শূন্যতা এই সাতটী স্ত্রলোকদিগের স্বাভাবিক দোষ। বহু স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মাত্র অল্প কতকটা সত্যধর্ম্মপরায়ণ ইচ্ছা শ্রবণ করা যায়। তন্মধ্যে বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী রিখ্যাত সতী। পূর্ব্বকালে অগ্নিকে সপ্তর্ষি পত্নীগণের প্রতি আসক্ত দেখিয়া সতী বহ্নিপত্নী স্বাহা অপর ছয় জন ঋষিদের পত্নী রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতার রূপ ধারণ করিতে অক্ষম হইলেন। তখন স্বাহা অরুন্ধতীকে স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন "হে কল্যাণি! সাধ্বি! অরুন্ধতি! আপনিই ধন্য, যেহেতু কেবল আপনিই একমাত্র পতিব্রতা ধর্ম্মাবলম্বিনী; আমি আপনার তুল্য পাতিব্রত্য করিতে পারিনাই; সুতরাং অন্য রমণীগণ পাতিব্রত্য ধর্ম্মাচরণ করিবে সাধ্য কি? যে সকল স্ত্রীলোক বিবাহকালে উত্তমভাবে একমনে ব্রাহ্মণ ও অগ্নি সন্নিধানে স্বামীর কর স্পর্শ করিয়া আপনাকে স্মরণ করে তাহাদিগেরই সুখলাভ, ধনভোগ, পুত্রলাভ ও অবৈধব্য হইয়া থাকে। যে রমণী পতিব্রতা বলিয়া উক্ত হয় সেই যথার্থ গুণবতী বলিয়া সকলের মান্য হয়।" এইরূপ আলোচনা করিয়া দেবত্রয় বলিলেন "চলুন আমরা রমণীগণের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম জানিবার জন্য সতীশ্রেষ্ঠা অরুন্ধতীর নিকট গমন করি" এই বলিয়া সূর্য্য, ইন্দ্র এবং বহ্নি এই তিন জন বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর নিকট গমন করিলেন। তদনন্তর পথিমধ্যে দেখিলেন, পতিগতপ্রাণা এবং পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে আসক্ত চিত্তা অরুন্ধতী সতী কুম্ভকক্ষে নিজ গৃহ হইতে আগমন

করিতেছেন। সূর্য্যাদি দেবত্রয় পথিমধ্যে অরুন্ধতীকে দর্শন করত হৃস্টান্তঃকরণে তাঁহার গমন পথের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তদন্তর সতী প্রধানা অরুন্ধতীও সূর্য্যাদি দেবত্রয়কে জ্ঞাত হইয়া হৃস্টচিত্তে দর্শন করত প্রদক্ষিণ এবং বারংবার প্রণাম পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "হে দেবগণ কি কার্য্য উদ্দেশ্যে আপনারা আগমন করিতেছেন? তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করুন্।" তদন্তর দেবত্রয় অরুন্ধতীর বাক্য শ্রবণ করত নারী প্রবরা সতী অরুন্ধতীকে বলিলেন "আপনাকে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমরা আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; আপনি আমাদিগের প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন্।" সতী-প্রধানা অরুন্ধতী তাঁহাদিগকে বলিলেন, আপনারা আমার গৃহে অল্প কাল অপেক্ষা করুন্, আমি এই কুম্ভটা জল পূর্ণ করিয়া আগমন করিতেছি; তাহার পর আমি আপনাদিগকে প্রশ্নের উত্তর দানে চেস্টা করিব।" তখন সূর্য্যাদি দেবত্রয় বলিলেন "হে সতি! আমরা অবিলম্বে এই কুম্ভটা জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিতেছি।" ইন্দ্র বলিতে লাগিলেন "যদ্যপি জন্মাবধি আমার তপস্যা দ্বারা কিংবা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা স্বর্গ হইতে আমাকে চ্যুত করিবে" ব্রাহ্মণ হইতে আমার এই ভয় না থাকে (অর্থাৎ অবশ্যই এই ভয় আমার সতত আছে জানিবেন) সে সত্য দ্বারা হে দেবি আপনার ঘটের এক চতুর্থ ভাগ জলদ্বারা পূর্ণ হউক। অগ্নি বলিতে লাগিলেন "হব্যদ্বারা কিংবা কব্য দ্বারা অথবা হবিষ্য দ্রব্য দ্বারা যদি আমি তৃপ্ত হইয়া থাকি কিংবা অন্নাদি ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণ

পরিতৃপ্ত হইলে পর যদ্যপি আমার তৃপ্তি লাভ হয় (অর্থাৎ আমার তৃপ্তি কিছুতেই হয় না) সে সত্য দ্বারা এ ঘটের দ্বিতীয় পাদ পরিপূর্ণ হউক।" সূর্য্য বলিতে লাগিলেন "যদি ব্রাহ্মণগণ জল প্রভৃতি দ্বারা অসুরগণকে বিনাশ না করিতেন, তাহা হইলে কি আমি মন্দচেষ্ট অসুরগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রতি দিন হৃষ্ট চিত্তে উদিত হই? হে অরুন্ধতী দেব! সে সত্যদ্বারা আপনার ঘটের তৃতীয় পাদ জলদ্বারা পরিপূর্ণ হউক। অরুন্ধতী বলিতে লাগিলেন "রমণীগণ যে পর্য্যন্ত নির্জ্জন স্থান না পায় এবং যে পর্য্যন্ত কোন পুরুষের সহিত বিশেষ আলাপ করিতে না পায়, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের সতীত্ব থাকে। সেহেতু ভদ্র মহিলাগণের বন্ধুবান্ধবগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা রক্ষা বিধান করা উচিত। হে দেব-গণ! সে সত্য দ্বারা আমার ঘটের চতুর্থ পাদ জল পূর্ণ হউক। অরুন্ধতী দেবীর কথা সমাপ্ত হইলে দেবত্রয় দেবীর কুম্ভ জলপূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহারা দেবী অরুন্ধতীকে বলিলেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই আমরা আপনার নিকট আগত হইয়াছি! আমরা আপনার নিকট স্ত্রীলোকের চরিত্র কিরূপ তাহাই জানিতে আসিয়াছিলাম। আমরা অদ্য আপনার নিটক তাহার যথোচিত উত্তর পাইলাম। অতএব এক্ষণে আমরা স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে বাসনা করি। দেবত্রয় এই কথা বলিলে পর অরুন্ধতী সতী তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার বলিলেন উত্তম মধ্যম এবং অধম এই ত্রিবিধ রমণীই আছে। ঐ ত্রিবিধ স্ত্রীলোককেই দেবগণের অবিদিত নহে। অতএব এ বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না।

ইহা বলিয়া অরুন্ধতী দেবগণকে অভিবাদন করিয়া বিদায় দিলেন। দেবগণ অরুন্ধতীর বাক্য শ্রবণে স্বীয় স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিলেন। এবং ত্রিদিবে সতীপ্রধানা অরুন্ধতীর অপূর্ব্ব সতীত্ব মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন, তদবধি হিন্দু রমণীদের বিবাহ কালে নব বধূকে অরুন্ধতী দর্শন বা স্মরণ করাইতে হয়। সতীগণে অরুন্ধতীরূপে দেবীর পিটস্থান আছে।

পতিব্রতা

পতিব্রতা।—ইনি কৌশিক পত্নী মহাসাধ্বী; ইঁহার সতীত্ববলে মৃত পতিও জীবিত হইয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠান নগরে কৌশিক বংশ জাত এক পাপাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি তাঁহারই পত্নী; ব্রাহ্মণ পূর্ব্বজন্মকৃত পাপবশতঃ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন্; কিন্তু ইনি সেই কুষ্ঠরোগী স্বামীর চরণে তৈল মর্দ্দন, অঙ্গ সংবাহন, স্নান, গ্রাসাচ্ছাদন, শ্লেষ্মা মূত্র-পুরীষ ও রক্তপ্রবাহ পরিক্ষালন, নির্জ্জনে হিতকথা ও প্রিয় সম্ভাষণাদি দ্বারা দেবনির্বিশেষে তাঁহার পূজা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পতি নিতান্ত রুগ্ন, কোপন-স্বভাব ও নিষ্ঠুর বলিয়া বিনীত পত্নী দ্বারা নিরন্তর পূজিত হইয়াও তাঁহাকে সর্ব্বদা ভৎর্সনা করিতেন। তথাপি সেই প্রণতা ভার্য্যা সেই বীভৎস পতিকে দেবতার ন্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। পতির চলিবার শক্তি ছিল না, তথাপি পাপ প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। একদা পত্নীকে আদেশ করিলেন, "আমি যে এক পরম রূপবতী বেশ্যাকে দেখিয়াছি, সে যে রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে বাস করে, তুমি আমায় সেই মনোহারিণী বেশ্যার আলয়ে লইয়া চল। হে ধর্ম্মজ্ঞে! সে-ই আমার হৃদয় মাঝারে বর্ত্তমান রহিয়াছে; অতএব আমাকে তাহার নিকট সত্বর লইয়া চল; আমি প্রাতঃকালে সেই সুরূপা বালাকে দেখিয়াছি। এক্ষণে রাত্রি হইয়াছে; তথাপি সে আমার হৃদয় হইতে

অন্তর্হিত হইতেছে না। যদি সেই ভুবনমোহিনী পীনশ্রেণী পয়োধরা তন্বঙ্গী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বালিকা আমাকে আলিঙ্গন না করে, তবে দেখিবে যে নিশ্চয়ই আমার প্রাণত্যাগ হইয়াছে। দেখ, একে ত কন্দর্প মানুষ্যের প্রতিকূল, তাহাতে অনেক লোক তাহার প্রার্থী আবার আমার দারিদ্র্য ও চলিবার শক্তি নাই, সুতরাং আমার পক্ষে বিষম সঙ্কট হইতেছে।" পতিব্রতা কামাতুর স্বামীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎকার্য্য সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং ভিক্ষা করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। পরে স্বামীকে স্বীয় স্কন্ধে আরোপণ করাইয়া মৃদু মন্দ গতিতে যাইতে লাগিলেন। একে রাত্রিকাল তাহাতে আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সুতরাং সেই স্বামীর-প্রিয়কারিণী সংকুলসম্ভূতা মহাভাগা দ্বিজাঙ্গনা চঞ্চল বিদ্যুৎ আলোকে ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প দর্শন করিয়া রাজপথের দিকে যাইতে লাগিলেন। তখন মাণ্ডব্য মুনি চোর না হইয়াও চোরসন্দেহে শূল প্রোথিত হইয়া পথিমধ্যে অন্ধকারে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। হঠাৎ সেই পত্নী-স্কন্ধ-সমারূঢ় কৌশিক ব্রাহ্মণের পদ সঞ্চালিত হইয়া মুনিবর মাণ্ডব্যের শরীর স্পর্শ করিল; পদাঘাতে ঋষিবর মাণ্ডব্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "যে ব্যক্তি পদচালনা করিয়া আমাকে অধিকতর ব্যথিত করিল, সূর্য্যোদয় হইলেই সেই ক্রূর পাপাত্মা নরাধম অসহ্য যন্ত্রণা ভোগে প্রাণত্যাগ করিবে।"

অনন্তর পতিপরায়ণা পতিব্রতা মুনিবরের এই নিদারুণ

শাপ শ্রবণ করত অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কহিলেন "সূর্য্য আর উদিত হইবে না।" তদনন্তর সেই পতিশোকাকুলা ব্রাহ্মণ-পত্নীর আদেশে সূর্য্যদেবের অনুদয়ে রাত্রিই রহিল। এইরূপে বহু দিন পরিমাণে রাত্রি অতীত হইলে দেবতারা ভয় পাইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, সূর্য্যোদয় ভিন্ন জগতের রক্ষার আর উপায় নাই, এক্ষণে কি প্রকারে সৃষ্টি রক্ষা হয়। ব্রহ্মা বলিলেন "তেজ দ্বারা তেজঃ ও তপ দ্বারা তপের বিনাশ হয়। পতিব্রতার সতীত্বমাহাত্ম্যে দিবাকর উদিত হইতেছেন না। সূর্য্যোদয়ের অভাবে তোমাদিগের ও মর্ত্ত্যগণের অত্যন্ত হানি হইতেছে, অতএব যদি তোমরা সূর্য্যোদয়ের অভিলাষ কর, তবে একমাত্র পতিব্রতা তপস্বিনী অত্রিপত্নী অনসূয়াকে প্রসন্ন কর।" অনন্তর অনসূয়া দেবগণ-কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া কহিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় দিবা রাত্রি হইতে থাকুক'। অনসূয়া কহিলেন, "পতিব্রতার কথা মিথ্যা হইবার নহে। যাহা হউক যাহাতে পুনরায় অহো-রাত্রের সংস্থাপন হয় এবং সেই সাধ্বীরও স্বামি-বিনাশ সংঘটন না হয়, সেইরূপে পুনরায় দিবসের সৃষ্টি করিব।" অনসূয়া এই বলিয়া সেই সতীর আলয়ে গমন করিলেন, তৎপর পতিব্রতাকে নানাবিধ বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া কহিলেন, কল্যাণি! তুমি তো স্বামির মুখদর্শনে আহ্লাদিত হইতেছ এবং সকল দেবতা হইতে স্বামীকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছ! দেখ, আমিও কেবল পতি শুশ্রূষার দ্বারাই মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমার সমস্ত অভিলষিত বিষয় সিদ্ধিহেতু বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধক সকল তিরোহিত

হইয়াছে। হে সাধ্বি! পুরুষগণ সর্ব্বদা পঞ্চ প্রকার ঋণ শোধ করিবেঃ—স্বীয় বর্ণের ধর্ম্মানুসারে ধন সঞ্চয় করিয়া সঞ্চিত অর্থ উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করিবে। আর সর্ব্বদা, সত্য, সরলতা তপঃ, দান ও দয়াপর হইবে এবং প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে অনুরাগসহ দ্বেষবিবর্জ্জিত শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া সকলের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিবে। পতিব্রতে! পুরুষগণ এইরূপ মহাক্লেশে স্বজাতিবিহিত লোক সকল প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে প্রাজাপত্যাদি লোক সকলেও গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সাধ্বী স্ত্রীগণ একমাত্র পতিসেবা দ্বারাই পুরুষের বহুকষ্টার্জ্জিত ঐ পুণ্য সকলের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে যজ্ঞ বা উপবাসের কোনও পৃথক বিধান নাই, কেবলমাত্র স্বামিশুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম, কারণ স্বামীই স্ত্রীলোকের পরম গতি। দেখ পুরুষেরা দেবতা, অতিথি বা পিতৃগণের প্রতি সৎক্রিয়া অনুসারে যে পূজাদি প্রদান করেন অনন্য মানসা-নারী কেবল পতি শুশ্রূষা দ্বারাই তাহার অর্দ্ধাংশ ভোগ করিয়া থাকেন।”

পতিব্রতা দেবী অনসূয়ার বাক্য শ্রবণে সমাদরসহকারে তাঁহার প্রতি পূজা করিয়া বলিতে লাগিলেন “হে স্বভাব-শুভদায়িনি! অদ্য আমি ধন্যা ও অনুগৃহীতা হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে দেবগণও আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আপনি আজ আমার স্বামি-ভক্তির সংবর্দ্ধন করিলেন। আমি জানি যে নারীদিগের পতির তুল্য আর দ্বিতীয় কেহ নাই, তিনি প্রসন্ন থাকিলেই ইহলোক ও পরলোকে মহোপকার সাধিত হয়। হে যশস্বিনী দেবি!

একমাত্র পতির প্রসাদেই নারীগণ ইহলোকে ও পরলোকে পরম সুখ ভোগ করে, কারণ ভর্ত্তাই রমণীদিগের একমাত্র দেবতা। হে শুভে! হে মাননীয়ে, আপনি যখন আমার আলয়ে আগমন করিয়াছেন, তখন আমাকে অথবা আমার স্বামীকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন! যথাসাধ্য আপনার বাক্য প্রতিপালিত হইবে।” অনসূয়া কহিলেন, “সাধ্বী! তোমার বাক্যানুসারে দিবা রজনী অপাস্ত হওয়ায় সৎক্রিয়া সকল বিনষ্ট হইয়াছে —জগৎ ধ্বংসের উপক্রম হইয়াছে। সেই জন্যই দেবগণ আমার নিকট দিনযামিনী পূর্ব্বের ন্যায় সংস্থাপন প্রার্থনা করায় আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। হে তপস্বিনী! দিনের অভাবে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইতেছে; এই মহৎ আপদ হইতে জগৎকে রক্ষা করিতে তোমার ইচ্ছা হয়, তবে হে সাধ্বী, তুমি সর্ব্ব জীবের প্রতি প্রসন্ন হও, সূর্য্যদেব পূর্ব্বের ন্যায় উদিত হউন।” পতিব্রতা কহিলেন, “মাণ্ডব্য মুনি অত্যন্ত ক্রোধভরে আমার স্বামীকে এইরূপ শাপ দিয়াছেন, ‘সূর্য্য উদিত হইলেই তোমার প্রাণত্যাগ হইবে।” অনসূয়া বলিলেন “যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমি তোমার স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিব, এবং তিনি নব কলেবর প্রাপ্ত হইবেন। হে বরবর্ণিনি! পতিব্রতা রমণীর মহিমা সর্ব্বতোভাবে আমার আরাধনীয়া, সুতরাং আমি তোমার সম্মাননা করি।” পতিব্রতা ‘তথাস্তু’ বলিলে সূর্য্যদেব উদিত হইয়া জগৎকে নব জীবন প্রদান ও কৌশিকের প্রাণ হরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ যেমনি প্রাণত্যাগ করিয়া ধরণীপৃষ্ঠে

পতিত হইলেন, অমনি তৎপত্নী পতিব্রতা মহাশোকে চীৎকার পূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনসূয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "ভদ্রে, পতিগতপ্রাণে! তুমি বিষণ্ণা বা ব্যাকুলা হইও না, পতিব্রতা বিধবা হইতে পারে না। আমি পতি সেবার দ্বারা যে তপোবল লাভ করিয়াছি, অচিরেই তাহা তোমার নয়নগোচর হইবে। রূপ, শীল, বুদ্ধি, বাক্য মধুরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দ্বারা কখনও কোনও পুরুষকে যদি স্বামীর সমান জ্ঞান না করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যবলে আজ এই ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত যুবা হইয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করত পত্নীর সহিত শত বর্ষ জীবিত থাকুন। আমি যদি অন্য দেবতাকে স্বামীর সমান জ্ঞান না করিয়া থাকি, তবে সেই সত্য দ্বারাই এই ব্রাহ্মণ নিরাময় হইয়া পুনর্ব্বার জীবিত হউন। কায়মনোবাক্যে যদি স্বামীরই আরাধনায় আমার উদ্যম থাকে তবে এই দ্বিজবর জীবিত হউন।" তদনন্তর দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত হইয়া যুব কলেবরে অজর অমরের ন্যায় দেহপ্রভায় স্বীয় নিকেতন উজ্জ্বল করত সমুত্থিত হইলেন। তখন আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। অনসূয়া বিদায় লইলেন, পতিব্রতাও নীরোগ তরুণ স্বামী লাভ করিয়া মনের সুখে তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বেদবতী

বেদবতী।—ইনি চিরকুমারী মহাজ্ঞানশীলা এবং ধার্ম্মিকা ছিলেন। ইনি মহাত্মা কুশধ্বজের ঔরসে মালাবতীর গর্ভে লক্ষ্মীর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই উত্তমজ্ঞানসম্পন্না হইয়া সূতিকা গৃহেই বেদপাঠ করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই মনীষিগণ ইঁহার নাম বেদবতী রাখিয়াছিলেন। ইনি সম্রাট্-কন্যা হইয়াও জাতমাত্রেই স্নান করত তপস্যার জন্য বনে গমন করেন।

এই বালিকা তপস্বিনী এক মন্বন্তর কাল পুষ্করতার্থে উগ্র তপস্যা করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র ক্লেশ হইল না। বরং নিরাহারে নবযৌবন সম্পন্না হইয়া তাঁহার শরীর পুষ্ট ও জ্যোতির্ম্ময়ী কান্তিবিশিষ্ট হইল। একদা তিনি দৈববাণী শুনিতে পাইলেন। "হে সুন্দরি! তুমি জন্মান্তরে জগদীশ্বর হরিকে পতি পাইবে, সেই ব্রহ্মাদির দুরারাধ্য পতি লাভ করিয়া সুখে অবস্থান করিবে।" এইরূপ দৈববাণী শ্রুত হইয়া পুনর্ব্বার অত্যধিক উত্তম সহকারে গন্ধমাদনে অতি নির্জ্জনে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কুশধ্বজ-কন্যা বেদবতী গন্ধমাদনে বহুকাল তপস্যা করত সেই স্থান নিরাপদ মনে করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহার সম্মুখে মায়াবী লঙ্কেশ্বর দণ্ডায়মান। তাঁহাকে অতিথি জ্ঞানে পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা সৎকার করত সুস্বাদু ফল মূল ও সুশীতল জল প্রদান করিলেন।

পাপিষ্ঠ রাক্ষস তাহা ভোজন করিয়া তাঁহার সমীপে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সুন্দরি! তুমি কে? কাহার কন্যা? বেদবতী নিরুত্তরা হইয়াছিলেন। মূঢ়মতি রাবণ সেই মনোহারিণী শরৎকালীন পদ্মের ন্যায় প্রফুল্লবদনা সুহাসিনী সুদর্শনা বেদবতীকে দর্শন করত হতজ্ঞান হইল। তৎপর তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইল। তখন সতী বেদবতী সুতীক্ষ্ণ ক্রোধময়ী দৃষ্টিতে তাহাকে স্তম্ভিত করিলেন। পামরের হস্ত, পদ, মুখ প্রভৃতি সমস্তই জড়ীভূত হইল—সে আর নড়িতে চড়িতে পারিল না। পাপিষ্ঠ তখন সেই সুপবিত্রা পদ্মাংশসম্ভূতা পদ্মলোচনা সতী বেদবতীকে মনে মনে স্তব করিতে লাগিল। দেবী বেদবতী তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করিলেন, এবং বলিলেন "তুমি আমার জন্যই সবান্ধবে বিনষ্ট হইবে।" সতী এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া ঘন ঘন কম্পিতা হইতে লাগিলেন। একটু স্থির হইয়া বলিলেন "তুমি যখন আমার শরীর স্পর্শ করিয়াছ, তখন এ অপবিত্র দেহ ত্যাগ করিব তাহা দর্শন কর।" এই বলিয়া মহাজ্ঞানশীলা ধর্ম্মপরায়ণা যোগজ্ঞা বেদবতী যোগবলে প্রাণবায়ু নিরোধ করিলেন এবং জ্যোতির্ম্ময়ী আভায় বনস্থল প্রোজ্জ্বল করিয়া দিব্যলোকে চলিয়া গেলেন। রাবণ তাঁহার মৃতদেহ গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিল এবং "আহা কি অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম, হায়! আমি কি অন্যায় কাজই করিলাম" এই প্রকার নানারূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে নিজ আলয়ে গমন করিল।

এই মহাসাধ্বী বেদবতীই কালান্তরে সীতারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

সতী

সতী।—ইনি দেব দেব শিবের পত্নী, প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, ইনিই দেবী ভগবতী, ইনি পিতৃবদনে স্বামিনিন্দা শ্রবণেই নিজ দেহ ত্যাগ করেন। ইনিই প্রধানতমা সতী বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাত। সোমদেবের অংশে মরিষ হইতে মানস পুত্র দক্ষের জন্ম হয়। পূর্ব্বে মনন, দর্শন ও স্পর্শন হইতেই জীবাদির সৃষ্টি হইত, দক্ষ প্রজাপতির সময় হইতেই নারী পুরুষ সহবাসে জীবোৎপন্ন হইতে লাগিল। দক্ষ প্রথমতঃ মানসিক পুত্র সকল উৎপাদন করেন, তদ্দ্বারা প্রজা বৃদ্ধি না হওয়ায় তিনি শতরূপার তপঃশীলা কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে বহু পুত্র-কন্যা উৎপন্ন করেন। তাঁহার কন্যাদের কতকগুলি চন্দ্র প্রভৃতি দেবতাকে দান করেন। এবং এই অতি প্রিয় সতীকে ভগবান্ শিবকে সম্প্রদান করেন।

একদা বিশ্ব-স্রষ্টাদের যজ্ঞে দেবগণ, মুনিগণ ও সানুচর অগ্নিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রজাপতি দক্ষও দিবাকরের ন্যায় স্বীয় তেজে দীপ্যমান হইয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। সভাসদ্গণ তাঁহাকে দেখিবামাত্রই উত্থিত হইলেন, কেবল ব্রহ্মা ও শিব উঠিলেন না; দক্ষ প্রজাপতি

ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া তদীয় আজ্ঞা গ্রহণে আসনে উপবেশন করিলেন। দক্ষের আসন পরিগ্রহণের পূর্ব্বাবধি ভগবান শঙ্কর স্বীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এই অনাদর দক্ষের সহ্য হইল না। তৎপর দক্ষ গর্ব্ববশতঃ বৃহস্পতি নামে উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, সেই যজ্ঞে ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি পিতৃ ও দেবতাগণের পূজা হইল, এবং তাঁহাদের পত্নীগণ ও স্ব স্ব স্বামীর সহিত যথাযোগ্য পূজা প্রাপ্ত হইলেন।

খেচরগণ আকাশে বিচরণ করিতে করিতে ঐ সব বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিল, তাহাদের মুখে সতী পিতৃযজ্ঞ মহোৎসবের কথা শুনিতে পাইয়া, আপনার গৃহের সমীপেই দেখিলেন, নানাদিক হইতে গন্ধর্ব্ব মহিলাগণ স্ব স্ব পতিসহ বিমল যানে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছেন। তাহাদিগকে দেখিয়া সতীরও যজ্ঞ দর্শনার্থ অত্যন্ত ঔৎসুক্য হইল। তিনি আপনার পতি ভগবান শিবকে কহিলেন "আপনার শ্বশুর দক্ষের যজ্ঞ মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে চলুন, আমরা সকলেই তথায় গমন করি। পিতৃগৃহে উৎসব হইতেছে, একথা শুনিলে তাহা দেখিবার জন্য কন্যার মন কি চঞ্চল হয় না? বন্ধুজন পতি, শ্বশুর ও পিতার ভবনে বিনাহ্বানেও গমন করিতে পারা যায়; আমার প্রতি প্রসন্ন হউন! কৃপা বিতরণপূর্ব্বক আমার বাসনা পূর্ণ করুন্। প্রভো! আপনি পরম জ্ঞানী হইয়াও আমাকে দেহার্দ্ধরূপে নিরূপণ করিয়া আমি এই যে প্রার্থনা করিতেছি, আমার

প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহা পূর্ণ করিতে আজ্ঞা হউক।”

ভগবান শিব সতীর এইরূপ প্রার্থনা শুনিয়া হাস্য করিলেন। সতীর পিতা দক্ষ বিশ্বস্রষ্টাদিগের সমক্ষে মর্ম্মভেদী যে সকল কুবাক্য বাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়া কহিলেন “হে সুন্দরি, যদি দেহাদিতে অহঙ্কার জন্য মদ ও ক্রোধ দ্বারা বন্ধুগণের দোষ দৃষ্টি না জন্মে তাহা হইলে অনাহুত হইয়াও বন্ধুগৃহে গমন করিতে পারা যায় একথা বলা শোভা পায়। বিদ্যা, তপস্যা, বিত্ত, দেহ, বয়স ও কুল এই ছয়টী সাধুব্যক্তিদের গুণ, এই সকল গুণ আবার অসাধু পুরুষদিগের হইলে দোষ হইয়া উঠে। এই সকল গুণ দ্বারা অসৎ লোকদিগের বিবেক জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্য অভিমানে তাহাদের দৃষ্টি দূষিত হয়, তাহারা স্তব্ধ তুল্য হইয়া মহৎ ব্যক্তিদের তেজ দর্শনে সমর্থ হয় না। এতাদৃশ ব্যক্তিগণকে বন্ধুজন বোধ করিয়া তাহাদের গৃহে দৃক্‌পাতও করা উচিত নহে; তাহারা ভ্রুকুটী করাল দৃষ্টিতে ক্রোধ ভরে নিরক্ষণ করে। যে সকল বন্ধুগণের বুদ্ধি কুটিল তাহাদের দুর্ব্বাক্য দ্বারা যেরূপ মর্ম্মপীড়া ও মনস্তাপ জন্মে তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা গাত্র খণ্ডিত হইলেও তদ্রূপ ব্যথা বোধ হয় না। হে শোভনে! দক্ষের মর্য্যাদা অতি উৎকৃষ্ট এবং আমিও তাহা স্বীকার করি যে তুমি তাহার সকল কন্যা অপেক্ষা আদরের কন্যা, কিন্তু আমার সম্বন্ধবশতঃ তুমি পিতার নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইবে না। প্রিয়ে! নিরহঙ্কার ব্যক্তিদি

অন্তঃকরণ দক্ষের আচরণে সন্তপ্ত হয়, তিমি তাহাতেই দুঃখিত হইয়াছেন। দক্ষ পুণ্য কীর্ত্তি দ্বারা কখন ঐ সকল নিরহঙ্কার ব্যক্তিদিগের ঐশ্বর্য্য এবং সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে সক্ষম নহেন। অসুরগণ যেমন ভগবান্ হরির দ্বেষ করে, সেরূপই তিনি আমার দ্বেষ করিয়া থাকেন। হে সুমধ্যমে, লোকে পরস্পর যে প্রত্যুত্থান বিনয় ও অভিবাদন করিয়া থাকে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ঐ সকল ব্যবহারই সুচারুরূপে অন্য প্রকারে নির্ব্বাহ করেন না, তাঁহারা সর্ব্বান্তর্য্যামী পরম পুরুষ ভগবান বাসুদেবের প্রতি অন্তঃকরণ দ্বারা তাহা করিয়া থাকেন। দেহাভিমানী, পুরুষের প্রতি করেন না। অতএব আমি অন্তর্দ্দৃষ্টিতে মন দ্বারা দক্ষের প্রতি প্রত্যুত্থানাদি সকলই করিলাম, অবজ্ঞা করি নাই; হে সুন্দরি, আমি কেবল অভ্যাগত ব্যক্তিতে বাসুদেব বোধে নমস্কার করি এমন নহে, নিত্যই মন মধ্যে বাসুদেবের চিন্তা করিয়া থাকি। কেননা বিশুদ্ধ যে সত্ত্বগুণ তাহাই বাসুদেব শব্দে উক্ত হয়। নির্ম্মল সত্ত্বগুণে পরম পুরুষ বাসুদেবই প্রকাশ পান। এই নিমিত্ত সেই সত্ত্বস্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান বাসুদেবকে আমি মন দ্বারা সতত নমস্কার পূর্ব্বক অর্চ্চনা করি। দক্ষ আমার বিপক্ষ, তিনি তোমার জন্মদাতা পিতা হইলেও তাঁহার এবং তাঁহার অনুগামী, লোকদিগের মুখাবলোকন করা তোমার উচিত হয় না। প্রিয়তমে! একি সামান্য দুঃখের বিষয় যে বিশ্বস্রষ্টাদিগের যজ্ঞে তিনি আমাকে বিনা অপরাধে বিবিধ দুর্ব্বাক্য দ্বারা

তিরস্কার করিলেন। যদি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া তথায় গমন কর তাহা হইলে কখনই তোমার মঙ্গল হইবে না। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির স্বজন সন্নিধানে পরাভব সত্তই মরণের নিমিত্ত কল্পিত হয়” ভগবান্ ভব সতীকে এইরূপ কহিয়া নীরব হইলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন যাইতে অনুমতি দিই কি সতীকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করি দুই দিকেই সতীর শরীরনাশের সম্ভাবনা। এ দিকে সতীও বন্ধু-দর্শন বাসনায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া একবার গৃহ হইতে নির্গতা হন আবার শিবের ভয়ে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহার চিত্ত উভয় দিকে দুলিতে লাগিল, ক্রমে বন্ধুজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় প্রতিহত হইল ভাবিয়া সতী অতিশয় দুর্ব্বলা হইয়া পড়িলেন। এবং স্নেহবশতঃ রোদন করিয়া অশ্রুধারা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রোধে দুঃখে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, বারংবার সকোপ দৃষ্টিতে মহেশ্বরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। স্ত্রী-স্বভাব প্রযুক্ত তাঁহার বুদ্ধি এতদূর বিমূঢ় হইয়া পড়িল যে—যে সাধু-প্রিয় ভব প্রীতিবশতঃ আপনার দেহার্দ্ধ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃ-গৃহে যাত্রা করিলেন। অতঃপর সতী পিত্রালয় প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞস্থানে প্রবেশ করিলেন। তথায় যজ্ঞীয়-পশুবধের কোলাহল, বেদ পাঠের শব্দে মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব মধুর ভাবে শ্রুতিগোচর হইতেছিল। দেবগণ মহর্ষিগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু দক্ষ সতীকে দেখিয়া কোনও আদর

অভ্যর্থনা করিলেন না। সতীর জননী ও ভগিনীগণ ভিন্ন কোন ব্যক্তিই দক্ষের ভয়ে তাহার সমাদর করিলেন না। কেবল তাঁহার মাতা ও ভগিনীগণ প্রেমাশ্রু দ্বারা নিরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া সাদরে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সতী দেখিলেন, পিতা তো কথা-দ্বারাও আদর করিলেন না। যদিও ভগিনীগণ সহোদরা বলিয়া তাঁহাকে সমুচিত সম্ভাষণ পুরঃসর প্রীতি প্রদর্শন করিলেন, এবং মাতাও মাতৃস্বসাগণ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ও আসন প্রদান করিলেন, তথাপি তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন এই যজ্ঞে ভগবান্ রুদ্রের অংশ নাই। তাহাতে তাঁহার স্পষ্টবোধ হইল যে, দক্ষ দেবদেব রুদ্রকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, বিশেষতঃ যজ্ঞ সভায় নিজেরও বিশেষ সমাদর না দেখিয়া অতিশয় কোপান্বিতা হইলেন। অবিলম্বে তাঁহার ক্রোধাগ্নি ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল যেন তদ্দারা সমস্ত লোক দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইয়া পড়িবে। সতীর ক্রোধাবেশ হইবা মাত্র সতীর দেহ হইতে কত-গুলা ভূত সমুত্থিত হইল, কিন্তু দেবী তাহাদিগকে নিবারণ করি-লেন। শিবদ্বেষী দক্ষকে সতী সমস্ত লোকের সমক্ষে রোষভরে বলিতে লাগিলেন। পিতঃ ইহলোকে যাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, যাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কাহাকে দেখি না এবং যিনি দেহধারী জীবের প্রিয় আত্মার কারণস্বরূপ—কাহারও সহিত যাঁহার বিরোধ নাই, তোমা ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি সেই ভগবানের প্রতিকূলতাচরণ করিবে? তোমার মত ব্যক্তিগণ প্রায়ই অসূয়াপরবশ হইয়া থাকে, তাহারা পরের গুণ সহ্য

করিতে পারে না, অন্যের বহুগুণ বর্ত্তমমান থাকিলেও গুণ পরিহার করিয়া দোষই গ্রহণ করে, কিন্তু যেসকল ব্যক্তি তোমাদের তুল্য অসূয়াপরবশ নহেন তাঁহারা কাহারও দোষ গুণ থাকিলে দোষ মাত্র গ্রহণ করেন না। দোষ গুণ যেমন থাকে তেমনি বিচার করিয়া গ্রহণ করেন। ইহাদিগ-কেই মহৎ বলা যায়। আর যে সকল সাধু পুরুষ কেবল গুণই গ্রহণ করেন—কখন দোষ গ্রহণ করেন না তাঁহারা মহত্তর; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি অন্যের দোষ থাকিলেও তাহা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত অতি সামান্য যৎকিঞ্চিৎ গুণ দেখিতে পাইলে তাহাকেই বহুমান করেন, তাঁহারাই মহত্তর। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনি সেই সকল মহত্তর পুরুষের প্রতি পাপ কল্পনা করিলেন। যাহারা এই জড় দেহকেই আত্মা কহে তাদৃশ দুর্জ্জন পুরুষেরা ঈর্ষাবশতঃ ঐ প্রকার মহাজনদিগের নিন্দা করিবে; আশ্চর্য্য নহে। বরঞ্চ তাহা আবশ্যক। কারণ যদিও সাধু ব্যক্তিরা আত্মনিন্দা সহ্য করেন তথাপি তাঁহাদের পাদরেণু তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; তাঁহাদের চরণধূলি ঐ সকল ব্যক্তির তেজ নাশ করে। অতএব সদ্যঃ প্রতিফল পাওয়াতে অসৎ পুরুষের পক্ষে মহাজনের নিন্দা করাই ভাল, পিতঃ! যাঁহার নাম "শিব" এই দুইটী অক্ষর কেবল কথাদ্বারা উচ্চারণ করিলেও তৎক্ষণাৎ মানবদিগের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়; যাঁহার কীর্ত্তি অতি পবিত্র যাঁহার শাসন কাহারও লঙ্ঘনীয় নহে—তুমি সেই শিবের বিদ্বেষ করিতেছ! কি আশ্চর্য্য, তুমি এমনই অমঙ্গল স্বরূপ।

যাঁহার পাদপদ্মে মহৎ ব্যক্তিদিগের মনোভৃঙ্গ ব্রহ্মানন্দরূপ মকরন্দ পানার্থী হইয়া নিরন্তর ভজনা করে, এবং যাঁহার চরণ সকাম পুরুষদিগের সমস্ত অভিলষিত মঙ্গল বর্ষণ করিয়া থাকে—তুমি সেই বিশ্ববন্ধু শিবের বিদ্বেষ করিতেছ। পিতঃ, তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া শিবনামে সে এই অশিবতত্ত্ব আরোপ করিয়াছিলে, ব্রহ্মাদিদেবগণ কি সেই তত্ত্ব অবগত নহেন? কেন না ভগবান ভব, জ্বালাজাল বিকীর্ণ পূর্ব্বক চিতাভস্ম, মাল্য ও মৃত মনুষ্যের কপাল ধারণ করিয়া পিশাচগণ সহিত শ্মশানে বাস করিলেও, দেবগণ তাঁহার চরণভ্রষ্ট নির্ম্মাল্য স্ব স্ব মস্তকে ধারণ করিতেছেন। তোমার ন্যায় যদি তাঁহারাও শিবকে ভাবিতেন তবে তাঁহার চরণ বিগলিত নির্ম্মাল্য কখনই তাঁহারা মস্তকে ধরিতেন না। যাহা হউক দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি যেস্থানে ধর্ম্ম রক্ষক স্বামীর নিন্দা করে, পতিব্রতা কামিনী, সেখানে যদি তাহাদের বিনাশ করিতে সমর্থ না হয় তবে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক তথা হইতে তাহার নির্গত হওয়া কর্ত্তব্য। যদি শক্তি থাকে তবে যে দুরাত্মা ঐরূপ অকল্যাণ কথা প্রয়োগ করে তাহার জিহ্বা বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়া দিবে; পরে আপনার প্রাণও পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। তুমি ভগবান্ নীলকণ্ঠের নিন্দাকারী তোমা হইতে এই যে আমার দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমি আর ধারণ করিব না; নিন্দিত অন্ন যদি মোহবশতঃ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহা বমন করিয়া ফেলিবে, তবে তাহার শুদ্ধি হয়। দেব ও মনুষ্য এই দুয়ের গতি যেমন পৃথক্ সেইরূপ যাহার যে ধর্ম্ম তিনি তাহাতেই অবস্থিত

থাকিবেন, আর ধর্ম্মের বা অন্য ব্যক্তির কখন তিনি নিন্দা করিবেন না। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই দুই প্রকার কর্ম্মই সত্য; বেদে এই উভয় কর্ম্মেরই বিধান আছে। ঐ দুই কর্ম্ম বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা দ্বারা বিহিত হইয়াছে। অবশেষে বিধান হয় নাই, ঐ দুই কর্ম্ম একই কালে এক কর্ত্তাতে পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু শিব সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, তাহাতে কোনও কার্য্য নাই।

হে পিতঃ, আমরা অণিমাদি যে সকল ঐশ্বর্য্য আশ্রয় করিয়াছি তোমরা কখন তাহা চক্ষেও দেখ নাই। তোমাদের ঐশ্বর্য্য ত কেবল যজ্ঞশালাতেই থাকে। যজ্ঞান্নপরিতৃপ্ত মানবগণই তাহার প্রশংসা করে এবং কর্ম্মকাণ্ড পথাশ্রিত পুরুষেরাই তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের ঐশ্বর্য্য সেরূপ নহে; তাহা ইচ্ছামাত্র উৎপন্ন হয়, তাহার হেতু অব্যক্ত। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণই তাদৃশ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন। তোমার সহিত আর কথার প্রয়োজন নাই; তুমি ভগবান্ ভবের নিকট অপরাধী, তোমার দেহ হইতে আমার এই দেহ যে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার জন্ম অতি কুৎসিত; ইহা আর ধারণ করা উচিত হয় না। তুমি অতি কুজন; তোমার সম্বন্ধবশতঃ আমার বড় লজ্জা হইতেছে। মহতের অপ্রিয় কর্ত্তা হইতে যে জন্ম হয়, সে জন্ম ধিক্। ভগবান বৃষধ্বজ আমার সহিত পরিহাস সময়ে যখন আমাকে "দাক্ষায়ণি" বলিয়া সম্বোধন করিবেন, তখন আমার পরিহাস বিষয়ক হাস্য অন্তর্হিত হইবে, তখন আমি দুঃখিত হইব। তোমার অস্থি হইতে উৎপন্ন এই অঙ্গ পরিত্যাগ করিব, ইহা মৃতের তুল্য।" সতী

ইহা বলিয়াই মৌনাবলম্বনে উত্তর মুখী হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। তৎপর নাভিচক্র হইতে উদান বায়ুকে অল্পে অল্পে উত্তোলন করিয়া বুদ্ধির সহিত হৃদয়ে স্থাপন করিলেন, পশ্চাৎ উদান বায়ুকে কণ্ঠমার্গ দ্বারা ভ্রুদ্বয়ের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন। সতী সেই দেহ পরিত্যাগ বাসনায় বায়ুরুদ্ধ করিয়া জগদ্‌গুরু পতিপদারবিন্দের মকরন্দ চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

তখন আকাশে পাতালে এবং সভায় মহান্ হাহারব উত্থিত হইল, সকলে দুঃখ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায় কি খেদের বিষয়! তৎপর মহাদেব-অনুচর বীরভদ্র দক্ষকে মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া নিধন করেন; কিন্তু আশুতোষ শিব ছাগমুণ্ড সংযোগ করিয়া দক্ষের প্রাণ দান করেন ও যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইতে আদেশ দেন। তৎপর সতীবিরহখিন্ন মহাত্মা মহেশ্বর যজ্ঞ স্থানে গমন করিয়া সতীকে যোগাসনে মৃত দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে "হা সতী, হা সতী" বলিতে বলিতে সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে স্থাপন করত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত হইয়া নানাদেশ ভ্রমণ করিতে লগিলেন। তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ চিন্তিত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু ত্বরায় সতীর দেহচ্ছেদন করিতে থাকিলেন। তাহাতে ছিন্নাঙ্গ সমূহ যে যে স্থানে পতিত হইল, মহেশ্বর নানা মূর্ত্তি ধরিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকিলেন। এইরূপ অষ্টোত্তর শত পীঠস্থান উৎপন্ন হয়। তৎপর সতী পুনর্ব্বার গিরিরাজ-কন্যারূপে জন্ম লইলেন এবং মহেশ্বর তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া সুস্থ হন; তখন সতীর নাম উমা বা পার্ব্বতী হয়।

সতী পীঠস্থান স্তোত্রম্

বরাণস্যাং বিশালাক্ষী গৌরীমুখ নিবাসিনী।
ক্ষেত্রে বৈ নৈমিষারণ্যে প্রোক্তা সা লিঙ্গধারিণী।
প্রয়াগে ললিতা প্রোক্তা কামুকী গন্ধমাদনে।
মানসে কুমুদা প্রোক্তা দক্ষিণে চোত্তরে তথা॥
বিশ্বকামা ভগবতী বিশ্বকাম প্রপূরিণী।
গোমন্তে গোমতী দেবী মন্দরে কাম চারিণী॥
মদোৎকটা চৈত্ররথে জয়ন্তী হস্তিনাপুরে।
গৌরী প্রোক্তা কান্যকুব্জে রম্ভাতু মলয়াচলে॥
একাম্রপীঠে সংপ্রোক্তা দেবী সা কীর্ত্তিমত্যপি।
বিশ্বে বিশ্বেশ্বরীং প্রাহুঃ পুরুহূতাঞ্চ পুষ্করে॥
কেদারপীঠে সংপ্রোক্তা দেবী সন্মার্গদায়িনী।
নন্দা হিমবতঃ পৃষ্ঠে গোকর্ণে ভদ্র কর্ণিকা॥
স্থানেশ্বরে ভবানীতু বিল্বকে বিল্বপত্রিকা।
শ্রীশৈলে মাধবী প্রোক্তা ভদ্রা ভদ্রেশ্বরে তথা॥
বরাহ শৈলেতু জয়া কমলা কমলালয়ে।
রুদ্রাণী রুদ্রকোট্যাস্তু কালী কালঞ্জরে তথা॥
শালগ্রামে মহাদেবী শিবলিঙ্গে জল-প্রিয়া।
মহালিঙ্গেতু কপিলা মাকুটে মুকুটেশ্বরী॥
মায়াপুর্য্যাং কুমারী স্যাৎ সন্তানে ললিতাম্বিকা।
গয়ায়াং মঙ্গলা প্রোক্তা বিমলা পুরুষোত্তমে॥

উৎপলাক্ষী সহস্রাক্ষে হিরণ্যাক্ষে মহোৎপল।
বিপাশায়ামমোঘাক্ষী পাটলা পুণ্ড্রবর্ধনে ॥
নারায়ণী সুপার্শ্বেতু ত্রিকূটে রুদ্র-সুন্দরী।
বিপুলে বিপুলা দেবী কল্যাণী মলয়াচলে ॥
সহ্যাদ্রাবেক বীরাতু হরিশ্চন্দ্রে তু চন্দ্রিকা।
রমণা রামতীর্থেতু যমুনায়াং মৃগাবতী ॥
কোটবী কোটি-তীর্থেষু সুগন্ধা মাধবে বনে।
গোদাবর্য্যাং ত্রিসন্ধ্যাতু গঙ্গাদ্বারে রতিপ্রিয়া ॥
শিবকুঞ্জে শুভানন্দা নন্দিনী দেবিকাতটে।
রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥
দেবকী মথুরায়াংতু পাতালে পরমেশ্বরী।
চিত্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যাধিবাসিনী ॥
করবীরে মহালক্ষ্মী রুমাদেবী বিনায়কে।
আরোগ্যা বৈদ্যনাথেতু মহাকালে মহেশ্বরী ॥
অভয়েত্যুষ্ণ তীর্থেষু নিতম্বা বিন্ধ্যপর্ব্বতে।
মাণ্ডবে মাণ্ডবী নাম স্বাহা মাহেশ্বরী পুরে ॥
ছগলণ্ডে প্রচণ্ডাতু চণ্ডিকা মরকণ্টকে।
সোমেশ্বরে বরারোহা প্রভাসে পুষ্করাবতী ॥
দেবমাতা সরস্বত্যাং পারাবারাতটে স্মৃতা।
মহালয়ে মহাভাগা পয়োষ্ণাং পিঙ্গলেশ্বরী ॥
সিংহিকা কৃত শৌচেতু কর্ত্তিকেত্বতিশাঙ্করী।
উৎপলা বর্ত্তকে লোলা সুভদ্রা শোণ-সঙ্গমে ॥

মাতা, সিদ্ধবনে লক্ষ্মীরনঙ্গা ভরতাশ্রমে।
জালন্ধরে বিশ্বমুখী তারা কিষ্কিন্ধ্য পর্ব্বতে ॥
দেবদারু বনে পুষ্টির্মেধা কাশ্মীর মণ্ডলে।
ভীমাদেবী হেমাদ্রৌতু তুষ্টির্বিশ্বেশ্বরী তথা ॥
কপাল মোচনে শুদ্ধির্মাতা কায়াবরোহণে।
শঙ্খোদ্ধারে ধরা নাম ধৃতিঃ পিণ্ডারকে তথা।
কলাতু চন্দ্রভাগায়ামচ্ছোদে শিবধারিণী।
বেণায়ামমৃতা নাম বদর্য্যামুর্ব্বশী তথা ॥
ঔষধিঃ চোত্তর কুরৌ কুশদ্বীপে কুশোদকা।
মন্মথা হেমকূটেতু কুমুদে সত্যবাদিনী ॥
অশ্বত্থে বন্দনীয়াতু নিধি বৈশ্রবণালয়ে।
গায়ত্রী বেদবদনে পার্ব্বতী শিব সন্নিধৌ ॥
দেবলোকে তথেন্দ্রানী ব্রহ্মাস্যেষু সরস্বতী।
সূর্যবিম্বে প্রভানাম মাতৃণাং বৈষ্ণবী মতা ॥
অরুন্ধতী সতীনাস্তু রামাসু চ তিলোত্তমা।
চিত্তে ব্রহ্মকলা নাম শক্তি সর্ব্বশরীরিণাম্ ॥
ইমান্যষ্ট শতানি স্যুঃ পীঠানি জনমেজয়।
যেষাং শ্রবণ মাত্রেণ সর্ব্বপাপহীনো নরঃ ॥
নামাষ্টশত জাপেন বহবঃ সিদ্ধতাং গতাঃ।
নতস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ নামাষ্ট শত জাপিনঃ ॥
যত্রৈতৎ লিখিতং সাক্ষাৎ পুস্তকে বাপিতিষ্ঠতি
গ্রহ মারী ভয়াদিনী তত্র নৈব ভবন্তি হি ॥

যস্মরেৎ শৃনুয়াদ্ বাপি নামাষ্টশত মুত্তমম্ ।
সৌভাগ্যং বর্ধতে নিত্যং যথা পর্ব্বণি বারিধিঃ ॥
সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্তো দেবীলোকং পরং ব্রজেৎ ॥
এতেষু সর্ব্ব পীঠেষু গচ্ছেৎ যাত্রা বিধানতঃ ।
সন্তর্পয়েৎ চ পিত্রাদীন্ শ্রাদ্ধাদীনি বিধায়তঃ ॥
কুর্য্যাচ্চ মহতীং পূজাং ভগবত্যা বিধানতঃ ;
ক্ষমাপয়েৎ জগদ্ধাত্রীং জগদম্বাং মহুর্মুহুঃ ॥
সুবাসিনী কুমারীশ্চ বটুকাদীন্ স্তথা নৃপ ।
তস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতা যেতু চণ্ডালাদ্যা অপি প্রভুঃ ॥
দেবীরূপা স্মৃতাঃ সর্ব্বে পূজনীয়া স্ততো হি তে ।
প্রতি গ্রহাদিকং সর্ব্বং তেষু ক্ষেত্রেষু বর্জ্জয়েৎ ॥
বিত্ত শাঠ্যং ন কুর্ব্বীত দেবীভক্তিপরো নরঃ ।
শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতন্নামাষ্টশত মুত্তমম্ ॥
তৃপ্তা তৎ পিতরঃ সর্ব্বে প্রয়ান্তি পরমাং গতিম্ ॥

উমা।

উমা—ইনি মহাদেব-পত্নী, শৈলরাজ-কন্যা ভগবতী পার্ব্বতী। ইনিই পূর্ব্বে সতী ছিলেন। ইনি একাগ্র চিত্তে বহু বৎসর তপস্যা করিয়া শিবকে পতি প্রাপ্ত হন; ইহার বিবাহের ঘটক স্বয়ং অরুন্ধতী। শৈলরাজ মহাদেব শিবকে আমন্ত্রণ করিয়া বহু যৌতুক সহ স্বীয় কন্যা উমাকে সম্প্রদান করেন। স্বয়ং বর শিব স্বস্তি বলিয়া গ্রহণ করেন। তৎপর পুরনারীগণ শৈলরাজ-কন্যা পার্ব্বতী ও শিবকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া জয়ধ্বনি করতঃ নির্ম্মঞ্জনাদি শুভ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। বাসরগৃহে রত্নময়ী দীপিকা ও কর্পূর চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুম্ দ্বারা চর্চ্চিত দেবকন্যাগণ সুশোভিতা ছিলেন। তাঁহারা রত্নাসনে শিবকে উপবেশন করাইয়া মধুর বাক্যে কৌতুক করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ দেবী সরস্বতী বলিলেন, "হে মহাদেব, এক্ষণে তুমি প্রাণাধিকা সতীকে প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব কালেশ প্রিয়ার সর্ব্বাবয়ব সুন্দর চন্দ্রবদন সদৃশ মনোহর বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া সর্ব্বদা আলিঙ্গন পূর্ব্বক কালাতিপাত কর; আমার আশীর্ব্বাদে তোমাদের কস্মিন্ কালেও বিচ্ছেদ হইবে না।" লক্ষ্মী বলিলেন, "হে দেবেশ, যে সতীর বিরহে তোমার প্রাণ বিগতপ্রায় হইয়াছিল, তুমি এক্ষণে লজ্জা ত্যাগ করত সেই সতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া সুখে অবস্থান কর। অত্রস্থিত স্ত্রীগণ মধ্যে লজ্জা করিবার আবশ্যক নাই।'

সাবিত্রী বলিলেন, "আর তোমার খেদে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে তুমি ভোজন করত সতীকে ভোজন করাইয়া আচমন পূর্ব্বক ভক্তিভাবে সকর্পূর তাম্বুল প্রদান কর।"

জাহ্নবী বলিলেন, "হে শঙ্কর, এই স্বর্ণ কঙ্কতিকা ধারণ করত পত্নীর কেশ মার্জ্জনা কর, কামিনীর স্বামী সৌভাগ্যই পরম সুখ লাভের বিষয়।"

রতি বলিলেন, "হে দেব, আপনি পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়া অতি দুর্ল্লভ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু অকারণ আমার প্রাণনাথকে ভস্মসাৎ করিলেন কেন? হে বিভো, আপনার কাম ব্যাপারের কারণীভূত কামকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আমার নিদারুণ বিচ্ছেদ যাতনা দূর করুন্। হে দয়ানিধে! দম্পতিবিরহ সমস্ত শ্রেষ্ঠ ক্লেশ জানিয়াও আমার প্রাণকান্তকে ভস্ম করিলেন কেন?" রতি এই কথা বলিয়া গ্রন্থিনিবন্ধ কাম ভস্ম শম্ভুর সমক্ষে প্রদান করত "হা নাথ, হা নাথ" বলিয়া উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইলেন। তখন করুণা-সাগর সদাশিব সেই ভস্মরাশি হইতে কামকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। রতি চেতনাপ্রাপ্ত কামকে পুর্ব্বাকারে শরাসন সহ হাস্য বদনে আবির্ভূত হইয়াছেন দেখিয়া মহেশ্বরের পাদপদ্মে শতবার প্রণাম করিলেন, কাম ও আগম উক্ত বহু প্রকারে তাঁহার স্তব করিলেন। তখন মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবগণ কামকে বলিলেন, "কন্দর্প! কালে জীবের বিনাশ ও কালে জীবের রক্ষা হইয়া থাকে, অবশ্যম্ভাবী কার্য্য কেহই বারণ করিতে পারে না।" তৎপর দিতি বলিলেন, "হে শম্ভো, তুমি সত্বর

পার্ব্বতীকে ভোজন আচমন করাইয়া আমার প্রীতি সম্পাদন কর। দম্পতীর প্রেম অতি দুর্ল্লভ।" শচী বলিলেন, "পুরুষদিগের কলত্র-বিরহ সমুদয় শোক হইতে গুরুতর। যাহার দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া বিলাপ করিয়াছিলে সেই কলত্রের সহিত পুনর্ব্বার তোমার মিলন হইল; সুতরাং এক্ষণে তাহাকে বক্ষে ধারণ কর; সেই প্রিয়তমাকে তোমার লজ্জা কি?"

লোপামুদ্রা বলিলেন, "হে মহাদেব, স্ত্রীগণের এই ব্যবহার আছে যে, স্বামী বাসর গৃহে ভোজন করিয়া প্রিয়তমাকে তাম্বুল দিয়া তাহার সহিত শয়ন করিবে।"

অরুন্ধতী বলিলেন, হে শম্ভো, মেনকা তোমাকে পার্ব্বতী প্রদান করিতে অসম্মতা ছিলেন, আমিই তোমাকে এই সতী পার্ব্বতীকে প্রদান করাইয়াছি, তুমি ইহাকে বিবিধ প্রবোধ বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া ইহার সহিত বিহার কর।"

তুলসী বলিলেন, "প্রভো! তুমি পূর্ব্বে সতীকে পরিত্যাগ ও কামকে ভস্ম করিয়াছিলে, আবার কেন সেই সতীর গ্রহণাভি-লাষে বশিষ্ঠকে প্রেরণ করিয়াছিলে?" স্বাহা বলিলেন, "মহাদেব, তুমি সম্প্রতি স্ত্রীদিগের বাক্যের কোন উত্তর প্রদান না করিয়া স্থির হইয়া থাক। বিবাহে পুরনারীগণ যে প্রগল্‌ভতাচরণ করে তাহাই ব্যবহার সিদ্ধ।"

রোহিণী বলিলেন, "হে কামশাস্ত্র বিশারদ, তুমি পার্ব্বতীর অভিলাষ পূর্ণ কর, এক্ষণে তুমি স্বয়ং কামী হইয়া কামিনীকে কাম-সাগর পার করিয়া দেও।"

বসুন্ধরা বলিলেন, "হে সর্ব্বজ্ঞ, কামপীড়িতা রমণীগণের সমস্ত ভাব তুমি অবগত আছ, স্ত্রী স্বীয় স্বামীকে কখনও রক্ষা করে না, স্বামীই স্ত্রীকে সতত রক্ষা করিয়া থাকে।"

শতরূপা বলিলেন. "হে শম্ভো, ক্ষুধাতুর ভোগী ব্যক্তি ভোগ্য দ্রব্য ব্যতীত সুখী হয় না, যাহাতে স্ত্রীর তুষ্টিসাধন হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য।" সংজ্ঞা বলিলেন, "সখীগণ, তোমরা কোন নির্জ্জন স্থানে রত্ন প্রদীপ, তাম্বুল ও মনোহর শয্যা রচনা করত সেই স্থানে পার্ব্বতীসহ শঙ্করকে প্রেরণ কর।" তখন দেবদেব মহাদেব ভগবান্ শিব বলিলেন "হে দেবীগণ, তোমরা আমার নিকট এরূপ বাক্য বলিও না, সাধ্বী জগজ্জননীদিগের পুত্রের প্রতি এত চপলতা কেন?" সুররমণীগণ শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মানা হইলেন। তৎপর দেবীগণ ও দেবগণ স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাতে মহাদেব স্বীয় পত্নীসহ প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। মেনকা বলিলেন, "হে কৃপানিধে আশুতোষ, তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রাণাধিকা পার্ব্বতীর সহস্র দোষ ক্ষমা করত যত্নে প্রতিপালন করিবে, আমার প্রাণাধিকা পার্ব্বতী জন্মে জন্মেই তোমার পাদপদ্মের দাসী, তাহার স্বপ্নে কি জ্ঞানে শিব ব্যতীত অন্য চিন্তা নাই; হে মৃত্যুঞ্জয়! তোমার ভজন শ্রবণ মাত্র উমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত ও নয়ন হর্ষাশ্রু পূর্ণ হয় এবং নিন্দা শুনিলে মৃতার ন্যায় মৌনাবলম্বী হইয়া থাকে।" মেনকা ইহা বলিয়া রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইলেন। এমত সময় হিমালয়ও তনয়াকে স্নেহবশতঃ বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, "বৎসে, হিমালয়

শূন্য করিয়া তুমি কোথায় যাইবে? বার বার তোমার গুণগান স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।” শৈলেন্দ্র ইহা বলিয়া শিবহস্তে শিবাকে সমর্পণ করিয়া মুহুর্মুহু রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কৃপানিধি ভগবান্ শিব আধ্যাত্মবলে সকলকে প্রবোধ দিলেন। পার্ব্বতীও পিতামাতা ও গুরুজনকে প্রণাম করিয়া স্বামী সহ কৈলাসে যাত্রা করিলেন। তিনি ভগবান্ স্বামী হইতে বহুবিধ জ্ঞান ও যোগ শিক্ষা করিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

অদিতি

ইনি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ও মহর্ষি কশ্যপের পত্নী, ইনি মহা তপস্বিনী সতী।

ইহার বিপুল তপস্যায় ভগবান সবিতার একাংশ মার্ত্তণ্ডরূপে ইহার গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, ইনিই বিষ্ণুর বামন অবতারের জননী, ইহার অলৌকিক জ্ঞান ও নির্ম্মল পুণ্য বলে বিষ্ণুকেও গর্ভে ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। ইনি আতিবাহিক দেহে স্বর্গে মর্ত্ত্যে এমন কি সকল বিশ্বে গমন করিতে পারিতেন। পুরাকালে দৈত্যগণ কর্ত্তৃক দেবগণ পরাজিত হইলে পুত্রগণের দুঃখ দেখিয়া বিশেষ জ্ঞান বিদ্যাযোগে পুত্রগণের অমরত্ব দানে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং

সবিতার আরাধনা করিয়া সবিতার একাংশরূপে শত্রু বিজয়ী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, তিনি বহুকাল অতি সংযতাহারে পরম নিয়মালম্বনে ধ্যানযোগে স্তব করিয়াছিলেন।

হে গোপতে! তুমি অতি সূক্ষ্ম হইয়াও অতি পবিত্র অতুল তেজ ধারণ করিতেছ। তুমি তেজস্বীদিগের ঈশ্বর, সর্ব্বতেজের আধার নিত্য পুরুষ, তুমি অতি তীব্র রূপধারী। আমি জগতের উপকারের জন্য তোমাকে নমস্কার করিতেছি; তোমার যে অগ্নি ষ্টোম সহ গুণাত্মক রূপ যাহা ঋক্, যজু ও সাম সমূহের একত্বে প্রতিভাত, তাহাকে আমার নমস্কার; হে বিভাবসু, তোমার যে এই ত্রয়ীসংজ্ঞক বিশ্বরূপ তাহাকে আমার নমস্কার, তোমার যে তৎপরবর্ত্তী ওঁকার সংজ্ঞক রূপ তাহাকে আমার নমস্কার, হে সনাতন! তোমার যে রূপ অস্থূল স্থূল ও অমল তাহাকেও আমি নমস্কার করি।"

অদিতি দেবী বিবস্বানকে অহর্নিশ এইরূপে নিয়ত নিরাহারে স্তব করিতে লাগিলেন। তপন দেব অদিতির দৃষ্টি পথে আবির্ভূত হইলেন, তিনি তাহাকে বলিলেন, "হে জগদাদি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমার প্রকৃত রূপ অবলোকন করি, তুমি আমার পুত্রগণকে রক্ষা কর।" তখন সেই তেজঃরাশি হইতে সৌম্য মূর্ত্তি ধরিয়া বিভাবসু বলিলেন, "দেবি, তুমি আমার নিকট হইতে অভীষ্ট বর

প্রার্থনা কর”। দেবী অদিতি বলিলেন, আপনি অংশক্রমে আমার পুত্রগণের ভ্রাতৃত্ব গ্রহণ করিয়া রিপুকে পরাজিত করুন্। আমার পুত্রগণ যাহাতে পুনর্ব্বার যজ্ঞ ভাগ ভোজী ও ত্রৈলোক্যের অধিপতি হয় তৎপ্রতিকল্পে প্রসন্ন হউন্। ভাস্কর বলিলেন, “দেবি, আমি সহস্রাংশে তোমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া তোমার পুত্রগণের শত্রু-সংহার করিব।” সংবৎসর পূর্ণ হইলে সেই সহস্র করের মধ্য হইতে সুষুম্না নামক একটি কর অদিতি গর্ভে বাস করিল; অদিতি অতি শুচি ভাবে চান্দ্রায়-ণাদি ব্রত ও উপবাসাদি করিয়া গর্ভ ধারণ করিলেন। কশ্যপ অদিতির কঠোর তাপস নিয়ম সকল পালন করিতে দেখিয়া অদিতিকে একদা বলিয়াছিলেন তুমি কি গর্ভ মারিতে চাও? তখন অদিতি তাহার তেজস্কর গর্ভ দেখাইয়া বলিলেন, ইহা শত্রুকেই মারিবে, কেহই ইহা ধ্বংস করিতে পারে না। মহর্ষি কশ্যপ জ্বলন্ত ভাস্কর রূপী গর্ভাণ্ড দেখিয়া সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইতে স্তব করিলেন। তখন দিক্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া তেজঃপিণ্ড স্বরূপ পুত্র জন্ম লাভ করিল, তখন এক অশরীরী বাণী হইল “আপনি গর্ভাণ্ড বিনাশ করিবেন ভাবিয়া আপনার পতি ভয় করিয়াছিলেন, সেজন্য ইহার নাম ‘মার্ত্তণ্ড’ হইবে এবং ইনি অসুরগণকে বিনাশ করিয়া আপনার পুত্রগণকে যজ্ঞ ভাগ ভোজী করিবেন।” দেবগণ এই গগনাগত বাণী শ্রবণে দৈত্যগণ সহ ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মার্ত্তণ্ড যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইয়া দৈত্যগণকে

স্বীয় তেজে ভস্মীভূত করিলেন, দেবগণ নিরাপদে পূর্ব্বাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

মার্ত্তণ্ড ও অগ্নিপিণ্ড সদৃশ নাতিস্ফুট বপু ধারণ করত সৌরজগতে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে পুনর্ব্বার বলির রাজত্ব কালে দেবগণ অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বর্গ রাজ্য হইতে বিচ্যুত হন। তখন পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণ সুমেরু শিখরস্থিতা মাতা অদিতির চরণ বন্দনা করিয়া দুঃখ কাহিনী নিবেদন করেন; তাহারা বলিলেন, "মাতঃ, আপনি ভিন্ন আর কাহারও আপনার দুঃখার্ত্ত পুত্রগণকে রক্ষা করিবার শক্তি নাই, আপনি বারবার রক্ষা করিয়াছেন এবারও রক্ষা করুন্।"

অদিতি বলিলেন, "তোমরা সকলে যদি বিরোচনের পুত্র বলিকে পরাজয় করিতে না পার তবে ভগবান ব্যতীত আর কে পরাস্ত করিতে পারিবে? তোমাদের পিতা মহর্ষি কশ্যপের নিকট গিয়া তাঁহার উপদেশ পালন কর, আমিও তোমাদের হিতার্থ কঠোর তপস্যা দ্বারা ভগবানের তৃপ্তি লাভে যত্নবতী হইব।"

তাঁহারা মাতৃ আজ্ঞায় কৃষ্ণাজিন ও বল্কল পরিধান ধ্যান নিরত ব্রহ্মতেজঃ প্রদীপ্ত ব্রহ্মার অনুরূপ মহর্ষি কশ্যপ চরণে প্রণত হইয়া আপনাদের দুঃখ নিবেদন করিলেন। প্রজাপতি কশ্যপ বলিলেন তোমরা ব্রহ্মার নিকট গমন কর তিনি তোমাদের উপায় বলিয়া দিবেন।

দেবগণ কামগামী বিমানে মুহূর্ত্তে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বিশ্বের যাবতীয় মুনিগণ যক্ষ, কিন্নর, দেব, ঋষি, ধর্ম, বেদ, বিদ্যা যাবতীয় শ্রী, যাবতীয় ঐশ্বর্য পরিবৃত হইয়া প্রজাপতি পদ্মযোনি ধ্যানরত রহিয়াছেন।

তাঁহারা তাহাকে প্রণিপাত করিয়া সকল ব্যথা নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে বলিলেন, আমি তাহা জানি তোমরা ভগবান বিষ্ণুর নিকট গমন কর, তিনি তোমাদের দুঃখ দূর করিবেন। তিনি বলিবেন, "আমি কশ্যপ ও অদিতির বাসনা পূরণার্থে তাহাদের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবগণের দুঃখ দূর করিব।"

দেবগণ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা ক্ষীরোদ সাগর তীরে ভগবানের দর্শন লাভে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান বলিলেন, তোমরা কশ্যপ ও অদিতির আরাধনা কর আমি তাহাদের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমাদের হৃত রাজ্য প্রদান করিব। দেবগণ সানন্দে বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া মাতা অদিতিকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। অদিতি হিম পর্ব্বতে পুত্রদের কল্যাণ কামনায় কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার সুনিয়মিত তপস্যায় দৈত্য রাজ্য ও দৈত্য মণ্ডলীর ক্রমশঃ তেজোহানি হইতে লাগিল। দৈত্যপতিগণ মহাত্মা প্রহ্লাদের নিকট এইরূপ অশান্তির কথা বলিলে তিনি মাতা অদিতির প্রসাধন করিতে বলিয়া দেন, কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলী দেবীর

তপোবিঘ্নের জন্য ছদ্মবেশী মায়াবী দৈত্যগণ দেবরূপ ধরিয়া দেব ভাষায় তাঁহার তপস্যা পরিহার করিতে প্রবোধ দিয়াছিল; দৈত্যগণ বলিল "কিমর্থং তপতে মাতঃ শরীরমতি শোষিতম্"। মা, আপনি কেন তপস্যা করিয়া শরীর নষ্ট করিতেছেন, যদি দৈত্যগণ জানিতে পারে তবে অতিশয় বিপদ হইতে পারে। আপনি শরীর বিনাশকারী তপস্যা পরিত্যাগ করুন; জ্ঞানিগণ অতি কষ্টকর মঙ্গলও প্রার্থনা করেন না। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি-গণের শরীর রক্ষা করা অতি কর্ত্তব্য, যাহারা শরীরের প্রতি উপেক্ষা করে তাহারা আত্মঘাতী মধ্যে পরিচিত। মাতঃ, প্রাণিগণ মাতৃহীন হইলে নিঃসন্দেহ মৃতবৎ হইয়া থাকে। দৈত্যগণ এই প্রকারে বহুস্তুতি করিয়াও অদিতির সমাধি নিমগ্ন ধ্যান ভঙ্গ না হওয়ায় তাহার বিনাশ বাসনায় তপোবনের চতুর্দ্দিকে অতি ভয়ঙ্কর প্রবল অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছিল, সেই অগ্নি বজ্রধ্বনির ন্যায় গর্জ্জনে সমস্ত অরণ্য ও ছদ্মবেশী দৈত্যগণকেও দগ্ধ করিল। কিন্তু অদিতির দেহও স্পর্শ করিল না, তিনি একাই অবশিষ্ট রহিলেন। তখন ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া ধ্যান নিমগ্না অদিতির মস্তকে আপনার কমল হস্ত স্থাপন করিলেন। অদিতি ভগবৎ স্পর্শে নবজীবন লাভ করিয়া চক্ষুরুন্মিলন করিলেন এবং চিরবাঞ্ছিত দেবমূর্ত্তি দেখিয়া প্রণিপাত করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। অদিতি কহিলেন "হে দেব দেবেশ, হে জনার্দ্দন, হে সর্ব্বব্যাপিন্ আপনি সত্ত্ব রজ তমো গুণ ভেদে জগদ্ব্যাপী জীবগণের সুরক্ষণ ও সুপরিচালনা করিতেছেন, আমি

আপনাকে প্রণাম করি। হে মহাত্মন্! আপনি সর্ব্বকালে এক-রূপে বিরাজ করিয়া থাকেন, আপনি গুণ বিহীন হইয়াও গুণ-ত্রয়ের আশ্রয়, আপনাকে প্রণাম করি; হে মঙ্গলময় আপনি রূপ বিহীন হইয়াও বহুরূপধারী, আপনি ত্রিলোকের ঈশ্বর এবং পরম জ্ঞান স্বরূপ, ভক্তগণকে ভালবাসাই আপনার স্বাভাবিক গুণ, আমি আপনাকে প্রণাম করি; ······দেবমাতা অদিতি এইরূপে বহু প্রকারে স্তব করিয়া প্রণাম করিতে করিতে তাঁহার স্তন যুগল আনন্দ অশ্রুতে অভিষিক্ত হইল; তখন তিনি বলিলেন, হে দেবদেব সর্ব্বাদিকারণ, যদি আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে আমার পুত্রগণকে নিষ্কণ্টক ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন! হে বিশ্বরূপ, কোনও বিষয় আপনার অপরিজ্ঞাত নহে; প্রভো, কি জন্য আমাকে ছলনা করিতেছেন? আমি বৃথাই পুত্রগণকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি, কারণ তাহারা এখন দৈত্য হস্তে নিপীড়িত। দৈত্যগণ আমার সপত্নী পুত্র, আমি কখনও তাহাদের অনিষ্ট চিন্তা করি না, তাই এই মাত্র প্রার্থনা করি যে, তাহাদিগকে বিনাশ না করিয়া আমার সন্তান সুরবৃন্দকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করুন্।

ভগবান্ আলিংগন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে দেবি, আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, সপত্নীর পুত্রের প্রতিও যখন তোমার এরূপ প্রগাঢ় স্নেহ তখন তোমার মঙ্গল হইবে; আমিও তোমার পুত্র হইব এবং বিনা অস্ত্র প্রয়োগে ও বিনা রক্তপাতে তোমার পুত্রদের অপহৃত রাজ্য পুনঃ প্রদান করিয়া নিষ্কণ্টক করিব।"

যে ব্যক্তি আপনার ও অন্যের পুত্রদিগকে সমভাবে দর্শন করে তাহার কখনও পুত্রশোক হয় না ; যেসব মানব তোমার এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করিবে তাহাদের ধন সম্পত্তি ও সন্তানগণ কখনও বিনষ্ট হইবে না।"

অদিতি বলিলেন, "আমি কি প্রকারে আপনাকে উদরে ধারণ করিব ? হে দেব ! হে অব্যয়, আপনার রোমকূপ নিকরে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, সমুদয় বেদ ও দেবগণও যাঁহার মহিমা অবগত নয় সেই দেবদেবকে আমি কিরূপে ধারণ করিব ?" ভগবান কহিলেন, "হে মহাভাগে, তুমি যে সত্য বাক্য বলিয়া অহিংস ভাবে চিত্ত জয় করিয়াছ, রাগ দ্বেষ শূন্য, মদ্গত প্রাণে ও অসূয়া ও দম্ভ বিহীনা হইয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পবিত্ররূপে পালন করিয়া, আমাকে বহন করা তোমার পক্ষে ক্লেশকর না হইয়া অতি আনন্দকর হইবে। আমি তোমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমুদয় রিপুকে দমন করিব।" ভগবান দেবমাতা অদিতিকে এইরূপ কহিয়া নিজের কণ্ঠহার ও অভয় প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর কিছুদিন পরে দেবমাতা অদিতি গর্ভধারণ করিলেন, দশম মাস উপস্থিত হইলে ভগবান বামন রূপে ভূমিষ্ঠ হইলেন ! দেবগণের দুঃখ বিদূরিত হইল, অদিতি পরম সুখ লাভ করিলেন, সুখস্পর্শ বায়ুসকল বহিতে লাগিল, সকল প্রাণী ধর্ম্ম সেবায় মন অর্পণ করিল। ব্রহ্মা তাঁহার জাত কর্ম্মাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ; কশ্যপ ও অদিতি বামন রূপী ভগবানকে বহুবিধ স্তব করিলেন। তখন ভগবান কশ্যপকে

কহিলেন, "হে তাত ! অতি শীঘ্রই তোমার ও মদীয় জননীর মনো-বাসনা পূর্ণ করিব"। মাতঃ, তোমার আদেশে বিনা রক্তপাতে তোমার পুত্রগণ স্বপত্নী পুত্রগণ হইতে দেবরাজ্য প্রাপ্ত হইবে।

এদিকে বলিরাজ যজ্ঞ সম্পাদন কালে ভগবান বামনরূপে তাহার নিকট ত্রিপুর রাজ্য প্রার্থনা করিলেন, পরম ধার্ম্মিক ভক্ত সাধক বলি রাজা ভগবানের স্বরূপ জানিয়াছিলেন, তিনি অতি সানন্দে স্বর্গ মর্ত্ত্য ও আত্মদান করিয়া চরিতার্থ হইলেন। অদিতির পুত্রগণ ও পুনরায় তাহাদের রাজত্ব ভোগ করিতে লাগিলেন।

মহাসতী অদিতির অপূর্ব্ব তপস্যা ও পাতিব্রত্যের ফলেই তাহার পুত্রগণ নিষ্কণ্টকে দেবরাজ্য ভোগ করিতে পারিলেন।

দিতি

ইনি দক্ষ প্রজাপতির কন্যা মহা মুনি কশ্যপের পতিব্রতা পত্নী, দৈত্য কুলজননী ও পবন দেবতার মাতা। তিনি কঠোর তপস্যা করিয়া বিশ্ববিজয়ী পরম ধার্ম্মিক পুত্রগণ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সত্য সংকল্পা হইয়া স্বেচ্ছারূপ ধারণ করিতে পারিতেন। পূর্ব্বকালে দেবগণ সহ যুদ্ধে একদা তাহার পুত্র দৈত্যগণ পরাজিত হওয়ায় তিনি অতিশয় দুঃখে পীড়িত হন। তখন তাহার ভগিনী অতি ধর্ম্মবতী দনুকে আত্মদুঃখ নিবেদন করেন। তিনি বলেন দেখ অদিতির পুত্রগণ রাজ্য, যশঃ সমৃদ্ধি ও জয়শ্রী লাভ করিয়া

কত আনন্দ উপভোগ করিতেছে, আমাদের নির্দ্দোষ ও গুণবান পুত্রগণ নির্জ্জিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। আমাদিগের সমান ভর্ত্তৃত্ব এবং ধর্ম্ম ও গুণকর্ম্মের সমতা থাকিলেও সুতগণের এইরূপ সুখ ও দুঃখের বৈষম্য অতি দুঃসহ।” এই বাক্য বলা মাত্রই দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃজায়াদ্বয়ের পাদ-বন্দনা করিয়া বলিলেন, “হে ভদ্রে! আপনারা ভর্ত্তাকে তুষ্ট করুন্, ভর্ত্তা যদি তুষ্ট হন তবে সকল বাসনা সফল হইবে। আপনার ভর্ত্তাই প্রজাপতি।” দিতি বলিলেন, আমিও ইহাই ভাবিতেছি। দিতি ইহা ভাবিয়াই প্রজাপতি কশ্যপকে তপস্যা ও সেবা শুশ্রূষা দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। মুনিবর তুষ্ট হইয়া বলিলেন, সুব্রতে দিতি! তোমাকে কোন্ অভীষ্ট প্রদান করিব বল, বর গ্রহণ কর।” দিতি বলিলেন, “যাহার জন্ম দ্বারা আমি জগতে বীরপুত্রিনী হইতে পারি, সর্ব্বলোক বিজেতা, সর্ব্বলোকের নমস্কৃত্য বহুগুণ যুক্ত এমন একটি পুত্র প্রদান করুন।

“তথাস্তু” বলিয়া একটি ব্রত রক্ষার উপদেশ দিয়া বলিলেন, ইহা দ্বাদশ বৎসরে সম্যক ফল দান করে, নিষ্পাপতা সাধিত হইলেই মনোরথ সিদ্ধ হয়। তীর্থ সেবা, সৎপাত্রে দান, শুচিস্মিতা, সত্য কথা বলা, অহিংসা সংযম ও নিত্য তপস্যা প্রয়োজন এবং ক্ষুত, জৃম্ভণ, মুক্ত কেশে অবস্থান, সন্ধ্যাকালে শয়ন বা গৃহত্যাগ করা, মূষল, উদুখল, পীঠ, সূর্প, নিধান, পুস্তক, ঢোকনা কখন লঙ্ঘন করিবে না, কখনও মিথ্যাকথা বলিবে না, সন্ধ্যাকালে পরগৃহে কখন যাইবে না, তৎকালে শয়ন করিবে না,

নিজ ভর্ত্তা ভিন্ন পরপুরুষকে নিপুণ ভাবে দর্শন করিবে না, উত্তর শিয়রে শয়ন করিবে না।

যদি তুমি এই সব নিয়ম পালন করিতে পার তাহা হইলে তোমার ত্রিলোকের ঐশ্বর্য ভাজন পুত্র হইবে। দিতি বলিলেন, হে দেব, তাহাই হইবে।

কশ্যপ তপস্যার্থ গমন করিলেন, দিতির সেই পুণ্য সম্ভব গর্ভও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইন্দ্র এই বিষয় অবগত হইয়া মহা চিন্তায় ব্যথিত হইয়া ময়দানব হইতে মায়াবিদ্যা শিক্ষা করিয়া দিতির গর্ভ নষ্ট করার কৌশল লাভ করিলেন। ইন্দ্র তখন বজ্র হস্তে অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়া দিতির সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিনীত ব্যবহারে দৈত্যমাতা বজ্র-হস্ত ইন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই।

একদা দিতি সন্ধ্যাকালে উত্তর শীর্ষে শয়ন করিয়াছেন দেখিয়া ইন্দ্র সেই সুযোগে বজ্র হস্তে মায়ের কুক্ষি গর্ভে প্রবেশ করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে হনন করিতে উদ্যত হইলে গর্ভস্থ বালক বলিল "হে বজ্রিন্! আমাকে রাজার রক্ষা করাই কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম, তুমি দেবরাজ হইয়াও কেন হনন করিতে আসিয়াছ? আমি তোমার নির্দ্দোষ ভ্রাতা, সমরক্ষেত্র ভিন্ন অন্যত্র যুদ্ধ বিনা মারণ অপেক্ষা আর পাতক নাই। গর্ভস্থ নিরস্ত্র শিশুর জীবন নষ্ট করা তোমার ন্যায় দেবরাজের কত গর্হিত কর্ম্ম তাহা ভাবিয়া দেখ। আমি গর্ভ হইতে নির্গত হইলে যুদ্ধ করিও; তুমি শতক্রতু সহস্রাক্ষ, শচীভর্ত্তা, পুরন্দর, বজ্রপাণি প্রভু এবং সুরেন্দ্র, তোমার

এরূপ গর্হিত কাজ করা যোগ্য নহে, ইহাতে কি তোমার লজ্জাও হয় না? মহৎ ব্যক্তি বিপৎগত হইলেও এরূপ কুকর্ম্ম করেন না। অবিষ্ঠ, নিরস্ত্র, নিবদ্ধ, ক্ষুদ্র ও অস্ত্রহীন, হে বজ্রপাণে! তুমি বিদ্যাবান্ হইয়া আমাকে মারিতে আসিয়াছ? কি লজ্জার কথা? আমাকে হত্যা করিয়াই তোমার কি পৌরুষ বা যশঃ হইবে? হে ভ্রাতঃ যদি আমাতে যুদ্ধ”·········বলিতে না বলিতেই ইন্দ্র বজ্র দ্বারা গর্ভস্থ শিশুকে সপ্তধা ছেদন করিল। লোভী ক্রোধান্ধ তমোযুক্তই চণ্ডাল, ইহাদের দেহ হইতে দয়া ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়। তখনও সেই তেজঃযুক্ত শিশু মরিল না, আবার সেই খণ্ডিত সপ্ত খণ্ডকে বজ্রাঘাতে পুনঃ পুনঃ খণ্ডিত করিয়া ৪৯ উনপঞ্চাশ ভাগে বিচ্ছিন্ন করিল, সেই খণ্ডিত পিণ্ডগুলি তখনও মরিল না। তখনও রোদন করিতে লাগিল এবং আশ্রমের অধিপতি অগস্ত্য মুনিকে স্মরণ করিয়া “রক্ষা কর, রক্ষা কর” বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। বলিল চণ্ডালেও যাহা করে না পাপাত্মা ইন্দ্র বজ্র-হস্তে পিতামাতার অজ্ঞাতে আমাদিগকে হত্যা করিতেছে; আমাদের প্রতি আপনার সুস্নেহ আছে জানি। ইন্দ্র তখন “মা রোদ” কাঁদিও না কাঁদিও না বলিয়া সান্ত্বনা করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ মহা মুনি অগস্ত্য তথায় উপস্থিত হইয়া বেদনা ব্যথিত সতী শ্রেষ্ঠা দিতিকে সম্বোধিত করিয়া বলিলেন, তোমার খণ্ডিত পুত্রগণ অমর ও অজেয় হইবে। অতি ক্রোধভরে সেই পাপাত্মা নির্মম ইন্দ্রকেও অভিশাপ দিলেন “ওরে ইন্দ্র জানিস্, সকল কালেই রিপুগণ তোর পৃষ্ঠ দর্শন করিবে, রণক্ষেত্রে পলায়ন কালে

শত্রু যার পৃষ্ঠ দর্শন করে, মানীদিগের পক্ষে ইহাই জীবিত থাকিয়া মরণ।” দিতিও তখন গর্ভস্থ ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন; তিনি বলিলেন, “রে দুরাত্মন্, তুই পুরুষ উচিত কাজ করিস্‌নি সেজন্যই স্ত্রীলোক হইতে পরাভব পাইয়া রাজ্য ভ্রষ্ট হইবে।”

তখন প্রজাপতি কশ্যপ অগস্ত্যের নিকট পুত্রের অবস্থা শ্রবণে ব্যথিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলে ইন্দ্র সেই গর্ভের অভ্যন্তরে থাকিয়া সভয়ে পিতাকে বলিল, “আমি অগস্ত্য এবং দিতির ভয়ে গর্ভ হইতে বাহির হইতে মহা ভয় পাইতেছি, হে পিতঃ আমাকে রক্ষা করুন্।” অগস্ত্য কহিলেন “পুত্র তুমি অতি দুষ্কার্য্য করিয়াছ; নির্ম্মল কুলে উৎপন্ন জনগণ এরূপ ভীষণ পাপকার্য্যে মন দেয় না, তুমি কাহারও সহানুভূতি পাইতে পার না, বাহির হও।” পিতার অভয় বাক্যে বাহির হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া ম্রিয়মান পিতৃচরণে পতিত হইলেন এবং বলিলেন, পিতঃ, আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।

তখন মহর্ষি কশ্যপ লোকপালগণ সহ দিতির গর্ভশান্তি, গর্ভস্থ বালকগণের আরোগ্য ও অসীম শক্তিদান, ইন্দ্রের সহিত তাহাদের চির মিত্রতা, যজ্ঞ ভাগ প্রাপ্তি, অগস্ত্যের অভিশাপের পরিহার এই সকল বিষয় ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি দিতি ও ইন্দ্রকে সহ গৌতমী গঙ্গাতীরে দেবদেব ভগবান মহেশ্বরের আরাধনা কর তিনিই দিতিকে বিশ্ববিজয়ী পুত্র লাভের বর দান করিয়াছেন। তিনি মঙ্গলময় তিনি প্রসন্ন হইলেই উভয় কুলের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হইবে।

তখন মহর্ষি কশ্যপ ও ইন্দ্র ও দিতি গৌতমী গঙ্গায় স্নান করিয়া দেবদেব মহেশ্বরকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, বিশ্বেশ্বর পরম পুণ্যবতী সতী দিতি ও কশ্যপের পুরোভাগে আবির্ভূত হইয়া বর দান করিলেন।

হে পতিব্রতে দিতি! তুমি একটী বিশ্ববিজয়ী গুণবান চিরজীবী পরোপকারী পুত্র লাভের বাসনা করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলে আমিও তোমাকে ঐরূপ পুত্র হইবে বর দিয়াছিলাম; এক্ষণে তোমার উনপঞ্চাশটী পুত্রই দীর্ঘজীবী মহা বলবান ইন্দ্রের সহিত যজ্ঞের হব্যভাগী সর্ব্বলোকের জীবন স্বরূপ অমরত্ব লাভ করিতেছে; হে ভক্তিশালিনি! তুমি শোক করিবে না, ইহারা সকলেই মরুৎ নামে বিখ্যাত হইবে, ইন্দ্রের সহিত সৌহার্দ্দ্য লাভ করিয়া যজ্ঞাদিতে ইন্দ্রের ন্যায় অর্ঘ্য লাভ করিবে এবং মরুৎগণ মিলিত হইলে ইন্দ্রকেও কেহ জয় করিতে পারিবে না। দিতি তুমি ইন্দ্রের প্রতি প্রসন্ন হও, অদ্য তোমার তপস্যায় তোমার কামনা সফল হইল; শুভ দর্শন বলবান চিরজীবী বহুগুণশালী পরোপকারী বহুপুত্র পাইলে, অতএব মনঃপীড়া পরিহার কর।

আমি তোমার পাতিব্রত্যে, তপো বিজ্ঞান জ্ঞানে ও তোমার নিষ্কল ভক্তিতে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তুমি ইন্দ্রের অভিশাপ মোচন কর।” কশ্যপকে কহিলেন, তুমি মনকে সুস্থ রাখ, তুমি নিজেই প্রজাপতি তোমাকে আর কি বলিব, তুমি কাহাকেও ক্রোধ করিও না। অদ্য হইতে তোমার পুত্রগণ মধ্যে

পরস্পর মিত্রতা স্থাপিত হইল। গর্ভস্থ সন্তানগণও ইন্দ্রের তুল্য হইবে এবং যে কেহ ভ্রাতৃ-হত্যা করিবে তাহাদের নিয়তই বংশ-বিনাশ ও পদে পদে বিপত্তি হইবে।" শম্ভু আরও বলিলেন, "হে অগস্ত্য, ইন্দ্রের কার্য অতি বিগর্হিত, ঘৃণিত ও কাপুরুষোচিত; তুমি চিরসংযত, তুমি ইন্দ্রের প্রতি কোপ করিও না।"

অগস্ত্য ও কশ্যপ দেবদেবকে প্রণাম করিয়া শান্ত ও সুস্থ চিত্ত হইলেন।

অনন্তর দিতি মহাদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন "হে বিশ্বেশ্বর! আপনার কৃপায় আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আপনার বরে আমার পুত্রেরা চিরজীবী বলবান হইবে সন্দেহ নাই, অগস্ত্যের অনুগ্রহে গংগার প্রসাদে ও আপনার বরে আমার পুত্রেরা যেন যথার্থরূপে আমার স্বামীর বাৎসল্য ও ইন্দ্রের সৌভ্রাত্র লাভ করে, হে দেবদেব আপনি চির প্রসন্ন হউন্। আমার পুত্রগণ দ্বারা যাহাতে জগতের মঙ্গল হয় তাহাই করুন্। পুত্র প্রাপ্তি হইতে স্বর্গ প্রাপ্তিও মাতারা ইচ্ছা করে না, ঐহিক পারত্রিক সুখের জন্যই লোকে ধার্ম্মিক ও গুণবান্ পুত্র কামনা করে। আপনি আমাকে বরদান করিবেন বলিয়াছিলেন; প্রার্থনা, এখানেই স্নান, দান ও আরাধনা করিয়া সুপুত্র লাভের বরদান করুন্।" মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া এই স্থানকে দিতিতীর্থ, মিত্রতীর্থ এবং তটবাহিনী গংগাকে দিতি গংগা নামে প্রসিদ্ধ হইবে এবং দিতি গংগায় স্নান স্তব করিয়া সুপুত্র লাভ হইবে এই

বলিয়া মহাদেব প্রস্থান করিলেন। পতিব্রতা দিতিও তপস্যার্থ আশ্রমে গমন করিয়া পুত্রগণের ক্রীড়াদি দ্বারা মহানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। এই পুত্রগণই বিশ্বপ্রাণ পবনরূপে সর্ব্বদা চরাচরের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন।

আত্রেয়ী

ইনি মহাত্মা অত্রি মুনির কন্যা ও অঙ্গিরা মুনির পত্নী। ইনি অতি সতী, বিদ্যাবতী, জ্ঞানবতী, দয়াবতী ও সংযমবতী ছিলেন।

মহর্ষি অত্রি দেবতার আরাধনার ফল স্বরূপ মহাজ্ঞানশীলা এই সতী কন্যা লাভ করেন। আত্রেয়ী অতি রূপবতী ও সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা ছিলেন এবং সর্ব্বকর্ম্মে সুনিপুণা ছিলেন। অত্রি অগ্নির পুত্র অতি পবিত্র, পরম ধার্মিক, শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন অংগিরাকে এই কন্যা দান করেন; কিন্তু অংগিরা সর্ব্বদাই পত্নীকে কটূক্তি করিতেন। সতী আত্রেয়ী প্রত্যহই অরুষ্ট মনে তাহা সহ্য করিতেন। আত্রেয়ীর গর্ভে অতি পণ্ডিত আংগিরস নামক কয়েকটী পুত্র জন্ম লাভ করে; মাতার প্রতি অকারণ কটূক্তি করায় পুত্রগণ পিতাকে শান্ত করিতেন। পুত্রগণ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও মহর্ষি স্বরূপ ছিলেন; মহামুনি অংগিরা সতী পত্নীর প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ পরিহার করিতে পারিলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ পুণ্যবতী পতিব্রতা, পবিত্রা পত্নীর প্রতি

পরুষোক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। একদা পতিব্রতা আত্রেয়ী ভর্ত্তার নিদারুণ বাক্যে প্রপীড়িতা ও উদ্বিগ্ন হইয়া অতি দীন ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে মহাজ্ঞানী শ্বশুর অগ্নিকে কহিলেন 'হে হব্যবাহন! আমি অত্রিসুতা আপনার পুত্রের ভার্যা, আমি নিয়ত পতি পুত্রগণের শুশ্রূষা-পরায়ণা রহিয়াছি, তথাপি পতি দেবতা আমাকে সক্রোধ দৃষ্টিতে দেখেন এবং পরুষোক্তি দ্বারা পীড়িত করেন; হে দেবতা, আমার সেই ভর্ত্তাকে এবং আমাকে এই বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করুন্।" অগ্নি কহিলেন, 'হে ভদ্রে! তোমার ভর্ত্তা অংগিরা ঋষি, অংগার হইতে উদ্ভুত হইয়াছে, তিনি যাহাতে শান্ত হইবেন সেই বিধান কর। বরাননে! তোমার ভর্ত্তা যখন অগ্নি মধ্যগত হইবে তখন তুমি জলরূপে আমার আজ্ঞানুসারে প্লাবিত করিও।" আত্রেয়ী কহিলেন, "আমি না হয় পুরুষ বাক্য সহ্য করিব তথাপি ভর্ত্তা যেন অগ্নি প্রবেশ না করুন্, পতি প্রতিকূলা নারীদিগের জীবনে ফল কি? ভর্ত্তা যাহাতে শান্ত বাক্য বলেন, আমি তাহাই মাত্র ইচ্ছা করি।" অগ্নি কহিলেন, অগ্নি, আপ, স্থাবর, জংগম, শরীর সকল বস্তুতেই আমি আছি, আমিই তোমার ভর্ত্তার ধাম স্বরূপ এবং তাহার জনক বলিয়া নিরূপিত আমি যে, সেও সেই, ইহা বুঝিয়া কোনও গর্হিত চিন্তা করিও না, আরও জানিও আপ্ দেবী উহার মাতা এবং আমি তোমার শ্বশুর; তুমি সুবুদ্ধি ও শাস্ত্র দ্বারা বিবেচনা করিয়া বিষণ্ণ হইও না। তুমি জলরূপে তাহাকে প্লাবিত কর।"

জ্ঞানবতী শাস্ত্রশীলা আত্রেয়ী বধূ কহিলেন আপনি অগ্নি, আমি আপনার পুত্রের ভার্যা, "আপ জননী" আপনিই-ত এই কথা কহিলেন। "হে দৈবত! আমি ভার্যা হইয়া আবার জলাকারে জননীরূপে ধারণ করিব কিরূপে? ইহা যে অতীব বিরুদ্ধ। অগ্নি বলিলেন, বিবাহিতা রমনী প্রথমে পত্নীই থাকে, তারপর ভরণ করিয়া ভার্যা, পরে তাহাতে পুত্ররূপে জন্মহয় বলিয়া জায়া অনন্তর নিজগুণে শোক দুঃখাদি হইতে সেবা শুশ্রূষা সান্ত্বনাদি দ্বারা ত্রাণ করেন বলিয়া কলত্র হয়েন। অর্থাৎ মাতৃরূপা তুমিও ইত্যাদি নানারূপে বিরাজ করিতেছ; সুতরাং বৎসে আমার এই বাক্য প্রতি পালন কর, এই পত্নীতে যিনি জন্মেন তিনি নিশ্চয়ই পুত্র, সেই পত্নীও মাতৃ-তুল্য ইহাতে সংশয় নাই, এই জন্যই শ্রুতি-তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন তনয় জন্মিলে পত্নী আর পত্নী থাকে না।

পতিব্রতা আত্রেয়ী শ্বশুরের আদেশ অনুসারে তখনই আগ্নেয়রূপ পতিকে জলরূপে প্লাবিত করিলেন এবং অঙ্গিরাও শান্ত ভাব প্রাপ্ত হইলেন।

আগ্নেয়রূপ পতিকে শান্ত করিতে আত্রেয়ী বহু বিজ্ঞান বিদ্যাবলে অম্বুময় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা অতি পবিত্রও তপোসাধন বলিয়া আত্রেয়ী চিরবিখ্যাত হইয়াছেন, ইহাই পাতিব্রত্যের অপূর্ব্ব মহিমা।

সত্যবতী

ইনি কৌশিক গাধিরাজার কন্যা, মহর্ষি ঋচীকের পরম সাধ্বী পত্নী ; ইনি সাধনা ও ভক্তিবলে শ্বশুর মহামুনি ভৃগুর বর লাভ করিয়া আপন জনকের পুত্র বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই জ্ঞানবতী সত্যবতীই জমদগ্নির জননী। ইনি বাক্যে ও মনে কখনও অসত্যের কল্পনাও করেন নাই। কান্যকুব্জ দেশাধিপতি এই পরমরূপবতী কন্যাকে সুশিক্ষা, তাপস ধর্ম ও বেদবিদ্যাচর্চ্চা ও সর্বকর্ম্ম সাধনায় সুপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সর্বগুণবতী কন্যা তাঁহার প্রাণাধিক স্নেহের পাত্র ছিল। তিনি দীর্ঘকাল ইহার সুযোগ্য পাত্রের অনুচিন্তায় উদ্বিগ্নমনা ছিলেন।

ভৃগু মুনির পুত্র ঋচীক মুনি এই তপস্বিনীর ন্যায় সদাচার ও বেদশাস্ত্র জ্ঞানে পারদর্শিনী ও অনুপমরূপ গুণসম্পন্না জানিতে পারিয়া মহারাজা গাধির তপোবনে গমন করিয়া তাঁহার নিকট এই জ্ঞানসিদ্ধা অনূঢ়া কন্যাকে প্রার্থনা করেন। রাজা তাঁহার তপঃপ্রভাবিত সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে অতি আনন্দিত হইয়া অভিনন্দন ও আলিংগণ করিয়া অর্চ্চনা করিলেন।

তিনি বলিলেন, আজ আমার অতি শুভদিন, দেবতা সদৃশ জামাতা আমার দ্বারে সমাগত। আমার চিত্তের নিদারুণ চিন্তা বিদূরিত হইতেছে।

কন্যার পিতা যতই ধনবান্, বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ এবং

সুকুলীন হউন্ সুপাত্র অন্বেষণে বহু লাঞ্ছনা ও দুর্ভাবনাই ভোগ করিতে হয়। আমি তোমাকে এই সর্বসুলক্ষণা কন্যা সত্যবতীকে প্রদান করিব, কিন্তু আমাদের কুলের প্রথা আছে পাত্রকে এক সহস্র শ্বেতবর্ণ অশ্ব শুল্ক দান করিতে হইবে, তুমি কি তাহা দিতে সক্ষম হইবে? মুনি পুত্র বলিলেন আমি তাহা দিতে পারিব, আপনি আমাকে কিছু দিন সময় প্রদান করুন্। রাজা 'তাহাই হউক্' বলিয়া মুনিকে বিদায় দিলেন।

ঋচীক্ কান্যকুব্জ নদীতেই জল মগ্ন হইয়া বরুণ দেবের তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার ভক্তিযুক্ত পবিত্র সাধনা ও আরাধনায় বরুণদেব পরিতুষ্ট হইয়া প্রার্থিতরূপ সহস্র অশ্ব প্রদান করিলেন।

ঋচীক ঋষি মহাহর্ষে ঘোটক দল তপোবনে গাধিকে প্রদান করিলেন, গাধি তাহা গ্রহণ করিয়া যথাবিধিমত নিজ কন্যা সত্যবতীকে মুনিবর ঋচীককে সম্প্রদান করিলেন।

ঋচীক পরম রূপ-গুণ-বিদ্যাবতী সতী সত্যবতী ভার্যাকে পাইয়া আপন আশ্রমে আসিয়া বিহার করিতে লাগিলেন।

পরম জ্ঞানী ভৃগু পুত্র দার পরিগ্রহ করিয়াছে জানিয়া পুত্র বধূ দর্শন করিতে ঋচীকাশ্রমে আগমন করিলেন। সর্ব সুলক্ষণা পুণ্য প্রতিমা বধূ দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। দেবগণ-বন্দিত মহর্ষি ভৃগু আসীন হইলে সেই মহাসতী বধূ যথাযোগ্য তপোদীপ্ত মনে অতি সদাচারে তাঁহার পূজা

করিলেন এবং অতি বিনীত ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

তখন মহামুনি ভৃগু অত্যন্ত প্রীত হইয়া পুত্রবধূকে বলিলেন, "হে কল্যাণি, বরবর্ণিনি! বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। অদেয় বা অত্যন্ত কঠিন হইলেও তোমাকে তাহা প্রদান করিব।"

সত্যবতী তাহার নিজের জন্য একটি তপোনিরত বেদপারগ পুত্র এবং তাহার মাতার জন্য একটি অমিতবলশালী বীর পুত্র প্রার্থনা করিলেন, মহামুনি ভৃগু 'তাহাই হইবে' বলিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া যত্ন সহকারে শ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাহার নিশ্বাস বায়ু হইতে দুইটী উজ্জ্বল চরু উৎপন্ন হইল, ভৃগু পুত্রবধূকে চরু দুইটী প্রদান করিয়া বলিলেন, "সত্যবতী, চরু গ্রহণ কর তুমি এবং তোমার মা ঋতু স্নান করিয়া তৎদিনেই প্রত্যেকে একটি একটি ভোজন করিও। তোমার মা পুত্র প্রসবের জন্য অশ্বত্থ বৃক্ষ আলিংগণ করিয়া আরক্ত চরুটী ভোজন করিবেন। আর তুমি উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিংগণ করিয়া এই শুক্লবর্ণ চরুটী ভোজন করিবে, তাহাতে তোমার অত্যুৎকৃষ্ট তপোধন পুত্র হইবে।" ভৃগুমুনি এই বলিয়া তপোবনে গমন করিলেন।

সতী সত্যবতী ভর্ত্তার সহিত পিতামাতার নিকট যাইয়া এই বৃত্তান্ত বলিলেন। তাঁহার পিতামাতা অপুত্রক ছিলেন এবং পুত্রের জন্য বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন।

অনন্তর ঋতু স্নান দিবসে সত্যবতী ভ্রমক্রমে অশ্বত্থ বৃক্ষ আলিংগণ করিয়া আরক্তবর্ণ চরু ভোজন করিলেন; আর তাহার মাতা ক্ষত্রিয়বীর্যশূন্য শুক্ল চরুটী ভোজন করিয়া উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিংগণ করিলেন।

দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি ভৃগু বৈপরীত্য অবগত হইয়া তথায় আসিয়া বধূকে বলিলেন, "কল্যাণি, তুমি ভোজন ও বৃক্ষ আলিংগণে বৈপরীত্য করিয়াছ, এই জন্য তোমার পুত্র ক্ষত্রিয়াচারী ব্রাহ্মণ হইবে, আর তোমার মাতার পুত্র ব্রাহ্মণাচারী ক্ষত্রিয় হইবে" ।মুনি এইরূপ বলিলে বধূ ভৃগুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমার পৌত্র ব্রাহ্মণাচারী ব্রাহ্মণ হউক" মুনি তথাস্তু বলিয়া চলিয়া গেলেন। অনন্তর গাধি-নন্দিনী সতী সত্যবতী যথাকালে মহামুনি জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন; আর তাহার মাতা তপোনিধি বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন।

তেজস্বী জমদগ্নি অবিলম্বে চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিলেন, আর ধনুর্বিদ্যা তাঁহার স্বভাবজাত হইল; বিশ্বামিত্র ও অচিরকাল মধ্যেই চতুর্বেদ ও ধনুর্বেদে পারদর্শী হইলেন। অবশেষে তপস্যাবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। মহাতপা জমদগ্নি বেদবিদ্যা তপঃপ্রভাবে সূর্যবৎ প্রদীপ্ত হইলেন। তিনি বিদর্ভ রাজকন্যা রেণুকাকে বিবাহ করিয়া তপোবনে সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সত্যবতীর বরেই পিতার পুত্র লাভ হয়, এবং পৌত্র পরশুরাম একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিতে

পারিয়াছিলেন। সত্যবতীর ন্যায় পতিভক্তিপরায়ণা, সর্বজ্ঞানা ও বিদ্যাবতী তাপসী পত্নীর বলেই ঋচীক মুনি বিখ্যাত হইয়াছেন।

বহুলা, আতিরাত্রী ও নন্দা

বহুলা মহাত্মা উত্তমের পত্নী, আতিরাত্রী সুশর্মা মুনির প্রিয় পত্নী ইহারা উভয়েই বলাক নামক রাক্ষস কর্তৃক মনোরোগ মুক্ত হইয়া অপূর্ব্ব পতিভক্তিপরায়ণা ও অলৌকিক জ্ঞানবল লাভ করিয়াছিলেন। বহুলা প্রাণরক্ষাকারিণী সখি নন্দার শাপমোচন করিয়া মূকত্ব দূর করিয়াছিলেন। উত্থানপাদ মনুর পুত্র মহারাজ উত্তম বভ্রুর কন্যা অতিরূপবতীও বিদ্যাবতী বহুলাকে বিবাহ করেন। ধর্মপরায়ণ রাজা উত্তম বহুলার প্রতি অনুরক্ত হন, কিন্তু বহুলার কোনও গ্রহ বৈগুণ্যে রাজার সমাদর, বস্ত্রালঙ্কার ও মাল্যাদির প্রতি অবজ্ঞা করিতেন।

একদা মহারাজ সংগীতনিপুণা অপ্সরীগণ ও প্রিয় বন্ধুজনগণ সমক্ষে রাণীকে সোমরস পান করিতে দিলে রাণী বহুলা তাহা অনাদর পূর্ব্বক দূরে ফেলিয়া দিলেন; তখন সেই ধার্মিক রাজাও ক্রোধবশতঃ সেই প্রাণতুল্য ভার্যাকে বিজন বনে পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়া প্রতিহারীকে আদেশ দিলেন, "আমার এই প্রিয়তমা প্রিয়া বহুলাকে অদ্যই নির্জন কাননে রাখিয়া আস, এ বিষয় আর ভালমন্দ বিবেচনা করিওনা।" দ্বারপাল

অতি বিষণ্ন মনে রাজ আজ্ঞা পালন ভাবিয়াই মহারাণী বহুলাকে নির্জন বনে রাখিয়া আসিল।

এ দিকে রাজার চিত্ত হইতে ক্রোধ চাণ্ডালভাব তিরোহিত হইলে তিনি প্রিয় পত্নীর বিরহে দিন দিন ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন, রাজমন্ত্রীগণ তাঁহাকে অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে বলিলেও ধর্মশীল রাজা তাহাতে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন "স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হওয়া পত্নীর যেরূপ উচিত, ভার্যার প্রতিও স্বামীর তদ্রূপ আচরণ অতি কর্ত্তব্য; ভার্যা দুঃশীলা হইলেও তাহাকে ভরণ পোষণ করা স্বামীর প্রধান কর্ত্তব্য। আমার ভার্যা পতিব্রতা, তিনি জীবিতা; সুতরাং আমি অন্য পত্নী গ্রহণ করিতে কি স্পর্শ করিতেও পারি না, বিশেষতঃ তিনি পবিত্রা, সুলক্ষণা, সুরূপা, বিদ্যাবতী ও জ্ঞানশীলা, তবে তাঁহার দোষ স্বভাবক্রুদ্ধা ইহাই পরিত্যাগের কারণ।" এইরূপ বহু ধর্মবাণী দ্বারা সকলকে প্রবোধ দিতেন এবং সর্বদাই সুভগা ভার্যাকে সর্বদা স্মরণ করিতেন। তদনন্তর একদা সুশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিলেন; "মহারাজ! আমি ভার্যা বিরহে বড় সন্তপ্ত হইতেছি; আমি রাত্রিকালে ভার্যাসহ একত্র শয়ন করিয়াছিলাম; গৃহের দ্বারও অবরুদ্ধ ছিল, তদবস্থায়ই আমার ভার্যা অপহৃতা হইয়াছে; আপনি আমার পত্নীকে অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া দিউন্।" রাজা বলিলেন "আপনার ভার্যাকে কে নিয়াছে, কোথায় আছে, কিছুই আমি জানি না, আমি কিরূপে তাহার

উদ্ধার করিব ?” মুনি বলিলেন, “রাজন্! আপনি বেতন স্বরূপ উৎপন্ন ফলের ষষ্ঠাংশ ভাগ গ্রহণ করিয়া রক্ষকরূপে নিযুক্ত রহিয়াছেন বলিয়াই মানবগণ রাত্রিকালে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যায়, আপনি অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া না দিলে নিশ্চয়ই পাপভাগী হইবেন এবং রাজ্যে আপনার অক্ষমতা প্রকটিত হইবে।”

রাজা ব্রাহ্মণের ন্যায়সংগত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “আপনার স্ত্রীর প্রতিকৃতি সহ তাহার বয়স ও দেহের লক্ষণ-গুলি বর্ণন করুন্।” ব্রাহ্মণ কহিলেন, “আমার পত্নীর চক্ষু টেরা, পিঙ্গল, কোটরগত, দেহ দীর্ঘাকৃতি, বাহু ছোট, কৃশাননা, বয়স প্রথম যৌবনা, বিকৃতরূপা, কর্কশস্বরা, অতি দুর্নিরীক্ষণা, চঞ্চল-স্বভাবা, আলস্যপরায়ণা এবং আজ্ঞা পালনে পরাংমুখী। আমি সত্য বলিলাম।” রাজা বলিলেন, “আপনি এই প্রকার কুলক্ষণা অপ্রিয়ভাষিণী ভার্যা নিয়া কি সুখী হইবেন? আমি আপনাকে সুরূপা, সুলক্ষণা, সুশীলা অন্য ভার্যা প্রদান করিব, সুলক্ষণা সুচরিত্রা ভার্যাই সুখের মূল। আপনার বর্ণিত কুলক্ষণা ভার্যা দুঃখের হেতু হইবে। এই জন্যই দুঃশীলা ভার্যাকে পরিত্যাগ করাই আপনার কর্ত্তব্য।”

ব্রাহ্মণ কহিলেন, “ভার্যা সর্বতোভাবে রক্ষণীয়া” এই শ্রুতি বাক্য আমরা পালন করি, ভার্যা দ্বারাই বংশ, জাতি, কুল রক্ষা হয়, ভার্যা অরক্ষিতা হইলে বর্ণসঙ্কর ও ভ্রূণ হত্যা পাপে নরকে পতিত হইতে হয়, ভার্যাহীন হইলে ধর্মহীন

হইতে হয়, ভার্যা হইতে আমার সন্ততি হইবে; রাজন্! আমার ভার্যাকে আনয়ন করুন্! রাজা ব্রাহ্মণের অতি সারগর্ভ বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ অতি দ্রুতগামী অশ্বারোহণে তদুদ্দেশে পৃথিবী ভ্রমণে নির্গত হইলেন। বহু অনুসন্ধানের পর এক তপোবনে বিশ্বনেত্র পবিত্র তপঃপ্রভাবে দেদীপ্যমান মহামুনিকে দেখিয়া তৎসমীপে সমাগত হইলেন, মুনি শিষ্যকে বলিলেন, "সত্বর ইহাকে অর্ঘ্যদান করিয়া অর্চ্চনা কর।"

শিষ্য অর্ঘ্য নিয়া পুনঃ মুনিকে বলিলেন, "এই অর্ঘ্য কি রাজাকে দিব?" মুনি বলিলেন, "আমাকেই দেও, ইহাকে অর্ঘ্য দিবার প্রয়োজন নাই।" শিষ্য মুনিকেই অর্ঘ্য দিলেন।

মুনি বলিলেন, "রাজন্! আপনি উত্থানপাদের পুত্র, আপনি কেন আসিয়াছেন?" রাজা বলিলেন, "কোনও ব্রাহ্মণের পত্নী অপহৃতা হইয়াছে তাহার উদ্ধারার্থ এখানে আসিয়াছি, আমাকে তাহার সন্ধান প্রদান করুন্। আর একটি সন্দেহ মোচন করুন, আপনি আমাকে প্রথমে অর্ঘ্য দিতে বলিয়াও পরে তাহা না দিবার কারণ কি?"

বিশ্বনেত্র বলিলেন "হে ধরণীপতে! আপনি আসা মাত্রেই অর্ঘ্যদানে ঔৎসুক্য হইয়াছিল, কিন্তু আমার ন্যায় আমার ত্রিকালজ্ঞ শিষ্য বিবেচনা পূর্ব্বক পুনর্বার আদেশ করুন্ বলায়, আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম, আপনি উত্থানপাদ মনুর পুত্র হইলেও অর্ঘ্য পাওয়ার যোগ্য নহেন। যেহেতু আপনি আপনার পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নীকে বনে পরিত্যাগ করিয়াছেন; আপনার

সহধর্ম্মিণীর সহিত আপনার সমস্ত ধর্ম লোপ হইয়াছে; ধর্মক্রিয়া হীন হওয়ায় আপনি জনসমাজেও অস্পৃশ্য হইয়া আছেন, ইহাতে অর্ঘ্য পাওয়ার যোগ্যতা কতদূর আছে আপনিই বিচার করুন, দেখুন বিপ্রের প্রতিকূলা পত্নীকেও ধর্ম কামনায় বিপ্র এত অনুসন্ধান করিতেছে। মহীপতি! আপনি স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে কে ধর্ম্মকে রক্ষা করিবে?

রাজা মুনির সর্বজ্ঞতাজনক সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়া তৎসমস্ত স্বীকার করিলেন। দ্বিজপত্নীর অনুসন্ধান লইলেন; বিশ্বনেত্র বলিলেন, অদ্রিতনয় বলাক রাক্ষস দ্বিজপত্নীকে উৎপলাবত বনে রাখিয়াছে। আপনি সত্বর তাঁহার ভার্য্যাকে উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণের পাপ মুক্ত করুন।

রাজা তৎক্ষণাৎ উৎপলাবত বনে গিয়া দ্বিজের বর্ণিত এক রমণী শ্রীফল ভক্ষণ করিতেছে দেখিতে পাইলেন। রাজা তাহাকে বলিলেন, "আপনি কি সুশর্ম্মা ব্রাহ্মণের ভার্যা?" রমণী বলিলেন, আমি তাঁহারই পত্নী, নিদ্রিতকালে বলাক নামক এক রাক্ষস আমাকে হরণ করিয়া এখানে আনিয়াছে; আমি জানি না তাহার কি অভিপ্রায়। আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। রাজা কহিলেন "রাক্ষস কোথায় যদি জানা থাকে পথ দেখাইয়া দিউন।" রমণী তখনই অগ্রসর হইয়া রাক্ষসের বিচিত্র নিবাস দেখাইয়া দিলেন। রাজা বিচিত্র আলয়ে প্রবেশ করিবা মাত্র রাক্ষস তাহাকে মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ করত প্রণাম করিয়া বলিল, "মহারাজ! আমার প্রতি আপনার

এত অনুগ্রহ যে আপনি পদরজ দিয়া আমার আলয় সুপবিত্র করিলেন। আজ্ঞা করুন্ কি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব ?” রাজা কহিলেন, “তুমি যথোপযুক্ত অতিথি সৎকার করিয়া তোমার সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছ; তুমি এই ব্রাহ্মণ-পত্নীকে কেন গ্রহণ করিলে, তোমার উদ্দেশ্য কি ? তুমি ভার্য্যার্থ কিংবা ভক্ষণার্থ ইহাকে আনয়ন কর নাই। তুমি পরম সাত্ত্বিকচিত্ত, মহাজ্ঞানী, তোমার কখনও পরদার অথবা নরমাংস ভক্ষণে কিংবা কোনও প্রকার পাপাচরণে কিংবা পরপীড়া দানে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তোমার বিবাহিতা রূপগুণবতী পত্নীও বর্ত্তমান আছে। তবে তুমি ইহাকে কেন আবদ্ধ করিলে ?”

রাক্ষস বলিল, “মহারাজ ! আমি মনুষ্যভোজী রাক্ষস নহি, পর-পত্নীতে আমাদের লোভ নাই; এই ব্রাহ্মণী অতি কোপন স্বভাব, আমরা রাক্ষসীশক্তি-জ্ঞান বলে কলুষ চিত্ত, দুশ্চরিত্র, কলহপ্রিয়, অতি তমোভাবাপন্ন পরপীড়ক লোককে হরণ করিয়া আনিয়া অন্তরের কুভাব সকল নিশাচর বৈজ্ঞানিক বিদ্যাবলে ভক্ষণ করিয়া থাকি, পরে নির্ম্মল চিত্ত করিয়া রজকের মল নির্ম্মুক্ত বস্ত্রের ন্যায় পুনরায় যথাস্থানে দিয়া থাকি। আমরা জন্তু ভোজনকারী রাক্ষস নই, আমরা কুলোকের চরিত্র শোধনকারী তমোরোগ নিবারক বৈদ্য বিশেষ। রাজন্ ! আমি আপনার রাজ্যের প্রজা, এই প্রণত ভৃত্যের প্রতি আজ্ঞা করুন্ কি করিতে হইবে ?”

রাজা বলিলেন, বলাক, তুমি বলিলে আমরা কুস্বভাব

ভোজন করি, অতএব আমি যে কার্য্যের প্রার্থী তুমি তাহাই কর, তুমি এই ব্রাহ্মণীর দুঃস্বভাব ভোজন করিয়া ইহার চিত্ত নির্ম্মল কর, শোধিত হইলে ইনি বিনীতা হইয়া পতিসেবাশীলা সতী হইবেন। তুমি ইহার চিত্ত ধৌত করিয়া রজকের ন্যায় তাহার গৃহে রাখিয়া দিলেই তোমা কর্ত্তৃক আমার আতিথ্য সম্পাদিত হইবে।”

অনন্তর সেই রাক্ষস বৈজ্ঞানিক নিশাচর মায়া বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণীর অন্তরে প্রবেশ করিয়া নিজ শক্তিদ্বারা নৃপতির কথিত মত সেই ব্রাহ্মণীর দুঃস্বভাব সমূহ ভক্ষণ করিল। তখন সেই ব্রাহ্মণী স্বীয় লুক্কায়িত সদ্‌গুণরাশি লাভ করিয়া অতি শুদ্ধচিত্ত ও সুলক্ষণা হইয়া বলিল “রাজন! ঐ রাক্ষসের কোনও প্রকার দোষ নাই বরং সে রোগ বৈদ্যগুরু, এই প্রকার কষ্ট আমার কর্ম্মফল।”

নিশাচর রাজার আদেশে ব্রাহ্মণীকে নিজালয়ে রাখিয়া আসিল এবং রাজাকে বলিল, “আপনি যখন মনে মনে আমাকে আহ্বান করিবেন তখনই আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইব।” ব্রাহ্মণী পতিকে অতি ভক্তিসহকারে তাপসীর ন্যায় সেবাশুশ্রূষা করিয়া পরম পতিব্রতা ধর্ম্মের বলে পরম ধাম লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজা উত্তম ব্রাহ্মণপত্নীর উৎকর্ষ সাধন ও উদ্ধার করিয়া নিজ পত্নী সম্বন্ধে মহাচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, তিনি সেই তমসাশ্রমস্থিত ত্রিকালজ্ঞ বিশ্বনেত্র মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মুনিবর রাজাকে দর্শন মাত্রই রাজার

সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন।

মুনি বলিলেন, "আপনার কি কর্ত্তব্য শ্রবণ করুন্। পত্নীই মানবের ধর্ম্মার্থকাম সাধনের প্রধান কারণ, বিশেষতঃ ভার্য্যা-ত্যাগীরা ধর্ম্মও ত্যাগ করে; আপনি পত্নী ত্যাগ করিয়া গুরুতর অন্যায় করিয়াছেন। যেরূপ স্ত্রীগণের পক্ষে স্বামী অত্যাজ্য, তদ্রূপ পুরুষদের পক্ষেও পত্নী অত্যাজ্যা।"

রাজা বলিলেন, "আমার পত্নী সর্ব্বদাই আমার অতি প্রতি-কূলা ছিল, সেজন্যই আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি সর্ব্বদাই তাহার চিন্তায় উদ্বিগ্নমনা থাকি, সে নির্জ্জন বনে হিংস্র জন্তুগণ কিংবা রাক্ষসগণ দ্বারা নিহত কি ভক্ষিত হইয়াছে এই চিন্তায় আমি মৃতকল্প হইয়া পড়িতেছি।" ঋষি বলিলেন, "রাজন্ আপনার স্ত্রী অতি সাধ্বী, তিনি বিশুদ্ধ চরিত্র বলে রসাতলে সতীত্ব রক্ষা করিয়া বাস করিতেছেন।" রাজা বলিলেন, "মুনে! আমার স্ত্রী কিরূপে পাতালে নীত হইল এবং কিরূপেই বা অদূষিত অবস্থায় রহিয়াছে?" মুনি বলিলেন, "পাতালে কপোত নামে বিখ্যাত নাগরাজ বাস করেন, তিনি মহাবনে আপনার রূপবতী যুবতী ভার্য্যাকে দেখিয়া তৎপ্রতি অনুরাগী হন। কিন্তু তিনি তাহাকে অনুরাগিনী কিংবা গ্রহণ যোগ্যা কিংবা কুমারী বিচার না করিয়াই দিব্য-রথে পাতালে লইয়া যান। তখন তাহার অতি ধর্ম্মপরায়ণা বুদ্ধিশীলা কন্যা নন্দা এই নবাগতা সুন্দরীকে আপন গৃহে লুকাইয়া রাখেন। নাগরাজ আর আপনার পত্নীকে দেখিতেই

পায় নাই। আপনার ভার্যা পরম সতী, তিনি সর্ব্বদাই আপনার ধ্যানে নিরত আছেন। বহুলা এবং আপনার বিবাহ-কালীন গ্রহগণের শুভ দৃষ্টি ছিল না। আপনি রবি, মঙ্গল ও শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং আপনার স্ত্রী শুক্র ও বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন। সে সময় বহুলার চন্দ্র ও আপনার বুধ পরস্পর বিপক্ষ ছিল, সেজন্য আপনাদের দাম্পত্য বিরোধব্যঞ্জক ঘটনায় পরিণত হইতেছে। আপনি গ্রহবৈগুণ্য দূর করিবার জন্য পত্নী প্রাপ্ত হইয়া মিত্রবিন্দা নামক ইষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করিলে পুনর্মিলন সুদৃঢ় হইবে। এই যজ্ঞে সুশর্ম্মা ব্রাহ্মণকে ঋত্বিক্ করিবেন।” রাজা 'তাহাই হইবে' বলিয়া বলাক নিশাচরকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণেই নিশাচর উপস্থিত হইয়া রাজাকে বলিল "আমি কি করিব ?” রাজা তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন বৈজ্ঞানিক রাক্ষস মায়া বিদ্যাবলে পাতালে প্রবেশ করত বহুলার তমোময়ী মনোবৃত্তি ভক্ষণ করিয়া পবিত্র করিল এবং বহুলাও তৎসখী নাগরাজকন্যা নন্দাকে সহ রাজপুরীতে উপনীত হইল। তখন সেই পরমা সুন্দরী সৎস্বভাবা পতিব্রতা বহুলা রাজার চরণে পড়িয়া প্রণাম করিয়া বলিল, “দেব, প্রাণেশ, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি অজ্ঞানা অপরাধিনী, আমাকে মার্জ্জনা করুন্।” বিরহ কাতর রাজা উত্তম বহুলার ভক্তিময় জ্ঞানগর্ভ ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ মধুর বাক্যাবলী শ্রবণে যুগপৎ হর্ষ ও বিরহ ব্যথিত হৃদয়ে আলিংগন করিয়া রাণীকে বলিলেন,

"প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন আছি, তুমি নির্দোষ পরম পতিব্রতা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতা, তোমাকে আমি কখনও ভুলি নাই। আমিই ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া বহু প্রকার গ্লানি ভোগ করিয়াছি, তুমি তাহা ভুলিয়া যাও। পতিব্রতে! তোমার কি বাসনা বল আমি তাহা পূর্ণ করিব।" রাণী বলিলেন, "রাজন্! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমার সতীত্ব ও প্রাণ রক্ষাকারিণী প্রিয়সখী নন্দার পিতৃশাপ জনিত মূকত্ব দূর করুন্।"

মহারাজা উত্তম ঐ সুশর্ম্মা ব্রাহ্মণকে ঋত্বিক করিয়া মূকত্ব মুক্তির উপায় সরস্বতী ইষ্ট যজ্ঞ সারস্বত সুক্ত সকল পাঠ করিলেন, মহামুনি গর্গ কন্যাকে প্রকৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইলেন। কন্যা তাহা উচ্চারণে সক্ষমা হইয়া মন্ত্র পাঠ করিলেন; সকলে আশ্চর্যান্বিত হইলেন, কন্যা গর্গকে প্রণাম করিলেন। গর্গ বলিলেন, তোমার সখী বহুলা তোমার মূকত্ব নিবারণ যজ্ঞ করায় তুমি মন্ত্রোচ্চারণশক্তি লাভ করিয়াছ। "জয় জয় দেবী ভারতী দেবী" বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া রাজার পায় প্রণত হইয়া কন্যা বলিল "আমি বর দিতেছি, আপনার এই মহাসাধ্বী বহুলার গর্ভে এক মহাবীর্যবান ও মহাজ্ঞানী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তিনি মন্বন্তরাধিপতি হইবেন।" অনন্তর নাগরাজ কন্যা রাজাকে বর দান ও প্রণাম করিয়া এবং বহুলাকে আলিংগন করিয়া পাতালে গমন করিলেন। অনন্তর মহারাজা উত্তম বহুলা সহ বহুকাল রাজত্ব উপভোগ করিতে লাগিলেন।

বহুলা প্রতি মুহূর্ত্তে সতীপ্রধানা মুনিপত্নীদের ন্যায় পতিপদ সেবা করিয়া পতিব্রতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেন। অনন্তর তাঁহার গর্ভে চন্দ্র মণ্ডলের ন্যায় কমনীয়কান্তি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল, সেই শিশুর জন্মকালীন আকাশে দুন্দুভি ধ্বনি হইয়াছিল, রাজপুরী প্রজাগণের আনন্দে পরিপূরিত হইয়াছিল। এই পুত্র উত্তমের ঔরসে উত্তম লক্ষণ যুক্ত ও উত্তম অবয়ব সম্পন্ন হওয়ায় ইহার নাম রাখা হইল ঔত্তম। রাজা উত্তম কালক্রমে পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সাধ্বী পত্নী সহ যোগাবলম্বনে স্বর্গে গমন করিলেন।

ঔত্তম তৃতীয় মনু হইয়া মন্বন্তরাধিপতি হইয়াছিলেন।

মানিনী

ইনি মহামুনি রুচির পত্নী, বরুণ দেবতার পৌত্রী, প্রম্লোচা অপ্সরার কন্যা, রৌচ্য মনুর জননী। ইনি পরমা সতী, বহু বিদ্যায় পারদর্শিনী, তপোবিদ্যাবলে ত্রিচরী (জল, স্থল ও আকাশ চরী) আখ্যা পাইয়াছিলেন।

ইহার স্বামী মহামুনি রুচি অবিবাহিত থাকিয়া স্বর্গাদি লাভের জন্য বহু তপস্যা ও যোগ ধর্ম্ম সাধনা করেন। তাহার পিতৃপুরুষগণ বংশ ক্ষয় ভয়ে তাহাকে জ্যোতি রূপে দর্শন দিয়া বলিলেন, "পুত্র, তুমি পত্নী গ্রহণ কর, বংশ ক্ষয়কর অনূঢ় অবস্থায় স্বর্গলাভ করাও দুঃসাধ্য। গার্হস্থ্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও যুক্তি বলে

জ্ঞানবান পুত্র পিতৃলোকের নীতি বাক্যে প্রবুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি বলেন, "পত্নী স্বামীর প্রতিপোষিকা, শিক্ষা-গুরুস্বরূপা, জ্ঞানবতী, পতিব্রতা, সুলক্ষণা, বিদ্যাবতী ও মনোরমা এবং পুত্র-জনন-শক্তিবতী হওয়া প্রয়োজন। এরূপ গুণবতী পত্নী কোথায় পাইব? আমি বৃদ্ধ, নির্ধন, গৃহহীন আমাকে কে কন্যাদান করিবে?"

পিতৃগণ বলিলেন, "উত্তম তপস্যা দ্বারা তুমি তপঃসিদ্ধ হইয়াছ, তোমার ইচ্ছামাত্রেই কার্য সিদ্ধ হইবে। আমরা আদেশ দিতেছি অদ্যই তোমার ইচ্ছানুরূপিণী, মনোবৃত্ত্যনুসারিণী পত্নী প্রাপ্ত হইবে; ঐ সাধ্বীপত্নীর সেবায় তোমার বৃদ্ধত্ব, দারিদ্র্য ও মোহত্ব বিদূরিত হইবে। পত্নীই পূর্ণাঙ্গকারিণী পালিকা, গৃহলক্ষ্মী। এই বলিয়া পিতৃগণ অন্তর্হিত হইলেন। দৈব জ্যোতিরূপে তাঁহারা দেখা দিয়াছিলেন, মুনি অন্ধবৎ হইয়া স্তম্ভিত হইলেন। অমনি তাহার সাধনায় পবিত্র সুরনদী হইতে এক স্বর্গীয়া অপ্সরা উত্থিত হইয়া মুনিকে বলিলেন, "আমার নাম প্রম্লোচা, আমি বরুণের পুত্রবধূ স্বরূপা, ব্রহ্মা আমাকে আপনার নিকট আমার কন্যা প্রদান করিতে পাঠাইয়াছেন। আমার কন্যা অতি পবিত্রা, অতি সুন্দরী, বহু শাস্ত্রজ্ঞানবতী, গুণবতী ও আপনার মনোবৃত্ত্যনুসারিণী এবং মনুজননী হইবে। আপনি তাহার পাণি গ্রহণ করুন্। ঐ দেখুন বরুণদেব কন্যা সহ জলোপরি অবস্থান করিতেছেন। আমার কন্যার নাম মানিনী।" মুনি এই অভাবিত ঘটনায় অবিচলিত হইয়া পিতৃগণই সর্বদেবতার উপরে, ইহা বুঝিতে

পারিলেন। তখন 'তথাস্তু' বলিয়া কন্যা গ্রহণে সম্মতি দিলেন ; তখন পবিত্র নদী পুলিনেই যথাবিধি মানিনীর পাণি গ্রহণ করিলেন।

ঐ পতিব্রতা সর্বগুণানুবর্ত্তিনী সর্ব জলস্থলাকাশচারিণী সর্ব বিদ্যাবতী, পরম ধার্ম্মিকা ভার্যার সম্মিলনেই মহামুনির মন ও দেহের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই জ্ঞানপ্রবর মহামুনি রুচি তাঁহার পত্নীকে গুরু অপেক্ষাও শিক্ষাদায়িকা দেবী, বৈদ্য অপেক্ষাও কায় মন ও বাক্যের নিরাপদতা ও নীরোগতা রক্ষা-কারিণী, রাজা অপেক্ষাও পাপভীতি নিবারিণী ও দেহরক্ষিণী, অধ্যাপক অপেক্ষাও সর্বদা সর্বরূপে অজ্ঞাতরূপে মধুর বচনে শাস্ত্রানুশাসনে সুশিক্ষা দায়িনী, মাতার ন্যায় স্নেহরূপিণী, প্রজা-পতির ন্যায় সুপুত্রদায়িনী ভার্যাকে ইহপরকালের সঙ্গিনী ও সম্পদ প্রদায়িনী গৃহলক্ষ্মী রূপে অর্চ্চনা করিতেন। সেই পুণ্যবতী সতী ভার্যার গর্ভে রৌচ্যের জন্ম হয়, সেই পুত্রই মন্বন্তরাধিপতি হন্। ঐ পুত্রকে মাতা মানিনীই মন্বন্তরাধিপত্য যোগ্য করিবার শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। মনস্বিনী মানিনী পুত্রকে সর্ব্বগুণ-যুক্ত ধর্ম্মপ্রাণ করিয়া পতিসহ ছায়ার ন্যায় সাধনাশ্রমে তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ঠানস

ইনি মহামুনি ভরদ্বাজের সাধ্বীপত্নী। ইনি বহুবিধ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য জ্ঞানে অলৌকিক শক্তিসম্পন্না ছিলেন। ইহারই বিদ্যাচর্চায় শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ পরিস্ফুট হওয়ায় কৃষ্ণ রাক্ষস মুক্ত হইয়াছিল।

ভরদ্বাজ নামে ভুবনবিখ্যাত পরম ধার্মিক সর্বজ্ঞান সম্পন্ন সিদ্ধিশক্তিপরায়ণ এক মহর্ষি ব্রাহ্মণ ছিলেন; পৈঠীনসী তাঁহারই পতিব্রতপরায়ণা ধর্মশীলা ভার্যা।

মহামুনি ভরদ্বাজ এই পরম ধর্ম্মপরায়ণা সতী ভার্যার সহিত গৌতমী গঙ্গার তীরে তপস্যা করিতেছিলেন; একদা তিনি ভার্যার সহ অগ্নি, সোম ও ইন্দ্র দেবতা সম্বন্ধীয় অতি বৈজ্ঞানিক যজ্ঞ করিতে সংকল্প করেন ঐ যজ্ঞে পুরোডাশই হব্য স্বরূপ। মুনিপত্নী পৈঠীনসী পুরোডাশ (যজ্ঞীয় পিষ্ঠক) পাক করিতেছিলেন; তাহার ধূম হইতে লোক ত্রিতয়ের ভয়জনক এক কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষস যজ্ঞের পুরোডাশ ভক্ষণে উদ্যত হইল; তাহাকে দর্শন করিয়া মহামুনি ভরদ্বাজ কহিলেন, "কে তুই আমার যজ্ঞ নষ্ট করিতেছিস্?"

রাক্ষস কহিল, "হে মুনে! শ্রবণ কর, আমি যজ্ঞঘ্ন নামে বিখ্যাত বলিয়া অবগত হও, আমি সন্ধ্যার পুত্র, প্রাচীন বর্হির তনয় একদা আমাকে বর দিয়াছেন, তুমি যথাসুখে যজ্ঞ ও হব্যসকল ভক্ষণ কর, আমি নিজে কৃষ্ণ, পিতামাতা কৃষ্ণা, আমি যজ্ঞ নষ্ট

করিব, কৃতান্তবৎ যূপও ছিন্ন করিব।" মহর্ষি ভরদ্বাজ কহিলেন, "হে বৎস রাক্ষস! তোমা কর্ত্তৃক আমার যজ্ঞ নষ্ট না হইয়া রক্ষিত হইবে, তুমি আমার পত্নীকৃত পিষ্ঠকের ধূম্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছ বলিয়া তৎপুত্র স্বরূপে তুমি আমার বাক্য রাখ, সনাতন ধর্ম্ম সকলেরই প্রিয়, মুনিগণ সহ তুমি আমার যজ্ঞ রক্ষা কর, আমিও তোমার মহোপকার করিব।" যজ্ঞঘ্ন কৃষ্ণ রাক্ষস কহিল "হে মুনীশ্বর! আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য নির্ধারণ করুন্। আমি দেবগণ সভায় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলাম, তৎপর পিতামহ মৎকর্ত্তৃক প্রসাধিত হইয়া কহিলেন, মুনি সত্তমেরা যখন তোমাকে অমৃত প্রদান করিবেন এবং প্রোক্ষিত করিবেন, তখনই শাপ বিমুক্ত হইবে। ইহার অন্যথা হইবে না। হে মহামুনি ভরদ্বাজ! আপনি আমাকে অমৃত দিয়া প্রোক্ষিত করুন্, আমি আপনার যাহা ইপ্সিত তাহা সম্পাদন করিব। মুনি কহিলেন, তুমি আমার প্রিয় পুত্র স্বরূপ হইলে, যাহাতে আমাদের সখ্যভাব হয় তাহাই করিব, কিন্তু দেবগণ ও দৈত্যগণ মহাকষ্টে সমুদ্র মন্থন করিয়া যে অমৃত লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের পক্ষে সুদুর্লভ। অমৃত দ্বারা তাহাকে প্রোক্ষিত করিতে পারিব না ভাবিয়া পরম বিদ্যাবতী সতী, ধর্মশীলা, শাস্ত্রপরায়ণা, বিজ্ঞান-জ্ঞান-সম্পন্না সাধ্বী পত্নী পৈঠীনসীকে উপায় কি জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন পতিব্রতা পতির বিপদ ও যজ্ঞ-বিঘ্ন দূর করিবার অভিপ্রায়ে বহু শাস্ত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া ব্যাকরণ সিদ্ধমতে বেদ বাক্য উদ্ধৃত

করিয়া হর্ষান্তঃকরণে স্বামীর সমক্ষে সেই অমৃতপ্রার্থী কৃষ্ণ রাক্ষসকে বলিলেন, "বৎস! শাস্ত্রে যাহা আছে শ্রবণ কর।"

অমৃতং গৌতমী বারি অমৃতং স্বর্গমুচ্যতে।
অমৃতং গো ভবং চাজ্য মমৃতং সোম এবচ॥

গৌতমী গঙ্গার জল, স্বর্গ, গব্য, আজ্য এবং সোমই অমৃত। তুমি ইহার কোন্‌টী দ্বারা প্রোক্ষিত হইবে বল। কৃষ্ণ রাক্ষস বলিল, "ইহার যে কোনও একটী দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত করুন্।" তখন মহামুনি ভরদ্বাজ মন্ত্রপূত গৌতমী গঙ্গার জল পাণিতলে গ্রহণ করিয়া সেই যজ্ঞেই অভিষিক্ত করিলেন। কৃষ্ণরাক্ষস মুনি কর্ত্তৃক গৌতমী গঙ্গার সলিলামৃত স্পর্শমাত্রেই কৃষ্ণবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া শাপমুক্ত হইয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করিল, সেই যজ্ঞঘ্ন রাক্ষস যজ্ঞ রক্ষক হইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিল এবং তত্রস্থ সমস্তই শুক্লবর্ণ হইয়া গেল। তখন ভরদ্বাজ জ্ঞানশীলা পতিব্রতা আপনার স্বাধ্বী ভার্য্যা পৈঠীনসীর অপূর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া ঋত্বিকগণকে পত্নী সহ সৎকার করিয়া বিদায় দিলেন এবং যজ্ঞীয় যূপটি গঙ্গায় বিসর্জন করিলেন। তাহা অদ্যাপিও অমৃতাভিষেকের অভিজ্ঞান স্বরূপ বিদ্যমান আছে। কৃষ্ণ রাক্ষসও শুক্লবর্ণ দিব্য দেহ হইয়া বিদায় হইল। পৈঠীনসীর অপূর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞানে আকাশে দেব দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। মহামুনি ভরদ্বাজ সেই সতী ভার্য্যা পৈঠীনসী সহ যোগ তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।

আতিথেয়ী বা সুবর্চ্চা

ইনি চিরপ্রসিদ্ধ দাতা মহামুনি দধীচির সাধ্বী পত্নী এবং পিপ্পলাদের মাতা। তিনি কোনও কোনও পৌরাণিক গ্রন্থে প্রাতেথেয়ী ও লোপামুদ্রা নামেও কথিতা হইয়াছেন। ইনি বিদ্যা, তপস্যা, আধ্যাত্মিক সাধনা, স্বামীপ্রাণা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে অদ্বিতীয়া ছিলেন। তাঁহার সংযম অতুলনীয়। অন্যায় ভাবে স্বামীর প্রাণ হরণ করিলেও ইন্দ্রকে অভিসম্পাত না দিয়া সংযম সাধনা করিয়া অহিংসার পরাকাষ্ঠা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

সতী আতিথেয়ীর এক নাম ছিল লোপামুদ্রা। কখন কখন সুবর্চ্চা ও প্রাতেথেয়ী নামেও কথিত হইতেন। আশ্চর্য্য এই যে মহাজ্ঞানবতী অহিংস-প্রাণা সর্ব্বজীবের প্রাণ-পোষিণী অমৃতদাত্রী মহাসতীর নাম পরিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অনেক শাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়দেরও অপরিজ্ঞাত। ইহার ভগিনী বড়বাদেবী বা গভস্তিনী। মুনিদের মধ্যে দধীচি মুনিই অত্যন্ত ধনাঢ্য ছিলেন। মহামুনি ধর্মে নিরত থাকিয়া প্রত্যহ সহধর্ম্মিণী সহ অগ্নিপরিচর্যা ও কঠোর তপস্যা করিতেন। ভাগীরথী তীরে তাঁহার আশ্রম ছিল; তিনি ও তাঁহার সতী-ভার্যা আতিথেয়ী (অতিথিসেবিকা) সর্ব্বজীব সেবায় অত্যন্ত নিরত থাকিতেন; বন্যপশুপক্ষীগণও তাঁহাদের নিকট বিমুখ হইত না। তাঁহারা প্রার্থীর মনোভাব জানিয়া

পূর্ব্বাভিভাষী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন এবং সকল জীবেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন ; দেবতা ও অতিথি সেবাই তাঁহাদের মুখ্য ধর্ম ছিল।

তাঁহারা দ্বিতীয় কুম্ভ যোনির ন্যায় তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত হইয়া আশ্রম মধ্যে বিরাজ করিতেন ; দধীচি মুনি ও তাঁহার তপঃপরায়ণা ভার্য্যার দিব্য তেজঃপ্রভাবে দৈত্য দানবেরা সেই প্রদেশে আসিতেই পারিত না। তৎসন্নিকটে মহামুনি অগস্ত্যের তপোবন ছিল তাহাতেও দৈত্য-দানবের প্রবেশের অধিকার ছিল না।

একদা দৈত্য ও রাক্ষসগণকে জয় করিয়া চন্দ্র, সূর্য, যম, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ হর্ষভরে মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমরা যুদ্ধ করিয়া অসুর-দিগকে জয় করিয়াছি, এক্ষণে আর এসব অস্ত্রের প্রয়োজন নাই, এই অস্ত্রগুলি রাখিবার স্থান নাই, অসুরেরা মায়া বলে তাহা হরণ করিবে, আপনার আশ্রমে তাহারা প্রবেশ করিতে পারে না। আপনি মর্ত্ত্য কল্পতরু, আপনি অস্ত্রগুলি গচ্ছিত রাখিয়া আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন্।" সদয় ও সরল হৃদয় মহামুনি "এবমস্তু" বলিবা মাত্রই দেবগণ অস্ত্রগুলি গচ্ছিত্তে রাখিয়া আবশ্যক মতে আসিয়া নিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু মুনির মহাপ্রজ্ঞাবতী সর্ব্বজ্ঞা বহু শাস্ত্রদর্শিনী ভার্যা ইহা শুনিয়া স্বামীকে নিবারণ করিলেন। তিনি বলিলেন "ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কাজ করিয়া আমাদের ক্ষয় হইবে।

হে মুনে! যাহারা শাস্ত্রজ্ঞ পরমার্থনিষ্ঠ, সংসার চেষ্টায় বীতশ্রদ্ধ তাহাদের পক্ষে ইহপরকালে যে কার্যে সুখ নাই তদ্রূপ পরকীয় ব্যসন দ্বারা কি ফল হইবে? আপনার এই কার্যে প্রথমতঃ এই আয়ুধের স্থান দানে দেবদ্বেষীগণ আপনার শত্রু হইবে; আপনি অজাতশত্রু কিংবা বিশ্বপ্রিয় এই নামের কলঙ্ক হইবে; দ্বিতীয়তঃ এই অস্ত্রগুলির কোনও একটী অস্ত্র নষ্ট বা অপহৃত হইলে দেবগণ কুপিত হইয়া আপনার শত্রুতা করিবে। তৃতীয়তঃ পরকীয় দ্রব্য বিশেষতঃ জীবহিংসাজনক অস্ত্র কখনই গচ্ছিত রাখিবেন না, ইহার ভিতরে হিংসামূলক তমোভাবাপন্ন দেবগণের ছলনা আছে, কারণ তাহারাও নির্লালস নহেন, তাহারাও রাজ্যলোভী, নীচাত্মা, আপনি অস্ত্ররক্ষা ভার পরিত্যাগ করুন্।"

দধীচি বলিলেন "ভদ্রে! পূর্ব্বে বাক্য দিয়াছি এখন আর 'না' মুখে আসে না, কারণ বাক্যই ব্রহ্ম।" আতিথেয়ী পতির কথা শুনিয়া দৈব বিনা আর উপায় নাই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। মহর্ষি দিব্য সহস্র বৎসর পত্নীসহ তপস্যাচরণ করিলেন। এই দীর্ঘ কাল দেবগণ আয়ুধ লইতে আর আসিলেন না।

তখন মুনিবর শ্যালিকা গভস্তিনীকে বলিলেন, "ভদ্রে! দেখিতেছ দেবগণ আমার বিদ্বেষ করিতেছেন তাহারা অস্ত্রাদি লইতে আসিতেছেন না; আমার কি কর্ত্তব্য বল।" গভস্তিনী বিনীত ভাবে বলিলেন, প্রভো, এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য আপনি

জানেন। দৈত্যগণও তপস্বী, বিশেষতঃ বলশালী ; তাহারা শীঘ্রই অস্ত্র সকল হরণ করিবে।” তখন মহাপ্রাজ্ঞ বৈজ্ঞানিক মুনি এক অত্যাশ্চর্য প্রক্রিয়া দ্বারা মন্ত্রপূত সলিল সংযোগে অস্ত্রগুলি দ্রব করিলেন, দ্রবাকারে মহাতেজঃযুক্ত পূত জলে পরিণত হইল, তিনি অস্ত্র রক্ষার জন্য তেজঃ উজ্জ্বল জলসমূহ পান করিলেন ; অস্ত্র সকল তাহার দেহের অস্থি সকল আশ্রয় করিয়া রহিল। মুনিবরও তাহা ধারণ করিয়া শত বজ্রের ন্যায় শক্তিমান্ শূর হইয়া পুনরায় তপস্যায় নিরত হইলেন। তখন দেবগণ মুনির নিকট আসিয়া এক্ষণে প্রয়োজন আছে বলিয়া অস্ত্র প্রত্যর্পণ করিতে বলিলে, মুনি বলিলেন, “দিব্য সহস্র বৎসর অপেক্ষা করিয়া দৈত্যগণ হরণ করিবে ভয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে দ্রব্য করিয়া ভক্ষণ করিয়াছি। এখন আর দিবার কি উপায় আছে ?” দেবগণ বলিলেন, “আপনি সর্বজ্ঞ, আপনিই ইহার বিচার করুন্, আমরা অস্ত্রাভাবে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাতালে কোথায়ও স্থান পাইব না, আপনি আমাদের অস্ত্র দিন্।” তখন রুদ্র, আদিত্য, ইন্দ্র, চন্দ্র, বিষ্ণু, যম, আশ্বনীকুমার দ্বয় ও অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ মুনিকে স্তব করিয়া অস্থিসমূহ প্রার্থনা করিলেন ; মুনিবর হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলেন, “আপনারা বিনা বিচারে তাহাই গ্রহণ করুন্। অস্ত্র সমূহ আমার অস্থিতে অস্থিতে সংস্থিত হইয়া আছে, আমি যোগবলে দেহ ত্যাগ করিব, আপনারা আমার সুদৃঢ় উত্তম সর্বাস্ত্রের সার অস্থি সমূহ দ্বারা অস্ত্র সকল নির্মাণ

করুন্ ইহা অব্যর্থ ও অক্ষয় হইবে।”

দেবগণ আতিথেয়ীকে অত্যন্ত ভয় করিতেন, তাহারা অতি সত্বরে কার্য সম্পাদন করিতে বাসনা করিয়া “আচ্ছা তাহাই করুন্” বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। তৎকালে মুনিপত্নী জল আনিতে গিয়াছিলেন। মহাদানশীল দধীচিমুনি তৎক্ষণাৎ বদ্ধ-পদ্মাসনে নাসাগ্রে দত্তমুষ্টি হইয়া প্রসন্ন মনে যোগবলে সবহ্নি বায়ুকে ধীরে ধীরে হৃদাকাশ গর্ভে নীত করিয়া যাহা অপ্রমেয় এবং উপাসিতব্য ব্রহ্মরূপ পরমপদ তাহাতে বুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক মহামুনি তখন ব্রহ্ম সাযুজ্য প্রাপ্ত হইলেন। দেবগণ মুনিকে জীবনহীন দেখিয়া বিশ্বকর্মাকে বলিলেন, “তুমি এই মুনির অস্থি দ্বারা অস্ত্র সমূহ নির্মাণ কর।” বিশ্বকর্মা মুনির ব্রহ্মতেজোদ্ভাসিত দেহ স্পর্শ করিতে ভীত হইয়া বলিল, “ইহা করিবার আমার শক্তি নাই।”

এই সময় মহাসতী তাপসী সিদ্ধযোগিনী বালগর্ভা দধীচি প্রিয়া একটী বারিপূর্ণ কলস হস্তে লইয়া ফল পুষ্প দ্বারা উমা দেবীকে নমস্কার করিয়া পতি ও অগ্নিকে দেখিবার জন্য সত্বর আগমন করিলেন। আসিবার কালে উল্কাপাত তাহার গতি রোধ করিতে লাগিল ; তিনি আরও সসম্ভ্রমে আশ্রমের দিকে দ্রুত গতিতে আসিতে লাগিলেন, দেখিলেন আশ্রমে তাহার ভর্ত্তা নাই। তখন সতী সবিস্ময়ে “স্বামী কোথায় ?” আশ্রমস্থ যজ্ঞীয় অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। যজ্ঞীয় অগ্নি দেবতা সতীর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে দেবাগম তাঁহাদের প্রার্থনা, অস্থিদান, মহাপ্রয়াণ ইত্যাদি সমস্ত

ঘটনা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন অগ্নি তাহাকে ধীরে ধীরে আশ্বস্ত করিলেন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া সাধ্বী বলিলেন, "আমি স্বামীর বিরহ মুহূর্ত্তকাল সহ্য করিতে পারি না ; অতি সত্বরে অগ্নিতে প্রবেশ করিব। দেবগণ আমাকে নিদারুণ কষ্ট দিয়াছে, তথাপি আমি তাহাদিগকে অভিশাপ দিব না, এক্ষণে আমাকে মহাত্মা স্বামীসহ দেবলোকে যাইতে হইবে। বিশেষতঃ আমার গর্ভে অতি পবিত্র ধার্ম্মিক সর্বজ্ঞানবান্ বালক জীবিত আছে, তাহাকে ধ্যান বলে উদ্ধার করিতে হইবে।" তিনি অতি কষ্টে কোপ সম্বরণ করিয়া ভর্ত্তার উদ্দেশে ধর্ম সম্মত বাক্যে বলিলেন, "জগতের উৎপন্ন বস্তু মাত্রই বিনশ্বর। সুতরাং কিছুই শোকের বিষয় নাই, যাহারা পুণ্যবান্ মানব তাঁহারাই গো, বিপ্র, দেবতা ও পরের জন্য প্রিয় প্রাণও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এই চির পরিবর্ত্তনশীল ধর্মময় সমর্থ শরীর প্রাপ্ত হইয়া যাহারা পরের জন্য, দেবের জন্য, বিপ্রের জন্য ও ধর্ম্মের জন্য প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করেন তাহারাই ধন্য, তাহারাই অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। আমার পুণ্যাত্মা পতি-দেবতা, দেবতার জন্য আত্মপ্রাণ দান করিয়া অমরত্ব লাভে চিরজীবী হইয়াছেন ; দেহীদিগের প্রাণ একদিন না একদিন নিশ্চয়ই নির্গত হইবে। আহা, আমি নিষেধ করিলাম, তথাপি আমার স্বামী দেবাস্ত্রগুলি পরিগ্রহ করিলেন অথবা বিধাতার মনে কি ছিল কে বলিতে পারে? তিনি

অলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠাত্রী। সাধ্বী এই বলিয়া যথাবিহিত পূজাপূর্ব্বক ভর্ত্তার ত্বক্ ও লোমাদি সহ অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যোগ করিলেন; তখন তিনি গর্ভস্থিত বালকের রক্ষার্থ বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র ও তাপস যোগ বিধানে সোমলোক হইতে অমৃত আনয়ন করিলেন, সেই অমৃত কাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন ভাবিতে লাগিলেন; দেব মানব সকলেই হিংসাপরায়ণ, তাহারা নিজে অমৃত পান করিয়া পরের পীড়া উৎপাদন করিবে, একমাত্র অহিংস বৃক্ষাদিই অমৃত লাভের যোগ্য; সেজন্যই তিনি সমস্ত উদ্ভিজ্জেই অমৃত বিতরণ করিলেন, যাহা সুরাসুর, মানব দানব সর্বজীবেই ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে; তদবধি বৃক্ষাদির নাম ওষধি হইয়াছিল। তখন তিনি গর্ভস্থিত শিশুকে যোগ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় স্বীয় কুক্ষি বিদারণ পূর্ব্বক আশ্রমস্থ অহিংসধর্ম্মী বনস্পতি ও ওষধিগণকে আহ্বান করিয়া অগ্নি দেবতার সাক্ষাতে নিষ্কাসিত করিলেন এবং বলিলেন, "এই পিতৃ-মাতৃহীন বালককে আত্মনির্বিশেষে অবলোকন করুন্, ভূতগণ! লোকপালগণ! বন-দেবতাগণ! বনস্পতিগণ ও ওষধিগণ এই শিশুকে পালন করুন্" এই বলিয়া পিপ্পল বনস্পতির ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্ব্বক জ্বলন্ত অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন স্বামী সহ নশ্বর দেহ দগ্ধ করিয়া দিব্যমূর্ত্তি ধরিয়া দেব-বিমানে স্বর্গে উপনীত হইলেন। তখন আশ্রমস্থ বৃক্ষ ও পশু পক্ষীগণ

শোকভরে রোদন করিতে লাগিল। তাহারা বলিল "আমরা অদ্য হইতে পিতামাতা হারাইলাম কিন্তু আমরা বালককে পাইয়াছি, এই বালকই আমাদের সেই দধীচি, ইহাকে প্রাণ-পণে রক্ষা করিতে হইবে। বনস্পতিগণ সোমের নিকট বালককে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলে সোম অফুরন্ত অমৃত দান করিলেন এবং বালকের জীবন রক্ষার বিধান করিলেন, পিপ্পল বৃক্ষ কর্ত্তৃক পোষিত হওয়ায় বালক পিপ্পলাদ নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনি তপস্যা, যোগবল ও বিমল বিদ্যা দ্বারা বহুকাল মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন এবং মহাদেব তাহার পিতৃঘাতী শত্রু বিনাশের জন্য প্রলয়ঙ্কর এক কৃত্যা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ সর্ব্বলোক বিনাশী কৃত্যা ইন্দ্রাদি কপট দেবগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে তাহারা নিরুপায় হইয়া বালক পিপ্পলাদের শরণাপন্ন হইলেন। তখন তাহার মাসী গভস্তিনী ও বৃক্ষগণ তাহাকে কৃত্যা নিবারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "তোমার মাতা বলিয়াছেন পাপচিত্ত আততায়ীকেও হিংসা করা পুণ্যবান্, বিদ্বান্ ও জ্ঞানবান্ যোগীর কর্ত্তব্য নহে, হিংসায় নরকের পথ প্রশস্ত করে, তুমি দেবগণকে অভয় দান কর।"

পিপ্পলাদ তাঁহাদের মুখে মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত চিত্তকষ্ট ভোগ করিয়াও ত্রিভুবনগ্রাসিনী কৃত্যাকে নিবৃত্ত করিতে উদ্যত হইলে কৃত্যা বলিলেন, "আমি নিবৃত্ত হইতে পারি না।" তখন স্বয়ং ভগবান দেবগণের করুণ আর্ত্তনাদে কৃত্যাকে

এক যোজন ব্যাপী স্থানে সর্ব্বগ্রাসের আদেশ দিয়া স্থাপন করিলেন, দেবগণও রক্ষা পাইলেন; তখন ব্রহ্মা পিপ্পলাদকে বিবিধ বাক্যে শান্ত করিলেন এবং বলিলেন, "তোমার সংযম ও ক্ষমা প্রশংসনীয়, আমি তোমার মাতৃ আজ্ঞা পালন ও অহিংস সাধনায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, দেবগণও তুষ্ট হইয়াছেন। আমি তোমার পিতামাতাকে স্বর্গ হইতে আনিয়া দিতেছি, ঐ দেখ তোমার পিতামাতা বিমানে এখানে আসিয়াছেন, তাহাদের দিব্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও, দেবগণের কার্য সিদ্ধির জন্য তোমার পিতা প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন; তোমার পিতার ন্যায় দীনদুঃখীদের করুণাবর্ষী বন্ধু আর কেহ হইতে পারে না, তোমার মাতা মহা জ্ঞানশীলা পতিব্রতা, তিনি স্বামীসহ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।" পিপ্পলাদ ব্রহ্মার বাক্যে নিবৃত্ত ও শান্ত হইলেন। পিতামাতাকে দিব্যরূপে দেখিতে পাইয়া তপঃক্লেশ আনন্দের উৎস হইয়াছে ভাবিয়া কৃতার্থ হইলেন। মহাজ্ঞানী মাতা পুত্রকে বিবিধ বাক্যে প্রবোধ দিলেন, পুত্রও নিরস্ত হইলেন।

দেবগণ ঐ ভয়ঙ্কররূপিণী কৃত্যাকে বাড়বাগ্নিরূপে তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। আতিথেয়ী পতিসহ বিমানে গমন করিলেন।

ধৌম্রণী

ইনি মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের সাধ্বী পত্নী, তিনি নর্মদা তীরে বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

এই পরম সতীর পাতিব্রত্য ধর্ম সাধনার বলেই মহামুনি মার্কণ্ডেয় চিরজীবী হইয়াছেন। সত্যবাদী মুনিবর নিজেই বলিয়াছেন—"ধৌম্রণী চ মহাভাগা মম ভার্যা শুচিস্মিতা।"

আমার মহাভাগা ভার্যা শুচিস্মিতা ধৌম্রণীর পাতিব্রত্য ও পবিত্র সাধনাই আমার সুদীর্ঘ জীবন লাভের প্রধান কারণ।

ইহা অপেক্ষা আর কি সতীত্বের মাহাত্ম্য বিকাশ হইতে পারে?

দেবহূতি

ইনি মনুকন্যা, মহামুনি কর্দ্দমের সাধ্বী পত্নী। ইনি বহুকাল সর্বগুণ সম্পন্ন ত্রিকালজ্ঞ সুপতি লাভের জন্য তপস্যা করিয়া মহামুনি কর্দ্দমকে পতি লাভ করিয়াছিলেন। কর্দ্দম ঋষিও ঐরূপ সর্বসদ্‌গুণযুক্তা পরম ধর্মপরায়ণা সুশীলা তাঁহার অনুরূপ পত্নীর জন্যই আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভগবানকে তপোমন্ত্রে পরিতুষ্ট করিয়া ইহাকেই লাভ করেন।

ইহাদের বিবাহ সময়ে কর্দ্দম ঋষি এই কথা বলিয়াছিলেন "যতদিন এই কন্যার সন্তান উৎপত্তি না হয়, তাবৎ গৃহধর্ম পালন করিব, যতদিন ইনি নিজের ও আমার তেজ ধারণ না করিবেন ততকাল ইহার সহিত বাস করিব। তৎপর ভগবানের মুখ্য জ্ঞান লাভের হিংসা রহিত ধর্ম প্রকৃষ্টরূপে অনুষ্ঠান করিতে তপস্যায় নিরত হইব।"

এই বিবাহে পিতা স্বয়ং মনু ও মাতা শতরূপা দেবহূতি ও কর্দ্দমের স্পষ্ট অভিপ্রায় অবগত হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে বিবাহ কালীন দানোচিত নানাবিধ বসনভূষণ ও গৃহোপকরণ সকল দম্পতিকে যৌতুক দিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কিন্তু কন্যার বিরহে তাঁহারা অশ্রুবারি বর্ষণ করিয়া জামাতা কর্দ্দমের অনুমতি লইয়া বিদায় হইলেন।

দেবহূতি অতি যত্ন সহকারে পতির অভিপ্রায় অনুযায়ী নিত্যই সর্বপ্রকারে পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। ভবানী যেরূপ ভগবানের সেবা করিয়াছিলেন দেবহূতি সেইরূপ, বিশ্বাস, গৌরব, ইন্দ্রিয় দমন, সৌহার্দ্দ প্রদর্শন এবং সুমধুর সম্ভাষণ দ্বারা স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি কাম, কার্পণ্য, দ্বেষ, লোভ, বিলাস, অহঙ্কার ও নিষিদ্ধ আচরণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া অতি সাবধানে সেই তেজীয়ান পতির শুশ্রূষা করিয়া পতির ব্রহ্ম সাধনায় পবিত্র ভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং পতির নিকট মহৎ আশীর্ব্বাদ লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন।

মহর্ষি কর্দ্দম শ্রমশীলা ভক্তিপরায়ণা পত্নীর ক্ষীণকায় দর্শন করিয়া কহিলেন, "হে মানবি! তুমি মানদা, আমি তোমার সর্বাঙ্গীন শুশ্রূষা ও ভক্তিতে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি তোমার দেহকেও আমার জন্য ক্ষয় করিতে উদ্যত হইয়াছ; আমি স্বধর্ম্মরত হইয়া তপস্যা, সমাধি, উপাসনা প্রভৃতিতে একাগ্রতা লাভ করিয়া ভগবানের প্রসাদ স্বরূপ ভয়-শোক-বিহীন যে যে দিব্যভোগ্য জয় করিয়াছি, আমাকে সেবা করিয়া

সেই সকল ভোগ তোমার আয়ত্ত হইল, আমি তোমাকে দিব্য চক্ষুঃ দিতেছি, তুমি তাহাতে সমস্ত দেখিতে পাইবে; তুমি সিদ্ধ হইয়াছ। নিজ পাতিব্রত্য ধর্ম্মে উপার্জ্জিত সেই সকল দিব্য ভোগ উপভোগ কর, এই সকল ভোগ মনুষ্যদিগের দুষ্প্রাপ্য। উপাসনা পটু মহর্ষি কর্দ্দম যখন এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দেবহূতি স্বামীকে দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন; ঈষৎ লজ্জার সহিত অবলোকন করিতে তাহার বদনের জ্যোতি সুন্দর হইয়াছিল। অনন্তর তিনি পতিকে সবিনয়ে সপ্রণয়ে গদ্‌গদ্ বচনে কহিলেন, "হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ! হে স্বামিন্, আপনি অমোঘ যোগ ও মায়ার অধিপতি, আপনি যাহা কহিলেন, সে সকলই আপনাতে সিদ্ধ আছে, কিন্তু আপনি আমার পাণি-গ্রহণ সময়ে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন করুন্। যাহাতে আমার গর্ভ হইতে পারে এমন অঙ্গ সঙ্গ একবার হউক্, সতীগণ পতিলাভ করিয়া পুত্র প্রসব করিতে পারিলেই গরীয়সী হয়। আমার দেহ ক্ষীণ হইয়াছে, এক্ষণে বলবান্ করাই প্রয়োজনীয়, তদনুরূপ দ্রব্যাদি নির্দ্ধারণ করুন্। ভগবান কর্দ্দম পত্নীর কথা শুনিয়া যোগাবলম্বন করিলেন, অমনি একখানি কামগ বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল, বিমানে জগতের রত্নরাজী সংস্থাপিত, অসংখ্য হেম তোরণ ও প্রকোষ্ট পুষ্পোদ্যান, মনোহর ক্রীড়া প্রদেশ, দাসীগণ, অমলিন সুগন্ধ পুষ্পচয়, সর্বপ্রকার বস্ত্র ভূষণ, শয়ন গৃহ, প্রাঙ্গণ, সুভক্ষ্য ভোজ্য নিচয়, এমন কি দেব মানবের আকাঙ্ক্ষিত ও

আবশ্যকীয় সমস্তই প্রস্তুত ছিল। এত দূর সুখদায়ক বিমান দেখিয়াও দেবহূতি দেহ মালিন্য ও প্রসাধন যোগ্য পরিচারিকার অভাবে বিষণ্ণ ছিলেন; মহর্ষি তাঁহার মনের ভাব জানিয়া সন্নিকটস্থ সরোবরে স্নান করিতে আদেশ করিলেন; দেবহূতি প্রীত মনে ভর্ত্তার আদেশ পালন করিলেন, সেই সরস্বতী সরোবরে অবগাহন করিলেন। জলে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন চমৎকার দৃশ্য সরোবরের অভ্যন্তরে গৃহ মধ্যে শত শত কন্যা সকলেই তরুণ বয়স্কা সকলের গাত্রেই উৎপল গন্ধ নির্গত হইতেছে; তাহারা করযোড়ে বলিতেছে, "আমরা আপনার কর্মকারিণী, কি করিব বলুন্" এই বলিয়া তাহার মনোভিলাষ জানিয়া স্নান যোগ্য মহার্হ তৈলাদি দিয়া বিচিত্র নির্মল বস্ত্রাদি পরাইয়া সর্বাঙ্গ রুচিকর মনোহর দিব্যভূষণে ভূষিত করিয়া সর্বগুণ যুক্ত ভক্ষ্য পেয় ও সুস্বাদু সোমরসাদি সম্মুখে রাখিল; দেবহূতি আদর্শে দেখিলেন গলদেশে মালা, পরিধানে নির্মল বসন, শরীর নির্মল যে অঙ্গে যে অলঙ্কার সমস্তই সন্নিবেশ হইয়াছে। বিবাহের পূর্বে পিত্রালয়ে যে রূপবতী ও যৌবনবতী সুন্দরী সহস্র পরিচারিকা বেষ্টিতা হইয়াছিলেন। এখানেও সেই বেশে পতি সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। মুনিবর হস্তে ধরিয়া নিয়া বিমানারোহণ করিলেন, সহস্র বিদ্যাধরী তাহার সেবা করিতেছে। তৎপর ঐ কামগ বিমানে জগতের মনোহর সকল স্থান ভ্রমণ ও বিহার করিলেন। ইহাতে শত বৎসর অতীত হইয়াছিল; দেবহূতির বহু সন্তান আকাঙ্খা

পূরণের জন্য দেবহূতি বহু কন্যার জন্মদান করিলেন, ইহারা সকলেই অতি সুন্দরী ও পদ্মগন্ধবতী। তখন মুনিবর প্রবজ্যাশ্রমে গমন করিতে উদ্যত হইলে, দেবহূতি আকুল হইয়া বলিলেন, "আপনি কন্যাগণকে আমাকে দিয়া গেলে কে তাহাদিগকে সৎপাত্রে দিতে পারিবে, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি দৈন্য হইতে পারে? কে আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে, আমি ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত হইয়া মোক্ষপ্রদ স্বামী পাইয়াও মুক্তির ইচ্ছা করি নাই। মুনিবর পত্নীর সারগর্ভ বাক্য শ্রবণে ব্যথিত হইলেন, তিনি কহিলেন, "রাজপুত্রি, তুমি ভাগ্যহীনা বলিয়া দুঃখ করিও না, অক্ষয় ভগবান অচিরেই তোমার গর্ভে প্রবেশ করিবেন। তুমি ধৃতব্রতাই আছ, এক্ষণে তুমি ইন্দ্রিয় দমন, স্বধর্ম্মাচরণ, তপস্যানুষ্ঠান ও দানাদি দ্বারা শ্রদ্ধা সহকারে ভগবান্‌কে ভজনা কর, এইরূপে তোমার আরাধনায় বিষ্ণু আমার যশ বিস্তার করিয়া তোমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি ব্রহ্মরূপে উপদেশ দিয়া তোমার সংসার বন্ধন ছেদন করিবেন।" দেবহূতি পতিবাক্য শুনিয়া বহু বৎসর তপস্যা করিলেন, তৎপর দেবহূতি পতির সম্মিলনে তাহার গর্ভে ভগবান্ মধুসূদন জন্ম গ্রহণ করিলেন। তখন দিক সকল প্রসন্ন হইল, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল, দেবদুন্দুভি বাদ্য হইল। ব্রহ্মা জানিতে পারিয়া উপস্থিত হইয়া দেবহূতি ও কর্দ্দম ঋষিকে বলিলেন, "তোমাদের এই পুত্রটী আমি জানিতে পারিলাম 'ঈশ্বর', তিনি স্বীয় মায়া দ্বারা

ভূতসমূহের সর্বাভীষ্ট সাধন করিবার জন্য এই দেহ ধারণ করিয়াছেন এবং তোমাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেবহূতি! তোমার এই পুত্র অবিদ্যা এবং সংশয় ছিন্ন করিয়া সাংখ্যাচার্য কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া 'কপিল' আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন।" এই বলিয়া ব্রহ্মা গমন করিলে তাঁহার আদেশানুসারে সেই সকল ঋষি বিশ্বস্রষ্টাগণকে আপনার কন্যাদিগকে সম্প্রদান করিলেন। মরীচিকে কলাবতী, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা এবং পুলস্তকে হবির্ভু বা নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। পুলহকে তাঁহার উপযুক্তা গতিকে ক্রতুকে ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি ও বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী সমর্পণ করিলেন এবং অথর্ব্বকে শান্তি নাম্নী কন্যা প্রদান করিলেন। ইহারা সকলেই তপঃসিদ্ধা, সর্বজ্ঞানশীলা ও পরম সাধ্বী ও সর্বলোক-পূজনীয়া ছিলেন।

কর্দ্দম ঋষি ভগবান রূপী পুত্রের নিকট বিদায় লইয়া ব্রহ্মের আত্মাতে মিলিত হইবার জন্য তপঃসাধনায় গমন করিলেন। মাতা দেবহূতি পুত্রের নিকট হইতে সাংখ্য সাধনা ও আত্ম বিদ্যা লাভ করিয়া বিন্দু সরোবর আশ্রমে স্বামী সহ ব্রহ্ম সম্মিলন তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীরাধা

রাধা কে? তিনি দেবী কি মানবী? তাঁহার লীলা, তাঁহার কার্য্যাবলী, তাঁহার ক্ষমতা, তাঁহার উৎপত্তি, তাঁহার শক্তি, তাঁহার চরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু লোকেই বহু প্রকার আলোচনা করিয়া থাকেন।

রাধা শব্দের বহু প্রকার অর্থ আছে। মূল প্রকৃতি ও দুর্গা দুই ভাগে বিভক্তা। তাঁহাদের প্রত্যেকের সহস্র নাম আছে এবং প্রত্যেকটি নামই অকারণ নয়, তাহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অতি সুন্দর ও সত্য। প্রত্যেক নামের ব্যাখ্যা করা একরূপ অসাধ্য। তাহা পরিত্যক্ত হইল।

একদা নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবন্ প্রকৃতি কেন আবির্ভূতা হইলেন? তাঁহার লক্ষণ কি? নারায়ণ নারদকে বলিয়াছিলেন—'প্রকৃতির লক্ষণ কোন্ ব্যক্তি বলিয়া শেষ করিতে পারে? 'প্র' শব্দে প্রকৃষ্টার্থ বুঝায় এবং 'কৃতি' শব্দের অর্থ সৃষ্টি অতএব সৃষ্টি কার্য্যে যিনি প্রকৃষ্টা তিনিই প্রকৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। 'প্র' শব্দে সত্ত্বগুণ 'কৃ' রজোগুণ 'তি' তমোগুণ এই ত্রিগুণাত্মিকা দেবীই প্রকৃতি অর্থাৎ 'প্র' প্রথম 'কৃতি, সৃষ্টি যিনি প্রথম সৃষ্টি কর্ত্রা অর্থাৎ আদিভূতা তিনিই প্রকৃতি। একদা প্রধান পুরুষ/ পরমাত্মা যোগের দ্বারা স্বয়ং দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণভাগ পুরুষ ও বামভাগ প্রকৃতি স্বরূপা হইল। সেই

প্রকৃতি ব্রহ্ম স্বরূপা, মায়াময়ী, নিত্যা এবং সনাতনী, অনলের দাহিকাশক্তির ন্যায় যে স্থানে আত্মা প্রকৃতিও সেই স্থানেই বিরাজ করেন। হে নারদ! সেজন্যই যোগীশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি স্ত্রীপুরুষের ভেদ স্বীকার করেন না। যোগীগণ সমস্ত জগৎ সর্ব্বদা ব্রহ্মময় দর্শন করিয়া থাকেন। ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃজনেচ্ছা সাধনে ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি সহসা আবির্ভূতা হইলেন, তাহার আজ্ঞানুসারে অথবা ভক্তের অনুরোধে সৃষ্টি কার্য্যে তিনি পঞ্চভাগে বিভক্তা হইলেন। সেই দেবী সকল জীবকে ধর্ম্ম, সত্য, পুণ্য, কীর্ত্তি, যশঃ, সুখ, মুক্তি, হর্ষ ও মঙ্গল প্রদান করেন। শোক, পীড়া, দুঃখ এ সমস্ত নাশ করেন তিনিই, তিনিই শক্তি স্বরূপা, ঈশ্বরের বিস্তৃত শক্তিরূপা, সিদ্ধির ঈশ্বরী ও সিদ্ধিদাতাদিগের ঈশ্বরীরূপা, তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তিরূপা, বেদে কথিত যে সমস্ত গুণ তাহা অতি অল্প, বস্তুত সেই অনন্ত রূপিণীর গুণ অনন্ত—তিনিই রাধা অদ্বিতীয়া শক্তি। যিনি প্রেম ও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী পঞ্চবিধ প্রাণ স্বরূপা যিনি বিষ্ণুর প্রাণাধিকা প্রিয়তমা সুন্দরী এবং সকলের আদিভূতা যিনি সমস্ত সৌভাগ্যশালিনী মানিনী ও গৌরবে পরিপূর্ণা যিনি গুণ ও তেজোগর্ব্বে বিষ্ণুর বামাঙ্গ স্বরূপা যিনি পরাৎপরাপরা পরমারাধ্যা এবং সারভূতা সনাতনী যিনি পরমা নাদরূপিণী, ধন্যা, মান্যা ও পূজনীয়া এবং যিনি পরমাত্মা কৃষ্ণের রাস ক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, রাসমণ্ডলের নিমিত্ত উৎপন্না এবং রাস-

মণ্ডলদ্বারা ভূষিতা যিনি রাসের ঈশ্বরী, সুরসিকা ও রাসবামে নিয়ত অবস্থান করেন, যিনি গোলোকবাসিনী যিনি গোপীবেশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি পরম আহ্লাদরূপিণী, সন্তোষ ও হর্ষ রূপিনী, যিনি নিগু‍র্ণা, নিরাকারা, অতএব সর্ব্বত্রই নির্লিপ্ত অথচ আত্ম স্বরূপা, যিনি শ্রেষ্ঠা, শূন্যা, নিরহঙ্কারা এবং ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ শরীর ধারণকারিণী তাঁহাকে পণ্ডিতগণ বেদানুসারে ধ্যানে জানিতে পারেন কিন্তু তিনি তত্ত্বজ্ঞ সুরেন্দ্র এবং মুনিশ্রেষ্ঠগণেরও দৃষ্টির বিষয় নহেন। তিনি বহ্নির ন্যায় শুদ্ধবস্ত্র পরিধানা ও নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা, তিনি কোটি চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাশালিনী মনোহর শোভাযুক্তা ভক্তকে কৃষ্ণদাস্য দানে একমাত্র তিনিই সমর্থা এবং তিনিই নিখিল সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি ব্রহ্মাদির দর্শনগোচর নহেন অথচ সমস্ত জগতের সৃষ্টির বিষয়, হে নারদ! সেই স্ত্রীরত্নের সারভূতা দেবী প্রকৃতি নবীন জলদজালে চঞ্চলা সৌদামিনীর ন্যায় কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন। যাঁহার পাদপদ্মের নখর দর্শন করিবার জন্য এবং নিজের শুদ্ধতার জন্য ব্রহ্মা ষষ্টি সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াও প্রত্যক্ষ করা দূরে থাকুক স্বপ্নেও দর্শন করিতে সক্ষম হন নাই পরে তপস্যার ফলে বৃন্দাবনে তাঁহাকে দেখিতে পান। সেই পঞ্চমী প্রকৃতিদেবী রাধার বিষয় তোমাকে বলিলাম। অখিল জগতের দেবীগণ এবং সমস্ত

যোষিৎগণের মধ্যে কেহ কেহ সেই প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্না, কেহ কেহ কলা হইতে, কেহ কেহ কলাংশ হইতে উৎপন্না। মূল এই পাঁচ প্রকার প্রকৃতিই পূর্ণ প্রকৃতি। লক্ষ্মী ও সরস্বতী রাধার অংশভূতা সেজন্য তাঁহারা অনপত্যতা দোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কারণ সেই কৃষ্ণশক্তি রাধা ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া একশত মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। সেই কৃষ্ণের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা নিরন্তর কৃষ্ণ সহচারিণী এবং নিয়ত কৃষ্ণ-বক্ষস্থল সমাশ্রিতা। কৃষ্ণপ্রাণা সুন্দরী শক্তি শত মন্বন্তরের অধিক কাল অতীত হইলে বিশ্বাধারের প্রধান আলয় স্বরূপ স্বর্ণ সদৃশ উজ্জ্বল একটি ডিম্ব প্রসব করিলেন। দেবী সেই প্রসূত ডিম্ব দর্শন করিয়া কিঞ্চিত ক্ষুণ্ণা হইয়া গোলাকার জলরাশির মধ্যে তাহা নিক্ষেপ করিলেন! ভগবান তাঁহাকে ডিম্ব পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া হাহাকার করতঃ কার্য্যোপযুক্ত শাপ দিলেন, রে কোপশীলে নিষ্ঠুরে! যেহেতু তুমি অপত্য পরিত্যাগ করিয়াছ অতএব অদ্য হইতে নিশ্চয় অপত্য সুখে বঞ্চিত হইবে এবং সুরস্ত্রী সকলের মধ্যে যিনি তোমার অংশরূপা তিনিও অপত্যসুখে বঞ্চিত হইয়া নিত্য যৌবনাবস্থায় থাকিবেন। এই কথা বলিতে বলিতে কৃষ্ণের জিহ্বাগ্র হইতে সহসা মনোহারিণী শুক্লবর্ণা দেবীরূপা এক কন্যা আবির্ভূতা হইলেন, তাহার পরিধানে পীত বস্ত্র, হস্তে বীণা এবং পুস্তক, তিনি রত্নময় ভূষণে

ভূষিতা ও সকল শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে কৃষ্ণ-পত্নী মূল প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্তা হইলেন। তাহার বামার্দ্ধ কমলা ও দক্ষিণার্দ্ধ রাধিকা স্বরূপ হইল। ইহার মধ্যে কৃষ্ণও দুইভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণার্দ্ধভাগ দ্বিভুজ ও বামার্দ্ধভাগ চতুর্ভুজ হইল। দ্বিভুজ কৃষ্ণ রাধিকাকে আমার পত্নী হও এবং সরস্বতীকে চতুর্ভুজ নারায়ণের পত্নী হইতে আদেশ দিলেন। জগৎপতি নারায়ণ লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহ বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। এস্থলে আমরা দেখিতে পাই রাধা ও রাধিকা এক হইলেও রাধার অংশই রাধিকা এবং তিনি দ্বিভুজ কৃষ্ণের সহচারিণী। রাধা আদিদেব মহেশ্বর কৃষ্ণের মূল প্রকৃতি স্বরূপা। সেই ভগবান মহেশ্বর কৃষ্ণ ইচ্ছাময়। তিনি কখন সাকার কখনও নিরাকার হইয়া থাকেন। যোগীগণ সর্ব্বদা তেজোরূপ নিরাকারেই ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কৃষ্ণকে পরম-ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, অদৃষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকারণ, সর্ব্ব নিদানকর্ত্তা, সর্ব্বরূপী ও সকলের পোষণ কর্ত্তা এই রূপে বলিয়া থাকেন।

সেই সময়ে দেবী সরস্বতী বীণা দ্বারা সুমধুর তানে মনোহর কৃষ্ণগুণগান করিতে লাগিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা গীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মিত দুর্লভ হার তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ সকল রত্ন হইতে শ্রেষ্ঠ কৌস্তভ-মণি প্রদান করিলেন, রাধিকা অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত হার প্রদান করিলেন

এবং নারায়ণ মনোহর বনমালা ও লক্ষ্মী অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত মকরাকৃতি কুণ্ডল প্রদান করিলেন। নারায়ণী ঈশানী ভগবতী মূল প্রকৃতি বিষ্ণুমায়া-স্বরূপা দুর্গা সুদুর্লভ বিষ্ণুভক্তি প্রদান করিলেন। এই সময়ে শম্ভু ব্রহ্মার অনুরোধে রাসোল্লাসযুক্ত মনোহর কৃষ্ণ সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গীত শ্রবণে সুরগণ মূর্চ্ছিত হইয়া চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায় রহিলেন, পরে অতি কষ্টে চেতনালাভ করত কেবল মাত্র রাসমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন; সেই রাসমণ্ডলস্থান জলাকীর্ণ ও রাধাকৃষ্ণ বিহীন। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া গোপগোপীগণ, সুরগণ ও দ্বিজগণ সকলেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে কৃষ্ণ রাধিকা সহ দ্রবীভূত হইয়াছেন এবং এই কার্য্য কৃষ্ণের অভিমত। তাহার পর ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করত বলিতে লাগিলেন, প্রভো! আপনি আমাদের অভিমত স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করান। তাঁহারা এই কথা বলিলে সে সময়ে একটী আকাশ বাণী হইল, সেই মধুর সুব্যক্ত বাক্য তাঁহারা সকলেই শুনিতে পাইলেন; "দেবগণ আমি সকলের পরমাত্মাস্বরূপ এবং এই ভক্তানুগ্রহ-রূপিণী রাধিকা সকলের শক্তিরূপিণী, অতএব আমাদের শরীরধারণে প্রয়োজন কি? মনু, মানব, মুনি ও বৈষ্ণব সকলেই আমার মন্ত্রবলে পবিত্র হইয়া আমার দর্শনের নিমিত্ত মদীয় স্থানে গোলোকে সুখে আগমন করিতে পারিবে। হে সুরেশ্বরগণ! তোমরা যদি আমার সুব্যক্তব্য মূর্ত্তি দর্শন

করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে শম্ভু আমার একটী বাক্য প্রতিপালন করুন্। বিধাতঃ! তুমি জগদ্-গুরু শিবকে বেদাঙ্গ সঙ্গত মনোহর শাস্ত্রাবশেষ তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ণ করিতে অনুমতি কর; সেই শাস্ত্র যেন বিবিধ অভিলষিত বস্তু প্রদান করে এবং অপূর্ব্ব মন্ত্রাদি যুক্ত ও পূজা বিধিক্রম, স্তব, ধ্যান ও কবচাদি যুক্ত হয় আমার মন্ত্র, কবচ ও ধ্যান তুমি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে এবং যাহাতে আমার ভক্তবৃন্দ তাহাতে বিমুখ না হয় তাহাই করিবে। তাহা হইলেই আমার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে।" ভগবানের এই আকাশ বাণী শ্রবণ করত জগৎপতি ব্রহ্মা হৃষ্টান্তঃকরণে শিবকে বলিলেন। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শিব মন্ত্রাদিযুক্ত বেদের সারভূত উত্তম শাস্ত্র প্রকাশ করিবেন বলিলে, তখন শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত আবির্ভূত হইলেন। দেবগণ পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পরমানন্দে পুনর্ব্বার উৎসব আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে ভগবান শম্ভু সেই শাস্ত্রদীপ প্রকাশ করিলেন। রাধাকৃষ্ণের অঙ্গ সম্ভূতা দ্রবরূপা গঙ্গাই গোলোক হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী পরমাত্মা কৃষ্ণ তাঁহাকে স্থানে স্থানে স্থাপন করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপা ও ব্রহ্মাণ্ড পূজিতা।

তদনন্তর একদা দেবগণ পৃথিবীর ভার হরণ জন্য বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া শ্রীহরিকে মর্ত্তে গমনের প্রার্থনা করেন, শ্রীহরিও স্বীকৃত হন, তখন শ্রীহরির অঙ্কস্থিতা শ্রীরাধা তৎ শ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইয়া ভগবানকে বলিতে লাগিলেন, প্রাণেশ্বর! তোমাকে

ছাড়া এক নিমেষও আমি থাকিতে পারিব না, তোমার বিরহে নিমেষমাত্র কালও শতযুগ বলিয়া জ্ঞান হয়, আমি কোথায় যাইব? আমি তোমাকে ছাড়া পিতা মাতা ভ্রাতাকেও ক্ষণকাল চিন্তা করি না, প্রভো! যেরূপ তনুর সহগামী প্রাণ ও শরীরের সহগামী ছায়া সেইরূপ অবিচ্ছিন্নরূপে ভূতলে আমাদের জন্ম হউক, হে কান্ত। আমি রাধা তোমার দেহের অর্দ্ধভাগ দ্বারা গঠিত এই জন্য আমাদের উভয়ের ভেদ নাই ও আমার মন সর্ব্বদা তোমাতেই আসক্ত। দেবী রাধা সুরসভা মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিতে বলিতে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করত বলিতে লাগিলেন, "দেবি! তুমি শক্তির আধার ও ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি, আমি তোমার নিরীহ আত্মা কিন্তু তোমার সহযোগেই চেষ্টাবান আছি, দেহ ভিন্ন আত্মা বা আত্মা ভিন্ন দেহ থাকিতে পারে না, দেবি! উভয় ব্যতীত কাহারও উৎপত্তি হয় না, রাধে! তুমি বৃথা রোদন করিও না, যে স্থানে দেহ সেই স্থানেই আত্মা তাহাতে কোন ভেদ নাই, আমরা উভয়েই সংসারের বীজ স্বরূপ, যেরূপ ক্ষীরে ধবলতা, অগ্নিতে দাহিকা, জলে শৈত্য অবস্থান করে সেইরূপ আমাদেরও নিত্য ঐক্যভাব বিরাজিত, বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। আমা ভিন্ন তুমি নির্জ্জীব এবং তোমা ব্যতীত আমি অদৃশ্য যেরূপ আত্মা স্বয়ং নিত্য, তুমিও সকলের আধাররূপিনী সনাতনী মূল প্রকৃতি, তুমি ভূতলে বৃষভানুর গৃহে গমন কর, সুন্দরী কলাবতীর কন্যারূপে অযোনি সম্ভবা রূপে উৎপন্ন হইবে এবং

আমিও অযোনিসম্ভব হইয়া গোকুলে দেবকীর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিব। রাধিকে! আমার বরে সমস্ত বিষয় তোমার স্মরণ থাকিবে এবং আমরা উভয়ে শত কোটি গোপীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করিব, হে প্রাণাধিকে! তুমি স্থির হও, যেরূপ আমি সেইরূপ তুমি, কিন্তু শ্রীদামের শাপে আমার সহিত তোমার শত বৎসর বিচ্ছেদ ঘটিবে সেই সময় আমি মথুরায় গমন করিব তথায় আমাকে অনেক কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তৎপর আত্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক যোগে তোমাকে উপদেশ দিয়া পুনর্ব্বার তোমার সহিত সত্যে আবদ্ধ হইব: প্রিয়ে! তৎপর তোমার সহিত মুহূর্ত্ত মাত্রও বিচ্ছেদ হইবে না। তথাপি কান্তে বিচ্ছেদ সময়ে শতবর্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ তোমার সহিত স্বপ্নে মিলন হইবে, পুনর্ব্বার তোমার সহিত বৃন্দাবনে বাস করত পৃথিবীর ভারাবতরণে পুনরায় গোলোক ধামে আগমন করিব। কান্তে! আমি তোমাকে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বলিলাম, আমি যাহা নিরূপণ করিব কেহ তাহা খণ্ডন করিতে পারিবে না। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা সহ সভা হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং তথাকথিত রূপে ভূতলে উভয়ে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাতুরা রাধিকাকে কহিলেন, যে তুমি সেই আমি, তোমায় আমায় কোনও ভেদ নাই। তুমি সৃষ্টির আধার স্বরূপা আমি বীজ স্বরূপ, হে সাধ্বি! এক্ষণে তুমি আমার উজ্জ্বল বক্ষঃস্থলে শয়ন কর, ভূষণ যেরূপ দেহের শোভা

সম্পাদন করে সেইরূপ তুমিও আমার দেহের শোভা সম্পাদিকা, যে সময়ে আমি তোমা হইতে বিযুক্ত থাকি তখন লোক সকল আমাকে কৃষ্ণ বলে, যখন তোমার সহিত অবস্থান করি তখন তারাই আমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলে, তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমি আমার ও সকলের সমস্ত শক্তিরূপা, রাধে ! তুমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, এই বেদে নির্ণিত হইয়াছে ; তুমি সর্ব্বস্বরূপা আমি সর্ব্বরূপ, তুমি শক্তি আমার অর্দ্ধাংশ সম্ভুতা মুল প্রকৃতি। তুমি শক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান ও তেজে আমার তুল্য, যে ব্যক্তি 'রা' মাত্র উচ্চারণ করে আমি তাহাকে উত্তম ভক্তি প্রদান করিয়া 'ধা' শব্দ শ্রবণের লালসায় তাহার সমীপে আমি গমন করিয়া থাকি ; যাহারা ষোড়শ উপচারে আমার পূজা করে তাহাদের প্রতি আমি যেরূপ প্রীত হই "রাধা" শব্দ উচ্চারণে তাহা হইতেও অধিক প্রীত হই। যাহারা রাধা নাম উচ্চারণ করে তাহারাই আমার অধিক প্রিয় কিন্তু তোমার সমান কেহই প্রিয় নহে, তুমি আমার প্রাণাধিকা, আমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তোমাকে নিয়ত বক্ষে ধারণ করিতেছে, এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনোহর শয্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন রাধিকা ভক্তিনত মস্তকে প্রাণনাথকে বলিতে লাগিলেন, প্রভো !, সে সব বৃত্তান্ত আমি বিস্মরণ হইব কেন ? তোমার ভক্তের শাপে আমি ধরাতলে গোপীকারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি আমাকে তোমার সহিত শত বৎসর বিচ্ছিন্ন থাকিতে হইবে ; তুমি তৃণকে পর্ব্বত, পর্ব্বতকে তৃণ করিতে পার,

তাহা হইলেও যোগ্য ও অযোগ্য দম্পতির প্রতি তোমার কৃপা তুল্য, হে বিভু, কেহ ঈশ্বরের প্রিয় কেহ অপ্রিয় হয় কিন্তু যে যেরূপ উপাসনা করে ভগবান তাহাকে তদনুরূপ কৃপা করিয়া থাকেন, আমি দণ্ডায়মানা হইয়া আছি তুমি শয়ান রহিয়াছ এই সময় মধ্যে কথোপকথনে যে কাল অতীত হইতেছে তাহা যেন শতযুগ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তুমি তোমার উপাসনাকারিণীর দুঃখ বুঝিতে পারিতেছ না কেন? সত্বরে তোমার পদযুগল আমার বক্ষে ও মস্তকে অর্পণ কর। রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, প্রিয়ে! কিছুকাল প্রতীক্ষা কর রাধে! যাহার যে অদৃস্টলিপি, যে কালে ফলিবে বলিয়া পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে তাহা আমিও খণ্ডন করিতে পারি না, এক্ষণে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবার কাল উপস্থিত, এইরূপ কথোপকথনের সময় ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া আগে রাধিকার পাদযুগল বন্দনা করিলেন ও রাধাকৃষ্ণের বেদোক্ত স্তব করিলেন এবং যাজ্ঞিক অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া পিতা যেমন কন্যাকে দান করেন তদ্রূপ ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকরে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়া বেদোক্ত মন্ত্রে রাধিকাকে সম্প্রদান করিলেন। সেই সময়ে দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, ঋষিগণ সেই সভায় উপস্থিত হইয়া জয়ধ্বনি ও মঙ্গল গীত বাদ্য দ্বারা পরিণয়োৎসব সম্পাদন করিলেন। বিধাতার আজ্ঞায় রাধিকা কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া মন্দিরে গমন করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান

করিলেন, হরি ও রাধিকা অষ্টবিধ ক্রীড়া ও বহু প্রকারে রাস মণ্ডপে বিহার করিতে লাগিলেন, তৎপর শ্রীকৃষ্ণ সহসা বালক বেশ ধারণ করিয়া পূর্ব্ববৎ রোদন করিতে লাগিলেন রাধাও মিলনসুখ ভঙ্গ হেতু ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন হঠাৎ দৈববাণী হইল "রাধে তুমি রোদন করিও না, যতদিন রাস মণ্ডল বিদ্যমান থাকিবে ততদিন তুমি এই স্থানে আগমন করিবে এবং তোমার ছায়া গৃহে রাখিয়া স্বয়ং এই রাস মণ্ডপে আসিয়া হরির সহিত ঈপ্সিত বিহার করিতে পারিবে। এই বালকরূপী মায়েশ্বর প্রাণপতিকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া নিজ মন্দিরে গমন কর।" দৈববাণী শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া শ্রীরাধা শোক পরিত্যাগ করিলেন, তৎপর মনের ন্যায় বেগগামিনী রাধা নিমেষার্দ্ধে নন্দ ভবনে গমন করিয়া বালক কৃষ্ণকে যশোদার করে সমর্পণ করিলেন এবং যশোদাকে বলিলেন, তোমার স্বামী গোষ্ঠে এই বালককে আমার হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় ইহাকে নিয়া বহু কষ্টভোগ করিয়াছি ইহাকে সত্বর স্তন্য দান করিয়া সুস্থ কর, সতী রাধিকা এই কথা বলিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। যশোদা বালককে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্য দান করিলেন। রাধিকা প্রতিদিন রাস মণ্ডপে হরি সহ বিহার করিতে লাগিলেন।

কোকিলিনী

ইনি ব্যাধ জাতীয়া হইয়াও বিষ্ণু ভক্তি, নৃত্য ও পতি-প্রেম বলে স্বামীসহ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। ইহার অতুলনীয় নৃত্যাভিনয়ে ভগবান পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ ব্যাধ দাম্ভিকের কন্যা, ইহার স্বর মাধুর্যে পিতা তাহার নাম কোকিলিনী রাখিয়াছিলেন। নিষাদদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথা নিষ্পাপ ছিল। বাল্যাবস্থায় ইহার স্বামী অরণ্যে নিরুদ্দেশ হইলে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে অত্যন্ত তাড়না করিত, কখন কখন স্বামী মৃত হইয়াছেও বলিত। তাহাকে তাহার আত্মীয়গণ অরণ্যে নিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল। ইনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া দুর্গম বন মধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন, তখন সধর্মশীল মাতুলী নামক পূর্ব্ব কিংবা ভাবী স্বামীরূপী এক ব্যক্তি তাহাকে পরিতপ্তা ও দুঃখার্ত্তা দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া ফল, মূল, জল, মাংস ও অন্নাদি দিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। সাধ্বী সত্যশীলা কোকিলিনী তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বলিলেন, তখন কোকিলিনী ও মাতুলীর মধ্যে ঐকান্তিক ভালবাসা ও ক্রমে ক্রমে অকৃত্রিম দাম্পত্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। কিন্তু তাহাদের ব্রহ্মচর্য্য নিষ্কল ছিল। তাহারা পরস্পর যেন একাত্মা ও এক দেহ হইয়া নৃত্য গীত ও পশু শিকারে যুগপৎ সকল কার্য নিষ্পন্ন করিত। এক মুহূর্ত্তও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইত না; কোকিলিনী অপূর্ব্ব

সংগীত ও নৃত্য করিতে পারিত। একদা ইনি এবং তাহার স্বামী মাতুলী বর্ষাগমে ক্ষুধা ও পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পথ ভ্রমে এক অতি নির্জন জীর্ণ ভগ্ন দেবমন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল এবং মন্দিরের সংলগ্ন এক সরোবর হইতে মৃণালের মূলাদি তুলিয়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করিতে লাগিল তৎপর ঐ মন্দিরেই বিশ্রাম করিয়া বাস করিতেছিল। তখন তাহারা মন্দিরের জীর্ণ ফাটালগুলি মিলিত করিয়া দিয়া তৃণ ও কাষ্ঠ দ্বারা মন্দিরটী পুনঃনির্মাণ ও গোময়াদি দ্বারা পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করত সেখানেই বাস করিতে লাগিল। তাহারা প্রত্যহ মৃগয়াদির পর রাত্রিতে পরমানন্দে নৃত্য গীত করিত, তৎকালে তাহারা সেই বিভুনাম সংকীর্ত্তনে বাহ্য জ্ঞানহারা হইয়া পড়িত। এইরূপে বিশ বৎসর সেখানে বাস করিয়াছিল।

একদা মৃগয়াদি শিকার করিয়া অত্যন্ত হর্ষভরে উভয়ে মিলিত হইয়া ধরাধরিভাবে মল্লযুদ্ধ করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল ও অত্যন্ত আবেগে ঐ মন্দির মধ্যেই মৃতবৎ অবসন্ন হইয়া পড়িল ; কিন্তু তখনও তাহারা বিচ্ছিন্ন হইল না। তখন অন্তর্যামী ভগবান তাহাদের এইরূপ অকৃত্রিম দাম্পত্য বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিলেন না, যুগপৎ উভয়েই একসঙ্গে প্রাণত্যাগ করিল। তখন এক অশরীরী দৈববাণী শ্রুত হইল, "উভয়েই দাম্পত্য প্রেম ধর্মেই নিষ্পাপ হইয়াছে ; উভয়ে নৃত্য গীত ও পূর্ব্বের অকৃত্রিম দাম্পত্য প্রেমে স্বর্গ লাভের অধিকার পাইয়াছে। প্রেম, নৃত্য ও ভগবৎ-ভক্তিই

তাহাদের বিচ্ছিন্ন দাম্পত্য মিলন ও পরম সিদ্ধিলাভের মূল, ইহাই অপূর্ব্ব দাম্পত্য সাধনার মহিমা।”

সত্যমতি

ইনি মহাত্মা সুমতির পত্নী, ইনি যেরূপ পতি-ভক্তি-পরায়ণা ছিলেন, তদ্রূপ সর্ব্বজীবে সমদর্শিনী ও ভগবানের প্রতি পরম ভক্তিমতী ছিলেন।

চন্দ্র বংশীয় মহারাজ সুমতি এই পতিব্রতা ধর্মশীলা সত্যমতির স্বামী। সত্যমতি প্রত্যহ ভগবানের পূজা না করিয়া অন্য কিছুই স্পর্শ করিতেন না। ইনি ভগবানের পূজা সম্পাদনান্তে স্বামীর পূজা করিতেন, স্বামীর স্তোত্র পাঠ করিতেন, তৎপর অতিথি ও সর্ব্বজীবের সেবা করিতেন। নিজে অতিশয় সাবধানে একবার মাত্র সাত্ত্বিক আহার করিতেন, এই সতী কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না তজ্জন্যই ইনি জাতিস্মর হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন স্বামীসহ নৃত্য করিয়া ও গান গাহিয়া ভগবানের আরাধনা করিতেন; ইনি ইতর প্রাণিগণকেও অতিথিরূপে সেবা করিতেন। ইনি সর্ব শাস্ত্রে সুপারদর্শিনী ছিলেন।

মহর্ষি বিভাণ্ডকও এই পবিত্র দম্পতির নিকট পাতিব্রত্য ও ঈশ্বরোপাসনার বিধান সকল জিজ্ঞাসা করিয়া পরিতৃপ্ত

হইতেন, এই সাধ্বীকে দেবতারাও বন্দনা করিতেন। মহাজ্ঞান-শীলা সত্যমতি সতী বহু জন্মের বৃত্তান্ত সকল প্রকটরূপে দেবগণ সমক্ষে মহর্ষি বিভাণ্ডককে বলিয়াছিলেন, বিভাণ্ডক এই সব অলৌকিক, নানা প্রকার অদ্ভুত ও শিক্ষাপ্রদ ধর্ম কাহিনী সকল শ্রবণ করিয়া রাণীকে আন্তরিক শুভ আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেন। এই দম্পতি ধ্যানমগ্ন চিত্তে রাজযোগ অবলম্বনে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

কপোতী

ইনি অতি পতিব্রতা ও ধর্ম-পরায়ণা সতী, ইনি আতিথ্য-বলে দেবরথে চড়িয়া স্বামীসহ স্বর্গে গমন করেন। ইনি ব্রহ্মগিরিতে বাস করিতেন, ইনি জাতিস্মর ছিলেন, তাঁহার স্বামীও তদ্রূপ জ্ঞানবান ও বিজ্ঞান বলে বহুরূপ ধারণ করিতে পারিতেন। ইনি জীবহত্যাজনক খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বামীসহ কপোতরূপে অহিংস আহার করিতেন। এই দম্পতি কপোতরূপ ধারণ করিয়া এক বৃক্ষ-কোটরে বাস করিতেছিলেন। লুব্ধক নামক দুষ্টমতি এক ব্যাধ কতকগুলি মৃগপক্ষী হনন ও পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া তাহার বাসস্থানে যাইতে-ছিল; তখন বৈশাখ মাস ছিল, দারুণ ঝড় ও শিলায় সেই ব্যাধ মৃতকল্প হইয়া ঐ কপোতাশ্রয় বৃক্ষ মূলে অবস্থান করিল, বৃষ্টির জলে তার বসন ক্লিন্ন হইয়াছিল; সে ভাবিল

আমার সন্তানগুলি জীবিত আছে কি নাই, সে স্ত্রীপুত্রের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে শীতে ও করকাপাতে, অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন সূর্য অস্তমিত হইয়াছেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া কপোত খাদ্যানুসন্ধান করিয়া বৃক্ষ শাখায় আপন কোটরে আগমন করিল; কিন্তু তার প্রিয়তমা ভার্যাকে দেখিতে পাইল না। তখন কপোত স্বীয় পতিব্রতার বিপদ ভাবিয়া বহু বিলাপ করিতে লাগিল। কপোত কহিল, "আহা আমার হর্ষ-বর্দ্ধিণী পতিব্রতা এখনও কেন আসিল না, হে আমার প্রাণে-শ্বরি, ধর্মজ্ঞা, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের নিত্য সহচরি, আমি তুষ্ট হইলে যে হাসিত, আমি রুষ্ট হইলে যে আমার দুঃখ দূর করিত, যে নিত্য আমার মন্ত্রণার সহায় থাকিত, সর্বদা আমার কথানুসারে চলিত, হায় সে আর কি আসিবে, রাত্রি হইয়া গেল আর ত আসিবার সম্ভাবনাই নাই। প্রেয়সী আমার ভক্তির জন্যই ব্রত, মন্ত্র বা দেবক্রিয়াদি কিছুই করিত না; আমারই পূজা করিত, সে সতত পতিপ্রাণা পতিব্রতা, পতি-মন্ত্রা ও পতিপ্রিয়া ছিল। আজ আমি কোথায় যাইব, এ গৃহ আমার প্রিয়ার বাসেই লক্ষ্মীযুক্ত; ভার্যাহীন গৃহ কানন-তুল্য, আমি সেই ভার্যা বিনা জীবন ধারণ করিব না, ভার্যাহীন জীবন পরিত্যাগ করিব।" কপোত এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে কপোতী ঐ ব্যাধের পিঞ্জর হইতেই বলিল, "খগরাজ, আমি এই পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া বিবশ হইয়া পড়িয়াছি, হে প্রিয়! হে মহামতে! ব্যাধ আমাকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়াছে;

যাহা হউক আমি ধন্যা, অনুগৃহীতা হইলাম, আমার গুণ থাকুক বা না থাকুক আমার পতি আমার গুণ বর্ণনা করিতেছেন। আমি কৃতার্থা হইলাম; কেননা ভর্ত্তা তুষ্ট হইলেই, সর্বদেবতা নারীগণের প্রতি প্রীত হন, আর ভর্ত্তার অসন্তোষই নারীগণের বিনাশের কারণ। তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার দেবতা, তুমিই আমার প্রভু, তুমি আমার সুহৃদ্, তুমি ব্রহ্মা, তুমি আমার স্বর্গ, তুমি আমার মোক্ষ। হে কল্যাণ, তুমি চিন্তা করিওনা, ধর্মে মতি স্থির কর, তোমার প্রসাদে আমি বিবিধ সুখ ভোগ করিতেছি, আমার জন্য খেদ করিবার প্রয়োজন নাই।"

কপোতরাজ প্রিয়ার বাক্য শুনিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয় পিঞ্জরাবদ্ধা প্রিয়ার নিকট গমন করিল। প্রিয়াকে তদবস্থ এবং ব্যাধকে মৃতপ্রায় দেখিয়া পত্নী-স্নেহ-বিকল হইয়া কহিল, "প্রিয়ে! লুব্ধক ব্যাধ অচেতন, আমি তোমাকে মোচন করিয়া লই" কপোতী কহিল, "তুমি আমাকে মোচনের প্রয়াস করিও না, জগতে প্রাণীগণের সম্বন্ধ কখনও চিরস্থায়ী নহে। আমরা খেচররূপে বিচরণ করিতেছি, আমরা ব্যাধের খাদ্য স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট; জীবই জীবের খাদ্য; আমরা মানব দেহের জন্য জীবগণকে আহার করিবার পাপ সকল নিবারণ জন্য কপোতরূপে ভ্রষ্ট ফল মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন:ধারণ করিতেছি। অতএব তুমি ধর্মে মতি রাখ, এভাবে আমাকে মুক্ত করিলে আমাদের পূর্বকৃত পুণ্যরাশি বিনষ্ট হইবে;

আমরা এখন মনুষ্যরূপও ধরিতে পারি তাহাতে ছলনা হয়; আমাকে ধৃত করায়ও ব্যাধের কোনও অপরাধ দেখিনা, অপিচ সে আমাদের অতিথি বিশেষতঃ বিপন্ন; দেখ ব্রাহ্মণেরও গুরু অগ্নি, বর্ণ সকলের গুরু ব্রাহ্মণ, স্ত্রীগণের গুরু পতি এবং অভ্যাগত ব্যক্তি সকলেরই গুরু। যাহারা অতিথিকে সুবচনে তুষ্ট করে, বাগীশ্বরী তাহাদের প্রতি পরিতুষ্ট হন্। অভ্যাগতকে অন্ন দান করিলে দেবরাজ তৃপ্ত হন, জল দান করিলে পিতৃ-পুরুষ তৃপ্ত হন, অন্নাদি দানে প্রজাপতি; উপচারাদি দানে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী এবং শয্যা ও বস্ত্রাদি দানে সকল দেবতাই পরিতুষ্ট হন। অতিথিগণ সর্বদাই পূজ্য; তাই বলিতেছি, কান্ত! তুমি দুঃখ পরিহার কর, ধর্মকার্য অবলম্বন করিয়া যাও, অপকারী বা উপকারী উভয় অতিথিকেই আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি; উপকারীর উপকার সকলেই করিয়া থাকে, কিন্তু যে পুরুষ অপকারীর প্রতি সাধু ব্যবহার করেন তিনিই প্রকৃত পুণ্যভাজন বলিয়া অভিহিত হন।" কপোত কহিল, প্রিয়ে! তুমি আমাদের পতি পত্নীর উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ; তোমার মন্তব্য সাধু, কিন্তু আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর। কেহ শত কেহ সহস্র কেহ দশজনের ভরণ পোষণ করে, অপর কেহ কেবল আত্ম-পোষণই করিয়া থাকে; মানবগণ ধনধান্যে ধনী হইয়া ক্ষুধিত অতিথিকে সেবা করিয়া অন্ন-বস্ত্র দিয়া পরিতৃপ্ত করে, আমি কিরূপে শুধু চঞ্চু মাত্র সম্বল লইয়া অতিথির অর্চনা করিব।"

কপোতী কহিলেন, এই ব্যাধ শীতার্ত্ত, ইহার শীত বিদূরিত হইলেই বাঁচিয়া উঠিবে, ইহাই তাহার প্রকৃত সৎকার শীতাপনয়ন ; তুমি ইহাকে অগ্নি, জল ও শুভবাণী ও তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা কথঞ্চিৎ সেবা করিতে পার।" কপোত প্রিয়ার এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া চঞ্চু দ্বারা একটি জ্বলন্ত উল্‌কা আনিয়া কিছু কিছু তৃণ কাষ্ঠ দিয়া ব্যাধের সন্নিকটে অগ্নি প্রজ্বলিত করিল, ব্যাধ অগ্নি তাপ গ্রহণ করিয়া সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন কপোতী ব্যাধকে ক্ষুধিত দেখিয়া বলিল "স্বামিন্, আমায় মোচন করিয়া দাও, আমি স্বদেহ দ্বারা এই ব্যাধের ক্ষুধা নিবারণ করিব, এইরূপ করিলে অতিথি-সেবী জনগণের শুভলোকে আমরা গমন করিতে পারিব।" কপোত কহিল "আমি বর্ত্তমান থাকিতে তোমার পক্ষে এরূপ ধর্ম্মাচরণ সংগত নহে, আমাকে অনুমতি দাও, আমিই অতিথির প্রিয়ানুষ্ঠান করি ; অতিথি আমারই সেব্য।" এই বলিয়া কপোতরাজ ভক্তবৎসল ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে তিনবার পবিত্র অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করত আমায় গ্রহণ কর বলিয়া সেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিল। লুব্ধক প্রাণহীন অবস্থায় তাহাকে অবলোকন করিয়া বলিল 'আমার এ দেহ ধিক্, আমার তৃপ্তির জন্য কপোত জীবন বিসর্জ্জন করিল।" তখন কপোতী বলিল, "হে মহাভাগ, তুমি সত্বরে আমাকে বন্ধন-মুক্ত কর, আমার পতি অতিদূর গমন করিতেছেন, লুব্ধক ভীত ভীত চিত্তে তাহাকে মোচন করিয়া দিল।

কপোতীও স্বামীর দগ্ধ দেহে প্রণাম ও বার বার দেহকে প্রদক্ষিণ করিয়া সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিল, কপোতী কহিল, "ভর্ত্তার অনুবেশন করাই স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম, বেদবাক্যে ইহাই সৎপথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং লোক সমাজেও এই পথ প্রশস্ত বলিয়া সমাদৃত, ব্যালগ্রাহী গর্ত্ত হইতে ব্যালকে যেরূপ উদ্ধার করে, তেমনি পতিব্রতা নারী ভর্ত্তার সাহায্যে স্বর্গ গমন করিয়া থাকে। যে নারী পতির অনুগামিনী হয় সে মনুষ্য দেহে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটি রোম আছে সেই রোম সংখ্যার অনুপাতে ততকাল স্বর্গে বাস করে।" এই বলিয়া পতিগত-প্রাণা সতী কপোতী ভূমি, গঙ্গা দেবী ও স্বীয় অধিষ্ঠান বনস্পতিকে নমস্কার করিয়া আপনার সন্তানগুলিকে আশ্বাস-প্রদানপূর্বক লুব্ধককে বলিল "হে মহাভাগ তোমার প্রসাদে অদ্য আমার ঈদৃশ সৌভাগ্য উদয় হইল। আমার সন্তানগুলিকে ভগবান্ রক্ষা করুন্। আমি স্বামীসহ স্বর্গে চলিলাম।" পতিব্রতা এই বলিয়া হুতাশনে প্রবিষ্ট হইল। তখন আকাশ মণ্ডলে ঘন ঘন জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইল। সেই কপোতদম্পতি সুরদম্পতি সদৃশ সূর্য-সন্নিভ বিমানে আরোহণ করিয়া ব্যাধকে বলিলেন, "হে মহামতে! আমরা দেবস্থানে চলিলাম, এক্ষণে তোমার সম্মতি লইতেছি, তুমি অতিথি, আমাদের স্বর্গ-গমনের সোপান-স্বরূপ দেবতা। আমরা তোমাকে নমস্কার করি।" তখন সেই লুব্ধক ধনুক পিঞ্জর দূরে নিক্ষেপ করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্বক কহিল "হে

মহাভাগদ্বয়! আমাকে তোমরা ত্যাগ করিও না, অজ্ঞান জনকে কিঞ্চিৎ জ্ঞান দান কর, আমি এখানে তোমাদের মান্য অতিথি, আমার যাহাতে নিষ্কৃতি হইতে পারে তাহা বলিয়া যাও।” দম্পতি বলিল তোমার মংগল হউক, তুমি পাপ-স্খালন জন্য গংগাতীরে জলাবগাহন করিয়া ভগবানের উপাসনা কর, তোমার পাপ বিমুক্তি ও স্বর্গ লাভ হইবে।” ঐ স্থান কপোত-তীর্থ নামে প্রতিষ্ঠিত হইল।

একাবলী

ইনি মহারথী চন্দ্র বংশীয় রাজা একবীরের সাধ্বী পত্নী, সভ্যরাজার কন্যা; এই রাজ মহিলা বিজ্ঞানযোগ বিদ্যাবলে ত্রিলোক-তিলক মন্ত্রে ভাবী পতিকে দিব্য চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বরণ করিয়াছিলেন, ইনিই বিশ্ব-বিখ্যাত রাজা কার্ত্তবীর্যার্জ্জুনের পিতামহী।

সভ্যরাজ অপুত্রক ছিলেন, তিনি পুত্রার্থ বহু সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী রুক্মরেখার বন্ধ্যাত্ব দোষ নিবারণ কল্পে মহাপ্রাজ্ঞ ঋত্বিক ও অভিজ্ঞ যজ্ঞবিৎ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা এক পুত্রেষ্টি যাগ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞ অতি সুন্দর রূপে সম্পাদিত হইলে প্রজ্জ্বলিত পাবক হইতে এক শুভ লক্ষণা সর্বাংগসুন্দরী কন্যা সমুত্থিত হইয়াছিল, ইহার কেশ, দন্তপংক্তি ও ভ্রুযুগল অতি মনোহর, মুখমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় শোভাকর

ওষ্ঠদ্বয় বিম্ব ফলের ন্যায়, দেহকান্তি তপ্ত কাঞ্চনের তুল্য, পাণিতল ও পদতল রক্তবর্ণ, নেত্রদ্বয় ঈষৎ লোহিত। এই সুমধ্যমা শ্যামা কৃশ-কোমলাংগী কন্যা হুতাশন হইতে উত্থিতা হইলে হোতা তাহাকে কর যুগল গ্রহণ করিয়া নৃপতিকে কহিলেন, "এই সর্বসুলক্ষণা পুত্রীকে আপনি গ্রহণ করুন, এই পবিত্রা কন্যা হোমকালে একাবলীর ন্যায় উত্থিত হওয়ায় ভূমণ্ডলে একাবলী নামেই বিখ্যাতা হইবে। এই পুত্রী লইয়াই পুত্রাপেক্ষা সুখী হইতে পারিবেন। 'দশ পুত্র সমা কন্যা' ইহাই শাস্ত্র বাক্য। ভগবান যজ্ঞে এই কন্যাটীকে দান করিয়াছেন জানিবেন।" সভ্যরাজ হোতার এইরূপ শুভ বাক্য শ্রবণে কন্যাকে সুলক্ষণযুক্তা ও মনোমত দর্শনে অতিশয় আনন্দ সহকারে গ্রহণ করিয়া স্বীয় পতিব্রতা পত্নী রুক্‌রেখাকে বলিলেন "অয়ি সুভগে এই কন্যা গ্রহণ কর।" তখন রাজমহিষীও কমল-কুসুমবৎ কন্যাটীকে গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

রাজকন্যা দিন দিন সুখ-লালনে বর্ধিত হইয়া পরম সৌন্দর্য ধারণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সেই কন্যা পুত্রের ন্যায় বহু প্রকার বিদ্যাদি শিক্ষা করিয়া পিতা মাতার অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। একাবলীর এই এক স্বভাব যে, যেখানে সদ্‌গন্ধযুক্ত পুষ্প থাকে তাহা সংগ্রহ করিয়া আরাধ্য দেবতাকে নিবেদন করে, বিশেষতঃ পদ্ম পুষ্পের জন্য বহুদূর স্থানেও ছুটিয়া যায়; পূজা ও ক্রীড়ার জন্য বহু দূরবর্ত্তী

গংগাতীরে যাইয়া কমল আনয়ন করে। তাহার সংগে যশোবতী নামিকা এক সর্বশাস্ত্রবিদিতা সখীও পুষ্প চয়নে গমন করে। একদা মহারাজা সভ্য একাবলীকে বহুদূরে কমল আনিতে নিষেধ করিয়া রাজবাটীর মধ্যেই সরোবর খনন করাইয়া বিবিধ প্রকার পদ্মবনের সৃষ্টি করিলেন এবং কন্যাকে দূর প্রদেশে যাইতে বারণ করিলেন; তথাপি রাজকুমারী গংগাতীরে পদ্মবনে পূজা ও ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন। মহারাজা কন্যার স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া প্রত্যহ বহু রক্ষী ও সৈন্য-সহ ভ্রমণে সম্মতি দিলেন; কন্যাও সুরক্ষিতা হইয়া পদ্ম চয়নে যাইতে লাগিলেন। তিনি সেই পদ্মবনে গংগাতীরে স্বর্গের অপ্সরাগণ সহ ক্রীড়া করিয়া অনেক প্রকার দৈব বৈজ্ঞানিক বিদ্যাদি শিক্ষালাভ করিলেন। একদা দত্তাত্রেয় প্রদত্ত "ত্রিলোকী-তিলক" মন্ত্র দ্বারা ভগবতীর আরাধনা করিয়া শয়ন করিলে নিদ্রিতকালে এক ভুবনমোহন রাজপুত্রকে পুষ্পমাল্যে বরণ করিতেছেন দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে রাজপুত্র হৈহয় বংশোদ্ভব বলিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে এই সংকল্পিত ঘটনা প্রিয়সখী যশোবতীকে বলিয়াছিলেন, সখীও তাহার মাতাকে এবং মাতা কন্যার পিতাকেও তাহা জ্ঞাত করিলেন। তদবধি তাহার পিতা মহারাজা সভ্য হৈহয় বংশে কন্যা দান করাই স্থির করিয়া রহিলেন। ঐ বংশেই তুর্বসুর এক পুত্র আছে জানিয়াছিলেন, ঐ পুত্র অলৌকিক গুণসম্পন্ন জানিয়া তাহাকেই ভাবী জামাতা স্থির

করিয়া পাত্র-মিত্র সহ বিবাহ নির্ধারণ করিতেছিলেন। একদা প্রত্যূষে রাজকন্যা বহু রক্ষী ও সৈন্যগণ সহ গংগাতীরে মনোহর পদ্মবন সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অপ্সরাগণ সহ ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কালকেতু নামক এক দানব নানারূপ অস্ত্রধারী রাক্ষস সৈন্য সহ তথায় উপস্থিত হইল এবং ক্রীড়ারত একাবলীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া সৈন্যগণ সহ তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন একাবলী কাতর চিত্তে সখীগণ সহ নিজ সৈন্যগণ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপর কালকেতুর সহ সভ্যরাজ সৈন্যের ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল; মহামায়াবী কালকেতু অতি ভয়ংকর রূপে সংগ্রাম করিয়া সভ্যরাজার সৈন্যগণকে সমূলে নিধন করিয়া একাবলীকে তাহার রথে তুলিতে উদ্যত হইলে একাবলীর সখী যশোবতী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, "ইহাকে ত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া যাও, আমি ইহা হইতেও রূপবতী।" কিন্তু দুরাত্মা দৈত্য একাবলীকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিল না, তখন যশোবতী তাহাকে ধরিয়া রহিল, কালকেতু তাহাকেও রথে তুলিয়া নিজালয়ে পাতালপুরে প্রবেশ করিল এবং সখী যশোবতীকে বলিল "তোমার সখীকে বল আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়া কোটি কোটি লোকের ঈশ্বরী হইয়া যথেচ্ছ সুখ উপভোগ করুক্।" সুবুদ্ধিমতী যশোবতী অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিল। তখন সে নিজেই তাহাকে ভজনা করিতে লাগিল, পরমা সাধ্বী দেবী ভক্তি-পরায়ণা

বিদ্যাবতী বহু শাস্ত্রে জ্ঞানবতী একাবলী অতি গভীর মধুর বাক্যে তাহাকে বলিলেন "হে মহাভাগ, আপনি ত পরম জ্ঞানী, ধর্ম আপনাকে পরিত্যাগ করে নাই; আমার কথা শ্রবণ করুন্; আমার পিতা পূর্ব্বেই হৈহয় নামক রাজ কুমারকে আমার পতি সংকল্প করিয়া আমাকে তাহার হস্তে দান করিয়াছেন, আমিও তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, অতএব আমি পরপত্নী; হে দৈত্যেন্দ্র! সনাতন ধর্ম ত্যাগে কিরূপে মহা নরক গমন রূপ পাতকের পথ প্রশস্ত করিয়া অপর ব্যক্তিকে ভজনা করিব? আপনিও শাস্ত্রজ্ঞ দৈত্যেশ্বর আপনি শাস্ত্রের বিধান বিদিত আছেন; পিতা যাহাকে দান করেন সেই ব্যক্তিই কন্যার পতি হইবেন। কন্যা কখনই স্বাধীন নহে। পরদারের তুল্য পাতক নাই, 'পরস্ত্রী মাতৃবৎ' আপনি এই জ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে ও আমার সখীকে মুক্ত করুন্।" কালকেতুও একাবলীর এতাদৃশ যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রসম্মত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া উদ্বিগ্ন মনে এক বিচিত্র বহু প্রহরী বেষ্টিত গৃহে রক্ষিত অবস্থায় আবদ্ধ রাখিয়া চলিয়া গেল।

তৎপর মহা প্রজ্ঞাবতী দেবী ভক্তিপরায়ণা একাবলী ও বিজ্ঞান বিদ্যাশীলা যশোবতী নিবিড়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন একমাত্র জগদীশ্বরীর কৃপা ব্যতীত এ বিপদে আর মুক্তির উপায় নাই, তাই তাহারা এ নির্জন গৃহে অহোরাত্র 'দত্তাত্রেয় দত্ত' সিদ্ধ-বিজ্ঞান যোগ মন্ত্র দ্বারা ভগবতীর আরাধনা

করিয়া আদেশ লইলেন, "যশোবতী মায়া দ্বারা যথা ইচ্ছা গমনাগমনের শক্তিলাভ করিবে, সকলেরই অদৃশ্য থাকিবে এবং তোমরা শীঘ্রই মুক্ত হইবে।" তখন তাহারা হর্ষচিত্তে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিয়া যশোবতীকে পৃথিবী গমনে উদ্যত করিলেন। যশোবতী সমাধি অবলম্বনে পাতাল বিবর হইতে বহির্গত হইয়া পদ্মবন সমাকুল গংগাতীরে উপনীত হইল এবং একাগ্র চিত্তে মুনিদত্ত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ সিদ্ধ মন্ত্র দ্বারা বিশ্বেশ্বরীর উপাসনা করিতে লাগিল।

এদিকে পৃথিবী পতি হৈহয়াধিপতি বিজয়ী রাজকুমার একবীর একদা অশ্বারোহণে মন্ত্রিপুত্রগণ সহ ভ্রমণ করিতে করিতে গংগাতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জাহ্নবী জলে একটী অপূর্ব শতদল প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিক সদ্‌গন্ধে আমোদিত করিতেছে, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে ধ্যান-নিমগ্না বিষণ্ণমনা সর্ব্ব-সুলক্ষণা পরম সুন্দরী যুবতী স্বীয়রূপে পদ্মবন উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছে; রাজপুত্র সেই বিরহ বিহ্বলা কাতর চিন্তা-বিষাদাকুলা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়ি শুভাননে, তুমি কে? কাহার কন্যা বা পত্নী? তুমি দেবকন্যা কি গন্ধর্ব্ব-কন্যা? কে তোমায় পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ঘোর নির্জনে কি চিন্তা করিতেছ? হে কৃশোদরি! তুমি আমার নিকট বল। আমি তোমার দুঃখ মোচন করিতে পারিব। তন্বঙ্গি! আমার রাজ্যে কেহই কোন বিষয় ক্লেশ বোধ করিতে পারে না, অধিক কি কহিব, আমার এই শাসনকালে চৌর ভয়,

রাক্ষস ভয় কিংবা হিংস্র জন্তু ভয়েরও কোন কারণ নাই, এমন কি দারু দৈবাদি উৎপাতও কেহ দেখিতে পায় না। হে বামোরু, তুমি কি জন্য দুঃখিত মনে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছ আমাকে বল, আমি পৃথিবীতলস্থিত অনল, প্রাণী কি দেবকৃত কি মনুষ্য কৃত সর্বপ্রকার উপদ্রব ও উগ্রতর ক্লেশই নিবারণ করিতে পারিব, ইহাই আমার অদ্ভুত ব্রত। তুমি তোমার দুঃখের কারণ প্রকাশ কর, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিব।" যশোবতী রাজপুত্রের আশ্বাস বাক্য শ্রবণে কহিতে লাগিল "ভূপতে, আমি যে মহাবিপত্তি নিবন্ধন এখানে আসিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন্। মহারাজ! আপনার রাজ্যের বহির্দ্দেশে সভ্যরাজ নামে এক রাজা আছেন, তাঁহার সর্ব্ব-সুলক্ষণা, অনির্বচনীয়া রূপগুণ বিদ্যা ও জ্ঞান সম্পন্না যজ্ঞোৎপন্না একাবলী নামে এক কন্যা প্রত্যহ এই গংগাতীরে কমল উদ্যানে ক্রীড়া করিতে আসিতেন; তজ্জন্য তৎপিতা তাহার সঙ্গে বহু রক্ষী ও সৈন্য-সহ আমাকে প্রেরণ করিতেন। একদা কালকেতু নামক এক দানব অলৌকিক রূপ-যৌবনশালিনী কন্যাকে দেখিয়া হরণ করিতে উদ্যত হইয়া রক্ষী সৈন্যগণকে নিধন করত কন্যাকে তাহার রথে তুলিয়া লইল, আমি সেই কন্যাকে জড়িয়া ধরিয়া থাকায় আমাকেও লইয়া পাতালপুরীতে তাহার-আলয়ে সৈন্য বেষ্টিত করিয়া আবদ্ধ রাখিল; সে আমাদের অনুনয় বিনয় ধর্মোপদেশ ও ক্রন্দনে আর্ত্তনাদে বিচলিত হয় নাই, আমরা বন্দিনী হইলাম। রাজকন্যা তাহাকে পতিত্বে

বরণ করিতে অসম্মত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্পা হইয়াছে ; তিনি বলিয়াছেন "আমি দেবীর আরাধনা ফলে হৈহয় বংশের রাজকুমারকে স্বপ্নে পাইয়া মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, অন্য কোনও পুরুষকে আমি কল্পনাও করিতে পারি না, আমার পিতাও তাঁহাকেই দান করিবেন স্থির করিয়াছেন। হে দানবেন্দ্র, তুমি জ্ঞানবান্ তুমি জান পরস্ত্রী মাতৃবৎ পূজ্যা তুমি নারকীয় ভাব পরিত্যাগ কর।" তিনি সেই অসুরকে এইরূপে শাস্ত্র কথা বলিয়াও নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। তৎপর সতী কন্যা বাল্যকালে দত্তাত্রেয় মুনি হইতে বিজ্ঞান সিদ্ধ বিদ্যা বলে "ত্রিলোকী-তিলক" মন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই অলৌকিক জ্ঞানবলে সমাধি যোগাবলম্বনে ভগবতী জগদীশ্বরীর আরাধনা করিলেন, তখন আকাশ-বাণী হইল আমিও ঐ বিজ্ঞান সাধনায় পাতালপুরী হইতে লোক-চক্ষুর অগোচরে বাহির হইয়া যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারিব এবং গংগাতীরে হৈহয় রাজপুত্রের সাক্ষাৎ পাইব। "আপনি কি সেই রাজপুত্র? আপনিই আমাদের উদ্ধার করিতে সক্ষম হইবেন? তাহা হইলে আপনাকে এক কাজ করিতে হইবে, ঐ কন্যার গুরু মহর্ষি দত্তাত্রেয় মুনি হইতে 'ত্রিলোকী-তিলক' বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে তবেই আপনি পাতালপুরে প্রবেশ ও দৈত্যজয় করিতে সক্ষম হইবেন।"

মহাবীর একবীর যশোবতীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্ল বদনে যশোবতীকে কহিলেন, "হে রম্ভোরু, তুমি যে

হৈহয় রাজপুত্রের কথা কহিলে আমিই সেই রাজপুত্র একবীর, আর তুমি যে দানব সমক্ষে একাবলীর উক্তি 'আমি হৈহয় রাজ পুত্রকে বরণ করিয়াছি অপর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে পারিব না ইহা নিশ্চয় জানিবেন' এই কথায় বিস্ময়ে আমার চিত্ত স্তম্ভিত হইয়াছে। তুমি আমাকে তাহার কিঙ্কর করিয়াছ। আমার মন সম্পূর্ণ পরাধীন হইয়াছে, এক্ষণে আমি একাবলীর বিরহে অস্থির হইতেছি। সুলোচনে! আমি সেই দুরাত্মার বাসস্থানে গমনের উপায় জানি না, তুমি আমাকে লইয়া যাও, আমি তাহাকে বিনাশ করিয়া তোমাদের উদ্ধার করিব। তখন রাজপুত্র আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন জ্বলন্ত উল্কার ন্যায় এক মহর্ষি অনতিদূরে অবতরণ করিতেছেন; ত্বরিত গমনে তথায় গিয়া প্রণাম করিয়া জানিতে পারিলেন তিনিই মহামুনি দত্তাত্রেয়, যিনি ত্রিলোকী-তিলক বিদ্যার সিদ্ধিদাতা; রাজকুমার তৎকালেই মহামুনি হইতে ঐ বিদ্যালাভ করিয়া যশোবতীকে কহিলেন, "এখন তুমি আমাদের সামন্ত সহ অগ্রগামিনী হইয়া পাতালপুরীতে লইয়া যাও এখনই দুরাত্মাকে নিধন করিব।" রাজপুত্র ও যশোবতী সর্বজ্ঞতা, অগোচরতা, পৃথিব্যাদি বিদারণ বিদ্যাবলে বিপুল সৈন্যবল বাহিনীসহ দৈত্যপুরে প্রবেশ করিলেন।

তখন কালকেতুর দূতগণ নৃপবরকে সৈন্যগণ সহ আসিতে দেখিয়া কালকেতুকে দ্রুতগতিতে সংবাদ দিতে গমন করিল। একাবলীর সম্মুখে বিনয়াবনত হইয়া অবস্থান করিতে কালকেতুকে

দেখিতে পাইয়া প্রণত হইয়া দূতগণ কহিল, "হে অসুরেন্দ্র! এই কামিনীর সহচরী যশোবতী কামচারিণী বিদ্যাবলে এক রাজকুমার ও বিপুল সৈন্যবাহিনী সহ এস্থানে আগমন করিতেছে। মহারাজ ইনি ইন্দ্রকুমার জয়ন্ত, অথবা কার্ত্তিকেয় হইবেন, যিনিই হউন্ অতিযোদ্ধা ও ভুজবলে উন্মত্তপ্রায় বহু সৈন্যসহ আসিতেছেন, মাত্র যোজন ত্রয় দূরে আছে; এক্ষণে হয় ইহার সংগে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন্, অন্যথা এই কামিনীকে পরিত্যাগ করুন্।" দূতের বাক্য শ্রবণে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলিল, "সত্বরে সকল সৈন্য সজ্জিত করিয়া বলাভিমুখে অগ্রসর হউক্; এই আমি যাইতেছি" ইহা বলিয়াই একাবলীকে বলিল, "তন্বঙ্গি! এ কে আসিতেছে? তোমার পিতা কি অন্য কোনও পুরুষ তোমার মুক্তি সাধনার জন্য সৈন্যসহ আগমন করিতেছেন? আমায় সত্য বল, যদি তোমার পিতা তোমাকে লইবার জন্য আসিয়া থাকেন তবে আমি তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিব না, তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সমাদর সহকারে মদীয় গৃহে আনয়ন করিয়া বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে ও বস্ত্র মাল্যাদি দিয়া তাঁহার পূজা করিব কিন্তু যদি অন্য কেহ আসিয়া থাকে তবে তাহাকে অস্ত্র প্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করিব।" একাবলী বলিলেন "মহাভাগ! কোন্ ব্যক্তি যে দ্রুতগতি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে আমি তাহা জানি না, আমি ত আপনার বন্ধনাগারেই আছি, তবে এইমাত্র বলিতে পারি এই ব্যক্তি আমার পিতা বা ভ্রাতা নহেন। ইনি মহাবলশালী

অপর কোনও ব্যক্তি হইবেন, কি জন্য আসিতেছেন তাহাও আমি নিশ্চয় জানি না।”

দৈত্য বলিল “তোমার সেই সুচতুরা কামচারিণী সখী এখন কোথায়? আমার দূতগণ কহিল তোমার সখী যশোবতী অতি উদ্যম সহকারে ঐ বীরকে সংগে নিয়া আসিতেছে। সে অতি চতুরা কিন্তু আমাকে পরাজয় করিতে পারে এরূপ শত্রু আমার নাই।” এই সময় দৈত্যের কতিপয় চর আসিয়া কহিল “মহারাজ! কিরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন, শত্রুসৈন্য যে সীমানাগত, ত্বরায় নগর হইতে নির্গত হউন্।” কালকেতু চরগণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি ত্বরায় অশ্ব আরোহণে যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইল। একাবলীর বিরহ কাতর মহাবীর একবীর সহসা কালকেতুর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে। তৎকালে পরস্পর নিক্ষিপ্ত বিবিধ অস্ত্রসমূহে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, জনগণের ভয়াবহ ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। বীরবর হৈহয় সহসা দৈত্যবরকে গদাঘাত করায় সে তৎক্ষণাৎ গতাসু হইয়া বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল, তখন সমুদয় অসুর সৈন্য ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল। অনন্তর যশোবতী দ্রুতপদে একাবলীর নিকট গমনপূর্ব্বক সুমধুর বাক্যে বলিল, “সখি এস, ধীর প্রকৃতি একবীর রাজকুমার সুদারুণ সংগ্রাম করিয়া দানবকে নিপাতিত কয়িয়াছেন, সেই শ্রমাতুর নৃপবর তোমার গুণশ্রবণে তোমাকে দেখিবার বাসনায় স্কন্ধাবারে

অবস্থিতি করিতেছেন, অয়ি কুটিলাপাঙ্গি, এক্ষণে সেই কন্দর্প সদৃশ রাজপুত্রকে দেখিতে চল, আমি জাহ্নবীতটে তোমার রূপগুণের বিষয় বর্ণন করায় তিনি এক্ষণে তোমার বিরহে কাতর হইতেছেন, তোমার সৌন্দর্য দর্শনের বাঞ্ছা করিতেছেন। একাবলী সখীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌমার-সুলভ-ভয়ে ভীত হইয়া অতিশয় লজ্জাভরে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তিনি ভাবিলেন আমি কুমারী ও অস্বাধীনা হইয়া কিরূপে অপরিচিত লোকের মুখ দর্শন করিব, তিনি যদি আমায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া অগত্যা নরযানে মলিনবেশে মলিন বসন পরিয়া স্কন্ধাবারে অবস্থান করিলেন। তখন রাজকুমার তাঁহাকে দর্শন করিবার বাসনা জানাইলে বুদ্ধিমতী সখী যশোবতী বলিল "হে বীরবর! আমার সখী লজ্জাভরে জড়িত, তাঁহার পিতা আপনাকেই সম্প্রদান করিবেন সুতরাং আপনার সহিত ইহার সম্মিলন হইবে; তাহার কি সন্দেহ আছে? এক্ষণে আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন, ইহাকে লইয়া তাহার পিত্রালয়ে চলুন।" মহাত্মা একবীর যশোবতীর বাক্য শাস্ত্র ও ধর্ম সম্মত মনে করিয়া সৈন্যগণ সহ সভ্যরাজ ভবনে গমন করিলেন। সভ্যরাজ সহসা কন্যাকে যশোবতী ও রাজ পুত্র সহ দর্শন করিয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে মলিন বসনা কন্যাকে স্পর্শ করিয়া স্নেহাশীর্বাদ করিলেন। কন্যা পিতার পদতলে মস্তক রাখিয়া প্রণিপাত করিল; তখন প্রজ্ঞাবতী-যশোবতী আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

সভ্যরাজ মহাসমারোহে শুভদিনে যথাবিধি বহু প্রকার পূজোপ-করণ দ্বারা অর্চনা করিয়া কন্যা একাবলীকে একবীরের সংগে বিবাহ দিলেন। বহু রত্ন মাণিক্য ও দাসদাসী, যৌতুকাদি দ্বারা জামাতাকে অভ্যর্থনা করিয়া কন্যাসহ তাহার নিজালয়ে যাইতে বিদায় দিলেন। এইরূপে বিবাহ সম্পাদন হইলে একবীর প্রিয়তমা ভার্যা সহ স্বরাজ্যে গিয়া রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি পত্নী-সহ নানা প্রকার বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক পরা বিদ্যা চর্চা করিয়া পরম সুখে দেবী ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর একাবলীর গর্ভেই কৃতবীর্যের জন্ম হয়। ঐ কৃতবীর্যের পুত্রই বিশ্ববিজয়ী কার্ত্তবীর্যার্জ্জুন। এই একাবলী অতি প্রজ্ঞাবতী তাপসী ছিলেন। একবীর পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া পত্নী একাবলী সহ তাপসাশ্রমে উপাসনা করিতে করিতে, ঔর্ব্ব মুনির আশ্রমে বহুদিন তপস্যা করিয়া তাহারা স্বেচ্ছায় ধ্যানযোগে গংগায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

সুপ্রভা

ইনি মহারাজ সুদেবের কন্যা ও নাভাগের সাধ্বী পত্নী; ইনি অতি প্রজ্ঞাবতী ও স্বামী-ভক্তিপরায়ণা ও সংযমশীলা তাপসীর ন্যায় নিষ্ঠাবতী ছিলেন। ইনি পিতা ও পতির বৈশ্যত্ব দূর করিয়াছিলেন।

একদা রাজা সুদেব তাহার প্রিয় সখা ধূম্রাক্ষের পুত্র নল রাজের সহিত বৈশাখ মাসে প্রমতি মুনির আম্রবনে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন; তখন এক মনোহর সরোবরতীরে প্রমতি মুনির অতি সুন্দরী রূপ-যৌবনবতী পত্নীকে বলপূর্বক নলরাজা লইয়া যাইতেছিল; ঐ সময় মহর্ষি প্রমতি, রাজা সুদেবকে বলিলেন, "রাজন্! এই পাপাত্মা নল আপনার বিদ্যমানে আমার পত্নীকে বলপূর্বক গ্রহণ করিতেছে আপনি ইহাকে দমন করুন, আপনি রাজ্যের রক্ষক, ধর্মের আশ্রয়, দীনের বিপদের বন্ধু, তপস্বীর অভয়দাতা, আপনি দুষ্টের প্রাণ-সংহার করুন্। প্রত্যেক প্রজা হইতে রাজারা ষষ্ঠাংশ শস্যের মূল্য গ্রহণ করেন বলিয়াই তাহারা বেতনভোগী বিচারক, সুতরাং আপনি সত্বরে আমাকে বিপদমুক্ত করুন্।" রাজা সুদেব মুনির বাক্য শ্রবণে সখা নলের সংগে বিবাদ করা সংগত নয় বলিয়া বলিলেন "আমি বৈশ্য আপনি বিপদ ত্রাণের জন্য অন্য কোনও ক্ষত্রিয়ের নিকট গমন করুন্।" মহর্ষি সুদেবের এরূপ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া বলিলেন, "তুমি বলিয়াছ তুমি 'বৈশ্য'। তথাস্তু, তুমি বৈশ্যই হও, তোমার ক্ষত্রিয় শক্তি বিলুপ্ত হইল, আর্ত্তত্রাণ করিবার জন্যই ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্র ধারণ করেন, তুমি ভীরু, অস্ত্র পরিচালনায় অক্ষম, সত্য সত্যই বৈশ্য।"

মহর্ষি স্বীয় উত্তেজনায় প্রজ্জলিত হইয়া সুদেবকে শাপ দিয়া দুরাত্মা নলের দিকে বিষ্ণুতেজ প্রভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিবা মাত্র নলরাজ তৎক্ষণাৎ ভস্ম হইয়া গেল। তৎক্ষণেই সুদেব মহর্ষি প্রমতির পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া শাপ মুক্তির জন্য কাতরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, মহর্ষি প্রমতি নৃপতি কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইবা মাত্র কোপেরও শান্তি হইল। তখন মুনি সুদেবকে বলিলেন, "আপনি কিছুদিন বৈশ্যই থাকিবেন, পরে আপনার কন্যা দ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইবেন।" মুনি আরও কহিলেন, "আপনার এই কন্যার জন্ম অতি অদ্ভুত, মহামুনি সুরথ গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যাকালে এক ভয়-কাতর সারিকাকে আশ্রয় দান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন; ঐ সারিকার স্বেদাক্ত দেহ হইতেই উৎপত্তি হয়, ইহাকে আপনি সুরথ মুনি হইতেই প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপালন ও বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন, কন্যা স্বীয় শিক্ষা ও বুদ্ধিবলে আপনাকে শাপ বিমুক্ত করিবে।"

একদা সুপ্রভা উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন, তখন পৃথিবীপতি নাভাগ ঐ শুভ কন্যাকে দেখিয়া নিরতিশয় আকৃষ্ট হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। কন্যাকে প্রাপ্তবয়ঃ ও কুমারী জানিয়া তাহাকে মনোগত ভাব জানাইলে কন্যা তাহার পিতার সম্মতি লইতে বলিলেন। পৃথিবীপতি ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ নাভাগ সুদেবের নিকট সুপ্রভাকে পত্নি-সম্প্রদানে প্রার্থনা করিলেন। রাজা সুদেব দিষ্ট রাজপুত্র নাভাগের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অত্যন্ত উৎসুকী হইয়াও পৃথিবীপতি রাজাধিরাজ দিষ্টের ভয়ে বলিলেন, "আপনি রাজা,

আমরা আপনার করপ্রদ ভূম্যধিকারী, বিশেষতঃ বৈশ্য, এরূপ অসম্মানিত ব্যক্তির সহিত কিরূপে সম্বন্ধ স্থাপনের অভিলাষ করিতেছেন ?” রাজপুত্র বলিলেন, কাম-ক্রোধাদি (ধর্মাদি সৎ প্রবৃত্তিও) ভাব সকল সময় উদয় হয় না, কালবশে অযোগ্যও যোগ্য হয় এবং যোগ্যও অযোগ্য হয় এসব কালের অধীন, তদ্রূপ যাহা অযোগ্য আহার্য, অপেয় পানীয়, অসহ্য শৈত্য তাহাও আবার সুপথ্য ও সুখাদ্য হইয়া পুষ্টি সাধন করে ; আবার সময়ে সুখাদ্য ও সুপ্রিয় বস্তুও পরিত্যজ্য হয়।

“যোগ্যতার অনিয়ামক কাল” ইহাই বিচার করিয়া আপনার কন্যাকে আমায় সম্প্রদান করুন্, নতুবা আপনার সাক্ষাতেই এ শরীর বিনষ্ট করিব।” রাজা সুদেব বলিলেন, “আমরা পরাধীন, আপনিও আপনার পিতার অধীন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমার কন্যা গ্রহণ করুন্, আমি কন্যা সম্প্রদানে সম্মত আছি।” রাজপুত্র বলিলেন, “গুরুজনের নিকট জিজ্ঞাসা করাই কর্ত্তব্য কিন্তু এ বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারিব না; আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ত্তব্য নির্ধারণ করুন্।” রাজা সুদেব বলিলেন “ইহাই সংগত।” সুদেব রাজপুত্রের অভীষ্ট বিষয় তাহার পিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন। মহারাজ দিষ্ট উপস্থিত ঋত্বিক ও মহর্ষিবর্গকে আনুপূর্বিক সব বলিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে বলিলেন। তাঁহারা বহু বিচার করিয়া বলিলেন, যদি এই কন্যার প্রতি অনুরাগ হইয়া থাকে তবে অবশ্য অধর্ম হইবে না, কিন্তু যথান্যায় হওয়াই উচিত। প্রথমত মূর্দ্ধাভিষিক্ত

কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, তৎপর ইহার পাণি গ্রহণ শাস্ত্র সংগত বটে। রাজপুত্র আগে কোনও রাজকন্যার পাণিগ্রহণ (মূর্দ্ধাভিষিক্ত) করিলেন না। এই কন্যাকেই বিবাহ করিলেন, এই জন্য রাজা দিস্ট ও সমাজপতিগণ রুষ্ট হইলেন। তৎকালে হঠাৎ মহামুনি নারদ তথায় সমাগত হইয়া বলিলেন, "কেহ বিরোধ করিবেন না, রাজপুত্র ক্ষত্রিয় কন্যার পাণিগ্রহণ না করার জন্যও বিবাহ অসিদ্ধ হয় নাই, তবে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ নীচবর্ণ-কন্যাকে বিবাহ করিলে তৎজাতীয়তা প্রাপ্ত হন, রাজপুত্র বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন মহারাজা দিষ্ট তদানীন্তন ধর্মাধিকরণের প্রধান প্রধান বিচারপতিগণের সর্ব-সম্মতিতে পুত্র নাভাগকে রাজত্ব ত্যাগ করিয়া বৈশ্যবৃত্তি আচরণের অনুমতি দিলেন এবং রাজপুত্রও সুপ্রভাকে গ্রহণ করিয়া অতি সানন্দে রাজ্য পরিত্যাগ করত বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। কালক্রমে নাভাগের পত্নী পরমা সতী সুপ্রভার গর্ভে সর্বসুলক্ষণ-যুক্ত রাজচক্রবর্ত্তী চিহ্নযুক্ত এক সুন্দর বালক জন্ম গ্রহণ করে। তাহার মাতা তাহাকে 'গোপাল হও' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং পুত্রের নাম রাখিলেন ভনন্দন; পুত্র জানিতে পারিল তাহার পিতামহ পৃথিবীর ঈশ্বর, তাহার পিতা রাজ্য ত্যাগ করায় 'জ্ঞাতি শত্রুগণ' তাহা অধিকার করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন শিশু তাহার মাকে বলিল "মা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যা, নানাবিধ রাজ-বিদ্যা, অপ্সর বিদ্যা ও যে বিদ্যাবলে নিধিগণ আজ্ঞানুবর্ত্তিগত

হইবে সেই পদ্মিনী নাম্নী মহাবিদ্যা এবং যে বিদ্যাবলে সর্ব প্রাণীর স্বর অবগত হওয়া যায় সেই সব বিদ্যা শিক্ষার জন্য আমাকে প্রবজ্যা অবলম্বনের অনুমতি দিন্। যদিই অক্ষত্রিয়কে রাজ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না করা যায় তবে কোথায় কাহার নিকট শিখিতে পারিব তাহাও বলুন।”

মহামনস্বিনী যোগবিদ্যাসিদ্ধা সুপ্রভা বলিলেন, “বৎস, তুমি যথার্থ ক্ষত্রিয় তবে এখন প্রকাশ করিব না, বিদ্যা শিক্ষার্থ তুমি প্রাণান্তকর কষ্ট সহ্য করিতে উদ্যত হইয়াছ, সুতরাং তোমাকে এই ‘সরস্বতী মন্ত্র’ প্রদান করিলাম, তুমি ইহা মনে রাখিবে এবং হিমালয় পর্বতে মহাত্মা রাজর্ষি নীপের নিকট গিয়া সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে।” পুত্র ভনন্দন মহানন্দে সরস্বতী মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ও মায়ের পদধূলি মস্তকে লইয়া দ্বিতীয় ধ্রুবের ন্যায় “কোথায় বিদ্যাদেবী সরস্বতী” বলিতে বলিতে হিমালয়ে রাজর্ষি নীপের আশ্রমে উপস্থিত হইল। নীপ ধ্যানযোগে সমস্তই অবগত হইয়াছিলেন, তিনি সমাদরে গ্রহণ করিয়া সমস্ত বিদ্যায় সুপণ্ডিত করিলেন। এমন কি স্বায়ম্ভব মনু যে অস্ত্র-বিদ্যা পিণাকপাণি হইতে পাইয়াছিলেন, বালক সেই বৈজ্ঞানিক অস্ত্রবিদ্যাও সুচারুরূপে শিক্ষা করিয়াছিল। বালক ভনন্দন রাজর্ষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণে নিজালয়ে মাতৃ-সমীপে উপনীত হইয়া প্রণিপাত করিল। সুপ্রভা পুত্রকে আগত দেখিয়া বহু দিনের বিচ্ছেদ দুঃখ ভুলিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ভনন্দন বলিল "মাতঃ রাজর্ষি নীপ আমাকে সব বিদ্যাই শিক্ষা দিয়াছেন, এবং আমি যথার্থ ক্ষত্রিয় তাহাও বলিয়াছেন। আমাকে পিতামহের রাজ্য গ্রহণ করিতে আদেশ দিন্। মহাসতী অহিংসপ্রাণা সুপ্রভা বলিলেন, "আগে তোমার জ্ঞাতি ও বিপক্ষগণ জনক্ষয়কর যুদ্ধ করিবে কিনা, তোমার মহাবীর পিতাও রাজ্য গ্রহণ করিবেন কিনা, তাহাও অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।" মাতৃ-আজ্ঞায় পুত্র ভনন্দন পিতাকে তাঁহার পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন তাহার পিতা বলিলেন, "বৎস! তুমি পৃথিবী কেন, স্বর্গবিজয়ী বিদ্যাও শিক্ষালাভ করিয়াছ; শত্রুগণও ইহা জানে, তাহারা বিনা যুদ্ধেই ইহা ছাড়িয়া দিবে, অন্যথায় তুমি অল্পায়াসেই বিজয়ী হইতে পারিবে, আমি ইহা জানি। এরাজ্য তোমার, তুমিই ইহা উপভোগ কর, আমি রাজ্য পালনে অসমর্থ নহি; আমি পূর্বে পিতৃ আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়াও পিতার অসম্মতিতে তোমার মা সুপ্রভাকে বৈশ্য জানিয়াও বিবাহ করায় রাজ্য ভোগের অধিকারী হইতে পারি নাই, এখন আমি যদি পুনর্বার পূজনীয় পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পৃথিবী পালন করি তাহা হইলে মিথ্যা আদেশ জন্য রাজ্যও আমার পরকালে শত জন্মেও পাপ মুক্তির সম্ভাবনা নাই; আরও আমার ন্যায় নিরাকাঙ্ক্ষ জ্ঞানিজনের পুনরায় রাজ্যভোগ কখনও কর্ত্তব্য বা সুখজনক নহে। বৎস, তুমি স্বয়ং রাজ্য গ্রহণ কর কিংবা জ্ঞাতিগণকেই সমর্পণ করিতে পার; আমার পিতৃ আদেশ পালনই প্রশস্ত

ধর্ম, ক্ষিতি পালন অকর্ত্তব্য।” তখন তাহার ভার্যা হাস্য করিয়া বলিলেন, প্রভো! আপনি বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন নাই, আমি ক্ষত্রিয় কন্যা, সুদেব রাজাও বৈশ্য নহেন তিনি অগস্ত্য মুনির ভ্রাতা প্রমতি মুনির শাপে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শেষে মুনি, কন্যা দ্বারাই শাপমুক্ত হইবে বলিয়া দিয়াছিলেন, এই বলিয়া সুপ্রভা আদ্যন্ত পূর্ব বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন, তখন সহসা সেই অন্তর্যামী অগস্ত্য মুনির ভ্রাতা মহাতাপস প্রমতি মুনি উপস্থিত হইয়া সুপ্রভার কথিত সমস্ত বিবরণ সমর্থন করিলেন। তখন ভার্যা ও পুত্রের বাক্যে মহাত্মা নাভাগ ভার্যা ও পুত্রকে পৃথক পৃথক ভাবে বলিলেন, পত্নীকে বলিলেন “প্রিয়ে তোমার ন্যায় সতী ও বিদ্যাবতী পত্নী পাইয়া রাজ্য সুখ হইতে অনেক সুখলাভ ও ভুবন বিজয়ী সর্ববিদ্যা জ্ঞানপূর্ণ পুত্র পাইয়াছি। আমি আর রাজ্য গ্রহণ করিব না, তুমি আর অদ্য বৃথা বাক্য ব্যয় করিও না।” তখন পুত্রকে বলিলেন, “বৎস! তুমি আসা মাত্রই জ্ঞাতি ও শত্রুগণ হৃত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তুমি সত্বরে এই নিখিল রাজ্য ভোগ কর।”

রাজপুত্র ভনন্দন পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া জ্ঞাতিগণকে জানাবা মাত্রই রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তিনি নিখিল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া ধর্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন, এবং যথাকালে দার পরিগ্রহ করিলেন। পৃথিবীর সমস্ত স্থানেই তাহার রথচক্র অব্যাহত হইয়াছিল।

কালক্রমে তাঁহার পিতা নাভাগ ও মাতা মহাপ্রাজ্ঞা পরমা সতী সুপ্রভা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া ধ্যানযোগে পরলোকে স্বর্গধামে গমন করিলেন।

সুবেদা

ইনি সুনাভ রাজার কন্যা মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র সবনের পত্নী, ইনি বেদ, পাতিব্রত্য ও সত্যবলে মৃত পতির সহ-গামিনী হইয়া মরুত্ত নামক দৈবজাত পুত্রগণ লাভ করিয়াছিলেন। প্রিয়ব্রতের পুত্র ত্রৈলোক্য বিশ্রুত মহাত্মা সবন এই সুনাভ-নন্দিনী সুবেদাকে পত্নীরূপে পাইয়া পরম সুখে প্রজা পালন ও বিহার করিতেছিলেন। রাজনন্দিনী সুবেদাও বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নে মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, এজন্যই তিনি সুবেদা নামে বিখ্যাত। তিনি সত্যকেই আরাধ্য দেবতা মনে করিয়া সর্বদাই সত্যের উপাসনা করিতেন, এবং বেদ তাঁহার দ্বিতীয় উপাস্য দেবতা ভাবিতেন। তিনি বেদ বিদ্যাবলে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা আকাশচারী অশরীরী জীবগণের সংগেও সর্বদা কথোপকথনে সক্ষম ছিলেন। তাঁহার স্বামী সবন অকালে সহসা অপুত্রক অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হন, তখন সুবেদা অত্যন্ত শোক বিহ্বল হইয়া বেদ ও সত্যের প্রতি আরও ভক্তি স্থাপন করিয়া বলিলেন "আমি কখনও বেদে অবিশ্বাসী ও সত্যে ভক্তিহীন হই নাই; আমার পতি অপুত্রক

হইতে পারেন না, তাই আমার দুঃখ বেদ ও সত্য কি অসাধ্য সাধনে অক্ষম হইলেন? আমি আমার পতিকে কিছুতেই দাহ করিতে দিব না; আমার পতি, পুত্র লাভ করিয়া স্বর্গারোহণ করুন্।

"হে বেদ! হে সত্য! তোমরা আমার বংশ রক্ষা কর, নতুবা কাহার সাধ্য আমার কোল হইতে ইহাকে গ্রহণ করিতে পারে। আমি ক্রোধ করিব না, তাহা হইলে আমার সত্য ও বেদ নষ্ট হইবে, তাই আমি বলি, হে সত্য! "হে বেদ! হে স্বামিন্! তোমরা আমায় অজর, অমর সর্বজীবের রক্ষক পরোপকারী সাধু পুত্র প্রদান কর।" সতীত্বে, সত্যে, বেদে ও শাস্ত্রে যাহার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাকে কি দেবতা শোকাকুল করিতে পারেন? ইহা বলিয়াই সুবেদা "হা নাথ! হা নাথ!" বলিয়া স্বামীর দেহ আলিংগন করিয়া রহিলেন; এই সময় অন্তরীক্ষ হইতে এক অশরীরী বাণী সুবেদাকে কহিল "হে সত্য ও বেদপ্রিয় পতিব্রতে রাজপত্নি! রোদন করিও না, তোমার যে অপূর্ব সত্যবল, অলৌকিক বেদ বিশ্বাস, সুবিশুদ্ধ পাতিব্রত্য ও বিমল ধর্মবল অক্ষুণ্ণ আছে তদ্দ্বারা তুমি পুত্রবতী হইবে, তুমি রোদন করিওনা, স্বামী সহ চিতানলে প্রবেশ কর।" সুবেদা কহিলেন "আকাশবাণীও সত্য কিন্তু আমি স্বামীর ঔরসজাত পুত্রই কামনা করি।" পুনরায় আকাশবাণী হইল "তুমি চিতানলে প্রবেশ কর, সতীর পতির আত্মার বন্ধন ছিন্ন হয় না, তুমি

আমার কথায় শ্রদ্ধা কর সত্বর পুত্রলাভ হইবে।” পতিব্রতা সুবেদা স্বামীকে চিতায় আরোহণ করাইয়া অগ্নি সংযোগ করত বেদোক্ত মন্ত্রে ধ্যানযোগে নিজ আত্মা দেহ হইতে বিয়োজিত করিয়া স্বামিসহ অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। অগ্নিদেব তাহার ধ্যানে, স্তবে ও সতীত্বে তুষ্ট হইয়া যেন শীতল চন্দনের ন্যায় তাহাদিগকে ধীরে ধীরে ব্যথা রহিত করিয়া সস্নেহে কোলে লইলেন; তৎক্ষণাৎ তাহার পতি সবন পূর্ব শ্রী লাভ করিয়া সুবেদা সহ আকাশে উৎপতিত হইলেন এবং স্বীয় প্রিয়াকে সংগে করিয়া যথারুচি বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে মহিষী ঋতুমতী হইলেন, রাজাও তাহার সহিত সংগত হইলেন; রাজা দিব্যযোগযুতা সতী সুবেদার সহিত আকাশে আকাশে পঞ্চদিন অবস্থান করিলেন, পরে ষষ্ঠদিনে ভার্যার ঋতু ব্যর্থ না করিবার অভিপ্রায়ে তৎসহ বিহার-ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; অনন্তর বলবীর্যখ্যাতি সম্পন্ন কতিপয় পুত্র উৎপন্ন হইল, ঐ পুত্রগণ সকলেই সুবুদ্ধি সম্পন্ন, মহাপ্রাণ ও ভূমিপাল হইলেন। ইহারা সকলেই কৃতাস্ত্র, শৌর্য্য সম্পন্ন ও সত্যব্রত ছিলেন, অপরদিকে সুবেদা এবং রাজার আকাশ বিহার সম্ভূত কতিপয় শুক্রাংশ বায়ু সহ জড়িত হইয়া শুভ্রবর্ণরূপে ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। ঐগুলিকে পতিত দেখিয়া কৌতুহলবশে চিত্রা, বিশালা, হরিতা ও অলিনীলা প্রভৃতি মুনিপত্নীগণ কৌতুহল বশে অমৃত বর্ষণ ভাবিয়া যত্নপূর্বক ভক্ষণ করিয়াছিলেন; মুনি পত্নীদের ব্রহ্মতেজ সহ ঐ শুক্র-

শুভ্রাংশ গর্ভে জীবন লাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অত্যন্ত রোদন করিতেছিল। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা বালকদিগকে "মারুদ" বলিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন তোমরা 'মরুৎনামে' বিখ্যাত হইবে এবং তোমাদিগের বয়ঃকাল স্থির থাকিবে।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা সেই বালকদিগকে অমৃত পান করাইয়া সংগে নিয়া গেলেন এবং আকাশচারী মরুৎপদে উহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহারাই স্বায়ম্ভব মন্বন্তরে আদ্য মরুৎরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সতী সুবেদা বেদ ও সত্য আরাধনা করিয়া এইরূপে মরুৎগণের জননী হইয়া পতি-সহ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন।

মালিনী

ইনি মহারাজ প্রিয়ব্রতের পরমজ্ঞানবতী ধর্ম্মশীলা, অতি-ভক্তিমতী সাধ্বী পত্নী। ইনি পতিসহ পুত্রেষ্টি নামক কঠোর যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া পবিত্রাচারে যজ্ঞচরু ভক্ষণ করেন। দ্বাদশ বৎসর গর্ভ ধারণ করিয়া অতি সুন্দর, সর্বসুলক্ষণ এক পুত্র প্রসব করেন; কিন্তু পুত্র মৃতবৎ নিস্পন্দ ও চৈতন্যবিহীন হইল। সুব্রতা রাজমহিষী মালিনী পুত্রের অবস্থা দেখিয়া মূর্চ্ছাপন্না হইলেন; তথাপি তাহার পুত্রেষ্টি যাগের মাহাত্ম্যের প্রতি অটল বিশ্বাস ও মহামুনি কশ্যপের দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞফল অব্যর্থ ভাবিয়া ধ্যানমগ্না হইলেন। পুত্র-শোকে এদিকে

রাজপুরীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল, রাজা বহু চিন্তার পর মৃত পুত্রকে গ্রহণ করিয়া শ্মশানে গমন করিলেন। তিনি ও তাঁহার সাধ্বী পত্নীর তপঃসাধনায় দিব্যজ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছিলেন। রাণী ধ্যানযোগে এক কমনীয়া মনোহারিণী, নিরন্তর স্থির-যৌবনা, শ্বেতচম্পকবর্ণা, মন্দ মন্দ হাস্যযুক্তা, রত্নভূষণে ভূষিতা, ভক্তানুগ্রহপরায়ণা অতি দয়াময়ী দেবীমূর্ত্তির দর্শন পাইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী "মাভৈ" বলিয়া শিশু ক্রোড়ে চলিয়া গেলেন। পুত্র শোকাতুরা মালিনীর ধ্যানযোগ ভঙ্গ হইল; তিনি পুনরায় ঐ দেবীর ধ্যানে নিমগ্না হইলেন। রাজা প্রিয়ব্রতও ওদিকে শ্মশানে ভুবনমোহিনী অভয়দায়িনী এক দেবীকে অবতরণ করিতে দর্শন করিলেন। দেবী মৃত শিশুকে ক্রোড়ে নিয়া স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ করিতেছেন দেখিয়া রাজা শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন, দেবী আপনি কে? এই মৃত বালক নিয়া যাইতেছেন কেন? আমাকে ইহার প্রাণ দান করিয়া প্রদান করুন্।" দেবী কহিলেন "আমি ব্রহ্মার মানস-কন্যা দেবসেনা, আমাকে বিধাতা কার্ত্তিকেয়কে সম্প্রদান করিয়াছেন। ষষ্ঠী বলিয়া আমার একটী নামান্তর আছে, আমি পুত্রহীনকে পুত্র দান করি, প্রিয়হীনকে প্রিয় দান ও মৃত দেবসেনার জীবনদান করি, দরিদ্রকে ধন ও কর্ম্মহীনকে শুভ কর্ম্ম দান করি; এই শিশুর মাতার আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া ইহার প্রাণ দান করিয়াছি, ইহার নাম সুব্রত এই শিশু পৃথিবীশ্বর, গুণবান্ ও পণ্ডিত হইবে; তুমি স্বপত্নীসহ তোমার

রাজ্যে আমার পূজা প্রচার করিবে” এই বলিয়া পুত্রকে প্রদান করিয়া দেবী প্রস্থান করিলেন। এই বালককে সঞ্জীবিত পাইয়া মহারাজ আনন্দচিত্তে বান্ধবগণ সহ রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। রাণী মালিনীও ধ্যানযোগে সব পরিজ্ঞাত হইয়া বহিরাঙ্গনেই পুত্র ও পতি-সহ পরমানন্দে মিলিত হইলেন এবং প্রতি ষষ্ঠীতে শিশুদের প্রাণদায়িনী দেবী দেবসেনার পূজা করিতে লাগিলেন; এবং নগরে নগরে সকলকে ভূমিষ্ঠ বালকের শুভ কামনায় ষষ্ঠ এবং একবিংশ দিনে ও প্রতি মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে দেবসেনা ষষ্ঠীর পূজা করিতে আদেশ দিলেন। এইরূপে মহাজ্ঞানশীলা মালিনী দেব দেবীর অর্চ্চনা করিয়া পুত্র সুব্রতকে রাজ্যভার দিয়া কালক্রমে স্বামীসহ তপস্যা করিয়া স্বর্গ গমন করিলেন।

বীরা ও ভামিনী

মহারাণী সাধ্বী বীরা পৃথিবীপতি করন্ধমের পতিব্রতা পত্নী। ইনি অতি বিদ্যাবতী ও রাজনীতিবিশারদা ছিলেন, রাজা করন্ধমের মন্ত্রীসভার তিনিই প্রধান মন্ত্রনা-দায়িনী মন্ত্রী ছিলেন; তাহারই বুদ্ধিবলে পরাজিত পুত্রের উদ্ধার ও বংশ বৃদ্ধিকর পৌত্র লাভ হইয়াছিল। আর ভামিনী অতি তাপসী ব্রত-চারিণী পতিগতপ্রাণা তপঃসিদ্ধা ভূণয় গন্ধর্বরাজের কন্যা বীরার পুত্র অবীক্ষিতের পত্নী। ইনি মহাসতী ও গন্ধর্ব্ব বিদ্যায়

পারদর্শিনী। এই শাপভ্রষ্টা গন্ধর্ব কন্যা মর্ত্ত্যলোকে অগস্ত্য শাপে নিপতিত হইয়া বিশালরাজ কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন এজন্য ইনি বৈশালিনী নামেও প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। ইনি অতুলনীয় রূপবতী ও সর্বগুণবতী এবং পরম পুণ্যবতী ছিলেন।

বিশালরাজ ইহাকে পুত্র নির্বিশেষে প্রতিপালন ও সর্ব বিদ্যায় সুশিক্ষিতা করেন এবং কন্যার বিবাহ দিবার জন্য স্বয়ংবর সভা আহ্বান করেন। বহু যুদ্ধা বীর রাজপুত্রগণ এই ভুবনমোহিনী সুগুণবতী ও সর্ব বিদ্যায় বিদ্যাবতী সুশীলা কন্যার পাণি গ্রহণ জন্য সমাগত হন্। মহারাণী বীরার পুত্র সর্ববিদ্যা-বিশারদ ও অস্ত্র বিদ্যায় বহু যুদ্ধ বিজয়ী ও মহা যশস্বী বীর অবীক্ষিত স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অবীক্ষিতের মাতা অতি জ্ঞানশীলা জ্যোতিষ বিদ্যায় সুনিপুণা ছিলেন, তিনি পুত্রের জন্ম মাত্রেই শাস্ত্রজ্ঞ দৈবজ্ঞগণ সহ স্বয়ং শিশুর শুভাশুভ বিচার করিয়াছিলেন; বালকের লগ্নে বৃহস্পতি, সপ্ততে শুক্র, চতুর্থে চন্দ্র ও একাদশে বুধ থাকায় তাহার কেন্দ্রে থাকিয়া শুভ অবেক্ষণ (অবলোকন) করিতেছেন ইহার ফলে জাতক মহাভাগ্যবান্, বিদ্বান্, বীর্যবান্ অপরিসীম বলশালী, সুপত্নীবান্, সুপুত্রবান্ ও দীর্ঘজীবী হইবেন, শুভলগ্নে, শুভনক্ষত্রে ও শুভ মুহূর্ত্তে, শনি, মঙ্গল, রবি, বুধ ও বৃহস্পতি ইহাকে অবেক্ষণ ও বীক্ষণ করিতেছেন বলিয়া ইহার নাম অবীক্ষিত রাখা হইয়াছিল।

বিশালরাজ স্বয়ংবর দিনে সখীগণ সহ কন্যাকে স্বয়ংবর সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যা প্রণয় প্রার্থীদের কাহারও মুখও দর্শন করিলেন না এবং কাহাকেও বরণ করিলেন না, তিনি ইহা অতি গর্হিত মনে করিলেন। তখন মহাবীর অবীক্ষিত ভামিনীকে হরণ করিতে উদ্যত হইলেন। সে সময় অন্যান্য রাজপুত্রগণ তাহাকে অন্যায় রূপে কন্যা ভামিনীকে গ্রহণ করিতে উদ্যত দেখিয়া সকলে একযোগে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ হইল, একা অবীক্ষিত বহু সৈন্য ও রাজগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সহস্র সহস্র সৈন্য, হয়, হস্তী সারথি ও রাজপুত্রগণকে নিহত করিলেন, কিন্তু অবশিষ্ট বহু যোদ্ধা ধর্ম্মযুদ্ধ পরিত্যাগে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিয়া অশ্ব রথ ও সারথিকে বিনষ্ট করিলে পর রাজপুত্র নিরস্ত্র হইয়া ভূপতিত হইলেন। তখন শত্রুগণ তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া বন্ধনপূর্ব্বক মহারাজ বিশালের নিকট উপস্থিত করিল, তিনি বন্ধন মোচন করিয়া বিবিধ প্রকারে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে কন্যা ভামিনীকে নিযুক্ত করিলেন। রাজকন্যা জনকদত্ত গন্ধর্ব্ব মন্ত্র ও বিবিধ ঔষধ প্রয়োগে রাজপুত্রের ক্ষতাদি ব্যথা দূর করিয়া নিরাময় করিলেন।

এদিকে মহারাজ করন্ধম পুত্রের বন্ধন সংবাদ শুনিয়া রাণীকে জানাইলে রাণী বীরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে সসৈন্যে যুদ্ধ করিয়া মুক্ত করিয়া আনিতে রাজাকে অনুমতি দিলেন।

কিন্তু রাজা অধীনস্থ সামন্ত রাজা ও মন্ত্রীবর্গকে সভা করিয়া স্থির করিতে আহ্বান করিলেন। সভায় বিভিন্ন মত হইতেছে জানিয়া বীরা উপস্থিত হইয়া স্বামী ও অন্যান্য নৃপগণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "হে পার্থিবগণ! হে মন্ত্রীবর্গ, হে সৈন্যবৃন্দ, আপনারা বৃথা কূট তর্ক করিয়া মহামূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া আমার সর্বনাশ করিতেছেন, আপনারা যুদ্ধে ভয় করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে আমিই যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া পুত্রকে উদ্ধার করিব, আমার জ্ঞানবান মহাবলীয়ান পুত্র স্বয়ংবর সভায় বহু রাজগণ সমক্ষে কন্যাকে গ্রহণ করিয়া বীরোচিত ক্ষাত্র ধর্ম্মই রক্ষা করিয়াছে ইহা পরস্ত্রী হরণ বা অধর্ম্ম নয়, আপনারা কি জানেন না প্রত্যেক নৃপতিই রাজ্য, ধন, সম্পত্তি ও ভার্যা প্রভৃতি অন্য সজ্জন বা দুর্জ্জন হইতে হরণ করিয়া সঞ্চয় করিয়াছেন? এজন্য ত তাহারা দুষ্কৃতকারী বা অধার্ম্মিক না হইয়া বরং গৌরবান্বিত হইয়াছেন, হে সভাসদ্‌গণ আমার এই রাজনীতি যুক্ত অকাট্য বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হউন, রথারোহণে সারথি সহ অস্ত্র অশ্ব, হস্তী ও সৈন্যগণ সহ সুসজ্জিত হইয়া গমন করিয়া আমার পুত্রকে আনিয়া দিন্। মেষ-শাবকগণ সিংহ-শিশুকে একক নিরস্ত্র পাইয়া আবদ্ধ করিয়াছে আপনারা যাওয়া মাত্রই দর্শন করিয়া পঙ্গপালের মত উহারা পলায়ন করিবে, কোনও যুদ্ধেরই প্রয়োজন হইবে না।" রাজা সভামধ্যে পত্নীর সারগর্ভ বাক্যে উত্তেজিত হইয়া সসৈন্যে বিশাল রাজ-ভবনে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন। তখন

বিশালরাজ প্রত্যভিগমন করিয়া যথোচিত অর্চ্চনা পূর্ব্বক মহারাজ করন্ধমকে বলিলেন, "আমার কন্যা ভামিনী আপনার পুত্র অবীক্ষিতকেই সাদরে অন্তরে অন্তরে বরণ করিয়াছে, আপনি এই শুভ মুহূর্ত্তে বিবাহ সম্পাদন করুন্।" করন্ধম পুত্রকে এই বিশালরাজ কন্যাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু পুত্র অবীক্ষিত কন্যার সমক্ষে পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া বিবাহ করিতে এবং রাজত্ব করিতে অসম্মত হন্; কন্যা বৈশালিনীও অবীক্ষিত ব্যতীত অন্য পুরুষ দর্শনেও বিরত হইলেন, তাহার পিতাকে বলিলেন, "আমাকে অনুমতি দিন্, অরণ্যে গিয়া তপস্যা করি।" রাজা কন্যাকে অরণ্যে তপশ্চরণের জন্য প্রেরণ করিলেন, বৈশালিনী অনশনে কেবল স্বামী অবীক্ষিতের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

রাজা করন্ধম পুত্র সহ স্বপুরীতে আগমন করিলেন। রাণী বীরা অবীক্ষিতকে কতপ্রকারে প্রবোধ দিয়াও বিবাহে সম্মত করিতে পারিলেন না। তৎপর মহা বুদ্ধিমতী বীরা কিমিচ্ছক নামক ব্রত করিতে কৃতসংকল্পা হইয়া পুত্রকে বলিলেন, "আমি অতি কঠোর ব্রত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তোমার মহাত্মা পিতাও অনুজ্ঞা দিয়াছেন সেই ব্রত তোমার পিতার ধনে, আমার উপবাসাদি পূজোপকরণে এবং তোমার ক্লেশসাধ্য উদ্যম, বল, দান ও সত্য ব্যবহারে ব্রতের অনুষ্ঠান সফল হইবে, ঐ ব্রতে তোমাকে প্রার্থীদের বাসনা পূর্ণ করিতে হইবে, তোমার পিতার রাজকোষ অর্থীগণের ধন ভিক্ষার জন্য মুক্ত আছে,

এক্ষণে অন্য যাহা তোমার আয়ত্ত তাহা পালন করিতে যদি অঙ্গীকার কর তবেই ব্রত সফল হয়।" অবীক্ষিত মাতৃ-বাক্য শ্রবণে বলিলেন, "মাতঃ। আমার শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা যাহা সম্পন্ন হইবে, আমি তাহা করিব, আমি এই অঙ্গীকার করিলাম।" অনন্তর বীরা ব্রতে উপোষিত হইয়া ভক্তি সহকারে যথাবিধানে নিধি সমূহের, নিধিপালগণের ও লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিতে লাগিলেন।

এমত সময়ে রাজপুরোহিত অর্থীগণের প্রতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, অদ্য রাজমহিষী কিমিচ্ছক ব্রত করিতেছেন। কে কি বাসনা করিতেছেন বলুন, দুঃসাধ্য হইলেও সাধন করিবেন।" অবীক্ষিতও তখন বলিলেন, "আমার পুণ্যবতী মাতা আজ 'কিমিচ্ছক' ব্রতে উপোষিত হইয়া রহিয়াছেন। ঐ সময়ে আমার শরীর দ্বারা যাহার যাহা কিছু বাঞ্ছা সাধিত হইবে আমি তাহা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।"

সে সময় রাজা তাহার পুত্রের বাক্যে সম্মুখে গিয়া অর্থীরূপে বলিতে লাগিলেন "আমি অর্থী আমাকে তুমি অভীষ্ট প্রদান কর।" অবীক্ষিত চমকিত হইয়া বলিলেন 'হে পিতঃ আপনাকে আমার কি প্রদান করিতে হইবে? আদেশ করুন, দুঃসাধ্য, অসাধ্য কি অলৌকিক হইলেও আমি তাহা প্রদান করিব।" রাজা কহিলেন, 'যদি তোমার মাতার ব্রত সম্পাদনে সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাক তবে, তুমি আমাকে পৌত্র বদন দর্শন করাও তুমি দার পরিগ্রহ কর।"

অবীক্ষিত অতি বিস্ময়ে বলিলেন, "আমি ব্রহ্মচর্য ধারণ করিয়াছি ; আমাকে দার পরিগ্রহ করিতে হইবে এ বড়ই দুষ্কর কর্ম্ম আপনি অন্য কোনও উপায় বা আদেশ করুন্।" রাজা বলিলেন "আমার আর কিছু বলিবার নাই।" অবীক্ষিত বলিলেন "যখন সত্য পাশে বদ্ধ হইয়াছি, তখন অবশ্যই আপনার বাক্য নিষ্পাদন করিব আপনি নিশ্চিন্ত মনে রাজ্য পালন করুন্।" মহাসতী বীরা পুত্রের বাক্য শ্রবণে ব্রত সফল হইয়াছে বলিয়া পরম হর্ষভরে পুত্রকে কোলে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

একদা রাজপুত্র মৃগয়া করিতে এক ভীষণ কাননে গিয়াছিলেন, সহসা রোদনপরায়ণা কামিনীর কণ্ঠ নিঃসৃত মৃত-প্রায় বিহ্বল ত্রাহিত্রাহি শব্দ শুনিতে পাইলেন, দেখিলেন এক অপরূপ রূপবতী রমণী রোদন করিতে করিতে বলিতেছে "আমি এই পৃথিবীশ্বর করন্ধম পুত্র মহাবীর বিশ্বজয়ী অবীক্ষিতের ভার্য্যা ; হায়! এই ক্ষীণবল অতি দুরাত্মা দৃঢ়কেশ দানব কর্ত্তৃক অপহৃতা ও ক্লিষ্টা হইতেছি, যাঁহার বলে সমস্ত মহীপালগণ গুহ্যকগণ ও দৈত্য দানবগণ অধীর হয়, হায়! তাঁহার পতিব্রতা সতীর ক্রন্দন কি শুধু অকারণ হইবে? পতি দেবতার পবিত্র কর্ণে তাহা পৌঁছিবে না? ভগবান্! কৃপাময়! আমাকে রক্ষা কর।"

অবীক্ষিত মনে করিলেন, "আমার নাম করিয়া এ কামিনী রোদন করিতেছে, অহো, এ যে রাক্ষসী-মায়া! যাহা হউক

আগে ইহাকে উদ্ধার করিয়া পরে সমুদয় পরিজ্ঞাত হইব, আর্ত্ত-জনের রক্ষার জন্যই ক্ষত্রিয়গণের অস্ত্রধারণ” এই ভাবিয়া দানবকে বলিলেন “রে দুষ্ট! যদি তোর জীবনের আশা থাকে তবে সত্বরে ইহাকে পরিত্যাগ কর নতুবা তোর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।” দানব তখন কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া দণ্ড হস্তে রাজপুত্রের দিকে অগ্রসর হইল, রাজপুত্রও শরজালে দৈত্যকে আকীর্ণ করিলেন, দৈত্য তাহা নিবারণ করিয়া শত শত শঙ্কু-যুক্ত দণ্ড নিক্ষেপ করিল, অবীক্ষিত তাহা ছিন্ন করিয়া বেতস নামক অমোঘ অস্ত্রে দৈত্যের মস্তক ছেদন করিলেন। তখন দেবগণ আকাশ হইতে অবীক্ষিতকে, ‘সাধু সাধু’ বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং “বর প্রার্থনা কর” বলিয়া আদেশ দিলেন। বীরবর অবীক্ষিত পিতামাতার বাসনা পূর্ণ করিবার প্রার্থনা করিলেন। দেবগণ বলিলেন, “তুমি যাহাকে মোচন করিয়াছ তাহার গর্ভেই তোমার মহাবল রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র হইবে।” অবীক্ষিত কহিলেন, “আমি বিশালরাজ কন্যাকে পরিত্যাগ করিলে ঐ ভামিনী ব্রহ্মচারিণী হইয়া তপস্যায় নিরত রহিয়াছে; আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে অন্য নারী পরিগ্রহ করিব? আমিও ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিতেছি, কেবল পিতামাতার পৌত্র দর্শন আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ করা আমার প্রার্থনা।

দেবগণ কহিলেন, “তুমি সর্বদা যাহার প্রশংসা করিতেছ ইনিই তোমার সেই পতিব্রতা ভার্যা ভামিনী, ইনিই তোমার জন্য তপস্যা করিয়াছেন, ইহার গর্ভেই রাজচক্রবর্ত্তী সহস্র

সহস্র যজ্ঞকর্ত্তা পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে” এই বলিয়া দেবগণ অন্তর্হিত হইলেন।

রাজপুত্র ভাবী পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “‘করূপে এ ঘটনা হইল?” কন্যা কহিলেন, “আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিলে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পিতার অনুমতি লইয়া তপস্যার্থ মহারণ্যে গমন করিলাম, অনশনে কলেবর ক্ষীণ হইলে আমি দেহত্যাগে প্রস্তুত হইলাম, এমনি সময় আকাশ হইতে একজন দেবদূত বলিল, “কন্যা তুমি দেহত্যাগ করিও না তোমার গর্ভে ত্রিভুবন-বিজয়ী পুত্র হইবে, দেবগণের আদেশ তুমি দেহত্যাগ করিও না।” সেজন্যই আপনার সহিত মিলনের আশায় দেহত্যাগ করিতে পারিলাম না।

গত পরশ্ব গংগা হ্রদে স্নান করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছি, অমনি এক বৃদ্ধ নাগ আমাকে আকর্ষণ করিয়া রসাতলে লইয়া গেল, তথায় নাগ ও নাগ-পত্নীগণ আমার পূজা ও স্তব করিতে লাগিল; তাহারা বলিল, “আমরা আপনার পুত্রের নিকট অপরাধ করিলে যদি তিনি আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যোগ করেন তবে আপনি নিবারণ করিবেন। আপনি তাহা অনুমোদন করুন।” আমিও ‘তথাস্তু’ বলিয়া স্বীকার করিলাম। তখন তাহারা দিব্য পাতাল ভূষণ মনোরম বস্ত্র, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা আমাকে বিভূষিত করিয়া অনিলাশন নাগগণ ভূতলে এই অরণ্যে রাখিয়া গেল, তখন আমার তপঃক্লেশ ও ক্ষীণতা বিদূরিত হইল, আমি পূর্ব্বের ন্যায় কান্তিমতী, রূপবতী ও বলবতী

হইলাম। আমার এই রূপলাবণ্য দেখিয়া দুরাত্মা দৃঢ়কেশ হরণের চেষ্টা করিয়াছে। আপনারই বাহুবলে মুক্তিলাভ করিলাম। অতএব, হে মতিমন্! অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন্, আমি সত্যই বলিতেছি আপনি ব্যতীত অন্য পুরুষের প্রতি আমার মন যায় নাই। রাজপুত্র বলিলেন, "আমি তোমার সমক্ষে রাজগণের সংগে যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইয়াছিলাম, আজ তোমারই সমক্ষে শত্রু নিধন করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, এখন আমার কর্ত্তব্য কি বল ?" কন্যা কহিলেন, "আমাকে গ্রহণ করুন্, আমি এই রমণীয় প্রদেশে সকামা রমণীয় ন্যায় প্রার্থনা করিতেছি।" রাজপুত্র বলিলেন, "ইহাই হউক, তোমার পাণি গ্রহণ দৈবই প্রধান কারণ নতুবা তুমি আমি অন্য স্থানে অজ্ঞাত অজানা হইয়াও আজ কিরূপে একত্র মিলিত হইলাম।" এই সময় গন্ধর্বরাজ কন্যার পিতা তূনয় বহু গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ সহ তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে রাজপুত্র! এই ভামিনী আমারই কন্যা, অগস্ত্যের শাপে বিশালরাজার পালিতা কন্যা হইয়াছে; মুনি বালিকা বলিয়া প্রসন্না হইয়া বলিয়াছেন ইহার গর্ভে রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র হইবে। পুত্র জন্মিলেই কন্যা স্বর্গপুরীতে পুনঃ আসিবে। তুমি ইহাকে পত্নীত্বে বরণ কর।" রাজপুত্র 'তথাস্তু' বলিলেন। তখন গন্ধর্ব পুরোহিত তুম্বুরু দ্বারা যথাবিধি হোমাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া গন্ধর্ব অপ্সরা কিন্নরাদির গীতবাদ্যে বনস্থল ধ্বনিত হইয়া অবীক্ষিতের সহিত ভামিনীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। তখন অবীক্ষিতকে সংগে

করিয়া কন্যা সহ দেবগন্ধর্বগণ নিজালয়ে গমন করিলেন।

মুনিগণ, দেবগণ, কিন্নর ও গন্ধর্বগণ দম্পতিকে রত্ন, মালা, অলঙ্কার, পানীয়, সুভক্ষ্য, বস্ত্র ও অনুলেপন প্রভৃতি উপহার দিলেন। পিত্রালয়ে ভামিনী পতিসহ বসতি করিতে থাকেন; কালক্রমে ভামিনীর গর্ভে অতি শুভ লক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তখন গন্ধর্বগণের মহোৎসব হইল এবং স্বস্ত্যয়ন সম্পন্ন করিয়া নবজাত শিশুর নামকরণ হইল মরুত্ত।

অতঃপর পুত্রকে লইয়া অবীক্ষিত ও ভামিনী নিজপুরীতে প্রবেশ করিয়া পিতামাতাকে অবনত মস্তকে ভূমি লুণ্ঠিত হইয়া বন্দনা করিলেন।

মহারাজ করন্ধম ও মহারাণী বীরা পৌত্রকে কোলে লইয়া পরম সৌভাগ্য লাভ করিলেন। কিছুদিন পর মহারাজা অবীক্ষিতকে রাজ্যভার দিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিলেন, অবীক্ষিত রাজ্য গ্রহণে অস্বীকার করিলে পৌত্র মরুত্তকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া পত্নী বীরা সহ তপস্যার্থ বনে গমন করেন এবং তাঁহারা তপঃসিদ্ধ হইয়া যোগাবলম্বনে পরলোক গমন করেন।

তদনন্তর কালক্রমে ভামিনী ও অবীক্ষিত পুত্র মরুত্ত পৃথিবীর রাজ্যভার গ্রহণ করিলে তাপস বেশে নির্জ্জন প্রদেশে তপস্যা করিয়া প্রায়োপবেশন যোগে উভয়ে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

হেতি ও শুভাননা

এই দুই সতীই তাঁহাদের নিজ নিজ স্বামীকে রক্ষা করিতে নিজেরাই রণে অগ্রসর হইয়া অব্যর্থ আগ্নেয় ও যাম্য অস্ত্র নিবারণ করিয়াছিলেন।

হেতি অনুহ্রাদ নামক কপোত রাজের কামরূপিণী সাধ্বী পত্নী। মহারাজা অনুহ্রাদ বহু কঠোর তপস্যায় যমরাজকে পরিতুষ্ট করিয়া ভুবন ধ্বংসকারী অব্যর্থ যাম্য অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, তিনি অস্ত্র পাইয়া গংগার উত্তরপাড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়া অকুতোভয়ে পরমানন্দে বসতি করিতে থাকেন।

ওদিকে গংগার দক্ষিণপাড়ে মহাতেজস্বী উলূকরাজ আগ্নেয় পরম সাধ্বী তপঃসিদ্ধা পুণ্যবতী শুভাননা পত্নীসহ পরমসুখে নিরাপদে বাস করিতেছিলেন এবং রাজ্য রক্ষার্থে রাজা আগ্নেয় বহুকাল অগ্নি দেবতার উপাসনা করিয়া বহুবিধ অমোঘ আগ্নেয় অস্ত্র সকল লাভ করিয়া অদ্বিতীয় বলবান্ হইয়াছিলেন। অস্ত্রই লোকের ধ্বংসের প্রধান কারণ, এই নৃপতি দ্বয় মহা মহা অব্যর্থ বাণ সমূহ লাভ করিয়া পররাজ্য লোভে গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন এবং প্রতিবাসী গংগার তটবর্ত্তী রাজ্য দ্বয় পরস্পর অধিকার করিতে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। উভয়ের বহুকাল অবিরাম যুদ্ধ হইল, তাঁহাদের অতি বিদ্যাবতী জ্ঞান-শীলা তপঃসিদ্ধা মহতী সতী পত্নীদ্বয় এই হিংসাত্মক মহাপাতক রূপ নরনিপাতকর যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া মৈত্রী স্থাপনের জন্য

উপদেশ ও শাস্ত্রাদেশ দেখাইয়াও আপন আপন পতি দ্বয়কে বিরত করিতে পারিলেন না ; ক্রমশঃ যুদ্ধ ভীষণতর হইলে শেষ অস্ত্র স্বরূপ কপোতরাজ অনুহ্রাদ উলুক রাজবংশ ধ্বংস করিতে যাম্য অস্ত্র মন্ত্র সংকল্প করিলেন এবং তাহা প্রয়োগ করিলেন ; তৎক্ষণেই উলূকরাজ তাহার বহু আরাধনার ফল স্বরূপ অগ্নি প্রদত্ত মহা প্রলয়কারী অব্যর্থ আগ্নেয় অস্ত্র, মন্ত্রপূত করিয়া কপোত রাজকুল বিনাশার্থ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাক্রোধে কপোতরাজ পুনর্ব্বার মন্ত্রপূত করিয়া যমদণ্ডও নিক্ষেপ করিলেন। তৎপর অতি ক্ষিপ্রহস্তে উলূকরাজ আগ্নেয় আরও জ্বলন্ত অগ্নিশিখা ময় বহু প্রকার অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিলেন ; এই যুদ্ধ আড়িবক যুদ্ধের ন্যায় অতি ভীষণতর হইয়া উঠিল। তখন পত্যৈকব্রতা মহাসতী কপোত পত্নী কামরূপিণী বিদ্যাদি শিক্ষিতা হেতি সেই মহাযুদ্ধে সর্বলোকের অপ্রত্যক্ষে গিয়া উলূকরাজ নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত অগ্নিকে পতিপুত্রগণ সহ বেষ্টিত দেখিয়া অতি দুঃখ ও বিহ্বল চিত্তে অগ্নিদেবকে বেদ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন ; তিনি বলিলেন "যাহার রূপ নাই, কিছুমাত্র পরোক্ষ বিষয় নাই, জগতের যাবতীয় পদার্থ-ই যাহার আত্মভূত, যাহা দেবগণ হব্য ভোজন করেন, সেই যজ্ঞভুক, স্বাহাপতিকে আমি প্রণাম করি। যিনি দেবগণের মুখ স্বরূপ, যিনি দেবগণের হব্য বাহন ; যিনি দেবগণের হোতা, যিনি দেবগণের দূত, আমি সেই পরম পবিত্র দেবতা বিভাবসুর শরণাগত হইলাম। যিনি প্রাণীগণের প্রাণ স্বরূপ, যিনি অন্তরে প্রাণরূপে

বিরাজমান ও বহির্ভাগে অন্নপ্রদরূপে বিরাজিত যিনি যজ্ঞের সাধন স্বরূপ, যিনি সর্বদেবময় আমি সেই ধনঞ্জয় অগ্নিদেবের শরণ লইলাম, হে দেব, হে করুণাময় আমাকে এ বিপদে সত্বরে রক্ষা করুন।”

অগ্নি বলিলেন “হে শুচিস্মিতে! পতিব্রতে! হেতি! যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত আমার এই অমোঘ অস্ত্র ব্যর্থ হইতে পারে না, যেখানে অস্ত্রের বিশ্রাম হইতে পারে এমন উপায় আমাকে বল।” হেতি যেন ঈষৎ আনন্দ সহকারে কহিলেন “হে হব্যেশ আমার দেহে বিশ্রাম লাভ করুক্, আমার ভর্ত্তা ও পুত্রের উপর যেন নিক্ষিপ্ত না হয়, আমি ভর্ত্তার অর্ধাঙ্গিণী ও পুত্রের জননী, হে জাতবেদ! আপনি সত্যবাক্ হউন্, আপনাকে প্রণাম।” তখন জাতবেদা অগ্নি কহিলেন “হে পতিব্রতে!! আমি তোমার পতিভক্তিপূর্ণ বাক্যে ও পাতিব্রত্যে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলাম, হে হেতি! সতীর গাত্র স্পর্শ করিবার শক্তি আমার অস্ত্রের নাই, আমি তোমার ভর্ত্তা ও পুত্রগণকেও সকলকেই ক্ষমা করিলাম, সেই আগ্নেয় অস্ত্র তোমাকে, তোমার পতিকে, তোমার পুত্রগণকেও সকলকে দাহ করিবেনা, হে সতি! তুমি সুখে প্রস্থান কর; এই অস্ত্র আমাতেই সংবৃত হউক্।”

এদিকে উলুক রাজপত্নী সতী শুভাননাও নিজ পতিকে রণক্ষেত্রে যাম্যপাশে বেষ্ঠ্যমান ও যমদণ্ডে তাড়িত দর্শনে দুঃখিত চিত্তে তথায় যম সমীপে আগমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া স্তব

করিতে লাগিলেন, "হে যমরাজ! আপনারই ভয়ে জনগণ কর্ম্মপথে অনুদ্রুত হয়, আপনার ভয়েই ব্রহ্মচর্য ও ধর্ম্মকার্যের অনুষ্ঠান করে, ধীর ব্যক্তিবর্গ আপনার ভয়েই সৎকর্ম্ম করে ও সন্ন্যাস বা বাণপ্রস্থ বাস করে, আপনার ভয়েই ভীত হইয়া সৌম্যতা আশ্রয় করে এবং সকলেই আপনার ভয়ে বেদোচ্চারণ, ধর্ম্ম ও নীতিবিধি প্রতিপালন করে। আপনিই একমাত্র সকলের প্রভু; আপনি আমার পতিকে রক্ষা করুন্।" তখন হৃষ্ট মনে যমরাজ বলিলেন, "হে শুভাননে! তোমার মংগল হউক, তুমি মনঃপ্রীতিকর বর যাচ্ঞা কর আমি তাহা প্রদান করিব।" পতিব্রতা উলূকরাজ পত্নী শুভাননা অতীব আনন্দভরে কহিলেন "হে সুর-শ্রেষ্ঠ! আমার পতি আপনার পাশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দণ্ডে অভিভূত হইতেছেন, পুত্রগণও বিপন্ন হইয়া মৃতকল্প হইয়াছে, আপনি সত্বরে আমার পতি ও পুত্রগণকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করুন্।" যমরাজ কৃপাযুক্ত হইয়া কহিলেন, "হে পতিব্রতে! আমার অমোঘ অস্ত্র পাশ নিচয় ও দণ্ডের পতনযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেও।" পতিব্রতা শুভাননা কহিলেন "হে জগন্নাথ! আপনার পাশ ও দণ্ড আমার এই দেহেই আবিষ্ট হউক ইহাই আমার পতি ও সন্তানগণের প্রকৃত দেহ স্বরূপ, ইহাই অব্যর্থ অস্ত্রের যোগ্য স্থান।" সতী শুভাননার এতাদৃশ পতি ভক্তির মাহাত্ম্যে বিস্মিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যম কহিলেন, "সাধ্বি! শুভাননে! তোমার পতি ও পুত্রগণ বিজয় হউক"

এই বলিয়া পাশ ও দণ্ড নিজ কলেবরেই বিলীন করিলেন। অগ্নিও আগ্নেয়াস্ত্র সংযত করিলেন। তদনন্তর উভয় দেবতা মিলিয়া পতিব্রতাদের অপূর্ব্ব সতীত্ব কাহিনী ও কার্যের অলৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কপোতরাজ অনুহ্রাদ ও উলুক রাজ আগ্নেয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করিয়া দিলেন।

তৎপর তাঁহারা পতিব্রতা দ্বয়কে কহিলেন "তোমরা বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর।" তখন সতী দ্বয় বলিলেন "আমরা পাপী মানবী হইয়াও আপনাদের দর্শন পাইলাম ইহা অপেক্ষা আর কি ইষ্ট লাভ হইতে পারে? আমরা জানি আপনার নিজের কল্যাণ জন্য প্রার্থনা করা অতি শোচ্য ও অবিধেয়, পরের মঙ্গলের জন্য উদ্যত ব্যক্তির জীবনই সফল। অগ্নি, জল, বায়ু, রবি, শশী, পৃথিবী, বিবিধ ধান্য এবং মুনি, ঋষি, সাধু ব্যক্তিগণ পরার্থ সাধন উদ্দেশেই বর্ত্তমান থাকেন। সেজন্যই হে দেবদ্বয়! আপনাদের আগমনে এস্থান অতি পবিত্র হইয়াছে, এই স্থান আপনারা তীর্থে পরিণত করুন্ যাহাতে এখানে সকল লোকই পাপ মুক্ত হয়। তখন যম বলিলেন "হে শুভাননে! গৌতমীর উত্তর তীরে যাহারা ভক্তিভরে যমস্তোত্র পাঠ বা শ্রবণ করেন তাঁহাদের বংশের কেহই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না ও ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইবে না, বন্ধ্যানারী গর্ভবতী ও সতী পুত্র লাভ করিবেন।

তখন অগ্নি কহিলেন "হে সতি! হেতি! হে পতিব্রতে! এই গৌতমী গংগার উত্তরতীরে যে ব্যক্তি তৎকৃত মদীয়

স্তোত্র ভক্তিভরে পাঠ বা শ্রবণ করিবে, আমি তাহাকে আরোগ্য, লক্ষ্মী, ঐশ্বর্য ও রূপ দান করিব, ইহা যেন কোনও স্থানে পাঠ করিলেও অগ্নি ভয়, বৈরীভয় ও ব্যাধিভয়াদি থাকিবে না।" এই বলিয়া দেবদ্বয় বিদায় হইলেন।

শতকন্যা

ইহারা পরম ধার্ম্মিক কুশনাভ রাজার কন্যা; স্বর্গীয় অপ্সরা ঘৃতাচীয় গর্ভে ইহাদের জন্ম হইয়াছিল।

ইহারা সকলেই অতি পিতৃভক্তিপরায়ণা, পরম তাপসী, রূপগুণবতী ও পরাবিদ্যাশীলা এবং পতিব্রতা ছিলেন। ইহারা আতিবাহিক দেহে বিচরণ করিতে পারিতেন।

মহারাজ কুশের পুত্র কুশনাভ, পিতার আদেশে মহোদয় নামক নগর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বসতি করিতেন। একদা পঞ্চশৈল মধ্যবর্ত্তী রমণীয় মালার ন্যায় অতি শোভমানা ও প্রবাহমানা শোন নদী তীরে ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন। ঘৃতাচীও অতি সমাদরে রাজাকে বরণ করিয়া বহু বৎসর শৈলশিখরে নদনদী তীরে উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি কুশনাভের ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে অতি রূপবতী ও সুলক্ষণা এবং সর্ব সদ্‌গুণ সম্পন্না একশত কন্যা উৎপন্ন হইল। সেই কন্যারা পিতার প্রযত্নে অতি অল্পকাল মধ্যে তপস্যায় নিরত হইয়া পরম

ব্রহ্ম উপাসনা ও নানাবিধ বিদ্যা সুশিক্ষা করিয়া কালক্রমে যৌবন প্রাপ্তা হইলেন।

ইহারা যখন দিব্য ভূষণে বিভূষিতা হইয়া ভ্রমণ করিতেন বর্ষাকালে যদ্রূপ মেঘাচ্ছন্ন জগৎ বিদ্যুৎসমূহ উদ্‌ভাসিত করে তদ্রূপ তাহারা নগরকে বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় উজ্জ্বল ও আনন্দিত করিয়া তুলিতেন।

একদা কন্যারা রাজোদ্যানে আমোদ প্রমোদ করিয়া মেঘান্তর-বর্ত্তী তারার ন্যায় বিরাজমান হইতে দেখিয়া সর্ব্বাত্মা পবন দেবতা তাহাদিগকে বলিলেন, "হে পরমশোভনা নব যুবতীগণ! আমি বায়ু দেবতা, আমি সকলেরই অন্তরে থাকি, আমি তোমাদের সর্ব্বপ্রকার দৈবগুণ সকলও অবগত আছি, তোমরা দেবভার্যা হওয়ারই যোগ্যা, সেজন্য আমি তোমাদের সকলকেই ভার্যা করিতে অভিলাষ করিতেছি, তোমরা নশ্বর মানুষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্যা হও, তোমরা আমার পত্নী হইলে দীর্ঘ আয়ু লাভ করিবে এবং অমর হইবে, তোমাদের রূপ যৌবন অক্ষয় থাকিবে আর রোগ বা মৃত্যুও হইবে না।"

সেই কন্যাগণ বায়ুদেবতার কথা শুনিয়া তাহাকে উপহাস করিয়া কহিলেন, "হে সুরোত্তম! আমরা তোমার প্রভাব অবগত আছি, তুমি সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিচরণ কর ও কখন কখন ক্রুদ্ধ হইয়া জগতের প্রাণীগণকে বিনষ্ট কর, তুমি সকলের পাপপুণ্য ও মনোভাব অবগত হইয়াও কেন আমাদের ন্যায় অস্বাধীনা কন্যাগণকে অপমানজনক বাক্য বলিতেছ? আমরা

শাপদান করিয়া তোমাকে স্বস্থান হইতে চ্যুত করিতে পারি, কেবল আমরা অর্জ্জিত তপস্যা সংরক্ষণার্থ সেইরূপ করিতেছি না, হে সুদুর্বুদ্ধে! পিতাই আমাদের পরম দেবতা, তিনি যাহার হস্তে আমাদিগকে সম্প্রদান করিবেন তিনি আমাদের ভর্ত্তা হইবেন, আমাদের এমত কাল না হউক যে কালে উচ্ছৃঙ্খলতা বশতঃ স্বর্গরাজ্য বা অমরত্ব লাভের জন্যও ধার্ম্মিক প্রবর পিতাকে অবমাননা করিয়া স্বয়ংবরা হইতে প্রবৃত্তি হয়।"

ভগবান্ বায়ু কন্যাদের বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের শরীরের স্থানে স্থানে প্রবেশ করিয়া ভগ্ন ও কুব্জ করিলেন; তাহারা ক্ষণকাল মধ্যেই বিরূপতা প্রাপ্ত হইল। কন্যাগণ দীন-ভাবাপন্ন ও কুব্জ হইয়া সলজ্জ ভাবে অশ্রু মোচন করিতে করিতে পিতার নিকট যাইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। তখন কুশনাভ কন্যাগণকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি কিছুকাল চিন্তা করিয়া কন্যাগণকে কহিলেন, "হে সুপুত্রীগণ! তোমরা যে সকলে একমত হইয়া সেই মন্দমতি দেবতার অমরত্ব অনাময় লাভ ও স্বর্গ রাজ্যেরও সুখ সৌভাগ্য তুচ্ছ করিয়া স্বধর্ম্ম ও পিতার আদেশ পালনে নিজেদের স্বাধীনতা অস্বীকার করিয়াছ; এই সুনির্ম্মল সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত পুণ্য বলেই তোমাদের প্রতি সকল দেবতা ও মহর্ষিগণ প্রীত হইবেন; বিশেষতঃ, তোমরা বায়ু কর্ত্তৃক ভগ্নদেহ ও অপমান জনক বাক্য শ্রবণে বিশেষ তপঃপ্রভাবসম্পন্না তাপসী হইয়াও তাহাকে অভিশাপ

দেও নাই, আততায়ীকেও ক্ষমা করিয়াছ, ইহাও অতি উচ্চতর ধর্ম্ম, ইহা শত অশ্বমেধের ফল দান করিবে। তোমরা যেরূপ ক্ষমা করিয়াছ এরূপ দেবগণেও দেখা যায় না, ক্ষমার সমান আর সাধনা নাই; বিশেষতঃ অপকারীকে ক্ষমা করা অতি পুণ্যপ্রদ। তোমরা শীঘ্রই নিরাময় ও পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইবে। শোক পরিত্যাগ কর।"

কন্যাগণকে বিদায় দিয়া রাজা কুশনাভ মুনিগণ সহ কন্যা বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তদন্তর মহাত্মা চুলীর মহা-তপস্বী ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন নৃপতি ব্রহ্মদত্তকে রাজা কুশনাভ সেই শতকন্যা সম্প্রদান করিলেন। ব্রহ্মদত্ত পত্নীগণের অপূর্ব্ব সম্মিলিত সাপত্ন্যভাব বর্জিত শাস্ত্র বিধানযুক্ত সেবা ও তপস্যা এবং পাতিব্রত্য ধর্ম্মোপাসনা দ্বারা অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়া তাহাদিগকে সুরূপতা ও পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্তির বর দান করিলেন। কন্যাগণ নিরাময় ও পূর্ব্বরূপ রূপবতী হইলে রাজা কুশনাভ অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন কিন্তু তাঁহার মনে এক গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, তিনি জামাতা ব্রহ্মদত্তের অসীম ব্রহ্মতেজঃ ও বিজ্ঞান-জ্ঞান দেখিয়া নিজের অপুত্রকতা দূর করিবার বাসনায় সেই পিতৃভক্ত কন্যাগণকে তাহা বলিলেন; সেই সাধ্বী তাপসী পিতৃ-সেবিকা কন্যাগণ পিতার সুপুত্রের জন্য স্বামীকে সর্ব্বদা মহা প্রযত্নে অতি পরিতুষ্ট করিলেন, এবং মুনির শত পত্নী তাহাদের একটী সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ভ্রাতার জন্ম লাভের জন্য বিধান করিতে প্রার্থনা করিলেন। মুনি

ব্রহ্মদত্ত প্রীত মনে রাজা কুশনাভকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিতে ব্যবস্থা প্রদান করিলেন, সেই যজ্ঞে তিনিই পৌরহিত্য করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। কুশনাভ ব্রহ্মদত্তের আদেশমত পুত্রেষ্টি যাগ আরম্ভ করিলেন। ঐ যজ্ঞে রাজকন্যাগণের পতি ব্রহ্মদত্ত মুনি উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। ঐ সময়েই আকাশ-বাণী হইল, "এই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়াছে, এই যজ্ঞে গাধি নামে ধার্ম্মিক পুত্র জন্ম লাভ করিবে।" তৎপর রাজা কুশনাভের পুত্র গাধি জন্ম গ্রহণ করিলেন। কুশনাভ তখন পরমানন্দে সেই কন্যাগণকে ও মহাতপস্বী জামাতাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

তদন্তর মহাত্মা ব্রহ্মদত্ত তপস্যার্থ অরণ্যে গমন করিলেন। তাহার সতী ভার্যাগণ তপঃপরায়ণা হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন।

ভানুমতী

ইনি বহুকাল বিভিন্ন তপোবনে ও পুণ্যস্থানে পরম ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া বিশ্বনেত্রা নামেও অভিহিতা হইতেন। এই পরম তাপসী ভানুমতী মহারাজ ধর্ম্মমূর্ত্তির পতিব্রতা পত্নী। ইনি স্বামীর ধর্ম্ম সাধনার পথবর্ত্তিনী হইয়া স্বামীকেও জ্ঞান দান করিতেন এবং তাহার মানসিক পীড়া দূর করিয়া হৃদয়ে বিশ্বমৈত্রী ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন। মহারাজ ধর্ম্মমূর্ত্তির পুরোহিত

মহামুনি বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহর্ষে! কিরূপে আমার চিত্তের বিকলতা, দম্ভ, পরুষ ভাষণ, পররাজ্য হরণ, ক্রোধ লোভাদি অরিভাব, হিংসা, অসংযম, অসদাচার প্রভৃতি তমোভাবের তিরোভাব হইয়া সর্ব্বদা চিত্তানন্দ লাভ, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য ধারণ এবং ব্রহ্ম আরাধনায় সিদ্ধ হইয়া জগতের সকল জীব ও দেব, মানব, যক্ষ, রক্ষ কিন্নর ও গন্ধর্ব্বাদির সহিত সখ্য স্থাপন পূর্ব্বক রাজ্য শাসন ও সংরক্ষণ করিতে পারিব এবং যাহাতে পরলোকে ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভের অধিকারী হইতে পারি তাহাই আমাকে বলুন।" মহামুনি বশিষ্ঠ বলিলেন, "একমাত্র পরম ব্রহ্মের আরাধনাই সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের মূল এবং সর্ব্বপ্রকার মানসিক ও দৈহিক শোক দুঃখ নিবারণের প্রধান উপায় এবং গার্হস্থ্য আশ্রমের ব্রতাচারীর পক্ষেই তাহা সুলভ সাধ্য হইতে পারে। তাহাও যোগসিদ্ধা পতিব্রতা সতী পত্নীর আয়ত্ত বটে। তোমার বহুজ্ঞানশীলা কামরূপিণী তাপসী মহতী সতী ভানুমতীর সহযোগে সদাচারে ও তপঃসাধনায় সুসিদ্ধ হইবে।" মুনির বাক্যে মহারাজ পত্নী হইতে অনেক উপদেশ জ্ঞান, তপঃসাধনা পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগ ও আতিবাহিক দেহ ধারণ, পারমাত্মিক বিজ্ঞান-প্রশস্তি বিধান ইত্যাদি বহু বিষয় অবগত হইয়া সতী ভানুমতী সহ নির্জ্জন অরণ্যে যোগ সাধনা করিয়া মহাদেব হইতে সর্ব্বপ্রকার বাঞ্ছিত লাভে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সহস্র সহস্র রাজন্যবর্গ ও দৈত্য দানবের সহিত সন্ধি স্থাপন ও দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত

সখ্যতা বন্ধন করিয়া অতি সানন্দে রাজ্য শাসন ও দেবারাধনা করিয়া আপনি ও পত্নী ভানুমতী সহ আকাশচারী হইয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষ্মী রূপিণী পত্নী তাঁহার প্রধান শক্তি ও গুরুর ন্যায় মন্ত্রী বলিয়া গৌরবান্বিত হইতেন। তিনি মিত্রের ন্যায় সহস্র সহস্র নৃপতি পরিবেষ্টিত হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেন। কালক্রমে পত্নীসহ তপশ্চরণ করিয়া পরম ব্রহ্মলোকে সাযুজ্য লাভ করেন।

ভোগবতী

ইনি বিজয় রাজের কন্যা এবং প্রতিষ্ঠান রাজ্যের সুরসেন রাজার পুত্র বাতাশনের পরম গুণবতী ও বহু বিদ্যাবতী সাধ্বী পত্নী। ইনি আরাধনা ও চিকিৎসা বিদ্যাবলে সর্প স্বামীকে দেবতার ন্যায় অর্চ্চনা ও সেবা করিয়া দিব্য মানব রূপে পরিণত করিয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠান পুরে সুরসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন; বহু তপস্যার পর একটি পুত্র লাভ করেন, সেই পুত্রও সর্পাকার হওয়ায় তাহাকে অতি গোপনে পালন করিতেন। ধাত্রীও এ বৃত্তান্ত জানিতে পারে নাই। ক্রমে ক্রমে পুত্রের সর্ববিধ সংস্কার সম্পন্ন হইল, পুত্রের নামাকরণ হইল বাতাশন। সেই পুত্র সর্পাকৃতি হইলেও মানুষের ন্যায় কথোপকথন করিত। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ প্রার্থী হইল;

রাজা তাঁহার তপস্যা লব্ধ পুত্রের বাসনা পূরণার্থ এবং ভবিষ্যৎ বংশ রক্ষার জন্য পুত্রের বিবাহের উদ্যোগে বহুদূর দেশে ঘটক প্রেরণ করিলেন। তাহারা নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বদেশে বিজয় রাজের কন্যা অতি জ্ঞানশীলা রূপগুণবতী ভোগবতীর বিবাহ স্থির করিলেন। তদন্তর নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজা সুরসেনের অমাত্যবৃন্দ প্রচুর পরিমাণে যৌতুকাদি ও সৈন্যসামন্ত লইয়া বিজয় রাজার পুরীতে উপস্থিত হইলে রাজপুত্রকে সমাগত না দেখিয়া সকলেই বিষণ্ণ হইল। তখন অমাত্যগণ বলিল, রাজপুত্র অতি জ্ঞানবান, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তিনি বিবাহের জন্য আসিতে অতি লজ্জিত হন, সেজন্য আসিতে অসম্মত হইয়াছেন, হে রাজন্! ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের বিবাহ অনেক প্রকারে হয়; অস্ত্র ও দিব্য ভূষণের সহিত কিংবা মনঃকল্পনা বা স্বপ্নেও মূর্ত্তি দর্শনে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ বাক্যই সত্য বলিয়া বাগ্দানেই কন্যাদানের বিধান আছে; আপনি বাক্ দান করিয়া যৌতুকাদি লইয়া কন্যাকে রাজপুত্র বাতাশনের হস্তে সম্প্রদান করুন্।" মহারাজা বিজয় যৌতুকাদি গ্রহণ করিয়া কন্যা ভোগবতীকে সুন্দর রূপে অলংকৃতা করিয়া বহু দাসদাসী সহ পতিগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। নববধূ সহ বর পক্ষীয় অমাত্যবর্গ প্রতিষ্ঠান পুরীতে পৌঁছিলে মহা আনন্দ কোলাহলে উৎসব হইতে লাগিল; রাজা শূরসেন বধূসহ সমাগত বিজয় রাজের অমাত্য ও দাসদাসীগণকে যথোপযুক্ত সৎকার করিয়া বিদায় দিলেন এবং মহারাজ বিজয়কে প্রীতি

উপহার স্বরূপ বহু মূল্য ধনরত্নাদি তাহাদের সংগে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর সতী ভোগবতী বহুদিন স্বামীর আলয়ে থাকিয়া পরম যত্নে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এই দীর্ঘ কাল ভোগবতীর ভর্ত্তা বাতাশন সর্প অতি নির্জন স্থানে রত্নমণ্ডিত সুগন্ধময় গৃহে অবস্থান করিয়া ভার্যার দর্শন না পাওয়ায় তাহার মাতাকে সর্ব্বদাই বলিত, "মাতঃ! আপনার পুত্রবধূ কেন এখানে আসে না?" মাতা বার বার পুত্রের কথা শুনিয়া ধাত্রীকে বলিলেন, "ধাত্রি! তুমি বধূকে বলিবে তোমার পতি একটী সর্প, তখন সে কি বলে তাহা আমাকে জানাইবে।" ধাত্রী রাণীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ভোগবতীকে অতি নির্জ্জনে সবিনয়ে মধুর ভাবে বলিলেন, "হে ভদ্রে! আমি জানি রাজপুত্র তোমার ভর্ত্তা, তিনি মানুষ নহেন তিনি দেবতা পরন্তু তিনি সর্পাকৃতি তুমি একথা কোথাও প্রকাশ করিও না।" ভোগবতী বলিলেন, "সাধারণতঃ মানুষীদিগের ভর্ত্তা মানুষ হয়, পুণ্য বশতঃই কোনও কোনও পুণ্যবতী দেবযোনি ভর্ত্তাও লাভ করিয়া থাকেন।" ধাত্রা তৎক্ষণাৎ রাজা ও রাণীর নিকট নববধূর উক্তি সমস্তই নিবেদন করিল। রাজা ও রাণী তাহার উক্তি শ্রবণ করিয়া দুঃখাশ্রু মোচন করিতে করিতে বলিলেন, "কর্ম্মের কি বিচিত্র গতি! এরূপ মূর্ত্তিমতী জ্ঞানবতী লক্ষ্মীরূপিণী বধূর কি ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইবে না?" কিছুদিন পরে একদা ভোগবতী তাহার পূর্ব্বপরিচিতা সখীর নিকট বলিলেন, "হে সুলক্ষণে! আমার বয়স বৃথা যাইতেছে, আমার

প্রাণকান্তকে একবার দেখাও।” সখী ভোগবতীকে সেই ভীষণ সর্পের নিকট লইয়া গেল। তখন ভোগবতী নির্জ্জনে বসিয়া সুগন্ধ কুসুমাকীর্ণ শয়নে সর্পভর্ত্তাকে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, “হে কান্ত! হে প্রাণেশ্বর! আমি দেবপতি পাইয়াছি, আমি মানবী হইয়াও ধন্যা ও অনুগৃহীতা হইলাম।” ইহা বলিয়াই সর্প সহ শয়ন করিয়া সর্প ভাবনায় নানা প্রকার সংগীত, সুস্বর, সুতান, বাদ্য ও অঙ্গ সঙ্গম দ্বারা নাগপুরীর নানা প্রকার বিচিত্র নৃত্য ও খেলা করিতে লাগিলেন এবং বৈজ্ঞানিক বিদ্যাবলে ধ্যানপরায়ণা হইয়া তাহাকে সুগন্ধ কুসুম, মন্ত্রপূত পবিত্র যজ্ঞ হবি ও সুপানীয় দানে আপ্যায়িত করিয়া পরিমুগ্ধ করিলেন। সেই ভোগবতীর বিজ্ঞানসম্মত যত্ন, ক্রিয়া ও সাধনায় ক্রমে ক্রমে তাহার পূর্ব্বস্মৃতি উদয় হইতে লাগিল। সর্প রাত্রিকালে ভার্যার বৈজ্ঞানিক ব্যাপার ইত্যাদি স্মরণ করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! তুমি রাজকন্যা হইয়া ও আমাকে ভীষণ সর্প দেখিয়াও ভীত হইলে না কেন? ভোগবতী কহিলেন, “প্রভো! দৈবকৃত ঘটনা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। পতিই স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রকার গতি ও বন্ধু এবং প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহার আরাধনাই সর্ব্ব দেবতার আরাধনা ও সর্ব সৌভাগ্যের মূল।”

নাগ সহর্ষে বলিল, “আমি তোমার ঐকান্তিক ভক্তিতে প্রীত হইয়াছি, “হে চার্ব্বাঙ্গি! আমি তোমাকে কি দান করিব বল, তোমার প্রসাদে আমার পূর্ব্ব স্মৃতি উদয় হইতেছে; আমি

কর্ম্ম দোষে ভগবান্ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি, তোমার মত সর্ব্ব বিদ্যায় সুপণ্ডিতা, পবিত্রা পতিব্রতা, যোগাদি বিজ্ঞানবতী ভার্য্যার অলৌকিক যত্নে আমি পূর্ব্বাকৃতি লাভ করিতে পারিব। ভদ্রে! এক্ষণে চল আমরা উভয়ে কোন নির্জ্জন্ প্রদেশে, গৌতমী গংগা তীরে যাইয়া যোগ সাধনা করি। যোগ, যজ্ঞ, মন্ত্রাদি দ্বারা যথাবিধি ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা করিলে সকল দুঃখ দূর হইবে, পূর্ব্ব রূপ প্রাপ্ত হইব।" সতী ভোগবতী স্বামীর বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে মস্তকে বহন করিয়া গংগা তীরে নির্জ্জন অরণ্যে বহুকাল ভগবানের আরাধনা ও বিজ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া ক্রমে ক্রমে সর্প স্বামীকে মনুষ্যরূপে পরিণত করিলেন। তখন রাজপুত্র পত্নীসহ উপস্থিত হইয়া পিতামাতার নিকট দেবলোকে স্বস্থানে যাইতে প্রার্থনা করিলেন; তৎশ্রবণে মহারাজা সুরসেন পত্নীসহ আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "বৎস! তুমিই এ রাজ্যের যুবরাজ, তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্র, অতএব তুমি কিছুকাল মর্ত্ত্যধামে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকারে কুলবধু ভোগবতী সহ রাজ্য ভোগ করিয়া বহুপুত্র উৎপাদন পূর্ব্বক আমার মৃত্যুর পর দেবলোকে গমন করিও।" নাগরাজ বাতাশন, পিতৃআজ্ঞা পালন করিতে সম্মত হইয়া কমনীয়রূপ ধরিয়া পতিব্রতা মহতী সতী ভোগবতী ভার্য্যা সহ পিতৃরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই শুভ সংবাদ পাইয়া মহারাজ ভোগবতীর পিতা স্বপত্নীসহ প্রতিষ্ঠান পুরীতে আসিয়া

ভোগবতী ও জামাতাকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। তৎপর পিতার স্বর্গ গমনের পর বাতাশন নিজপুত্রকে সুশিক্ষা দানে পরম জ্ঞানবান করিয়া রাজ্যভার অর্পণ করিলেন এবং সতী ভোগবতী সহ যোগধ্যানে যুগপৎ নরদেহ ত্যাগে দিব্য দেহ ধারণ কবিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

মন্দোদরী

ইনি স্বর্গীয় ঐন্দ্রজালিক মহা বৈজ্ঞানিক ময়দানবের কন্যা। পিতার সুশিক্ষায় তিনি বিজ্ঞানবতী, মায়াবিদ্যাশীলা, ঐন্দ্র-জালিকা, তপঃসিদ্ধা, সর্ব্ববিষয়ে সুনিপুণা, সতী ও ধর্ম্মশীলা ছিলেন; লঙ্কাধিপতি ত্রিভুবন বিজয়ী রাবণ ইহার স্বামী। ইনি স্বর্গ বিজয়ী মহা শূর ইন্দ্রজিতের মাতা। অতুলনীয়া রূপগুণবতী ছিলেন। ইহার মাতা মহাজ্ঞানী ময়দানবের পত্নী শৈশবেই লোকান্তর হন; পিতামহ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া শিশুকন্যাকে সহ তপস্যার্থ বনে গমন করেন। চতুর্দ্দশ বৎসর তাহাকে বেদাদি শাস্ত্র, দানবীয় বিজ্ঞান বিদ্যা, ঐন্দ্রজালিক মায়াবিদ্যা, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। একদা রাবণ এক নির্জন তপস্যাশ্রমে কন্যাসহ দানবরাজকে দেখিতে পাইয়া প্রণত হইয়া বিশ্রবার পুত্র রাবণ বলিয়া পরিচয় দিলেন। এবং তাঁহার কন্যাকে দেখিয়া পরিণয় প্রার্থনা করেন। মহা মনস্বী ময়, মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র জানিয়াই

কন্যা মন্দোদরীকে সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। ময় বৈজ্ঞানিক বিদ্যাবলে বৈদুর্য্য মণিরত্ন ও বজ্রদ্বারা নির্ম্মিত স্বীয় পুরীতে রাবণকে আহ্বান করিয়া সর্ব্বগুণসম্পন্না অনুপমা অতি সুন্দরী কুমারী কন্যা মন্দোদরীকে প্রজ্বলিত যজ্ঞ সম্পাদনে যথানিয়মে সম্প্রদান করিলেন এবং যৌতুক স্বরূপ তপস্যালব্ধ মন্দোদরী দ্বারা পরিচালিত পরম অদ্ভুত অমোঘ শক্তি ও অন্যান্য বহুপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাস্ত্রাদি ও তৎসংস্কার শিক্ষা ও নিক্ষেপের সুকৌশল এবং মায়া বিদ্যার দানবিক গ্রন্থাদিও তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। মন্দোদরী সর্ব্বদাই স্বামীর সেবা ও শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া ভগবানের আরাধনা করিতেন। তিনি শুক্রপ্রদত্ত হোম-সিদ্ধ মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া স্বামীসহ নির্জ্জনে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। এইরূপ মন্ত্রগুপ্তিতে সিদ্ধি লাভ করিয়া ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদকে পুত্র লাভ করেন। মন্দোদরী পিতৃদত্ত তিরস্করণী বিদ্যাবলে অন্যের অলক্ষিতে গমনাগমন করিতে পারিতেন এবং তাহার পুত্রকে ও রাক্ষসগণকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। মন্দোদরী শুক্রাচার্য্য প্রণীত শিল্প শাস্ত্রের সৃষ্টি সামর্থ্যরূপ বৈজ্ঞানিক বিদ্যাও লাভ করিয়া লঙ্কার অলৌকিক কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া অশোক বনে কারাবদ্ধরূপে রাখিয়াছেন জানিয়া মন্দোদরী স্বামীকে বহু প্রকারে অখণ্ড যুক্তি ও ধর্ম্মানুমোদিত ভাবে প্রবোধ দিয়াছিলেন। তিনি

বলিয়াছিলেন, সতীর প্রতি কুবাসনাই আয়ুক্ষয়ের মূল কারণ এবং নরকের প্রথম দ্বার; রাজারা সকলের সেবক ও নায়ক, তাহার নিজের কোনও কার্য্য করিবার অধিকার নাই; তিনি নিজে গুপ্ত কাজ করিতে পারেন না। রাজার রাজ-পরিষদের অনুমতি ব্যতীত এক পদও পরিচালন করার ক্ষমতা থাকিতে পারে না। আপনি সীতাকে প্রত্যর্পণ করুন। পুনঃ পুনঃই এইরূপ সারগর্ভ উপদেশ দান করিতেন, একটা শাস্ত্রজ্ঞানহীনা দুর্ভাগা অজ্ঞ নারী শূর্পনখার কুপরামর্শে আপনার ন্যায় মহাজ্ঞানী, তপঃসিদ্ধ, নীতিজ্ঞ স্বর্গ ও পৃথিবী-বিজয়ী মহাপুরুষ আমার প্রাণপ্রিয় আরাধ্য দেবতা কিরূপে আকৃষ্ট হইয়া জ্ঞানবৃদ্ধ দিব্যচক্ষু মন্ত্রীগণের পরামর্শ ব্যতীত সীতার ন্যায় ত্রিলোক বিজয়ী রামের সতী পত্নীকে গোপনে অপহরণ করিতে অগ্রসর হইলেন, ইহার ন্যায় দুস্কৃতি পাতক, মূর্খতা ও দুঃখকর এবং বংশ ধ্বংসকর আর কি হইতে পারে। আপনার মন্ত্রীসভা দেবমন্ত্রীসভা অপেক্ষা কোনও বিষয়েও ন্যূন নহেন। আপনার ভ্রাতাদ্বয় যেরূপ অদ্বিতীয় শূর তদ্রূপ অদ্বিতীয় সুবুদ্ধিমান্ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বপ্রকারে রাজনীতিবিৎ। কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ কখনই ইহা অনুমোদন করেন নাই। আপনার এই প্রাণ-প্রিয়াকে আপনার বহু বিষয়ে গুপ্ত বিবেচনার নির্ধারণে বহুবার সাহায্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু শূর্পনখার পাপ মন্ত্রণার বেলায় আমাকেও ভুলিয়া গেলেন ইহাই দুর্দ্দৈবের চরম ফল।

নদী পৃথিবীতে অবতরণ সময়ে অগ্রে স্বীয় হ্রদ অফুরন্ত ভাবে পূরণ করিয়া সমুদ্রে গমন করে, তাহাতে তাহার জলক্ষয় হয় না, আপনাকে এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই রামের ন্যায় পুণ্যবান্ বীরকে জয় লাভের উপকরণ অক্ষয় পুণ্যকে ও তদ্রূপ অন্যান্য সম্বল সঞ্চয় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য ছিল। এক্ষণে সীতা আপনার কথা রাখে না বলিয়াই আপনি আপনার ত্রিভুবন বিজয়ী হস্তদ্বয়কে স্ত্রীবধ করিয়া কলুষিত করিবেন না, এই বলিয়া বারবার রাজাকে নিবারণ করিতেন। তদনন্তর ইন্দ্রজিৎ বধ শোকে সন্তপ্ত রাবণ "সীতার জন্যই আমার পুত্র-শোক প্রাপ্ত হইল আজ সীতাকে বধ করিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করিব" এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ-বধ শোকে তীক্ষ্ণ খড়গ লইয়া অশোক বনে ধাবিত হইলেন। শুদ্ধাচারী সুশীল সুপার্শ্ব প্রভৃতি মন্ত্রীগণ নিষেধ করিলেও লঙ্কেশ্বর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। তখন মহাপ্রাজ্ঞা, ধর্ম্মপালিকা, পুত্র-শোকাতুরা রাণী মন্দোদরী দ্রুতগতি অশোক বনে গিয়া রাজাকে বলিলেন "হে ভুবনেশ্বর, হে মতিমন্, আপনি ত বৈশ্রবণের অনুজ মহাত্মা বিশ্রবার পুত্র, আপনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, আপনি কি প্রকারে ধর্ম্মত্যাগ করিয়া বৈদেহীকে বধ করিতেছেন, আপনি ক্ষান্ত হউন ধর্ম্মই জীবের সহগামী হয়, আপনি যথাবিধি তপস্যা ও বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া কিরূপে স্ত্রীবধে উদ্যত হইয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে মৈথিলী ত অপরাধিনী নহে, আপনি সমরে রাম লক্ষ্মণকে সংহার করুন্, আপনি গুপ্ত

হোত্র সম্পাদন করিয়া আমার পিতৃদত্ত অক্ষয় শক্তি দ্বারা পুত্রহন্তা লক্ষ্মণের প্রাণ বিনাশ করুন্; সীতা আততায়ী নয়, প্রকৃত আততায়ী লক্ষ্মণ" এই বলিয়া মন্দোদরী রাজার পথ অবরোধ করিলেন। তখন রাবণ খড়্গ ত্যাগ করত রাজসভায় গিয়া ঐ শক্তি গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে গমন করিলেন এবং ঐ শক্তিশেল নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্মণকে পতিত করিলেন। তখন রাম সৈন্যে হাহাকার পড়িয়াছিল। সুষেণ বৈদ্যের উপদেশে হনুমান গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে বৈশল্যকরণী আনিয়া লক্ষ্মণকে দিলে তিনি সুস্থ হইলেন। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণকে নিধন করিতে রাবণ পুনরায় যুদ্ধে আগমন করিলেন, উভয়ের ভীষণ যুদ্ধ হইতেছিল, কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিতেছেন না। মহামুনি অগস্ত্য রামকে "আদিত্য-হৃদয়" মন্ত্রে সূর্য্যের আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন, রামচন্দ্রও যথাযথ রূপে সবিতার তপশ্চরণ করিয়া দিব্যাস্ত্র ও মন্ত্র বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে দৈত্যগুরু শুক্র আকাশবাণীতে রাবণকে বলিলেন, "রাবণ! তুমি সযত্নে মন্দোদরীসহ আমার প্রদত্ত 'মায়ামন্ত্রে' নির্জনে 'হোম' কর" তাহা সম্পাদন হইলে অব্যর্থ শরাসন, তূনীর ও শর নিচয় হোমাগ্নি হইতে উত্থিত হইবে সেই অজেয় অস্ত্র বলে তুমি জয়ী হইবে, যাহাতে হোম সম্পন্ন হয়, সত্বরে তাহা কর"। রাবণ অশরীরী বাণী শ্রবণে যজ্ঞীয় উপকরণ ও মন্দোদরী সহ নির্জ্জনে পর্ব্বত গুহায় উভয়ে

মৌনাবলম্বনে হোম আরম্ভ করিলেন। বিভীষণ গুপ্তগুহা হইতে যজ্ঞধূম উত্থিত হইতেছে দেখিয়া রামকে কহিলেন, ঐ দেখুন রাবণের যজ্ঞধূম উঠিতেছে, এই যজ্ঞ পূর্ণ হইলে কেহ তাহাকে জয় করিতে পারিবে না। সত্বরে লক্ষ্মণকে আমার সংগে দিন অথবা অন্য প্রকারে তাহার হোমবিঘ্ন করুন"। রাম কহিলেন "লক্ষ্মণকে দিতে পারিব না আপনি তেজস্বী বানরগণসহ যজ্ঞ ধ্বংস করিতে উপায় করুন্।"

রামের আজ্ঞায় বিভীষণ অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণকে যজ্ঞ-বিঘ্ন করিতে লঙ্কায় পাঠাইলেন। তাহারা বহু অনুসন্ধান করিয়াও কোনও সন্ধান না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িল। তখন এক রমণীকে কাতর ভাবে তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলে, রমণী বলিলেন, "ঐ যে পর্ব্বতাকার বৃহৎ প্রস্তর দেখিতেছ, এই প্রস্তর অন্তর করিলেই তোমরা যজ্ঞস্থান প্রাপ্ত হইবে। এই রমণীই সুরমা। বানরগণ প্রস্তর অন্তর করিয়া দেখিল যজ্ঞস্থানে রাবণ ও এক রমণী মুদ্রিত নেত্রে দৃঢ়াসনে স্রুবহস্তে ধ্যানমগ্ন রহিয়াছে। হনুমান প্রভৃতি বড় বড় বানরগণ সক্রোধে প্রহার ও হস্তে ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াও তাহাকে স্থানান্তর কিংবা তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারিল না। তদন্তর সন্নিকটস্থ তপঃসিদ্ধা মন্দোদরীকে ধ্যান ভঙ্গ করিতে বানরেরা অসহ্য তাড়না দিতে লাগিল। সতী মন্দোদরী কাতর স্বরে পতিকে রক্ষা করিতে বলিলেন, অমনি রাবণ চক্ষুরুন্মিলন করিয়া নিকটস্থ এক খড়গ দ্বারা অঙ্গদকে আঘাত করিলে অঙ্গদ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

বানরগণ কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে ভাবিয়া অঙ্গদকে নিয়া প্রস্থান করিল। তখন রাবণ মন্দোদরীকে বলিলেন, "হে ভদ্রে! এই সমস্ত ঘটনাই দৈবায়ত্ত। তুমি জ্ঞানবতী এবং ভবিষ্যৎদর্শিনী, তোমাতে অজ্ঞানতা নাই, তুমি পরব্রহ্ম জ্ঞান অবলম্বন করিয়া শোক পরিত্যাগ কর, এই শরীর প্রভৃতি জরা মৃত্যু অজ্ঞানতা-মূলক, আত্মাই একমাত্র শুদ্ধ নিষ্কল, ইহার সহিত কাহারও সংযোগ বা বিয়োগ নাই, আত্মাকে এইরূপ জানিয়া শোক পরিত্যাগ কর। আমি এখন যুদ্ধে যাইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিয়া প্রত্যাগমন করিব, নতুবা রাম বজ্র তুল্য শরে আমাকে নিধন করিবেন, তাহা হইলেও আমি তদীয় স্থান প্রাপ্ত হইব। প্রিয়ে, আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি আমার প্রেতকার্য করিবে অথবা আমার সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।"

সতী মন্দোদরী পতির ঈদৃশ সারগর্ভ ও সতীর অন্তর্ভেদী বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া অতি দুঃখিত ভাবে সন্তপ্ত হৃদয়ে বলিলেন "হে প্রাণনাথ! আমার সত্যবাক্য শ্রবণ করুন্, রামকে কেহই জয় করিতে পারিবে না, রাম সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, আমি আমার পিতার প্রদত্ত মন্ত্রজ্ঞানে রামকে প্রকৃতি ও পুরুষগণের নিয়ন্তা বলিয়া অবগত আছি। তিনি ভক্তবৎসল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি রূপে পৃথিবী ধারণ করিয়া জীব সকলের বিপদ নিবারণ করিয়াছেন; রামাবতারেও এইরূপ বিপদতারণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন. আপনি আমার পুত্র নাশ ও আপনার পুণ্যময় জীবনেরও বিনাশের জন্যই তাঁহার

লক্ষ্মীরূপিণী জগদেক পতিব্রতা সীতাকে ছলনা ক্রমে বন হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। এখনও সীতাকে রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করুন আপনার পাপ নষ্ট হইবে পুণ্যময় জীবন ধ্বংস হইবে না, আমরা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া পরম তপস্যায় চিদানন্দ লাভ করিতে পারিব।" সতী মন্দোদরীর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ বলিলেন—"হে প্রাজ্ঞে! আমি রণস্থলে পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ ও সমুদয় রাক্ষস মণ্ডলীকে রাঘব হস্তে নিধন করিয়াছি; এক্ষণে আমি বনবাসী হইয়া জীবন ধারণ করিব কি বলিয়া?"

"আমি রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া রামের বাণে বিদীর্ণ হইয়া বিষ্ণুর সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইব; আমি রামকে বিষ্ণু বলিয়াই জানি, জনকনন্দিনী সীতাকেও লক্ষ্মী বলিয়া জানি; রাম হস্তে নিধন হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইব এই জন্যই সীতাকে হরণ করিয়াছিলাম। আমি সংসার ও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত বন্ধুগণের সহিত গমন করিব; মুমুক্ষুগণ যে স্থান প্রাপ্ত হয়, আমিও রামের হস্তে নিহত হইয়া সেই পরমানন্দময় স্থান প্রাপ্ত হইব, আমার সর্ব্বপাপ দূরীভূত হইবে। আমি সংসার সমুদ্র পার হইয়া অচিরে বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইব।"

এই বলিয়া রাবণ যুদ্ধস্থলে গমন করিয়া রামের সহিত বহু যুদ্ধের পর রামচন্দ্র মাতুলির বাক্যে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া রাবণের দেহ বিদীর্ণ করিলেন। তখন আকাশে মঙ্গল

দুন্দুভি নিনাদিত হইল, বানরগণ "রামজয়" শব্দে সিংহনাদ করিতে লাগিল। দেবগণ দেখিতে লাগিলেন সূর্য্যতুল্য ভাস্কর জ্যোতি রাবণের দেহ হইতে উত্থিত হইয়া রঘুবরে প্রবিষ্ট হইল, দেবগণ বলিলেন "রাবণের মহাভাগ্য"।

ইত্যবসরে রাবণের পত্নী সকল রণভূমিতে আসিয়া পতি লঙ্কেশ্বরকে ভূতলে পতিত দেখিয়া শোকাবেগে ভূতলে নিপতিত হইলেন ; মহারাজ্ঞী মন্দোদরী সজারু সদৃশ অস্ত্র কণ্টকবেষ্টিত পতি দেহ আলিংগণ করিয়া শোকোচ্ছ্বাসে বহুপ্রকার বিলাপ করিলেন, তিনি বলিলেন "হে মহাবীর ! তুমি বীর্যবলে ত্রৈলোক্য জয় করিয়া সামান্য মানুষের সম্মুখ সমরে পরাজিত হইলে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অসহনীয় দুঃখ। তুমি যে বিজ্ঞান বলে মানবের চক্ষুর অগোচরে বিবিধ রূপ ধারণ করিতে, সমস্ত জগৎ ভ্রমণ ও বিজয় করিতেও তোমার বলক্ষয় হইত না, জগদেক মহাশূরের রামের হস্তে মৃত্যু কিছুতেই সম্ভব হয় না ; কৃতান্ত স্বয়ংই রামরূপ ধারণ করিয়া তোমাকে বধ করিতে আসিয়াছেন, অথবা প্রচ্ছন্ন বেশে পূর্ব্বাক্রোশে ইন্দ্র আসিয়া তোমাকে নিধন করিল। রাম সামান্য মানুষ নহেন, আমি যে রামকে বিষ্ণুরূপী ভগবান ভাবিয়াছিলাম তাহাই কি সত্য হইল ! হে স্বামিন্। সুরগণেরও দুষ্প্রবেশ্য এই লঙ্কা পুরীতে হনুমান যখন স্বীয় বলে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তোমাকে বার বার বলিয়াছি ; মহালক্ষ্মী সতী সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া রামের সহিত সন্ধি কর, রাম মনুষ্য বা আরাধ্য দেবতা তোমারও ইষ্ট ও বরিষ্ঠ শিব স্বরূপ। হায় ঐশ্বর্য্য গর্বে

তুমি তাহা শ্রবণ কর নাই, সতীর অবমাননা, পতি-বিচ্ছেদ ও তৎপ্রতি কুবাসনা, তোমার অক্ষয় পরমায়ুও আজ ক্ষয় করিয়াছে, হায়! তাহারই ফল ফলিয়াছে; তোমার ঐশ্বর্য্য সৈন্যবল দেহ ও স্বজনগণের বিনাশ জন্যই রোহিণী ও অরুন্ধতীর অপেক্ষাও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠা পূজনীয়া সাধ্বী সীতাকে হরণ করিয়াছিলে? হা স্বামিন্! লব্ধরূপা সীতাকে বিজন কানন হইতে হরণ করিলে কেন? তোমার ত সীতা অপেক্ষা অনেক রূপবতী অমানুষী রমণী আছে।

সীতা রূপ, গুণ, বিদ্যা, কুল বা দাক্ষিণ্যাদি বিষয়ে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হওয়া দূরে থাকুক আমার তুল্য হওয়ার যোগ্যাও নহে; কিন্তু তুমি মোহ বশতঃ ইহা বুঝিতে পার নাই; হায়, সীতা হরণই তোমার মৃত্যুর কারণ। আজ সেই সতী সীতা সৌভাগ্যবতী হইয়া পতিসহ বিচ্ছেদ বিহীন হইয়া বিহার করিবে। আমিই অভাগ্যবতী তাই চির বিধবা হইয়া শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলাম। যে আমি দেব-দুর্ল্লভ বিচিত্র অম্লান মাল্য, অমূল্য বসনভূষণ মণি মাণিক্যাদি অলঙ্কারে ভূষিত ও অতুল্য শোভায় শোভিত হইয়া অনুরূপ পরিমাণে তোমার রথে আরোহণ করিয়া সুমেরু, কৈলাস, মন্দর, চৈত্ররথ, বন ও অন্যান্য দেবোদ্যানে পরমানন্দে ভ্রমণ ও বিহার করিতাম। হায়, আজ সেই আমি মন্দোদরী হইয়াও তোমার অভাবে সমস্ত সুখে বঞ্চিত ও বর্জ্জিত হইলাম। হে স্বামিন! তুমি যে পতিব্রতা সীতাকে ধর্ষণ করিতে যাইয়া তৎকালে দগ্ধ হও নাই, তাহার কারণ

দেবগণও তখন ভয় করিয়া দূরে থাকিতেন, সময় হইলেই পাপকারী পাপের ফল প্রাপ্ত হয়, এবং যাহারা সৎকর্ম্ম করে তাহারাও সময় হইলেই শুভফল প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আজ তুমি অনন্ত দুঃখে পতিত হইলে, আর বিভীষণ আজ সুখী হইল। হায়, আমি পূর্ব্বে যাহা কখনও মনে ভাবি নাই এক্ষণে আমার সেই বৈধব্য দশা উপস্থিত হইল। মহাজ্ঞানী দানব ময় আমার পিতা, রাক্ষসাধিপতি ত্রিলোকবিজয়ী আমার স্বামী এবং দেবরাজ বিজয়ী মেঘনাদ আমার পুত্র এই বলিয়া আমি গর্ব্বিতা ছিলাম। আজ আর গর্ব করিবার আমার কিছুই নাই, তুমিই ছিলে আমার সর্ব্বস্ব ধন, মান, প্রাণ, দেহ, শান্তি, কান্তি, যশঃ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এবং ইহকাল ও পরকালের পরম ধর্ম্ম আশা ভরসা সবই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে তাই আমার নাম হয়েছে বিধবা। হে প্রভো! তুমি দুর্গম পথে যাইতেছ একাকী যাইতে পারিবে না, ধর্ম্মপত্নীর সঙ্গ ব্যতীত কোনও পুণ্যকার্য্য সিদ্ধ হয় না, এই দুঃখিনী অর্ধাঙ্গিনীকে সংগে নিয়ে যাও। আমি তোমার বিরহে প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। আমি অবগুণ্ঠন খুলিয়া নগর দ্বার হইতে পদব্রজে রণস্থলে আসিয়াছি ইহা দেখিয়াও কেন ক্রুদ্ধ হইতেছ না? হায়, এই যে প্রবাদ আছে "বিনা কারণে পতিব্রতার অশ্রুবিন্দু ভূতলে পতিত হয় না। আজ তাহা তোমার উপরেই সত্য হইল, তুমি অনেক পতিব্রতাকে বিধবা করিয়াছ। হায়! আমার হৃদয়কে ধিক, তোমার বিনাশেও ইহা বিদীর্ণ হইল না।"

মন্দোদরী এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রাবণের বক্ষঃস্থলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার অবস্থা দেখিয়া অন্যান্য সপত্নী রমণীগণও কাতর ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রামের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল, তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন "হে মানদ! তুমি শোক সন্তপ্ত মিত্র বিভীষণ ও মন্দোদরী প্রভৃতিকে প্রবোধ দান কর। তাহারা যেন শোকবিহ্বল না হয় এবং যথাবিধি রাবণের সৎকার সম্পাদন করে। লক্ষ্মণ রোরুদ্যমানা মন্দোদরী ও তাহার সপত্নীগণকে সারগর্ভ বাক্যে প্রবোধ দিলেন। হে পতিব্রতে মন্দোদরি, আপনার পিতা স্বর্গবাসী ত্রিকালদর্শী মহাত্মা ময় এবং আপনি বহুপ্রকার শাস্ত্রবিধি ও আত্মজ্ঞান পরিজ্ঞাত আছেন; যাহার জন্য শোক করিতেছেন, জন্মের পূর্ব্বে, মৃত্যুর পর এবং বর্ত্তমানে সে আপনার কে? কে কাহার জীবন দিতে বা হনন করিতে পারে? কালবশে আপনাপনি স্রোত জলে নিপতিত বালুকানিচয় যেরূপ জলের বেগে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয় তদ্রূপ জীবগণ দৈবক্রমে মিলিত ও বিচ্যুত হইয়া থাকে। যেমন বীজ হইতে অন্য বীজ উৎপন্ন হয় এবং নাও হয় বিশেষ কোনও নিয়ম নাই, সেইরূপে ঐশ্বরিক মায়াবলে বাধ্য হইয়া প্রাণীগণের সহিত পুত্রাদিরূপে সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়; সংযোগ বিয়োগ মায়া-বিজৃম্ভিত, সুতরাং শোক করা অনুচিত। যেকালে বিধাতা জন্ম মৃত্যু বিধান করিয়াছেন, জন্ম ও মৃত্যু সেই কালেই সংঘটিত হইবে। স্বয়ম্ভু ঈশ্বর প্রয়োজন সিদ্ধির অপেক্ষা না করিয়াও বালকের ন্যায় নিজসৃষ্ট পরতন্ত্র প্রাণী সকল

দ্বারা প্রাণীগণের সৃষ্টি ও সংহার করেন। জীব দেহ সংযোগ বশতঃই দেহী ; বীজ হইতে বীজান্তরের ন্যায় দেহ হইতে অন্য (পিতৃদেহ হইতে পুত্র দেহ) দেহ উৎপন্ন হয়। জীব নিত্য সুতরাং দেহ হইতে জীবাত্মা বিভিন্ন বস্তুতঃ চিরকাল প্রচলিত এই দেহধারী ও দেহী। বিভাগ অজ্ঞানতামূলক মাত্র। যেমন কাষ্ঠের সারল্য, বক্রত্ব প্রভৃতি বিকার বশতঃ অগ্নিও সরলত্ব বক্র নানারূপ প্রতীত হয়, সেইরূপ পার্থক্য জন্ম মৃত্যু হ্রাস বৃদ্ধি আত্মার ধর্ম্ম না হইলেও বুদ্ধি প্রভৃতির ধর্ম্ম বলিয়া দ্রষ্টার (আত্মার) ধর্ম্ম স্বরূপে প্রকাশিত হয়। হে মহা প্রাজ্ঞে মন্দোদরি! পতি পত্নী, পুত্র, ভ্রাতা, বিত্ত ও ধনাদি অজ্ঞানতা, এ সমুদয় ক্ষণভঙ্গুর বস্তুর ভূত-ভবিষ্যৎ বিচার না করিয়া উপস্থিত বিষয়ে ন্যায় সঙ্গত আচরণ করা কর্ত্তব্য। সত্বরে মৃত রাজার প্রেত কার্য যথাবিধি সম্পাদন করিতে যত্নবতী হউন।

তৎপর বিভীষণকে কহিলেন, এই রোরুদ্যমানা সতী পতি-পরায়ণা রাজমহিষীগণের শোক নিবারণে সচেষ্ট হও।

বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রানুশীলা দেবলোকাগতা মহাপ্রাজ্ঞা মন্দোদরী লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণে মোহ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, এক্ষণে স্বর্গকামী স্বামীর জন্য শোক করা উচিত নয় পরন্তু স্ত্রী স্বভাব বশতঃ আমরা শোকে অভিভূত হইয়াছি। জীবদেহ চির বিনশ্বর কিন্তু জীবের আত্মা অমর, অজর, অতিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অদাহ্য ; সুতরাং আমার পতি ধ্বংস হন নাই বস্তুতঃ স্থানান্তরে মর্ত্ত্যলোক হইতে সুরলোকে গমন

করিয়াছেন, এইরূপ ভাবিয়া কিয়ৎ পরিমাণে স্বস্থ হইয়া পতির সৎকারে পরম যত্নবতী হইলেন।

তিনি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া কাহাকেও অভিশাপ করিলেন না। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে বিভীষণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কপি ও রাক্ষসগণ, চারি সমুদ্রের জল, অগ্নিহোত্র, শকট, দারুপত্র, চন্দন, অগুরু ও অন্যান্য বিবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠ, সুরভি গন্ধ দ্রব্য, মণি, মুক্তা প্রবাল এবং অগ্নি সংগ্রহ করিল। বিভীষণ মাল্যবানের সমভিব্যাহারে রাবণের শব দেহে ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করাইয়া সুবর্ণময় শিবিকায় আরোহণ করাইলেন। বাহকগণ কাষ্ঠ ও শিবিকা বহন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিল।

অতি পবিত্র স্থানে স্থাপন করতঃ রাঙ্কর-আস্তরণের উপর বেদোক্ত বিধানুসারে চন্দন, কাষ্ঠ, পদ্মক, উশীর ও চন্দন দ্বারা অগ্নি কোণে চিতা নির্ম্মাণ করিয়া ঋত্বিকগণ বেদীতে অগ্নি স্থাপন পূর্ব্বক শবের স্কন্দদেশে দধি ও ঘৃতপূর্ণ স্রুব, পদে শতক, উরুদ্বয়ে উদূখল এবং অরণি ও উত্তরাণি ও অন্যান্য পাত্রসকল যথাস্থানে প্রদান করিলেন, তৎশাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষিগণের বিধানানুসারে রাক্ষসরাজের মুখাবৃত করিয়া বিভীষণ তাহার মুখে অগ্নি প্রদান করিলেন এবং স্নানান্তে আর্দ্র বস্ত্রেই বিধি করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিসমাপ্ত করিলেন। তৎকালে পতিব্রতা সতী নারী মন্দোদরী ধ্যান নিমীলিত নেত্রে পতির স্বর্গারোহণের মংগল কামনা করিয়া উপাসনায় নিমগ্না হইলেন।

শচী

ইনি পরম ধার্ম্মিক তপস্বী দৈত্যপতি পুলোমা দানবের কন্যা, দেবরাজ পুরন্দরের অতিজ্ঞানবতী ও ধর্ম্মবতী সাধ্বী পত্নী। ইনি অতিশয় রূপগুণবতী এবং সর্ব্বপ্রকার মানবী, দানবী ও দৈবী বিদ্যায় সুশিক্ষিতা। দেবরাজ ইন্দ্র নিষ্পাপ ও তপোনিরত মহাতপস্বী বিশ্বকর্ম্মার পুত্র ত্রিশিরা বিশ্বরূপকে হত্যা করায় মহাপাপ-ভারাক্রান্ত হইলে ইনি তাঁহার পাপ মোচন করেন এবং পুনর্ব্বার দৈত্য ভয়ে স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিলে তিনি কঠোর তপস্যা ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া স্বামী ইন্দ্রকে পুনঃ দেবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইন্দ্র দেবরাজ হইলেও তিনি উৎকৃষ্ট নৃপতি। তাঁহাকে বারবার পরাস্ত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াও পুনঃ পুনঃ তাহা অধিকার করিতে নানারূপ জটিল রাজনীতির আশ্রয় লইতে হয় এবং মানবাচারও গ্রহণ করিতে হয়।

বিশ্বকর্ম্মার পুত্র মহা তপস্বী বিশ্বরূপ কঠোর ব্রহ্ম-সাধনায় তপস্যা করেন তাহার তপঃঅনুষ্ঠান নিষ্কল ও নিরাকাঙ্ক্ষ, তথাপি ইন্দ্র মনে মনে কল্পনা করেন মুনি তাহার রাজ্য হরণ করিবেন। তাই তিনি তাহার তপঃ সাধনা নষ্ট করিতে অপ্সরাদি দ্বারা প্রচেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন; তৎপর কাপুরুষোচিত পাপ চিন্তায় বিমূঢ় হইয়া বিনাদোষে স্বয়ং বজ্রাঘাতে তাঁহাকে নিহত করেন তথাপি যদিই পুনর্জ্জীবিত হয় ইহা ভাবিয়া কাষ্ঠছেদক দ্বারা

তাহার ত্রিমস্তক পুনঃ পুনঃ চূর্ণীকৃত করেন।

বিশ্বরূপের আশ্রমস্থিত মুনিগণ হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং পাপাত্মা ইন্দ্রকে এই নিরপরাধ ঋষি হত্যার মহাপাপ ভোগ করিতে অভিশাপ দিলেন। ইন্দ্র ত্রিশিরাকে নিধন করিয়া নিষ্কণ্টক স্বর্গ রাজ্য ভোগ করিতে নন্দন কাননে শচীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, অন্তর্যামিনী সতী পতিব্রতা শচী স্বামীকে বিকৃত, পাপচিত্ত, চিন্তাকুল অথচ বাহিরে অতি অস্বাভাবিক হাস্য উদ্দীপনা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; শচী কহিলেন, সত্যই আপনি যদি ভাবী শত্রুকে নিহত করিয়া থাকেন তবে আপনাকে কেন বিকৃত ও পাপচিত্ত অতি মলিন ভাবাপন্ন এবং ভীত সত্যব্রত বিহীন অকীর্ত্তিগ্রস্ত পুরুষের ন্যায় অনালিঙ্গনীয় অস্পৃশ্য ভাবযুক্ত দেখিতেছি, আপনার সহস্রনয়ন হইতে যেন বিষাদযুক্ত অশ্রুবারি পতনোম্মুখ হইয়াছে, হে দেবেশ! আপনার সুপ্রভাহীন, ঘন ঘন নিশ্বাসান্বিত ভয়স্তত্র-নির্জন-নিচেতন-প্রায় দৃশ্য দেখিয়া আমি বিস্মিত ও বিমূঢ় হইতেছি। সতী শচীর বাক্য শ্রবণে ইন্দ্র অতি অস্পষ্ট অসংস্কৃত শব্দে বলিলেন, আমার বলবান শত্রু নাই বটে কিন্তু আমার সুখ শান্তি কিছুই নাই। আমি স্বর্গাসনে থাকিয়াও বিশ্বরূপ তপস্বীকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে সতত ভীত হইতেছি; প্রিয়ে, এক্ষণে আমার কি গৃহ কি বন, কি নন্দন কানন, কি অমৃত কি গন্ধর্ব্ব সংগীত কি অপ্সরা নৃত্য কি কামধেনু কি সুরকল্পতরুও আমার সুখোৎপাদনে সমর্থ নয়। এমন কি তুমিও আমার সুখ-সাধনে অসমর্থ।

জগতের সুরগণ, গন্ধর্ববগণ ঋষিগণ প্রভৃতি সর্বব সমাজে আমাকে বলিতেছে "ইন্দ্র দুরাত্মার ন্যায় বেদ প্রমাণ ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ পাপকার্য্য করিয়া নির্ম্মল চিত্ত ঋষিকে হত্যা করিয়াছে, জগতে ইন্দ্র ব্যতীত এরূপ কুকর্ম্ম আর কেহ করে নাই।" এরূপ অকীর্ত্তি ও পুণ্যবিনাশকর নিন্দা শ্রবণে আমার চিত্ত বিকল হইয়া পড়িয়াছে, যাহার কীর্ত্তি নষ্ট হয় যাহাকে পথিমধ্যে দেখিয়া লোকে উপহাস করে ও শবের ন্যায় অস্পৃশ্য ভাবে; যাহার মৃত্যুর পরও অকীর্ত্তি লুপ্ত হইবে না তাহার জীবনে ধিক্। কান্তে, এক্ষণে আমি কি করি? কোথায় যাই তুমি চিন্তা কর। এই কথা বলিয়াই ইন্দ্র মানস-সরোবরের দিকে বহির্গত হইয়া গেলেন।

দেবরাজ অন্তর্হিত হইলে স্বর্গরাজ্য অরাজক হইয়াছিল; তথায় নানারূপ উৎপাত হইতে লাগিল, তখন দেবমুনিগণ সাময়িক ভাবে নৃপতি নহুষকে ইন্দ্র নিযুক্ত করিলেন।

পার্থিব ইন্দ্র নহুষ শচী দেবীর রূপগুণ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে তাহার সেবার জন্য আনয়নের মনন করিয়া মুনিও দেবমন্ত্রীগণকে জানাইল। তাঁহারা অতি ভীত চিত্তে বলিলেন, আমরা দুরাত্মা নহুষকে ইন্দ্র করিয়াই তাহার অধীন হইয়াছি। শচী এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন, চৈতন্য লাভ করিয়া গুরু বৃহস্পতিকে বলিলেন, "হে দেবগুরো, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমি আপনার শরণাগত হইতেছি। বৃহস্পতি বলিলেন, হে বৎসে! তুমি পাপ-মোহিত

নহুষ হইতে ভীত হইও না, সে কখনও তোমায় স্পর্শ করিতেও পারিবে না, আমি তোমাকে সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কখনও তাহার হস্তে সমর্পণ করিব না, তাহার কলুষিত মন ও দেহ শীঘ্রই স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইবে। হে সুশ্রোণি তুমি নিরুদ্বেগ হও।"

পাপাত্মা নহুষ শচীকে বৃহস্পতি আশ্রয় দিয়াছেন জানিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। বৃহস্পতি সুসময় প্রতীক্ষায় শচীকে বলিলেন, তুমি পাপাত্মাকে জানাইয়া দেও ইন্দ্র জীবিত আছেন কি মৃত এবং কোথায় তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া আমি নিশ্চয়তা স্থির করিব।

শচী নহুষকে ইহা জানাইলে সে দীর্ঘ সময় দানে সম্মত হইল। বৃহস্পতি শচীকে জগদীশ্বরীর উপাসনা করিতে মহাজ্ঞান ও বিবিধরূপ মন্ত্র ও তপোবিধি শিক্ষা দিলেন। শচীদেবী ভোগ্যবস্তু সকল পরিত্যাগ করিয়া তপস্বী বেশে পতিদর্শন বাসনায় কঠোর উপাসনা আরম্ভ করিলেন; তখন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী অলৌকিক বেশে দর্শন দিয়া কহিলেন "হে ইন্দ্রপ্রিয়ে! তুমি আমাকে সুপবিত্র, সুবিধি ও সুনিয়মে ভক্তিভরে অর্চ্চনা করায় আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি আমি তোমার পতিভক্তি, পতিসেবা ও পতিপরায়ণতা, নিরুক্ত-উচ্চারণাদির পরিশুদ্ধিতা ও পারমাত্মিক দেহাত্মবোধ-জ্ঞান সাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া তোমায় দর্শন ও বর দিতেছি, তুমি কি চাও বল।" সতী শচী আনন্দ ও বিস্ময়ে যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্যা হইয়া প্রণাম করত কহিলেন, "মাতঃ আমি পতিদর্শন আকাঙ্ক্ষা করি ও নহুষ

হইতে ভয়ের শান্তি প্রার্থনা করি এবং পতি দেবতার শাপভয় বিদূরিত হউক।" দেবী "তথাস্তু বলিয়া কহিলেন, এই দূতীর সহিত মানস-সরোবরে গমন কর। তোমার বাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে।" এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

শচী দেবদূতীর সংগে তৎক্ষণাৎ মানস-সরোবরে গমন করিয়া জলমধ্যে পদ্ম-নালের ভিতরে বহুকাল পরে সুরপতিকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখন ইন্দ্র শচীকে নির্জ্জন প্রদেশে শোকাকুলা ও ভয়ভীতা দেখিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, তুমি এখানে কিরূপে আসিলে, আমি এখানে আছি এই গুপ্ত সংবাদ কিরূপে জানিলে? ইহাত স্বপ্নময়, তুমি এখানে আগমনের অলৌকিক শক্তিই বা কিরূপে পাইলে?"

শচী কহিলেন, "আমি জগদীশ্বরীর বরে এই দেবদূতীর সংগে আসিয়াছি, হে প্রভো! আপনি অনুপস্থিত হইলে দেবমুনিগণ আপনার শূন্যাসনে নৃপতি নহুষকে স্থাপন করিয়াছেন। সে পাপাত্মা বলে আমি সুরগণের অধীশ্বর, সুররাজ পত্নী আমার সেবা করুক। হে বলরিপো? ইহা অপেক্ষা আমার আর অধিক কি কষ্ট হইতে পারে? আমি এখন কি করি আমায় রক্ষা করুন"।

ইন্দ্র কহিলেন "হে বরারোহে! সময়ই সুখ দুঃখের মূল, আমি সুসময়ের অপেক্ষা করিতেছি, আমি স্বেচ্ছাক্রমে সকলের অজ্ঞাতে সুস্থির চিত্তে এই গুপ্ত স্থানে অবস্থিতি করিতেছি, তুমিও এই সময় প্রতীক্ষা করিয়া গুরুর আশ্রমে অবস্থান কর।" শচী ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,

হে মহাভাগ! আমি সেখানে কিরূপে থাকিব। নহুষ আমায় বলপূর্ব্বক বশতাপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে, গুরু বৃহস্পতি আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তিনি একেইত নিরীহ ব্রাহ্মণ, তাহাতে তিনি রাজনীতির বশতাপন্ন ও বলহীন মন্ত্রী, তিনি কি প্রকারে আমাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন, আমি রমণী কখনই স্বাধীনা নহি, তাহাতে আবার অনাথা, আমি কি করিব, আমি ত কুলটা নই পতিগতপ্রাণা পতিব্রতা, সতীত্বই আমার অবিনশ্বর পরম দৈবত-আত্মা, আপনিই তাহার একমাত্র অধীশ্বর, এখন আমার কি উপায় হইবে সেখানে আমার রক্ষক নাই।" ইন্দ্র কহিলেন, "হে বরাননে," একমাত্র সচ্চরিত্রতাই রমণীকে রক্ষা করে, অপর কোটি কোটি উপায়ে রমণীকে রক্ষা করিলেও সে পতিব্রতা হয় না, কারণ রমণীগণ চঞ্চল স্বভাব তুমি সচ্চরিত্রতাকে আশ্রয় করিয়া সুস্থির হও। নহুষ তোমাকে পুনরায় বলিলে তুমি নির্জনে তাহাকে বলিবে হে জগৎপতে আপনি দিব্য ঋষিযানে আরোহণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবেন, তাহা হইলেই আমি প্রীত-চিত্ত হইব, ইহাই আমার বাসনা যাহা দেবরাজ ইন্দ্র করিতে পারেন নাই। প্রিয়ে, সে কামান্ধ ও পাপান্ধ অবশ্যই তোমার বাক্যে সম্মত হইবে।

হে ধর্ম্মভীরু! ইহা বঞ্চনাজনক হইলেও ইহা সতীত্ব ধর্ম্ম ও প্রাণ রক্ষার জন্য পাপাত্মার বিনাশরূপ রাজদণ্ডের সেতুস্বরূপ পরম ধর্ম্ম বলিয়াই উল্লিখিত হয়।

"ন পাপানাং বধে পাপম্" পাপের বধে পাপ হয় না। জগদম্বা

সতীই তোমার পাতিব্রত্য রক্ষায় সহায় হইবেন। হয়ত কোনও বেদপারগ পুণ্যবান ব্রাহ্মণের গাত্রে পাপাত্মার পাদস্পর্শ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার ভূতলে পতন হইবে।

সতী শচী পতির উপদেশ লইয়া তাহাই হইবে বলিয়া বিদায় হইলেন এবং স্বর্গে আসিয়াই নহুষকে অতি নির্জনে দেখা করিয়া বেদপারগ ব্রাহ্মণ যানে আসিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন। নহুষও মহামায়ায় মোহিত হইয়া বেদপারগ অগস্ত্য প্রভৃতি পুণ্যমূর্ত্তি মুনিগণকে যান বহনে আহ্বান করিলে সেই ভবিষ্যৎ দৃষ্টিমান মুনিগণ এরূপ অবমাননাসূচক কার্য্য অবশ্যম্ভাবী জানিয়া নহুষের যান বহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সেই শিবিকাবাহক দেবর্ষিগণকে সর্প সর্প শীঘ্র যাও বলিয়া শিবিকায় উঠিয়া তাড়না করিতে লাগিল, হঠাৎ অগস্ত্য মুনির মস্তকে নহুষের পাদস্পর্শ হইল এবং সর্প সর্প বলিয়া কষাঘাত করিল। অমনি মুনিবর অবমাননায় ক্রুদ্ধ হইয়া নহুষকে কহিলেন "রে দুরাচার তুই যেমন বার বার সর্প সর্প বলিয়া কষাঘাত করিতেছিস্ তেমনি মহাকায় সর্প হইয়া অসীম ক্লেশভোগ করিয়া পুনরায় স্বর্গপ্রাপ্ত হইবে"। তৎক্ষণাৎ নহুষ মুনিকে অভিবাদন করিতে করিতে সহসা সর্পরূপ ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে পতিত হইল। তখন বৃহস্পতি ইন্দ্রকে মানস-সরোবরে গিয়া এই সংবাদ জানাইলে ইন্দ্র পরম আনন্দিত হইলেন এবং দেবগণ ইন্দ্রকে সমাদর পূর্ব্বক স্বর্গে আনিয়া স্বীয় সিংহাসনে স্থাপন করিয়া অভিষেক করিলেন। ইন্দ্রও সতী শচীসহ স্বর্গধামে পূর্ব্ববৎ বিহার করিতে লাগিলেন। তখন স্বর্গেও ত্রিলোকে

সতী শচীর পবিত্র সতীত্ব-গৌরব ও তপনুষ্ঠানের যশোধর্ম্ম বিস্তৃত হইতে লাগিল। এদিকে মহামুনি বিশ্বকর্ম্মা নিরপরাধ তপোনিরত পুত্র বিশ্বরূপকে নির্দয়রূপে ইন্দ্র বজ্রাঘাতে নিহত করায় ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের বিনাশার্থ অন্য এক পুত্র উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অথর্ব্ব বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা অষ্ট রাত্র হোম করিয়া আহুতি প্রদান করিলে সেই আহুতি-প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নিবৎ তেজোরাশিময় এক পুরুষ নির্গত হইল। তখন বিশ্বকর্ম্মা পুত্রকে বলিলেন, হে পুত্র! আমার তপঃপ্রভাবে তুমি বর্ধিত হও, আজ্ঞামাত্রেই গগনমণ্ডল স্তব্ধ করিয়া যমতুল্য মহাদ্রি সদৃশ স্বীয় প্রভায় বিরাজমান হইয়া পিতাকে বলিল, "পিতঃ, আমাকে কি দুষ্কর কার্য্য করিতে হইবে, আপনি আমার নাম করুন এবং কার্য্যও নির্ণয় করিয়া দিন। আমাকে আপনার শোকের কারণ বলুন, অদ্যই আপনার শোক দূর করিব, আপনি সত্বর চিন্তার কারণ ব্যক্ত করুন। যে পুত্র থাকিতে পিতা দুঃখিত থাকেন, সে পুত্রের জন্মগ্রহণের প্রয়োজন কি?" বিশ্বকর্ম্মা পুত্রের এইরূপ উৎসাহপূর্ণ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে পুত্র, তুমি যখন বৃজিন্ অর্থাৎ দুঃখ হইতে ত্রাণ করিতে সমর্থ হইয়াছ সেজন্য তোমার নাম বৃত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হউক। ত্রিশিরা নামে তোমার এক তপঃপরায়ণ ভ্রাতা ছিল, সে সকলের উপকারার্থ তপোনুষ্ঠানে রত ছিল, ইন্দ্র বিনা অপরাধে তাহাকে বজ্রাঘাতে নিহত করিয়াছে, তুমি সেই ব্রহ্মহত্যাকারী পাপিষ্ঠ নির্লজ্জ শঠ ইন্দ্রকে সংহার কর।" এই বলিয়া পুত্রকে বিবিধ

শাণিত অস্ত্র ও ধনু প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ প্রদান করিলেন। বৃত্র মহা রোষে দেবপুরীতে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র বৃহস্পতিকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি নিরপরাধে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ, তোমার বিজয়লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইয়াছেন, এ যুদ্ধ জয়ের আশা নাই। ইন্দ্র নিরাশ হইয়া দেবগণসহ রণাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াও ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেবগণ সহ পরাস্ত হইলেন। ইন্দ্র ঐরাবত পরিত্যাগ করিয়া বৃত্রের শরণাপন্ন হইলেন, বৃত্র শরণাগত ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া ঐরাবত সহ রণজয় করিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন। "পিতঃ আপনার কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছি। সমরাঙ্গনে সমস্ত দেবগণ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে ইন্দ্রের ঐরাবত আনিয়াছি, ইন্দ্র পদব্রজেই গমন করিয়াছে, আপনি ইহাদের রাজ্য ও ঐরাবত গ্রহণ করুন। ধৃত শরণাগত ব্যক্তিকে সংহার করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়াছি। এক্ষণে আজ্ঞা করুন কি করিতে হইবে? বিশ্বকর্ম্মা পুত্রের বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, পুত্র আজ আমি তোমা দ্বারাই পুত্রবান হইলাম, অদ্য আমার জীবন সফল হইল, আজ তুমি আমায় পবিত্র করিলে, এতদিনে আমার মনোবেদনা দূর হইল, তোমার অদ্ভুত বীর্য দেখিয়া আমার চিত্ত সুস্থির হইল, ঐরাবতে কিংবা স্বর্গরাজ্যে আমার কিছুই প্রয়োজন নাই, স্বর্গরাজ্যেও আমার কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই, ইহাদের রাজ্য ও ঐরাবত প্রত্যর্পণ কর। তুমি তপস্যায় গমন কর, কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না, দেবরাজ তোমার বিষম শত্রু।

তুমি তাহার সহিত কখনও মিত্রতাও করিবে না, তুমি তপস্যা দ্বারা অনুপম রাজ্য ও নিত্য সুখ লাভ করিতে পারিবে। পিতার আদেশে মহা তপস্বী বৃত্র কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মা হইতে বিশ্ব বিজয়ী বর লাভ করিয়া দেবরাজ্য পুনর্বার আক্রমণ করিলেন, বহু যুদ্ধের পর দেবগণ পরাস্ত হইলেন। ইন্দ্র বৃত্রের মুখ গহ্বরে চর্ব্বিত হইতে হইতে চীৎকার করিতে লাগিলেন, হঠাৎ জৃম্ভন যোগে উৎপাতিত হইয়া পলায়ন করিলেন। দেবরাজ্য সমস্ত বৃত্রের করতলগত হইল। তখন সরল মুনিগণ বৃত্রকে উপদেশ দিয়া ইন্দ্রের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া দিলেন। রাজ্যলোভী বিশ্বাসঘাতক পাপচিত্ত ইন্দ্র বৃত্রের বন্ধু হইয়া একদা সন্ধ্যা বেলায় সমুদ্রতীরে একাকী পাইয়া সমুদ্র ফেন মধ্যে লুক্কায়িত বজ্রদ্বারা নিহত করিল। তখন জগতের সমস্ত দেব মানবগণ ইন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রও ব্যাকুল চিত্তে রাজ্যশাসন ও ধর্ম্মচর্চ্চা হইতে বর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রাসন পরিত্যাগ করিয়া ঘূর্ণায়মান হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলে সতী শচী গুরু বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার প্রতীকার কি আছে, দেবগুরু বলিলেন মিত্রঘাতীর পাপমুক্তির অন্য কোনও উপায়ই নাই, কেবল অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা পাপ খণ্ডন বা লঘু হইতে পারে।” শচী বলিলেন, গুরো, অশ্বমেধ যজ্ঞ কিরূপে কে করিতে পারে? গুরু বলিলেন, অর্দ্ধাঙ্গিনী পত্নীসহ এক যোগে সংবৎসর পরে পূর্ণাহুতি দিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে হইবে। বৃহস্পতির উপদেশে শচী মহাশ্বমেধ যজ্ঞের

সংকল্প করিয়া সমস্ত কার্য্য সমাধা করিলেন। ইন্দ্র সংবৎসর পূর্ণ হইলে উপস্থিত হইয়া সস্ত্রীক আহুতি দিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া নিষ্পাপ হইলেন এবং ইন্দ্রাসনে অভিষিক্ত হইলেন। শচীর অশ্বমেধ যজ্ঞ এক অলৌকিক সাধনায় জগতের লোক বিস্মিত হইয়া শচীর যশঃ, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও পাতিব্রত্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

সোমদা

ইনি উর্ম্মিলা নামিকা অপ্সরার কন্যা, ইহার পিতা গন্ধর্ব্বরাজ, পতির নাম মহামুনি চুলী, ইনি সমাধি অবলম্বনে দেহত্যাগ পূর্ব্বক আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া স্বেচ্ছারূপ ধরিতে পারিতেন, তিনি পতিভক্তি বলে মানস পুত্র লাভ করিয়া পতির ব্রহ্মচর্য্য ও তপোব্রত ভঙ্গ করেন নাই। সোমদা শিক্ষা, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তপঃসাধনা এবং সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞান লাভের জন্য মহামুনি চুলীর আশ্রমে গিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবার প্রার্থনা করেন। মুনিবর তাহার বাঞ্ছিত বিষয়সমূহ শিক্ষা ও পরিজ্ঞাত হইতে তাহাকে তথায় আশ্রয় দান করিলেন। শিক্ষার্থ একাগ্রচিত্তা ধার্ম্মিকা সোমদা প্রণতা হইয়া মুনির মনোভাবানুসরণে তাহার সেবা শুশ্রূষা ও তপঃসাধনার দেব নৈবেদ্যাদি পূজোপকরণ পূর্ব্বাহ্ণেই সংগ্রহ ও সংস্কৃত করিয়া রাখিতেন।

কালক্রমে গৌরব সম্পন্ন মহর্ষি চুলী তাহার প্রতি পরিতুষ্ট

হইয়া বলিলেন "হে কল্যাণি! আমি তোমার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি তোমার মংগল হউক। তুমি বল, তোমার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে?

তখন সেই সুশীলা ভক্তিপরায়ণা সোমদা বলিলেন, "ভগবন্! আপনি মহা তপস্বী ও ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন এমন কি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব আমি আপনার নিকট ব্রহ্মোতপযুক্ত অতি ধার্ম্মিক পুত্র লাভ করিতে বাসনা করি, আপনি ব্রাহ্ম নিয়মে আমাকে তাদৃশ পুত্র দান করুন, আমি কাহারও ভার্য্যা নহি, আমি সর্ব্বদা আপনার চিরানুগতা, আপনি ব্যতীত কাহাকেও ভাবনা করি নাই।"

মহর্ষি চুলী তাহার ভক্তিপ্রবণ বাক্যশ্রবণে তাহাকে ব্রহ্মদত্ত নামে ব্রহ্মতেজস্বী এক মানস পুত্র প্রদান করিলেন। মহা তপস্বিনী সোমদা মানসপুত্র ব্রহ্মদত্তকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে গন্ধর্ব্ব বিদ্যাদি শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তপস্যা দ্বারা পুত্রের অসীম বলবীর্য্য ও রাজত্ব সুস্থির করিয়াছিলেন।

এই সতী সোমদাই বিশ্বামিত্র মহামুনির পিতামহী।

তিনি অতি সংযমশীলা ও চিরব্রহ্মচারিণী, একমাত্র স্বামীর ধ্যানেই নিমগ্না হইতেন। তাঁহার পুত্রপ্রাপ্তি কামনা ব্যতীত বিহার বাসনা কিংবা কোনওপ্রকার লিপ্সাই ছিল না; তিনি মহর্ষি চুলীর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতভঙ্গ বা নিজের সুখেচ্ছা পূরণের কল্পনাও করেন নাই। তিনি সেজন্যই গন্ধর্ব্ব-বৈজ্ঞানিক বিদ্যাজ্ঞানে মানসপুত্র লাভ করিয়াছিলেন।

বসুন্ধরা

শ্রুতিতে কথিত আছে বসুন্ধরা দেবী বরাহরূপী বিষ্ণুর সহধর্ম্মিণী তাঁহার পুত্র মঙ্গল গ্রহ। পৃথিবী মধুকৈটভের মেদ দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে তাহার নাম হয় মেদিনী। তিনি মূল প্রকৃতি হইতে পঞ্চীকরণ প্রকারে উৎপন্ন হইলে স্বর্গে মর্ত্তে পাতালে সকলে তাঁহার পুজা করেন। বরাহকল্পে ব্রহ্মা বরাহ-রূপী ভগবানকে স্তব করেন, তখন বিষ্ণু রসাতল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া জল মধ্যে স্থাপন করেন। ব্রহ্মা সেই অপরিমেয় বসুধাতলে অতি মনোহর অখিল বিশ্ব সৃজন করিলে ভগবান বরাহ সেই বিচিত্র বসুন্ধরার সহিত দৈব এক বৎসর বিহার করেন তৎপর মহতী সতী বসুধাকে তিনি ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া বলিলেন, হে বসুধে, তুমি সকলের আধারভূত হও এবং সকল মনু, মুনি, দেব, সিদ্ধ ও মানবগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হও। বসুধা বলিলেন আমি আপনার আদেশানুসারে অনায়াসে সচরাচর বিশ্ব সমস্তই ধারণ করিব। তখন দেবগণ সকলেই কাণ্বশাখোক্ত স্তবানুসারে দেবীর পূজা ও স্তব করিলেন, তাঁহারা মূলমন্ত্র উচ্চারণে নৈবেদ্য প্রভৃতি নিবেদন করিলেন। প্রথমে পৃথিবীকে বরাহদেব পূজা করেন, তাহারপর ব্রহ্মা পূজা করেন। তৎপর সমস্ত মুনি, মনু, দেব ও মানব তাহার পূজা করেন। তাহার ধ্যান—

শ্বেত চম্পক বর্ণাভাং শরৎচন্দ্র নিভাননাম্।
চন্দনোৎক্ষিপ্ত সর্ব্বাঙ্গীং রত্ন ভূষণ ভূষিতাম্॥

রত্নাধারাং রত্নগর্ভাং রত্নাকর সমন্বিতাম্।
বহ্নিশুদ্ধাং শুকাধানা সস্মিতাং বন্দিতাং ভজে ॥

স্তবং।

জয় জয় জলাধারে জলশীলে জয়প্রদে।
যজ্ঞশূকর জায়ে চ জয়ং দেহি জয়াবহে ॥
মংগলে মংগলাধারে মাংগল্যে মংগলপ্রদে।
মংগলার্থং মংগলেশে মংগলং দেহি মে ভবে ॥
সর্ব্বাধারে চ সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।
সর্ব্ব কামপ্রদে দেবি সর্ব্বেষ্টং দেহি মে ভবে ॥
পুণ্য-স্বরূপে পুণ্যানাং বীজরূপে সনাতনি।
পুণ্যাশ্রয়ে পুণ্যবতা মালয়ে পুণ্যদে ভবে ॥
সর্ব্বশস্যালয়ে সর্ব্ব শস্যাঢ্যে সর্ব্বশস্যদে ;
সর্ব্বশস্য হরে কালে সর্ব্বশস্যাত্মিকে ভবে ॥
ভূমি ভূমিপ সর্ব্বস্বে ভূমি-পাল-পরায়ণে।
ভূমিপানাং সুখ করে ভূমিং দেহিচ ভূমিদে ॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
ভূমিদান কৃতং পুণ্যং লভ্যতে পঠনাৎ জনৈঃ ॥

ষষ্ঠী দেবী

ইনি ব্রহ্মার মানস কন্যা। সেনাপতি কার্ত্তিকের প্রাণাধিকা প্রিয়া সাধ্বী ভার্য্যা প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ-স্বরূপা বিষ্ণু মায়া পুত্র দায়িকা মাতৃকা বলিয়া বিখ্যাতা সিদ্ধিযোগিনী। মৃতের প্রাণপ্রদা,

বালকগণের আয়ুপ্রদা ও রক্ষাকারিনী, ইনি প্রিয়ব্রতের মৃত পুত্রকে প্রাণ দান করিয়াছিলেন। তিনি অপুত্রার পুত্র দান করেন, মৃতবৎসার পুত্র দোষ দূর করেন, দরিদ্রের ধন দেন এবং সর্ব্বকর্মের সুফল প্রদান করেন। শিশুদের সূতিকা গৃহে, ষষ্ঠ দিবসে একুশ দিনে ও সর্ব্বপ্রকার শুভ কার্য্যে ইহার পূজা করিলে দীর্ঘ আয়ু ও বীর পুত্র দান করেন।

সাম বেদোক্ত পুত্র ফলপ্রদ। চিরজীবী সুপুত্র লাভের অব্যর্থ স্তোত্রটী লিখিত হইল; প্রিয়ব্রত তারই পত্নী মালিনী এই স্তব দ্বারা ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিয়া মৃত পুত্রকে জীবিত করিয়াছিলেন। শিক্ষিতা ভক্তিপরায়ণা পতিব্রতা পুত্র-কল্যাণ আকাঙ্ক্ষীদের জন্য সংস্কৃত শ্লোকেই তাহা লিখিত হইল।

স্তোত্র

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সিদ্ধ্যৈ শান্ত্যৈ নমো নমঃ।
শুভায়ৈ দেবসেনায়ৈ ষষ্ঠ্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ।
বরদায়ৈ পুত্রদায়ৈ ধনদায়ৈ নমো নমঃ।
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ ষষ্ঠ্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥
সৃষ্টেঃ ষষ্ঠাংশ রূপায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ।
মায়ায়ৈ সিদ্ধ যোগিন্যৈ ষষ্ঠী দেব্যৈ নমো নমঃ।
সারায়ৈ শারদায়ৈ চ পরা দেব্যৈ নমো নমঃ।
বালধিষ্ঠাতৃ দেব্যৈ চ ষষ্ঠী দেব্যৈ নমো নমঃ
কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যৈ ষষ্ঠী দেব্যৈ নমো নমঃ।
প্রত্যক্ষায়ৈ স্বভক্তানাং ষষ্ঠী দেব্যৈ নমো নমঃ।

প্রত্যক্ষায়ৈ স্বভক্তানাং ষষ্ঠী দেব্যৈ নমো নমঃ।
পূজ্যায়ৈ স্কন্দ কান্তায়ৈ সর্ব্বেষাং সর্ব কর্ম্মসু ॥
দেব-রক্ষণ-কারিণ্যৈ ষষ্ঠী দেব্যৈ নমো নমঃ।
হিংসা-ক্রোধ বর্জ্জিতায়ৈ ষষ্ঠী দেব্যৈ নমো নমঃ ॥
ধনং দেহি প্রিয়াং দেহি পুত্রং দেহি সুরেশ্বরি।
মানং দেহি জয়ং দেহি দ্বিষো জহি মহেশ্বরি ॥
ধর্ম্মং দেহি যশো দেহি ষষ্ঠী দেব্যৈ নমো নমঃ।
দেহি ভূমিং প্রজাং দেহি বিদ্যাং দেহি সুপূজিতে ॥
কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি ষষ্ঠী দেব্যৈ নমো নমঃ।
ইতি দেবীঞ্চ সংস্তূয় লেভে পুত্রং প্রিয়ব্রতঃ ॥
যশস্বিনঞ্চ রাজেন্দ্রং ষষ্ঠী দেব্যাঃ প্রসাদতঃ ॥
ষষ্ঠী স্তোত্রমিদং ব্রহ্মন্ যঃ শৃণোতি তু বৎসরম্ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং সুচির জীবনম্।
বর্ষমেকঞ্চ যো ভক্ত্যা সম্পূজ্যেদং শৃণোতি চ ॥
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে।
বীরং পুত্রঞ্চ গুনিণং বিদ্যাবন্তং যশস্বিনম্।
সুচিরায়ুষ্য বন্তঞ্চ সূতে দেবী প্রসাদতঃ।
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ ॥
বর্ষ শ্রুত্বা লভেৎ পুত্রং ষষ্ঠী দেবী প্রসাদতঃ।
রোগ-যুক্তে চ বালেচ পিতা মাতা শৃণোতি চেৎ।
মাসেন মুচ্যতে বালঃ ষষ্ঠী দেবী প্রসাদতঃ ॥

মৈত্রেয়ী

ইনি মহর্ষি মৈত্রেয়ের সাধ্বী পত্নী, সর্ব্বগুণশ্রেষ্ঠা, পতিব্রতা, নিত্যব্রতা, সত্যব্রতা, বিদ্যাব্রতা, তপোব্রতা, ধর্ম্মব্রতা ও জ্ঞানব্রতা সপ্তব্রত রূপিণী সিদ্ধা বলিয়া বিখ্যাতা।

মহামুনি মৈত্রেয় বলিয়াছেন, আমি এই সর্ব্বসদ্‌গুণশীলা, বিদ্যাবতী পত্নী হইতে অনেক জ্ঞান, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের বিশুদ্ধ ভাব ও ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, ইনি পত্নী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। এরূপ নিষ্কল ধর্ম্মপরায়ণা পত্নীর অর্চ্চনা করাই মানবের কর্ত্তব্য। সতী পত্নীরা যে মায়ের ন্যায় অকৃত্রিম স্নেহ-প্রবণা, গুরুর ন্যায় সদুপদেশ দানে যত্নশীলা, পরিচারিকার ন্যায় সেবিকা, শিক্ষয়িত্রীর ন্যায় নীতিদায়িনী এবং দেবীর ন্যায় রক্ষাকারিণী ছায়ারূপে সর্ব্বত্র বিরাজমানা হন, তাহাই এই মৈত্রেয়ীর সদাচারে আমি সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতেছি। ইনিই আমার তপস্যার চিরসঙ্গিনী হইয়া যথার্থ বিশ্বপ্রেম ও ব্রহ্ম সাধনার উত্তম বর্ত্ম প্রস্তুত করিয়াছেন। দেবকল্প স্বামীর এইরূপ প্রশংসা বচনেই সতী মৈত্রেয়ী জগতে চিরপ্রসিদ্ধা হইয়া রহিয়াছেন।

গোমাতা সুরভী

ইনি গবাধিষ্ঠাত্রী দেবী, আদি গো-মাতা ; রাধিকার প্রিয় সহচরী, বৃন্দাবনে ইহার জন্ম হয়। ইনি বাঞ্ছাকল্পলতা স্বরূপা, সকলেরই বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। একদা রাধিকানাথ ভগবান হরি রাধিকাসহ বৃন্দাবনে কৌতুক-বশতঃ ক্ষীর পানেচ্ছায় স্বেচ্ছাময়ী দেবী সুরভীকে আপনার বামপার্শ্ব হইতে উৎপন্ন করেন এবং সবৎসা সুরভীকে নবভাণ্ডে দোহন করিতে শ্রীদামাকে আদেশ দেন। শ্রীদামা সুধা হইতেও উত্তম ক্ষীর-দুগ্ধ জরা মৃত্যুহর পয়ঃ দোহন করিতে করিতে শতযোজন দীর্ঘ ও বিস্তৃত এক সরোবর পরিপূর্ণ করেন, ইহাই গোলোকের প্রসিদ্ধ ক্ষীর-সরোবর। ভগবান হরি স্বয়ং ইহার ক্ষীর পান করেন এবং রাধিকা ও তাঁহার সহচরী গোপিকা সকল ও গোপগণ পানে পরিতৃপ্ত হন।

দেবী কামধেনু তাহার রোমকূপ হইতে কোটি কোটি গবী ও বৎস উৎপন্ন করেন।

তাহারা সমস্ত জগৎ ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়। ভগবান প্রথমে গোমাতার অর্চ্চনা করেন তৎপর ত্রিভুবনে তাহা প্রচার হয়, এবং গো-মাতার অর্চ্চনা, পূজা ও পয়ঃপানে দেবমানবগণ নির্জ্জর ও সর্ব্বসুখ সৌভাগ্য লাভ করেন, ঘরে ঘরে গোমাতা জীবের দুঃখ দূর করিতে অতিশয় সংযমশীলা হইয়া অবস্থান করেন। দীপান্বিতার পরের দিন ইহার পূজা করিতে হয়। একদা

দেবলোকে দুগ্ধের অভাব হইলে জগৎ ধ্বংস হইতেছে দেখিয়া দেব ঋষিগণ ব্যাকুল হইয়া বিষ্ণুর আশ্রয় লন, তিনি গোমাতা সুরভীর পূজা করিতে ইন্দ্রকে আদেশ দেন। ইন্দ্র যথাবিধি ঋক্‌বেদোক্ত ধ্যান ও স্তব দ্বারা সুরভী দেবীর আরাধনা করিয়া সিদ্ধমনস্কাম হন, তদবধি দেবলোকে গোক্ষীরের অভাব হয় না। ইন্দ্র যে স্তব করিয়াছিলেন তাহা লিখিত হইল। প্রত্যেক মানবের একটী গবী পোষণ করিয়া অর্চ্চনা করিলে আর কাহারও দুঃখ থাকে না।

ইন্দ্র স্তব

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সুরভ্যৈ চ নমো নমঃ।
গবাং বীজ স্বরূপায়ৈ নমস্তে জগদম্বিকে॥
নমো রাধাপ্রিয়ায়ৈ চ পদ্মাংশায়ৈ নমো নমঃ।
নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ চ গবাং মাত্রে নমো নমঃ॥
কল্পবৃক্ষ স্বরূপায়ৈ সর্বেষাং সততং পরে।
ক্ষীরদায়ৈ ধনদায়ৈ বুদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ॥
শুভায়ৈ চ সুভদ্রায়ৈ গোপ্রদায়ৈ নমো নমঃ।
যশোদায়ৈ কীর্ত্তিদায়ৈ ধর্ম্মদায়ৈ নমো নমঃ॥
স্তোত্র শ্রবণ মাত্রেণ তুষ্টা হৃষ্টা জগৎপ্রসূঃ।
আবির্ভুব তত্রৈব ব্রহ্মলোকে সনাতনী॥
মহেন্দ্রায় বরং দত্বা বাঞ্ছিতঞ্চাতি দুর্লভম্।
জগাম সা চ গোলোকং যযু দেবাদয়ো গৃহম্॥

বভুব বিশ্বং সহসা দুগ্ধপূর্ণঞ্চ নারদ।
দুগ্ধং ঘৃতং ততো যজ্ঞ স্ততঃ প্রীতিঃ সুরস্য চ॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ।
স গোমান্ ধনবাংশ্চৈব কীর্ত্তিমান্ পুত্রবান্ তথা॥
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে কৃষ্ণ-মন্দিরে॥

লক্ষ্মী দেবী

ইনিই পরমেশ্বরী মূল প্রকৃতি সমুদ্র হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছেন। ইনি শতযুগ কঠোর তপস্যা করিয়া ভগবান দেব-দেবেশ্বর বিষ্ণুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি রূপে, গুণে, ঐশ্বর্য্যে, যশে, ধর্ম্মে সৎকর্ম্মে বিষ্ণু সেবায় ও জগৎ প্রতিপালনে অদ্বিতীয়া, তাঁহার তুলনা তিনিই। ইনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য দাত্রী সৃষ্টির আদিতে প্রথমে ব্রহ্মাই ইহার পূজা করেন, তৎপর সর্ব্বদেবগণ ও দেবরাজ পুরন্দর এবং দক্ষ, সাবর্ণি, কুবের, মঙ্গল, প্রিয়ব্রত প্রভৃতি মনু মানবগণ ইহার আরাধনা করিয়া পৃথিবীশ্বর ও নিধীশ্বর হইয়াছেন।

দেবরাজ ইন্দ্র দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ হইতে শ্রীহীন অবস্থায় বিচ্যুত হন। তখন জগৎ এক বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাদি দেবতা ও মুনিগণ মহাবিষ্ণুর শরণাপন্ন

হন এবং এই গুরু পাতক মুক্ত হইতে লক্ষ্মীর অর্চনা করিতে উপদেশ দেন। তৎপর ইন্দ্র শুদ্ধচিত্তে কঠোর নিয়মে সর্ব্বপ্রকার উপচারে অর্চ্চনা করিয়া শাপমুক্ত হন এবং স্বর্গশ্রী ও ঐশ্বর্য্য পুনঃ প্রাপ্ত হন। তিনি কাণ্বশাখা উক্ত যে স্তোত্র দ্বারা আরাধনা করিয়াছিলেন তাহা দেওয়া গেল। ভক্তিভরে বিশুদ্ধ চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাসে তীর্থ স্থানে দেবালয়ে গংগাতীরে পাঠ করিয়া ভক্তগণ সিদ্ধকাম হইয়া পরম সৌভাগ্য লাভ করেন।

পুরন্দর উক্ত স্তোত্র

নমঃ কমলবাসিন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ।
কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ সততং মহালক্ষ্ম্যৈ নমো নমঃ॥
পদ্মপত্রেক্ষণায়ৈ চ পদ্মাস্যায়ৈ নমো নমঃ।
পদ্মাসনায়ৈ পদ্মিন্যৈ বৈষ্ণব্যৈ চ নমো নমঃ॥
সর্ব্ব সম্পৎস্বরূপিণ্যৈ সর্ব্বারাধ্যৈ নমো নমঃ।
হরিভক্তিপ্রদাত্রৈ চ হর্ষদাত্রৈ নমো নমঃ॥
কৃষ্ণবক্ষস্থিতায়ৈ চ কৃষ্ণেশায়ৈ নমো নমঃ।
সম্পত্ত্যধিষ্ঠাত্রী দেব্যৈ মহাদেব্যৈ নমো নমঃ॥
নমো বৃদ্ধি স্বরূপায়ৈ বৃদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ।
বৈকুণ্ঠে যা মহালক্ষ্মী যা লক্ষ্মীঃ ক্ষীরসাগরে।
স্বর্গ লক্ষ্মীরিন্দ্র গেহে রাজলক্ষ্মী নৃপালয়ে।
গৃহলক্ষ্মীশ্চ গৃহিনাং গেহে চ গৃহদেবতা॥

সুরভিঃ সাগরে জাতা দক্ষিণা যজ্ঞ-কামিনী ।
অদিতি দেবমাতা ত্বং কমলা কমলালয়ে ॥
স্বাহা ত্বং চ হবির্দ্দানে কব্য দানে স্বধা স্মৃতা ।
ত্বং হি বিষ্ণু স্বরূপা চ সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা ॥
শুদ্ধ-সত্ত্ব স্বরূপা ত্বং নারায়ণ পরায়ণা ।
ক্রোধ-হিংসা বর্জ্জিতা চ বরদা শারদা শুভা ॥
পরমার্থ প্রদা ত্বঞ্চ হরিদাস্য প্রদা পরা ।
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং ভস্মীভূত মসারকম্ ॥
জীবন্মৃতঞ্চ বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সর্ব্বং যয়া বিনা ।
সর্ব্বেষাঞ্চ পরা মাতা সর্ব্ববান্ধব-রূপিণী ॥
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং তঞ্চ কারণ-রূপিণী ।
যথা মাতা স্তনান্ধানাং শিশূণাং শৈশবে সদা ॥
তথা ত্বং সর্ব্বদা মাতা সর্ব্বেষাং সর্ব্বরূপতঃ ।
মাতৃহীনং স্তনান্ধস্তু স চ জীবতি দৈবতঃ ॥
ত্বয়াহীনো জনঃ কোঽপি ন জীবত্যেব নিশ্চিতম্ ।
সুপ্রসন্ন স্বরূপা ত্বং মাং প্রসন্না ভবাম্বিকে ॥
বৈরিগ্রস্তঞ্চ বিষয়ং দেহি মহ্যং সনাতনি ।
অহং যাবৎ ত্বয়া হীনো বন্ধুহীনশ্চ ভিক্ষুকঃ ॥
সর্ব্ব সম্পৎ বিহীনশ্চ তাবদেব হরিপ্রিয়ে ।
জ্ঞানং দেহি চ ধর্ম্মঞ্চ, সর্ব্ব সৌভাগ্যমিপ্সিতম্ ॥
প্রভাবঞ্চ প্রতাপঞ্চ সর্ব্বাধিকার মেব চ ।
জয়ং পরাক্রমং যুদ্ধে পরমৈশ্বর্য্য মেব চ ॥

ইত্যুক্ত্বা চ মহেন্দ্রশ্চ সর্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ।
প্রণনাম সাশ্রুনেত্রো মূর্চ্ছা চৈব পুনঃ পুনঃ॥

সরস্বতী

ইনি কৃষ্ণের জিহ্বাগ্র হইতে উৎপন্না, সর্ব্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ইনি রাধিকার দেহের অর্দ্ধাংশ স্বরূপিণী। কৃষ্ণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া চতুর্ভুজ নারায়ণকে এই দেবীকে ভজনা করিতে আদেশ দিলেন এবং দ্বিভুজ নারায়ণকে রাধিকাকে সমর্পণ করেন।

কৃষ্ণই প্রথমে সরস্বতীর পূজা করেন। তৎপর ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু তাঁহার পূজা করিলেন, তারপর অনন্ত ধর্ম্ম, মুনীন্দ্রগণ, মনুগণ, নৃপগণ ও মানবগণ সকলেই তাঁহাকে পূজা করিলেন। এইরূপে নিত্য রূপিণী সরস্বতী সকলের পূজা প্রাপ্ত হইলেন। নারায়ণ কহিলেন "হে নারদ! জগন্মাতা সরস্বতীর কাণ্বশাখোক্ত পূজা বিধি ও স্তব বলিতেছি। ইহা অব্যর্থ ফলপ্রদ। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ইহার অর্চ্চনা করিতে হয়। পূর্ব্বে পুণ্য-ভূমিতে ভারত ক্ষেত্রে জাহ্নবী তীরে নারায়ণ বাল্মীকিকে এই মন্ত্র ও স্তব প্রদান করেন, তৎপর অমাবস্যা তিথিতে ভৃগুমুনি শুক্রকে মারীচ মুনি পূর্ণিমা তিথিতে বৃহস্পতিকে ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া বদরিকাশ্রমে ভৃগুকে, জরৎকারু মুনি ক্ষীরোদ সাগরে আস্তিক মুনিকে, বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গ পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি

ঋষ্যশৃঙ্গকে, শিব, কণাদ ও গৌতমকে ; সূর্য্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়ণকে, অনন্তদেব পাণিনিকে ও ভরদ্বাজকে এবং পাতালে বলির সভায় শাকটায়নকে এই মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। মনুষ্যগণ চতুর্লক্ষবার জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করে। যে ব্যক্তির মন্ত্রসিদ্ধি হয় সে সর্ব্ববিষয়ে বৃহস্পতির তুল্য হয়।

নারায়ণ বলিলেন যে স্তব দ্বারা মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি।

যাজ্ঞবল্ক্য স্তব

কৃপাং কুরু জগন্মাত মামেব হততেজসম্
গুরু শাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্ ॥ ১
জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং বিদ্যাং শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিনীম্
গ্রন্থ-কর্তৃত্ব শক্তিঞ্চ সুশিষ্যং সুপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ২
প্রতিভাং সৎ সভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্।
লুপ্তং সর্ব্বং দৈবযোগাৎ নবীভূতং পুনঃ কুরু ॥ ৩
ব্রহ্ম স্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী।
সর্ব্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ ॥ ৪
বিসর্গ-বিন্দু-মাত্রাসু যদধিষ্ঠান মেব চ।
তদধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ ৫
ব্যাখ্যা স্বরূপো যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাত্রী রূপিণী।
যয়া বিনা প্রসংখ্যাবান্ সংখ্যাং কর্তুং ন শক্যতে ॥ ৬

কাল সংখ্যা স্বরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ।
ভ্রম্ সিদ্ধান্ত রূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭
স্মৃতিশক্তি জ্ঞানশক্তি বুদ্ধিশক্তি স্বরূপিনী।
প্রতিভা কল্পনাশক্তি র্যাচ তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৮
ইতুক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ভক্তিনম্রাত্ম কন্ধরঃ।
প্রণনাম নিরাহারো রুদোদশ্চ পুনঃ পুনঃ। ৯
জ্যোতীরূপা মহামায়া তেন দৃষ্টাপ্যবাচতম্।
সুকবীন্দ্র ভবেত্যুক্ত্বা বৈকুণ্ঠঞ্চ জগামহ ॥ ১০
যাজ্ঞবল্ক্য কৃতং বাণী স্তোত্রমেতৎ তু যঃ পঠেৎ।
স কবীন্দ্রো মহাবাগ্মী বৃহস্পতি সমো ভবেৎ ॥ ১১
মহামূর্খশ্চ দুর্বুদ্ধি বর্ষমেকং সদা পঠেৎ।
স পণ্ডিতশ্চ মেধাবী সুকবীন্দ্রো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১২

সীতা

ইনি জনক রাজের পালিতা কন্যা, অযোনিসম্ভবা, শ্রীরামের সাধ্বী পত্নী। বহুবিধ শাস্ত্র জ্ঞানে ও জ্যোতিষে লাক্ষণিক বিদ্যায় সুনিপুণা ছিলেন। রামচন্দ্র পিতৃআজ্ঞায় বন গমন কালে ইহাকে সঙ্গে নিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইনি বহুবিধ যুক্তি বাক্যে স্বামীর যুক্তি সব খণ্ডন করিলে রাম তাহাকে ও লক্ষ্মণকে সহ বনে গমন করেন। তিনি রামকে একটি বিষয়ে বিবেচনা

করিতে স্মরণ করাইয়া দেন। যাহারা মুনিব্রতাচারী হইয়া বনবাসী তাহারা জীবহিংসাকর অস্ত্র ধারণ করেন না। রামচন্দ্র অন্য যুক্তি সব ত্যাগ করিয়া কেবল বলিলেন, আমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের শস্ত্র পরিত্যাগের বিধি নাই। সীতা বলিয়াছিলেন অস্ত্র ত্যাগ না করিলে জীবহিংসা মহাপাপ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে।

তাঁহারা বহুদিন পর্য্যটন করিয়া দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটিতে পর্ণ-কুটীরে অবস্থান করিতেছিলেন। রামের আজ্ঞায় লক্ষ্মণ মায়াবিনী শূর্পনখার নাসা ছেদন করিলে তাহার ভ্রাতা খর দূষণের সঙ্গে বহু যুদ্ধ হয় এবং রাক্ষসগণ নিহত হয়। শূর্পনখার বাক্যে রাবণ মারীচকে স্বর্ণমৃগরূপে সীতার সন্নিকটে প্রেরণ করে, সীতা ও রাম তাহার মায়ারূপে বিমোহিত হন; রাম মৃগ ধরিতে অগ্রসর হন, লক্ষ্মণ বলিলেন, ইহা রাক্ষসের মায়া, রাম বলিলেন, রাক্ষস হইলেই ক্ষতি কি, ইহাকে বধ করিয়া মুনি ও নিরীহ বনবাসীর প্রাণ রক্ষা করিব। রাম লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষক রাখিয়া মৃগ ধরিতে বহুদূরে গমন করিলেন। রাম রাক্ষসকে নিধন করিলেন। রাক্ষস মৃত্যুকালে রামের স্বরে লক্ষ্মণকে আসিতে আহ্বান করিল, তাই রাম দ্রুত আসিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ সীতার কটূক্তিতে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, যিনি সমস্ত জগৎ পরাস্ত করিতে পারেন তিনি কখনও কাতরোক্তি করিতে পারেন না, আপনার ভ্রমবুদ্ধি বশত বিপদ সমাগত হইতেছে। এই বলিয়া গমন করিলেন, রাবণ অমনি সীতাকে নিয়া রথে তুলিয়া লঙ্কায় গমন করিল, পথে জটায়ুর সহিত যুদ্ধ হয়, জটায়ু

ক্ষতাঙ্গ হইয়া পতিত হয়। সীতা ক্রন্দন করিতে করিতে অলঙ্কারাদি নিক্ষেপ করেন, হনুমান তাহা কুড়াইয়া সুগ্রীবকে দেন। রাম লক্ষ্মণ শূন্য গৃহ দেখিয়া ব্যাকুল হন, তখন জটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। জটায়ু রামকে বলিলেন বড়ই প্রলয়ঙ্কর বিন্দুযোগের ফলে আপনার ও সীতার ভ্রম হয় এবং আজ মারীচও পাপমতি হয়, আমিও যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছি। এই যোগ ফলে কাহারও কর্ম্ম সফল হয় না, রাবণ অপহৃতা সীতাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাহা আপনি পাইবেন। রাবণের নিধন কাল উপস্থিত হইতেছে। এই বলিয়া পক্ষীরাজ প্রাণত্যাগ করিলেন; তৎপর রামচন্দ্র সুগ্রীবের সাক্ষাৎ পাইয়া অলঙ্কার দেখিয়া বহু শোক করেন এবং তাহার সহিত মিত্রতা করিয়া সুগ্রীবের হৃত রাজ্য দেন। সুগ্রীব বহু সৈন্য ও হনুমানকে লঙ্কায় পাঠাইয়া দেন। হনুমান লঙ্কায় অশোক বনে সীতার সহিত বানর বেশে সংস্কৃত ভাষায় রামের বিবরণ কহিয়া দেখা করেন এবং লঙ্কা দগ্ধ করিয়া সীতাকে পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিতে বলেন। সীতা হনুমানকে পবিত্র ও ধার্ম্মিক মনে করিয়াও পরপুরুষ স্পর্শ করিবেন না বিবেচনায় অস্বীকৃত হন এবং শিরোমণি দান করেন। হনুমান ঐ মণিসহ কিস্কিন্ধ্যায় আগমন করিয়া সংবাদ দেন। সুগ্রীব রামচন্দ্র ও বানর সহ লঙ্কা সাগর বন্ধন করিয়া রাবণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ মেঘান্তরে থাকিয়া রাম লক্ষ্মণকে যুদ্ধে মৃতপ্রায় দেখিয়া সীতাকে দর্শন করাইলে সীতা পতিকে মৃতাবস্থা দেখিয়াও নিজের জ্যোতিষজ্ঞানে

অবৈধব্য রাজপত্নী ও পুত্রবতী হইবেন বিশ্বাস করিয়া মনকে স্থির করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই রাম লক্ষ্মণ নিরাময় হইলেন। 'রামজয়' ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সীতা শান্ত হইলেন। তৎপর যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ ও রাবণকে নিধন করিয়া সীতাকে রাম উদ্ধার করিলেন। শুধু লোকাপবাদ ভয়েই রাম সর্ব্বলোকের মনোরঞ্জন অভিপ্রায়ে সীতাকে অগ্নি পরীক্ষা দিয়া গ্রহণ করেন।

তৎপর অযোধ্যায় আসিয়া রামচন্দ্র সীতা সহ রাজত্ব করেন। আবার লোকাপবাদ হয়। রামচন্দ্র প্রজারঞ্জন জন্য পুনর্ব্বার গর্ভবতী সীতাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে বনবাস দেন। অন্তর্যামী মুনি তাঁহাকে তাপসীগণ সহ আশ্রমে প্রতিপালন করেন। সীতার দুই পুত্র জন্মে, তাহারা বহু বিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে মুনির সঙ্গে লব কুশ আসিয়া রামায়ণ গান করেন, তখন পরিচয় হয়, মুনি বাল্মীকি সীতাকে নিয়া অযোধ্যায় আসেন। আবার রামচন্দ্র সীতাকে পরীক্ষা দিতে বলেন। সতী সীতা মাতা বসুমতীকে তখন আহ্বান করেন। ভূমি ফাটিয়া নাগ-বাহিত রত্ন সিংহাসন সমুত্থিত হইলে সীতা তাহাতে আরোহণ করিয়া বসুমতী মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া সিংহাসন সহ পাতালে প্রবেশ করেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত দ্বিতীয় ভাগ সতীশতকে ২৬-১৫২)

শশিকলা

ইনি কাশিরাজের কন্যা, অযোধ্যাপতি সুদর্শনের সাধ্বী পত্নী, ইনি রাজ্যচ্যুত বনবাসী নির্ধন সহায়হীন সুদর্শনকে মনে মনে বরণ করেন। সুদর্শন প্রকৃত সুদর্শন এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন। কিন্তু তাহার বিমাতার পিতা যুধাজিৎ বহুশক্তিশালী তিনি বলপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া তাহার পিতৃরাজ্য দখল করেন এবং তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য দেশে দেশে চর নিযুক্ত করেন। সুদর্শনের মাতা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে পুত্রসহ বাস করেন।

কাশীরাজ ও শশিকলার মাতা শশিকলাকে এই দীনহীন পাত্রকে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াও বিফল হন। তৎপর স্বয়ংবর সভা আহ্বান করেন। সুদর্শনও উপস্থিত হন এবং রাজচক্রবর্ত্তী যুধাজিত দৌহিত্রসহ উপস্থিত হন এবং বহু রাজপুত্রগণ স্বয়ংবর সভায় সমাগত হন। শশিকলা স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইয়া পাপদৃষ্টি চক্ষে পতিত হওয়াও সতীর পক্ষে অতি গর্হিত পাপ ও লজ্জাজনক বলিয়া অস্বীকৃত হন এবং পরের দিনের জন্য স্বয়ংবর সভা স্থগিত থাকে। এদিকে পরমজ্ঞানশীলা শশিকলা দেবী ভগবতীর আরাধনা করিয়া বর লাভ করেন এবং সুদর্শনই তাহার স্বামী হইবেন জানিয়া পিতামাতাকে বলেন। পিতা রাত্রিতে বিবাহকার্য্য সম্পাদন করেন। প্রভাতে কাশীরাজ জামাতা সুদর্শনকে শশিকলার আদেশ মত কতক যৌতুক, রথ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া বিদায় করেন এবং সভায় উপস্থিত রাজগণকে

সবিনয়ে জানাইয়া মার্জনা চান। তিনি বলেন আমার জ্ঞানশীলা, ধর্ম্মপ্রাণা মেয়ের মনে মনে বরণ করা সুদর্শনকে কিছুতে ত্যাগ করিয়া অন্য বরকে বরণ করিতে সম্মত করিতে পারি না, সেজন্য গত রাত্রিতে বিবাহ সম্পাদন হইয়াছে। আমাকে ক্ষমা করুন। অধিকাংশ জ্ঞানবান রাজপুত্রগণ ইহাতে পরিতুষ্ট হইয়া কাশীরাজের আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করেন। কিন্তু যুধাজিৎ ও তাহার অনুগত বিবাদপ্রিয় রাজগণ সুদর্শনকে নিহত করিয়া শশিকলাকে হরণের জন্য সুদর্শনের পথ অবরুদ্ধ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন শশিকলা যেন দৈবশক্তি লাভ করিয়া রথ চালনায় অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিলেন। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সুদর্শনের চারিদিগ শত্রুগণ বেষ্টন করিল, সুদর্শন ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিকে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রথবেগে কোন কোন রাজসৈন্য ভূলুণ্ঠিত হইল। দেখিতে দেখিতে অনেকেই হত ও আহত হইয়া পলায়ন করিল এবং কেহ কেহ বৃথা লোকক্ষয় করা ত্যাগ করিলেন, কিন্তু মহা পরাক্রমী যুধাজিত ভীষণ বেগে সুদর্শনের রথের নিকটবর্ত্তী হইলে সুদর্শন শরাঘাতে তাহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং বৈমাত্র ভ্রাতাকে বন্ধ করিয়াও মুক্তিদান করিলেন, তখন যুধাজিতের পক্ষীয় সুদর্শনের পিতা ধ্রুব সন্ধির মন্ত্রী ও সেনাপতিগণ বালক সুদর্শনের অনুগত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন ধ্রুব সন্ধির কর্ম্মচারীগণ সহ শশিকলা পিতা কাশীরাজ সুবাহুর বাসস্থানে স্বামীসহ গমন করিলেন এবং কয়েক দিন তথায় থাকিয়া নিষ্কণ্টক হইয়া সুদর্শন তাহার মাতা ও

পত্নীসহ অযোধ্যায় পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইয়া পরমানন্দে হৃতরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সুদর্শন বিমাতা শত্রুজিতের মাতা রাণী লীলাবতীকে প্রবোধ বাক্যে ও অর্চ্চনা করিয়া শোক- বিহীন করিলেন এবং ভ্রাতা শত্রুজিৎকেও যুবরাজ করিলেন। শশিকলা শাশুড়ী ও শ্বশুরের ও স্বামীর সেবা করিয়া দেবী ভগবতীর সেবায় নিবিষ্ট হইলেন।

মালতী

ইনি গন্ধর্ববরাজ চিত্ররথের কন্যা এবং মহাত্মা উপবর্হনের সাধ্বী পত্নী, ইনি মালাবতী নামেও অভিহিতা হইয়াছেন।

একদা তাহার পতি গন্ধর্ববরাজ দেব সভায় পুষ্কর তীর্থে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া গান করিতে করিতে রম্ভার দিকে দৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা তাহার মানবোচিত ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাকে গন্ধর্বব যোনি ত্যাগ করিয়া মানব যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার অভিশাপ দেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ধ্যানাবলম্বনে মনঃসংযমনী প্রাণহারিণী বিদ্যাবলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার প্রধান পত্নী সাধ্বী মালাবতী স্বামীকে বক্ষে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি বহুপ্রকারে স্বামীর গৌরব ও স্বামী ও স্ত্রীর অভেদাত্মা ও দেহ বিভাগ হইতেই পারে না, তিনি সকল দেবতার নিকটেই ইহা সত্য শাস্ত্র বাক্য ও অকাট্য যুক্তি দ্বারা

বুঝাইলেন, তথাপি কোনও দেবতাই তাহার স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিতে স্বীকৃত হন নাই, তখন তিনি দেবতাদিগকেও মানবের ন্যায় স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর বলিয়া সতীত্ব বলে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন, দেবগণ ভয় পাইয়া বিষ্ণুর সহিত মন্ত্রণা করিয়া বালক ব্রাহ্মণ বেশে বিষ্ণুকে সতীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সাধ্বী মালতী বিষ্ণুরূপী ব্রাহ্মণ বালকের বাক্যে স্থির হইলেন এবং উভয়ের মধ্যে বহুবিধ আত্মিক, সাত্বিক দৈহিক, নৈতিক, বৈদিক, বৈজ্ঞানিক, দৈবিক ও আধ্যাত্মিক এবং পরিশেষে আয়ুর্বেদিক বিষয়ে গবেষণা ও আলোচনা হইয়া উপবর্হন গন্ধর্ব্বরাজের জীবন দান করাই স্থির হয় এবং নিজ নিজ তেজ ও শক্তিদ্বারা তাহারা তাহা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কমণ্ডলু জল দ্বারা শবগাত্র ধৌত করিলেন, তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মনঃসঞ্চার ও সুন্দর কান্তি দৃষ্ট হইতে লাগিল। জ্ঞানানন্দময় স্বয়ং শিব তাঁহার জ্ঞান করিলেন,তখন ধর্ম্ম, ধর্ম্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মণ জীবন দান করিলেন, বহ্নি তাহার জঠরানলে প্রবেশ করিলেন, জগতের প্রাণরূপ বায়ুদেবের অধিষ্ঠান হেতু তাহার নিশ্বাস ও প্রাণের সঞ্চার হইল। তৎপর সূর্য্যের অধিষ্ঠানে দৃষ্টিশক্তি, বাণী দেবীর অধিষ্ঠানে বাক্যশক্তি ও শ্রীদর্শনে শোভা প্রকাশিত হইল, তথাপি পরমাত্মার অনধিষ্ঠান হেতু বিশিষ্টবোধ কিম্বা উত্থান শক্তি হইল না, জড়ের ন্যায় শয়ান রহিলেন। অনন্তর সাধ্বী মালতী ব্রহ্মার বাক্যানুসারে পুষ্কর তীর্থ নদী জলে স্নান করিয়া ধৌত বসনযুগল পরিধান পূর্ব্বক স্তব করিতে

লাগিলেন। মালতী বলিলেন, "যে পরমেশ্বর বিনা এই ভূমণ্ডলে প্রাণীগণ শববৎ প্রতীয়মান হয়, আমি সেই সর্ব্বাত্মন পরমাত্মাকে বন্দনা করি, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর এবং নিরীহ ও নির্লক্ষ্য ও জগতের সার সেই নির্গুণ পরমেশ্বর পরমাত্মাকে আমি অবলা হইয়া কি প্রকারে স্তব করিতে সমর্থ হইব? যাহাকে স্তব করিতে অনন্তদেব সহস্র বদনেও সমর্থ নহেন এবং ব্রহ্মা, মহেশ্বর, গণেশ, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতিও যাহার স্তবে অক্ষম এমন কি স্বয়ং মায়াও যাহার মায়ায় মোহিত হইয়া স্তবে অসমর্থা, স্বয়ং লক্ষ্মী সরস্বতীও যাহার স্তব করিতে অক্ষম, বেদবিদ্ বিদ্বান্ কি স্বয়ং বেদ সমূহই যাহার স্তবে পরাঙ্মুখ আমি সামান্য স্ত্রীলোক তাহাতে শোকার্ত্তা হইয়া সেই পরাৎপর পরমশ্বরকে কি প্রকারে স্তব করিব? মালতী এই প্রকারে বাক্য সকল উচ্চারণ করিয়া তুষ্ণী ভাবে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন, মালতী ঈশ্বরকে এইরূপ ব্যাকুল চিত্তে বারবার প্রণাম করায় নিরাকৃতি ঐশশক্তি তাহার স্বামীর অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান করিবামাত্র গন্ধর্ব্বকুমার তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া স্নান ও বস্ত্র যুগল পরিধান পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ বীণা ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ ও দেবগণকে প্রণাম করিলে দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল এবং দেবগণ সেই পুনর্মিলিত গন্ধর্ব্ব দম্পতীর উপরে পুষ্প বর্ষণ ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সতী মালতী পতি প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলেন ও অসংখ্য ধনরত্ন দান করিলেন এবং বেদপাঠ ও মংগল কার্য্য সম্পাদন করিয়া মহোৎসব ও হরিনাম কীর্ত্তন

করিতে লাগিলেন এবং দেবগণ ও বিপ্ররূপী জনার্দ্দন স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। মালতী কৃত স্তব স্তবরাজ নামে প্রসিদ্ধ হইল। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এই স্তব পাঠ করেন তিনি সকল বাসনা পূর্ণ করিয়া হরিদাস্য লাভে সমর্থ হন।

সতী মালতী স্বামীর মনোরঞ্জন জন্য বিবিধ কেশ-বিন্যাসপূর্ব্বক সময়োচিত স্বামীর মনোরঞ্জনে ও শুশ্রূষায় রত হইলেন। তদনন্তর বহুকাল পরে পূর্ণমনস্ক হইয়া যথাসময়ে গন্ধর্ব্বরাজ প্রাণ ত্যাগ করিলে তৎকালেই সাধ্বী মালতীও ভারতীয় পুষ্কর তীর্থে ব্রহ্মার যজ্ঞকুণ্ডে বাঞ্ছিত কামনা পূর্ব্বক প্রাণ পরিহার করিলেন।

(২য় খণ্ড সতীশতকে ১৭৭-২০২ পৃষ্ঠায় এই বিবরণ বিস্তৃত ভাবে পাঠ করিতে পারিবেন। ইহা বহুকাল পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।)

শকুন্তলা

ইনি বিশ্বামিত্র মুনির কন্যা, মেনকা অপ্সরার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। কণ্ব মুনি ইহাকে পালন করেন। ইনি সম্রাট দুষ্মন্তের সাধ্বী পত্নী, ইনি জ্ঞানে বিদ্যায় সত্যে ধর্ম্মে ও সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন, মহারাজা দুষ্মন্ত ইহার অলৌকিক ক্ষমতায় ও যৌক্তিকতায় পরাস্ত হইয়া নিরুত্তর হইয়াছিলেন। পরে দৈববাণী শ্রবণে ইহাকে পরমানন্দে গ্রহণ করিয়া ইহার সেবায় ও ধর্ম্মোপদেশে সুখময় জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

শকুন্তলা কণ্ব মুনির যত্নে ও সুশিক্ষায় অতি ধর্ম্মপরায়ণা ও জ্ঞানশীলা এবং পতিব্রতা হইয়াছিলেন। একদা রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় গিয়া পথভ্রষ্ট হইয়া মুনির তপোবনে আশ্রয় লন, গৃহে শকুন্তলা ছিলেন, তিনি অতি সমাদরে বিবিধ উপচারে ফল-মূল ও পানীয় দ্বারা আতিথ্য করেন, রাজা কন্যার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া কন্যাকে নির্জ্জন তপোবনে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করেন, কন্যা লজ্জিত হন শেষে স্বীকৃতা হন, তবে তাহার গর্ভে যে পুত্র সন্তান হইবে তাহাকে রাজত্ব দিতে রাজার স্বীকৃতি লইয়াছিলেন। তাহার গর্ভে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত এক পুত্র হয়। তাহার তিন বৎসর বয়স হইলে মুনি পুত্র ও শিষ্যসহ স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দেন। রাজাকে প্রণাম করিয়া শকুন্তলা কহিলেন, রাজন্ ! আপনার এই পুত্র আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আপনি এই দেবতুল্য পুত্রকে গ্রহণ করুন এবং ইহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন্। শকুন্তলার বাক্যে রাজার স্মরণ হইলেও তিনি অতি কটূক্তি করিলেন। বলিলেন, রে দুষ্টা তাপসী তুমি কাহার ভার্য্যা তোমার সহিত ধর্ম্ম অর্থ বা কাম বিষয়ে কিছুই আমার মনে হইতেছে না, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। শকুন্তলা আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন, আমি মহামুনি বিশ্বামিত্রের ঔরসজাত কন্যা এবং মেনকার গর্ভে আমার জন্ম, আমি কণ্বমুনির পালিতা ও শিক্ষা পাইয়া কখনই মিথ্যা কথা বলিতে পারি না। আপনি আপনার আত্মাকে বঞ্চনা করিয়া পুত্রকে বর্জ্জন করিতেছেন। পিপীলিকাগণ ক্ষুদ্রপ্রাণী হইয়াও প্রসূত

অণ্ড প্রাণপণে রক্ষা করে, বামাগণ আত্মার জন্মক্ষেত্র, পতি তাহাতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, আপনার অঙ্গসম্ভূত পুত্রকে গ্রহণ করিয়া পোষণ করুন। এই প্রকার বহু উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অমর্ষ ভরে রাজা কহিলেন, এই পুত্র আমার কিনা তাহা জ্ঞাত নহি, স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, বিশেষতঃ তোমার জননী ব্যভিচারিণী নির্ম্মোকের ন্যায় তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র তোমার পিতা তুমি তাহার সন্তান হইয়া পুংশ্চলীর ন্যায় অশ্রদ্ধেয় বাক্য বলিতেছ, তোমার কি লজ্জা হয় না ? রে দুষ্ট তাপসি ! তুমি এখান হইতে গমন কর। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহর্ষি কোথায়, মেনকাই বা কোথায়, কৃপণাবেশ ধারিণী তুমিই বা কোথায় ? তুমি যথেচ্ছা গমন কর। ক্রোধযুক্তা শকুন্তলা কহিলেন, রাজন্ ! আপনি আপনার অপরিমিত ছিদ্র দেখিয়াও দেখেন না পরের ক্ষুদ্র ছিদ্রই দেখিতেছেন। মেনকা ত্রিদশগণেই রতা, ত্রিদশগণই তাঁহার অনুরক্ত বিশ্বামিত্র আমার পিতা। হে রাজেন্দ্র ! মেরু ও সর্ষপের ন্যায় আমাদের উভয়ের পরস্পর প্রভেদ দেখুন, আপনি ভূতলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন আমি অন্তরীক্ষে বিচরণ করিতে পারি। আপনি বর্ত্তমান দেখিতে পারেন আমি ভূত ভবিষ্যৎ দেখিতে পারি। আপনার আত্মবঞ্চনা আমার চক্ষে ভাসিতেছে, বিরূপ ব্যক্তি যাবৎ আত্মমুখ দর্শন না করে তাবৎ আপনাকে অন্য ব্যক্তি হইতে রূপবান মনে করে, যখন আদর্শে মুখ দেখে তখন প্রভেদ বুঝিতে পারে। সাধু লোক বৃদ্ধ লোকের সম্মান করিয়া

যেরূপ সন্তুষ্ট হয় দুর্জ্জনেরা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া সেইরূপ আহ্লাদিত হইয়া থাকে। হে রাজন্! ধর্ম্মকীর্ত্তি ও মনের প্রীতি-বর্দ্ধন পুত্রকে ত্যাগ করিবেন না। সত্য, ধর্ম্ম ও আত্মাকে রক্ষা করুন। শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতেও এক সৎ পুত্র শ্রেষ্ঠ। রাজন্! সকল বেদ অধ্যয়ন ও সকল তীর্থে অবগাহন এক সত্য বাক্যের সমান হয় কিনা সন্দেহ; সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই। মিথ্যা অপেক্ষা আর তীব্রতর পাপও নাই, আপনি সত্য বর্জ্জন করিয়া মিথ্যার আশ্রয় লইতেছেন কেন? রাজন্, আমার নিকট যে নিয়ম পালন করিবেন তাহা রক্ষা করুন। রাজন্, সত্যই পরম ব্রহ্ম, সত্যই পরম নিয়ম। তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে অতি মধুর তানে দৈববাণী হইল।

"হে দুষ্মন্ত, মাতা চর্ম্মকোষস্বরূপা, তাহাতে পিতা আপনিই পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন, অতএব তোমার এই পুত্রকে ভরণ-পোষণ কর, শকুন্তলাকে অবজ্ঞা করিও না। হে নরদেব, স্ববীর্য্য-সম্ভূত সন্তান শমন সদন হইতে উদ্ধার করে, এই পুত্রকে তুমিই গর্ভাধান করিয়াছ। শকুন্তলা যাহা বলিয়াছে তাহাই সত্য, আমাদের বাক্যানুসারে তোমাকে এই পুত্রের ভরণ-পোষণ করিতে হইবে এই জন্য এই পুত্রের নাম ভরত হইবে।"

রাজা এই বাক্য শুনিয়া পুরোহিত অমাত্যবর্গ ও সভাসদগণকে বলিলেন, আপনারা এই দেবদূতের বাক্য শ্রবণ করিলেন, আমিই এই পুত্রের জনক, আমি যদ্যপি শকুন্তলার

বাক্যানুসারেই গ্রহণ করিতাম তবে প্রজাসাধারণ সংশয় করিয়া আমাকে অশ্রদ্ধা করিত। তখন রাজা বিশুদ্ধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কুমারের পিতৃ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ করতঃ আলিঙ্গন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ ও বন্দীগণ স্তুতি পাঠ করিলেন। তখনই শকুন্তলাকে ধর্ম্মানুসারে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "হে পতিব্রতে! তুমি আমার সাধ্বী প্রণয়িণী, তোমাকে ক্ষমা করিলাম।" দুষ্মন্ত ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। শকুন্তলা ধর্ম্ম অর্থ ও কামের অবিরোধে স্বামী সহ পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

(দ্বিতীয় খণ্ড ২৩২-২৪৯ পৃঃ দেখুন)

সুলভা

ইনি 'প্রধান' রাজর্ষির কন্যা, ইহার নাম সুলভা। ইনি সত্যযুগে মোক্ষ শাস্ত্র ও ইন্দ্রিয় সুখ সমুদয় সমাধান করত যোগ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারিণী ভিক্ষুকী হইয়া একাকিনী মহীতলে বিচরণ করিতেন। তিনি যোগ-সাধনা দ্বারাই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ বা অচেতন না করিয়াও অন্যের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সহিত মিলিত হইতে এবং সকল বিষয়ই সুপরিদর্শন করিতে পারিতেন। তাঁহার স্থূল দেহও তাহার গতির সংগে চালিত হইত।

তিনি সমস্ত জগৎ ভ্রমণ করিয়া ত্রিদণ্ডীগণের নিকট অবগত হইলেন, মিথিলা দেশে সন্ন্যাস ফলদর্শী ধর্ম্মধ্বজ জনক নামে বিখ্যাত ভূপতি আছেন; তিনি মোক্ষ ধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠ। ভিক্ষুকী অতি সূক্ষ্ম কথা শ্রবণ করিয়া যোগ বলে পূর্ব্বরূপ পরিত্যগ করিয়া অন্য এক অনুত্তম রূপে মুহূর্ত্তে জনক রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। ,এবং ভৈক্ষাচর্য্য ছলে মিথিলেশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহার মনোময় দেহে প্রবেশ করিয়া মিলিত হইলেন। রাজর্ষি তাঁহার সৌকুমার্য্য শরীর দর্শনে ইনি কে, কেন আসিলেন, মনে মনে চিন্তা করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। নৃপতি তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া অর্চ্চনা করিলেন। সুলভা তখন পরিতৃপ্ত হইয়া সংশয় :চ্ছেদন করিতে রাজার চক্ষু ও বুদ্ধি আকৃষ্ট করিয়া যোগবলে নৃপতিকে বশীভূত করিতে লাগিলেন। রাজা জনকও আপনার অজেয়ত্ব অভিমানে সুলভার আশয়ের অভিভব করিবার অভিপ্রায়ে তাহার অভিপ্রায় নিজ অভিপ্রায় দ্বারা মিলিত করিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা স্থূল চিহ্ন রহিত করিয়া মনোময় দেহে মিশিয়া এক হইয়া গেলেন। এক অধিষ্ঠানে কথোপকথন হইল। জনক কহিলেন, ভগবতি! শাস্ত্র জ্ঞান, বয়ঃক্রম অথবা জাতিতে সদ্ভাব বা সম্মিলন হয় না, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে আপনি কোন জাতি, কাহার কন্যা, কোন স্থান হইতে কিরূপে দ্রুতগতি রাজপ্রহরীগণকে অলক্ষিতে লঙ্ঘন করিয়া আমাতে প্রবেশ করিলেন? আমি ভিন্ন অন্য কেহ যাহার

বক্তা নাই আপনাকে তাহাই হইতে দেখিতে পাইলাম। আপনি আমার মাননীয়া হইয়াছেন। আমি যাহার নিকট হইতে শিক্ষা পাইয়াছিলাম, তিনি পরাশরের সগোত্র মহাত্মা বৃদ্ধ ভিক্ষু পঞ্চশিখ; তাঁহার নিকটেই আমি সাংখ্য জ্ঞান, যোগ ও রাজবিধি এই ত্রিবিধ মোক্ষ ধর্ম্মের পথেই সংচরণ করিয়া সংশয়াপনোদন করিয়াছি। আমি রাজ্য হইতে বিচলিত হই নাই। আমি রাজাদিগের সহিত ভিক্ষুকদিগকে সমান জ্ঞান করিতেছি। আশ্রম পরিত্যাগ করিলেও জ্ঞানই যদি মোক্ষ প্রাপ্তির কারণ হয় তবে ত্রিদণ্ডী ধারণে কি ফল হইবে? রাজাদের রাজভূষণে যে অনুরাগ যদি সন্ন্যাসীরও সন্ন্যাস চিহ্নিত ত্রিদণ্ডী, মস্তক মুণ্ডন ও বল্কল কমণ্ডলুতে সে আকর্ষণ থাকে তবে সেগুলি বিলাস দ্রব্যের ন্যায় উৎপথ স্বরূপ। হে ভিক্ষুকি! অকিঞ্চনা থাকিলেই মুখ্য হয় না এবং বিকিঞ্চনা হেতুতেও বন্ধন ঘটে না, আমি মোক্ষরূপ পাষাণ শাণিত দ্বারা বন্ধন-রূপ রাজঐশ্বর্য্য পাশ ছেদন করিয়াছি। হে সুন্দরি, প্রত্যক্ষ প্রকারে মুক্ত হইয়াছি। অথচ যোগ প্রভাবও রহিয়াছে, কিন্তু বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমুদয় তোমাতে আশ্রয় করিয়াছে, এজন্য আমার সংশয় হইতেছে তুমি যোগসিদ্ধা ব্রাহ্মণী অথবা যক্ষ রাক্ষস যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মায়া বিস্তার করিতেছ তোমার ত্রিদণ্ড ধারণের চেষ্টা একান্ত অসদৃশ।

যেহেতু তাহাতে শরীর শোষণাদির আবশ্যকতা আছে; কিন্তু তোমার তাহা নাই। এই ব্যক্তি মুক্ত কিনা এইরূপ

সংশয় বশতঃ আমাকে অভিভূত করিতে উদ্যোগ করিতেছে? কিন্তু কাম-সংযুক্ত যোগীগণের ত্রিদণ্ড ধারণ বিহিত নহে। তুমিও আশ্রম পরিচায়ক চিহ্ন রক্ষা কর না। আমার শরীরে প্রবেশ করত তোমার যে ব্যভিচার ঘটিয়াছে শ্রবণ কর। আমার রাজ্যে বহু সৈন্য ও প্রহরী আছে। কাহার সাহায্যে প্রবেশ করিলে, কাহার নিকট হইতে শিখিয়া আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণী, আমি ক্ষত্রিয়, আমাদিগের একত্র যোগ হইতে পারে না, সুতরাং বর্ণসংকর করিয়াছ, : তুমি মোক্ষ ধর্ম্মে অবস্থান করিতেছ আমি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিতেছি, এই আশ্রম সংকরতাও তোমার দ্বিতীয় কার্যকর দোষ। তুমি আমার সগোত্র কি সমান গোত্র তাহা আমি জানি না, তুমিও আমাকে জান না. যদি সগোত্রের শরীরে প্রবেশ করিয়া থাক তবে তোমার বর্ণসংকর দোষ হইয়াছে; পক্ষান্তরে যদি তোমার পতি জীবিত থাকে তবে পরভার্য্যা অগম্যা, সুতরাং চতুর্থত ধর্ম্ম সংকর দোষ হইয়াছে। অতএব এসব বিষয় অগ্রে না জানিয়া প্রবেশ করা তোমাব উচিত হয় নাই। তুমি কার্য্যাপেক্ষিণী হইয়া অবিজ্ঞান অথবা মিথ্যা জ্ঞান বশতঃ প্রথমতঃই এসব অকার্য্য করিয়াছ। বিশেষতঃ যদি নিজ দোষে কোনও পুরুষের প্রতি স্বাধীনতা প্রকাশ কর তবে তাহা শাস্ত্র নিষিদ্ধ, এজন্য তোমার যে কিছু শাস্ত্রজ্ঞান আছে তাহাও নিরর্থক। তুমি প্রকাশ্যে নির্গত হইয়াছ ইহাতে তোমার প্রীতি বিঘাতক লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তুমি আমাকে জয় করিতে

অভিসন্ধি করিয়াছ এমন কি আমার পরিষদের সুবিজ্ঞ সমস্ত পণ্ডিতগণকে জয় করিতে তোমার অভিলাষ আছে। মৎপক্ষে প্রতিঘাত স্বপক্ষের উদ্ভাবনার জন্য পূজ্যগণের প্রতি কূট দৃষ্টি করিতেছ ; যোগ সমৃদ্ধির মোহে তুমি বিষ ও অমৃতের ঐক্যের ন্যায় তোমার পূর্ব্বেকার যোগ বুদ্ধির সহিত ভ্রমবুদ্ধির সংযোজনা করিতেছ ? ইহাও তোমার চিত্ত বিভ্রম। তুমি যদি স্বকার্য্য সাধন জন্য অথবা কোন মহীপতির কার্য্যবশতঃ আমি মুক্ত কিনা ইহা জানিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া থাক তবে তোমার সত্য গোপন করা উচিত নহে, নৃপতির নিকট মিথ্যা বেশে গমন দণ্ডনীয় ইত্যাদি··· ··· ··· ··· ··· ···বহু প্রশ্নের পরেও সুলভা নৃপতির এই সমস্ত কল্পিত অসত্য, রূঢ়, অপ্রিয় বাক্য, প্রশ্ন ও অসামঞ্জস্য উক্তিতেও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, পরন্তু নৃপতির সুদীর্ঘ বাক্যাবলীর অবসান হইলে সেই চারু দর্শনা চারুতর বাক্ বলিতে লাগিলেন—রাজন্! গুরুতর অক্ষর সংযুক্তত্ব প্রভৃতি বক্ষ্যমান নববিধ বাক্যদোষ ও কামাদি নববিধ বুদ্ধি দোষবিহীন অষ্টাদশগুণযুক্ত সঙ্গতার্থ সূক্ষ্ম বাক্য প্রমাণ রূপে অভিহিত হয়।

··· ··· ··· ···বাক্যের বহু প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন এবং বলিলেন, আমি প্রাঞ্জল ও প্রসিদ্ধ অর্থ সমন্বিত শ্লাঘ্য বিশেষণ যুক্ত সংক্ষিপ্ত অষ্টগুণান্বিত অসন্দিগ্ধ পরমোৎকৃষ্ট কথাই বলিব, তাহাতে গুরুতর অক্ষর নাই, অশ্লীল অমঙ্গল ও ঘৃণাকর শব্দ নাই, অনৃত, অসংস্কৃত অথবা ধর্ম্ম কাম অর্থ এই ত্রিবর্গের

বিরোধী নহে। তাহাতে অসংগত পদ নাই, তাহা নিষ্প্রয়োজন ও যুক্তিহীন নহে। আমি, কাম, ক্রোধ, ভয়, দৈন্য, দর্প, দয়া, লজ্জা এবং অভিমান বশতঃ কোন কথা বলিব না। রাজন্! বক্তা, শ্রোতা ও বাক্য সমান ভাবে প্রীতি আকর্ষণ করিবে, ইহাই বক্তৃতার গুণ। আমার বাক্য সম্পত্তি সম্পন্ন অর্থসমন্বিত বাক্য তোমার শ্রবণ করা উচিত। তুমি নির্ম্মলচিত্ত পরমসিদ্ধ নিষ্কল যোগ সাধক নহ; তাহা হইলে তোমার চিত্তে আমার নাম, ধাম, বংশ, বিদ্যা, জ্ঞান, আগমন বার্ত্তা ও কর্ত্তব্য বিষয় সকল প্রতিভাত হইত, আমাকে জিজ্ঞাসার কিছুই প্রয়োজন ছিল না, অসিদ্ধ যোগীর ন্যায় তোমার মনে এত কূট কল্পনা, অসত্য ধারণা, বৃথা গঞ্জনার সৃষ্টি হইত না। আমি তোমাকে স্পর্শ বা পরীক্ষা করিতে আসি নাই, আমার মনোময় দেহ তোমার মনোময় দেহে প্রবেশ করিয়া তোমার যোগ সাধনা, ধর্ম্ম জ্ঞান সাধনা কল্পনা সর্ব্বপ্রকার গুণ দোষ অবগত করিয়া দিয়াছে। মনের জাতি, ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, স্ত্রী পুরুষ যুবক যুবতী স্পর্শ জ্ঞানের কিছুই স্বাতন্ত্র্য নাই, মন আত্মা পরমেশ্বর তাহার প্রতি তোমার দেহজ্ঞান অতি অজ্ঞান মানবের ন্যায় ব্যক্ত হইয়াছে; আমার যে সুন্দর দেহ দেখিতেছ তাহাও মনের দর্পণ। নতুবা তোমার সহস্র সহস্র সৈনিক দৌবারিক ও লক্ষ লক্ষ জনতা আমাকে বারণ করিতে বা দেখিতে পায় নাই কেন? এই মনোজ্ঞ দেহ নিয়া তোমার লৌহদ্বার বদ্ধ হর্ম্ম্যে কে আসিতে পারে তাহাও কি তোমার ভাবিতে উচিত ছিল না? তুমি নিজে পরম সিদ্ধপুরুষ বলিতেছে এবং তোমার যশঃ নষ্ট

ও তোমাকে পরাজয় করিতে আমি তোমার গুণ পরীক্ষা করিতেছি এই তমোভাব, লজ্জা ও পরশ্রীকাতরতা যাহার মনে হইতেছে তাহাকে রাজর্ষি সাধক বলা যায় না, তোমার পরিষদের বিজ্ঞতম পণ্ডিতগণই বিচার করুন। তোমার মান, অভিমান, আহার নিদ্রা, দর্প, অপমান ও তমোভাব জানিয়াই আমি তোমাকে রাজসিক জ্ঞানী পুরুষ ভাবিয়াই তোমার অঘৃণ্য ভাবে বর্ণসঙ্করতা হীন অবস্থায় তোমার মনের সঙ্গে আমার মন মিলাইয়া দিয়াছিলাম। আমি ব্রাহ্মণ কন্যা নহি। আমি তোমার সবর্ণা, শুদ্ধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং আপন চরিত্রকে অপবিত্র করি নাই। প্রধান নামক মহাত্মা রাজর্ষির নাম বোধ হয় তোমার শ্রবণ গোচর হইয়া থাকিবে, আমি তাহারই কন্যা, আমার নাম সুলভা। আমার পূর্ব্বপুরুষগণের যজ্ঞকালে দ্রোণ, শতশৃঙ্গ ও চক্রধার নামক পর্ব্বত ত্রয় দেবরাজের দ্বারা ইষ্টিকা স্থানে নিবেশিত হইয়াছিল। আমি তাদৃশ মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মৎসদৃশ পতি প্রাপ্ত না হওয়ায় মোক্ষ ধর্ম্ম শিক্ষা পূর্ব্বক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি। আমি কপট সন্ন্যাসিনী, পরস্বাপহারিণী অথবা ধর্ম্ম সংকরকারিণী নহি। কেবল স্বধর্ম্মে থাকিয়াই ব্রত ধারণ করিয়া আছি। হে জননাথ! আমি আপন প্রতিজ্ঞা বিষয়ে অস্থিরা নহি। আমি কোন বিষয়ে বিবেচনা করিয়াও তোমার নিকট আগমন করি নাই। আমি কুশলাভিশালিনী হইয়া মোক্ষ ধর্ম্মে তোমার বুদ্ধি নিবিষ্ট হইয়াছে শুনিয়া মোক্ষ ধর্ম্ম জানিবার জন্যই এখানে

আসিয়াছি। রাজন্! তুমি আমাকে মান প্রদান বাক্য ও আতিথ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছ, আমি তোমার মনোময় শরীরে এই শর্ব্বরী বাস করিব। আমি প্রসন্ন হইয়া কল্য গমন করিব।”

ভীষ্ম কহিলেন, নৃপতি জনক স্থলভার এই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ মোক্ষমূলক যুক্তিযুক্ত ও প্রয়োজন সমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর দানে অসমর্থ হইলেন অর্থাৎ গার্হস্থ্য অবলম্বন করিয়া মুক্তি লাভ একান্ত দুর্লভ এবং সন্ন্যাসই শ্রেয়ান্ স্থলভার সিদ্ধান্তই ঠিক হইল।

বৃন্দা

ইনি কেদার রাজের যজ্ঞ হইতে উৎপন্না কন্যা, ইনি তপস্যার বলে বিষ্ণুকে পতি লাভ করিয়াছিলেন। যজ্ঞ হইতে উত্থিতা হইয়াই পিতার আদেশ লইয়া বিষ্ণুকে পতি লাভ করিবার জন্য বৃন্দাবনে বহুকাল তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন।

একদা বৃন্দাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মা ধর্ম্মকে মনোহর বেশে তথায় প্রেরণ করিলেন। বৃন্দা তাহাকে পূজা করিয়া তাঁহাকে ফলমূল ও জল দান করিলেন, ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম্ম তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার পরিচয় নিয়া বলিলেন, হরির দুই ভার্য্যা সরস্বতী ও কমলা তাহাকে আর কেহ পতি পাইতে পারে না, আমাকে পতিত্বে বরণ কর, আমি নৃপগণের শ্রেষ্ঠ, দেবতা

ও দৈত্য সমাজে আমা অপেক্ষা বলবান কেহ নাই…… তখন বৃন্দা এরূপ প্রস্তাব করায় শাপ দিলেন, তিনি ক্ষয় হইতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তিন পাদ ক্ষয় হইয়া গেল। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ আসিয়া বৃন্দাকে শাপ মোচনের জন্য অনুরোধ করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, আমিই তোমার পরীক্ষা করিতে ধর্ম্মকে পাঠাইয়াছিলাম, তুমি শাপ প্রত্যাখ্যান কর, ধর্ম্ম ব্যতীত জগৎ বিনষ্ট হইতেছে, চন্দ্র, সূর্য্য অনন্ত ও বসুন্ধরা ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে।” মহাদেব বলিলেন, সুন্দরি, ধর্ম্মকে ক্ষমা কর, ধর্ম্মের জীবন দান কর, তোমার মঙ্গল হউক, তোমার বাঞ্ছিত পতি ভগবানকে জন্মান্তরে পাইবে। বিষ্ণু বলিলেন, অয়ি জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিতে মৎভক্ত বৃন্দে, ধর্ম্মের অপরাধ ক্ষমা কর, হে পতিব্রতে! পুণ্যশীলে! তুমি ইচ্ছানুরূপ প্রার্থনা কর, ধর্ম্মকে রক্ষা কর। অনন্তদেব বলিলেন, অয়ি বৃন্দে, তুমি তপস্যা দ্বারা ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতেছ তবে কিরূপে হিংসায় প্রবৃত্ত হইলে, সত্বর ধর্ম্মকে জীবিত কর। চন্দ্র বলিলেন, “বৃন্দে, ব্রহ্মার আদেশে ধর্ম্ম তোমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, তুমি নিষ্পাপ, নিষ্কল ও নির্দ্দোষ পুরুষকে হিংসা করিয়াছ, তোমার মংগল হউক শাপ মোচন কর।” মহেন্দ্র বলিলেন, সকলেই তপস্যা দ্বারা ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে, তুমি ধর্ম্মকে নষ্ট করিলে তবে ফল লাভ হইবে কিরূপে? যম, পবন, বরুণ সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ বৃন্দাকে ধর্ম্মের শাপ মোচন করিতে বলিলে সতী বৃন্দা তাঁহার অর্জ্জিত সমস্ত তপস্যা, সত্য ও

বিষ্ণুপূজার পুণ্য দান করিয়া ধর্ম্মকে রক্ষা করিলেন। তখন সতী বৃন্দা ক্ষুদ্রতম শিশুর ন্যায় ধর্ম্মকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার কলাবশিষ্ট ক্ষীণ মূর্ত্তি দর্শনে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, আমি ধর্ম্মকে ব্রাহ্মণ রূপে যে ছলনা করিতে আসিয়াছেন তাহা না জানিয়াই এইরূপ আত্মহত্যার ন্যায় ধর্ম্ম হত্যার শাপ দান করিয়াছিলাম তাহা আমি প্রত্যাহার করিয়া আমার যাবতীয় ফল তাহার রক্ষার্থে দান করিলাম। এই সময় ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তি দেবী আসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং সকল দেবগণকে ও বৃন্দাকে বলিলেন, আমার পতির জীবন দান করুন্, বৃন্দার বাক্যে ক্ষয় প্রাপ্ত ধর্ম্ম পুনঃ পূর্ণ কলেবর হইলেন. তাহা প্রতি সত্যযুগে পূর্ণাঙ্গ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিতে প্রথমাংশে এবং শেষে ষোড়শাংশে মাত্র অবশিষ্ট থাকিবেন। পরে পুনরায় সত্যযুগে পরিপূর্ণ হইবেন।" এই সময় গোলোক হইতে অতি সুন্দর এক দিব্যরথ আগত হইল। তখন ভগবান বৃন্দাকে বলিলেন "এখন তুমি ব্রহ্মার ন্যায় তোমার অক্ষয় আয়ু ধর্ম্মকে দান করিয়া গোলোকধামে গমন কর, পশ্চাৎ তুমি তপস্যার ফলে আমাকে লাভ করিতে পারিবে। বরাননে! বরাহকল্পে গোলোক হইতে গোকুলে আগমন পূর্ব্বক রাধিকার ছায়া রূপে বৃষভানুর কন্যা হইবে, রাসমণ্ডলে রাধিকা ও গোপীগণ সহ আমাকে প্রাপ্ত হইবে।" বৃন্দা হরি, হর, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণকে প্রণাম করিয়া ধর্ম্মকে স্বীয় অক্ষয় আয়ু দান করিয়া সমস্ত দেবগণ সহ সেই দিব্য বিমানে গোলোকধামে

গমন করিলেন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২য় খণ্ড সতীশতকে বিশেষ দ্রষ্টব্য। ২৬৭-২৭৯ পৃঃ)

সাবিত্রী

ইনি মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা, ইহার মাতা মালতী। ইনি রূপে গুণে ও শীলে এবং শিক্ষায় অতুলনীয়া। ইনি শ্বশুরের চক্ষু প্রাপ্তি, পিতার শতপুত্র লাভ এবং নিজের মৃতপতি লাভ ও চারিশত বৎসর পরমায়ু পাইয়া একশত পুত্রের মাতা হইয়াছিলেন। ইহার অপূর্ব্ব যশঃ জগতে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহার পিতা অশ্বপতি সত্যবানের গুণ, বিদ্যা, বংশমর্য্যাদা ও চরিত্রের পবিত্রতা জানিয়া তাঁহাকেই কন্যাদান করিতে বাক্য দিয়াছিলেন। সাবিত্রীও পিতার আদেশে তাঁহাকেই পতি বলিয়া আরাধনা করেন। তদন্তর মহর্ষি নারদ তাঁহার পিতাকে বলিলেন, সত্যবানের নিকট আপনার কন্যাকে দান করিতেছেন সত্যবান সর্ব্বগুণে, চরিত্রে এবং বিদ্যায় অতিশয় শ্রেষ্ঠ কিন্তু বিবাহের পর হইতে এক বৎসরের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে এই এক মহা দোষ আছে। এই বাক্য শুনিয়া পিতা অস্থির হইয়া সাবিত্রীকে প্রবোধ দিতে গিয়া বহু আলোচনা ও যুক্তি দেখাইলেন। সাবিত্রী বলিলেন, পিতঃ! বাক্য দুইবার হয় না এবং বিবাহ দুইবার হইতে পারে না। আপনি যাহাকে সম্প্রদান করিতে বলিয়াছেন

তিনি অন্ধ, আতুর, মুক, খঞ্জ, দীন দরিদ্র হউন তিনিই আমার দেহ প্রাণের অধিপতি হইয়াছেন, আমার প্রাণের দেবতা হইয়াছেন। ইহা ছাড়া আমি একদিনও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। রাজা কন্যাকে কিছুতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। শুভক্ষণে বিবাহ সম্পাদন করিলেন। সাবিত্রী তপস্বী স্বামীর বনাচারী বেশ ধারণ করিলেন, পিতার দত্ত মণিরত্ন খচিত বসন ভূষণ ত্যাগ করিয়া সাবিত্রী দেবীর ব্রতাবলম্বন করিলেন। যখন সংবৎসর পূর্ণ হইবে তাহার চারিদিন পূর্ব্ব হইতেই উপবাসাদি অবলম্বনে পূজা সমাপন করিলেন। স্বামী সত্যবান কুঠার লইয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতে গমনে উদ্যত হইলে, স্বামীকে বহু প্রকারে প্রবোধ দিয়া শ্বশুর ও শাশুড়ীর অনুমতিক্রমে তাঁহার সঙ্গে বনে প্রবেশ করিলেন; সত্যবান ফলমূলাদি আহরণ করিয়া কাষ্ঠ ছেদন করিতে করিতে শরীরে ঘর্ম্ম হইল দেখিয়া, তিনি সাবিত্রীকে বলিলেন, যেন শত শত শূলে আমার মস্তক বিদ্ধ করিতেছে, আর সহ্য করিতে পারি না। সাবিত্রী নারদের কথা ভাবিতেছিলেন। সতী সাবিত্রী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া শায়িত করিলেন। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে স্বামী অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন সাবিত্রী রক্তবস্ত্র পরিহিত বদ্ধমুকুট, প্রশান্তকায় সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী শ্যাম গৌরবর্ণ লোহিত লোচন এক ভয়ঙ্কর পুরুষ পাশ হস্তে সত্যবানের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া সাবিত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, আপনাকে দেবতা বলিয়া প্রতীত হইতেছে যেহেতু আপনার এই শরীর অলৌকিক। দেব! বলুন আপনি কে? যম

কহিলেন, আমি যম, তুমি পতিব্রতা তাপসী পুণ্যশীলা ও দেবীস্বরূপা এজন্য আমি তোমার সহিত দেখা দিয়া সম্ভাষণ করিতেছি। তোমার স্বামী সত্যবানের আয়ুক্ষয় হইয়াছে এজন্য আমি তাহাকে পাশ হস্তে বন্ধন করিয়া নিতে আসিয়াছি। সাবিত্রী কহিলেন, আপনি নিজে কেন আসিলেন, যমদূতেরই এই কাজ। যম কহিলেন "তোমার স্বামী পুণ্যবান এবং তুমিও সাধ্বী এজন্য আমি স্বয়ং আসিয়াছি" এই বলিয়া সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠমাত্র সূক্ষ্ম পুরুষকে পাশ বন্ধন করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন, সাবিত্রীও তাঁহার পেছনে যাইতে লাগিলেন। যম বলিলেন, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও, ইহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন কর তোমার আর ঋণ নাই। সাবিত্রী কহিলেন, তপস্যা, পতিসেবা ও আপনার প্রসাদ দ্বারা আমার গতি অপ্রতিহতা হইবে বিশেষতঃ যাহার সহিত সপ্তবার কথা হয় তিনিই মিত্রপদ বাচ্য হন, সপ্তপদ গমনে তাহা দৃঢ় হয়।

আমার স্বামী ও আপনি যে স্থানে গমন করিতেছেন সেখানেই আমার গমন করা কর্ত্তব্য, আমার আর দ্বিতীয় গতি নাই। আপনি ধর্ম্মরাজ আপনাকে আমি কি বলিব, আমার স্বামী কখনও ধর্ম্মচ্যুত হন নাই, আমিও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন করিতেছি, আপনি বিচার করুন এবং আমার দুঃখ দূর করুন। যম কহিলেন, তোমার বাক্য, স্বর, বর্ণ ও যুক্তিযুক্ত ধর্ম্ম ও সত্যকথা শুনিয়া প্রীত হইয়াছি, তুমি সত্যবানের প্রাণ ছাড়া যেকোনও বর প্রার্থনা কর আমি তাহা দিব, তুমি বর লইতে

প্রত্যাবৃত্ত হও। সাবিত্রী কহিলেন, আমার শ্বশুর অন্ধ হইয়া রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, তিনি পূর্ব্ব চক্ষু লাভ করুন এবং রাজ্যপ্রাপ্ত হউন এই বর দান করুন। যম তথাস্তু বলিলেন। সতী অপ্রতিহত গতিতে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন, যম নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। সাবিত্রী বলিলেন, স্বামীর যেখানে গতি আমার সেখানে গতি হইবে। সাধুসঙ্গে সব সিদ্ধ হয়, আপনার সঙ্গ আমার স্বর্গ লাভ সদৃশ। যম বলিলেন, তুমি আমাকে তুষ্ট করিয়াছ। অন্য কোনও বর আমি দিতেছি। সাবিত্রী বলিলেন, আমার পিতা পুত্রহীন তাহাকে এক শত পুত্র পাওয়ার বর দান করুন। ধর্ম্মরাজ তথাস্তু বলিয়া গমন করিলেন এবং সাবিত্রীকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। সাবিত্রী পুনরায় গমন করিয়া তাহার স্তব করিলেন। যমরাজ পরিতুষ্ট হইয়া বর লইতে বলিলেন। সতী সাবিত্রী বলিলেন, কুলের গৌরবজনক হইতে পারে এরূপ একশত পুত্র আমার গর্ভে সত্যবানের ঔরসে জন্ম লাভ করুক। ধর্ম্মরাজ তথাস্তু বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন সত্যবানকে জীবিত করিবার জন্য সাবিত্রী বলিলেন, আমার পুণ্য বিনিময়েই বর সকল দান করিলেন, পুনরায় যদি আমার সতীত্ব ও স্বামী সেবার পুণ্য থাকে তবে আমার স্বামীকে জীবিত করিয়া আমাকে দিন। ধর্ম্মরাজ সন্তুষ্ট হইয়া সত্যবানের পাপমোচন করিয়া নবকলেবরে জীবিত করিয়া দিয়া বলিলেন, আমি তোমার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিলাম, তুমি ইহাকে লইয়া যাও, তোমার পতি রোগমুক্ত ও সিদ্ধার্থ হইল, তোমার সহিত বিহার করিয়া শত পুত্র উৎপাদন

করত চারিশত বৎসর পরমায়ু লাভ করিয়া বহু সৎকার্য্য ও যজ্ঞ সম্পাদন করিবে, তোমার নাম পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। এই বলিয়া যমরাজ চলিয়া গেলেন। সাবিত্রী পতিকে ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করিতে করিতে উঠিয়া আসিতে দেখিলেন। সাবিত্রী কুঠার হাতে নিয়া আশ্রমে রওয়ানা হইলেন। এদিকে তাহার শ্বশুরের চক্ষু লাভ হওয়ায় আশ্রমে এক অলৌকিক ব্যাপার উদ্ভব হইল, অমনি স্বামীসহ সাবিত্রী উপস্থিত হইয়া শ্বশুর শাশুড়ী ও মুনিগণকে প্রণাম করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন এবং সত্যবান পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সাবিত্রী সহ সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পরিশেষে পুত্রগণকে রাজ্যভার দিয়া যোগ সাধনায় দেহত্যাগ করিলেন।

সাবিত্রীর সিদ্ধিদায়ক স্তবটী দেওয়া হইল। তাহার ফল অব্যর্থ। পূর্ব্ব প্রকাশিত সতী-শতক ১ম খণ্ড ৩৫৮-৩৬০ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

স্তব

তপসা ধর্ম্মমারাধ্য পুষ্করে ভাস্করঃ পুরা।
ধর্ম্মং সূর্য্যঃ সুতং প্রাপ ধর্ম্মরাজং নমাম্যহম্॥ ১
সমতা সর্ব্বভূতেষু যস্য সর্ব্বস্য সাক্ষিণঃ।
অতো যন্নাম শমনমিতি তং প্রণমাম্যহম্॥ ২
যেনান্তশ্চ কৃতো বিশ্বে সর্ব্বেষাং জীবিনাং পরম্।
কামানুরূপং কালেন তং কৃতান্তং নমাম্যহম্॥ ৩
বিভর্ত্তি দণ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে।
নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শাস্তা সর্ব্বজীবিনাম্॥ ৪

বিশ্বঞ্চ কলয়ত্যেব যঃ সর্ব্বেষু চ সন্ততম্‌।
অতীব দুর্নিবার্য্যঞ্চ তং কালং প্রণমাম্যহম্‌॥ ৫
তপস্বী ধর্ম্মনিষ্ঠো যঃ সংযমী সংজিতেন্দ্রিয়ঃ।
জীবানাং কর্ম্মফলদস্তং যমং প্রণমাম্যহম্‌॥ ৬
আত্মারামশ্চ সর্ব্বজ্ঞো মিত্রং পুণ্যকৃতাং ভবেৎ।
পাপিনাং ক্লেশদো যস্তং পুণ্যমিত্রং নমাম্যহম্‌॥৭
যজ্জন্ম ব্রহ্মণোঽংশেন জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
যো ধ্যায়তি পরং ব্রহ্ম তমীশং প্রণমাম্যহম্‌॥ ৮
ইত্যুক্ত্বা সা চ সাবিত্রী প্রণনাম যমং মুনে।
যমস্তাং শক্তিভজনং কর্ম্মপাকমুবাচ হ॥ ৯
ইদং যমাষ্টকং নিত্যং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
যমাত্তস্য ভয়ং নাস্তি সর্ব্ব পাপং প্রমুচ্যতে॥ ১০
মহাপাপী যদি পঠেন্নিত্যং ভক্তি সমন্বিতঃ।
যমঃ করোতি সংশুদ্ধং কায়ব্যূহেন নিশ্চিতম্‌॥ ১১

বিদুলা

ইনি মহাজ্ঞানবতী, বিদুষী দীর্ঘদর্শিনী, যশস্বিনী রাজপত্নী, ক্ষাত্রধর্ম্মপরায়ণা, মহদুত্তমা, প্রকৃত শিক্ষাপ্রদা, পুত্রস্নেহকাতরা, কুকর্ম্মের শাসনকারিণী, ভবিষ্যৎ শুভাশুভ পরিজ্ঞাতা, সৌবীররাজের সাধ্বী পত্নী এবং সংজয়ের মাতা। সৌবীররাজ ও সিন্ধুরাজের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। সৌবীররাজ নিহত

হন। বিদুলা সহগামিনী হইতে প্রস্তুত হন কিন্তু ঋষিগণ বাক্যে সন্তানবতীর সহগমন না করিলেও অধর্ম্ম হয় না বলিয়া তিনি সহমৃতা হইলেন না। তাহার পুত্র সংজয় প্রাপ্তবয়ঃ তথাপি প্রবল শত্রুর ভয়ে নিরুদ্যম হইলে তিনি পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে বহু প্রকার উপদেশ দিলেন এবং ভৎসনা করিলেন, তিনি বলিলেন, আমি পুত্রস্নেহ-কাতরা তাই স্বামী সহ অনুগমন করি নাই। কিন্তু কুপুত্রের মাতা হইয়া জীবিত থাকিতে বাসনা করি না। কুপুত্র মূত্র তুল্য পরিত্যাজ্য, তুমি আমার নন্দন নহ তোমার নিরুদ্যম দেখিয়া মনে হয় তুমি শত্রু নন্দন অর্থাৎ শত্রুর আনন্দ বর্দ্ধন, তোমার কার্য্যে শত্রুগণ পরমোল্লাসিত হইতেছে। হে সংজয়! আমি তোমার মাতা নহি, মহাবীর কুলদীপক সৌবীররাজ তোমার পিতা নহেন, তুমি কুলের কণ্টক ও কলঙ্ক হইয়া কোথা হইতে আসিয়াছ জানি না, তোমার না আছে সংরম্ভ, না আছে পুরুষকার, না আছে উদ্যম, না আছে শৌর্য্য ও ক্ষত্রিয় বীর্য্য, তোমার আকৃতি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও কার্য্য সকলই ক্লীবের ন্যায়, তোমাকে পুরুষ বলিয়া গণনা করাই অবিধেয়। হে মূর্খ হে নির্বুদ্ধে! যদি কল্যাণের কামনা থাকে এখনও পুরুষোচিত চিন্তাভার বহন কর, অপরিমেয় আত্মাকে অল্প দ্বারা তৃপ্ত করিয়া অবমাননা করিও না, নির্ভীক হও, উৎসাহ ও অধ্যবসায় দ্বারা চিত্তকে দৃঢ় কর, শঙ্কা পরিত্যাগ কর, হে কাপুরুষ, পরাজিত মানশূন্য নির্যশঃ, নির্ধন ও নিরানন্দ জীবন লইয়া বাঁচিয়া কি ফল? হতভাগ্যের ন্যায় পরের

পৃষ্ঠচর কুকুরের মত পরপ্রত্যাশী হইও না। হে কুলাঙ্গার, জীবনে সংশয়াপন্ন হইয়াও বিক্রম প্রকাশ কর, সংজয় নাম সার্থক কর, বিষধরের দন্তোৎপাটন করিয়া নিহত হও, অস্বাধীন জীবন পরিত্যাগ কর। মাতার কর্কশ বাক্য শুনিয়া পুত্র সংজয় কহিলেন, "হে অকরুণে মাতঃ! হে বীরাভিমানিনি জননি! বোধ হয় বিধাতা সুকঠোর কৃষ্ণলৌহের দ্বারা তোমার হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, হায় ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কি বিচিত্র! যাহার জন্য তুমি মা আমাকে ইতরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া শমনের করাল কবলে সমরে যাইতে ভৎর্সনা করিতেছ, ভাল আমি জিজ্ঞাসা করি যদি আমাকেই দেখিতে না পাও আমি নিহত হইলে তোমার কি সুখ-সৌভাগ্য হইবে? বিদুলা বলিলেন, তুমি যদি পিতৃগৌরব ও রাজ্য রক্ষার্থ যুদ্ধে একটি শত্রু বধ করিয়াও নিহত হও তবে তুমি অমর হইবে, তোমার যশঃ ও উদ্যম দেখিয়া আমার মনের কষ্ট দূর হইবে, যশঃ ও জ্ঞান এবং সৎকার্য্য লোককে অমর করিয়া রাখে কিন্তু আমি জানি একজন ব্রাহ্মণ লাক্ষণিক তোমার অঙ্গ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি রাজ্যপতি হইবে, প্রযত্ন করিলে তোমার মনের মালিন্য ও আলস্য দূর হইলে তোমার নির্ম্মল তেজ শত্রুগণকে পরাস্ত করিবে, সেই কথা সত্য, তুমি যুদ্ধে যাও আর বিচার করিও না, মাতৃ-আজ্ঞা পালন কর। তখন সংজয় কহিলেন, আমি টাকা এবং জনবল পাইলে রণে জয়লাভ করিতে সক্ষম হইব। তখন বিদুলা পুত্রকে আলিংগন করিয়া বলিলেন, "বৎস তুমি

আমার গৌরব রক্ষা করিতে পারিবে। আমার কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা আছে তাহা আমি তোমাকে দিতেছি, আর যে সব লোক তোমার পিতার মিত্র ও সৈন্ধবরাজের বিপক্ষ তাহা-দিগকে উচ্চ বেতন দিয়া তোমার কার্য্যে নিযুক্ত কর, তোমার অর্থবল ও উদ্যম দেখিয়া দলে দলে লোক আসিয়া তোমাকে শক্তিমান্ করিবে। আমি তোমাকে পর্ব্বতের গুপ্তগুহায় অসংখ্য টাকার ভাণ্ড দেখাইয়া দিতেছি, অর্থ চিন্তা দূর করিয়া শত্রুর বিপক্ষগণকে আনয়ন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সংজয় বিদুলার আদেশমত অর্থ ও লোক সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা দিয়া অসীম উদ্যমে সৈন্ধব সৈন্যগণকে পরাজয় করিয়া রাজাকে ধৃত করিলেন, তখন সৌবীর কুমার সংজয়ের প্রশংসায় বহু লোক তাহার সহায় হইল, পিতৃরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন এবং বিদুলার অনুমতি লইয়া সিন্ধুরাজকে মুক্তি দিলেন। বিদুলা পরম আনন্দে পতির রাজ্যে পুত্রকে বসাইয়া পরম সুখে রাজমাতার ন্যায় বহু দান ও ধর্ম্মকার্য্য করিতে লাগিলেন।)

পূর্ব্ব প্রকাশিত সতী-শতক ২য় খণ্ডে ৩০০—৩২০ পৃষ্ঠায় বিশেষ বিস্তৃত।

শৈব্যা

ইঁনি মহারাজা দানশীল সত্যবাদী পরম ধার্ম্মিক হরিশ্চন্দ্রের সাধ্বী পত্নী। ইনি মহাত্মা শিবিরাজের কন্যা। ইনি স্বামী সহ কঠোর তপস্যা করিয়া পুত্র লাভ করেন। তিনি অতি

ধৈর্য্যশীলা পরম ধার্ম্মিকা ও পতিভক্তিপরায়ণা, অতি বিদ্যাবতী ও জ্ঞানবতী সতী। ইনি স্বামীর সত্যরক্ষার্থ আপনাকে দাসীত্ব করিতে বিক্রয় করিয়া স্বামীর সত্যসাধনা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

একদা বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র দেবসভায় উপস্থিত হইলে মহামুনি বশিষ্ঠকে অত্যধিক পূজিত হইতে দেখিয়া বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে বলিলেন, আপনি এরূপ মহতী পূজা কোথায় পাইলেন? বশিষ্ঠ বলিলেন, "ভূতলে অদ্বিতীয় নৃপতি সত্যপরায়ণ, দাতা, ধর্ম্মশীল হরিশ্চন্দ্র আমার যজমান, তিনি আমাকে রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া ঈদৃশ পূজা করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন, আমি তাহাকে অধার্ম্মিক, অদাতা ও মিথ্যাবাদী করিতে পারগ হইব।

অসূয়াপর বিশ্বামিত্র, তৎক্ষণাৎ হরিশ্চন্দ্রের অগ্নিহোত্রশালায় উপস্থিত হইয়া তাহার প্রার্থী হইলেন। রাজা বলিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা করুন আমি দিব। বিশ্বামিত্র তাঁহার রাজ্য, ধন ও রাজ অশ্বাদি সমস্ত দান করেন। মুনি তাহা গ্রহণ করিয়াও পুনঃ তাহার দক্ষিণা সার্দ্ধভারদ্বয় সুবর্ণ মুদ্রা দান করিতে বলিলেন, রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সাধ্বী পত্নী শৈব্যাকে বিষণ্ণ মনে কি করি বলিলেন। সতী শৈব্যা বলিলেন "রাজন! আপনি চিন্তা করিবেন না, চিন্তা প্রতিক্ষণেই দেহক্ষয় করে, চিন্তার সমান মৃত্যুর নিদান আর কিছুই নাই, আপনি সুস্থ হউন। ভগবান ইহার উপায় অবশ্যই করিবেন, তবে কঠোর কষ্ট করিতে হইবে। রাজা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, প্রভাতে রাণীকে বলিলেন, আমি ধন সংগ্রহে বনে গমন করিব, এ রাজ্য ও

ধন সম্পত্তি সকলই বিশ্বামিত্রের। অমনি মুনি উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি এস্থান পরিত্যাগ কর এবং দক্ষিণা দিতে পারিবে না বল, আমি চলিয়া যাই, তোমার যখন আর কিছুই নাই তখন পারিব না বলাই উচিত, বিলম্ব করিবে না। রাজা বলিলেন, আমার সুলক্ষণ সবল দেহ আছে যাহাতে ততোধিক মূল্য হইতে পারে, আমি দেহ বিক্রয় করিয়া দাসত্ব করিয়াও আপনার দক্ষিণা দিব, ইহা না দিয়া আহারও করিব না।

মুনি বলিলেন, চল বাজারে ক্রেতা আছে, এখনি টাকা দিয়া দেও। রাজাকে নিয়া মুনি বাজারে যাইতেছেন দেখিয়া রাণীও পুত্রসহ রাজবাড়ী ত্যাগ করিয়া রাজার সংগে যাইতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্রের কথিত মত ছদ্মবেশী ক্রেতা বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া বলিল, এই দাসের প্রয়োজন। অমনি বিশ্বামিত্র বলিল, এইটীই দাসস্বরূপ তোমার আজ্ঞা পালন করিবে, উত্তম লক্ষণযুক্ত নীরোগ সবল দেহ। কত মূল্য দিবে বল। সে বলিল, মুনি বলিয়া দেও। মুনি বলিলেন, দুই ভার স্বর্ণ মুদ্রা হবে, তাহাই দেও। তখনি টাকা মুনিকে দিয়া ক্রেতা রাজাকে নিয়া চলিল, রাজরাণী মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, বালক কাঁদিতে লাগিল, বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজন! বাকী দক্ষিণা কবে দিবে, তুমি চলিয়া গেলে চলিবে কেন, টাকা দিয়া যাও নতুবা বল দিতে পারিবে না। রাজা নীরব হইলেন, বলিলেন, না দিয়া আমি অন্ন গ্রহণ করিব না। সতী শৈব্যা মুনিকে বলিলেন, আমি ঐ ক্রেতার দাসী হইব আমার কি মূল্য হয় তাহা লইয়া মুক্তি

দিন। বিশ্বামিত্র ক্রেতা ব্রাহ্মণকে আরও অর্দ্ধভার স্বর্ণ দিয়া দাসী ক্রয় করিতে অনুরোধ করিলে সে তাহাই মুনিকে দিয়া দেন। ক্রেতা তৎক্ষণাৎ রাজাকে শ্মশানের শবের বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে পাঠাইয়া দিয়া রাণীকে তাহার সঙ্গে বাড়ীতে নিয়া যাইতে বাসনা করিতে লাগিল, বালক রোহিদাস রাণীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। ক্রেতা ব্রাহ্মণ তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়া তাড়াইতে লাগিল। রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ওযে আমারই পুত্র, মা ছাড়া কিরূপে থাকিবে, তার বেতন দিতে হবে না, ফুল, দুর্ব্বা সংগ্রহ করিয়া দিবে।" ক্রেতা ব্রাহ্মণ বলিল, "ইহার আহার কে দিবে, আমি দিতে পারিব না।" রাণী বলিলেন, "আমার ভোজনাবশিষ্ট সে ভোজন করিবে।"

ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হইল। রাণী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কঠিন নিয়মে কাজ করিতে লাগিলেন। একদিন রোহিদাস ফুল আনিতে গিয়াছিল। ফুল নিয়া আসে নাই, বামুন রাণীকে ভৎ'সনা ও তাড়না করিতে করিতে বলিল, আজ তাকে কঠিন দণ্ড দিতে হইবে। অমনি কয়েকজন বালক আসিয়া বলিল, রোহিদাসকে সর্পে দংশন করিয়াছে, ফুল গাছের উপর হইতে পড়িয়া অচৈতন্য হইয়া মৃতবৎ হইয়াছে। রাণী শুনিয়া পুত্রকে দেখিতে যাইতে চাহিলেন, বামুন বলিল, এরূপ কথা বলিতে তোর সাহস হইল? আমার নৈমিত্তিক কাজ সমুদয় শেষ করিয়া সন্ধ্যার পর যাইবে। রাণী পুত্রের মৃত্যু বার্ত্তা পাইয়াও, ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার পরে বৃক্ষতলায় মৃত পুত্রকে দেখিয়া রোদন করিতে

করিতে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। অমনি কোটালগণ আসিয়া মৃত শিশু সহ শৈব্যাকে পাইয়া ধরিয়া চণ্ডালরাজ বাড়ীতে লইয়া গেল। চণ্ডাল হরিশ্চন্দ্রকে বলিল, তুমি ডাকিনীকে বধ কর। এই সহরের বহু শিশু এই রাক্ষসী বধ করিয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, আমি সব কাজ করিব, নারী হত্যা করিতে পারিব না। চণ্ডাল রাজ বলিল, ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞা পালন না করিলে ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়। এই খড়গ লও, এই বলিয়া রাজার হাতে অসি দিয়া বলিল, এখনি পাপীয়সীকে দ্বিখণ্ডিত কর। রাজা কম্পিত কলেবরে অসি ধারণ করিয়া আত্মগ্লানি করিতে করিতে রাণীকে বলিলেন, আজ তোমাকে শিশুনাশিনী ডাকিনী পাইয়াছি এখনই আমার অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইবে, বৃথা বৃথা মায়া রোদন করিও না। রাণী তখন মৃদুস্বরে রোদন করিতে-ছিলেন, হায়! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র পৃথিবীশ্বর, তুমি কোথায়? তোমার প্রাণাধিক পুত্র রোহিত সর্প দংশনে মৃত হইয়াছে, আর শ্মশান চণ্ডাল আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সে আমাকে দ্বিখণ্ডিত করিলে আমার সকল সন্তাপ দূর হইবে কিন্তু অন্তিম কালে তোমার দর্শন পাইয়া এই মৃত শিশুকে তোমার ক্রোড়ে রাখিয়া গেলেই আমি ভাগ্যবতী হইতাম। রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃত বালকের বস্ত্র উঠাইয়া দেখিলেন দ্বাত্রিংশ লক্ষণযুক্ত এক দেবশিশু জ্যোতি উদ্ভাসন করিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে।

এ শিশু কোন রাজচক্রবর্ত্তীর পুত্র হইবে। তখন তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতির ধীরে ধীরে উদয় হইতে লাগিল, তখন তিনিও

হাহাকার করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ যে আমারই পুত্র রোহিতের এই দশা হইয়াছে। রাজ্ঞীকে কিছুই বলিলেন না। অনন্তর রাজ্ঞী নিতান্ত দুঃখাবেগ বশে করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন "হা বৎস, জানি না কোন পাপ ফলে এই ঘোরতর দুঃখ উপস্থিত হইল ; হা নাথ! হা রাজন্! আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুমি কোথায়? বিধাতঃ, এ কি করিলে! রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যনাশ, স্বজনত্যাগ, অবশেষে ভার্য্যা পুত্র ও আপনাকে বিক্রয় ও পুত্র নাশ করাইলে। রাজা অমনি এই কথাগুলি শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি রাণীকে আপন স্ত্রী জানিয়া বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া এবং রোহিতেরও অঙ্গ চিহ্নগুলি দেখিয়া বলিলেন, "এযে আমারই সাধ্বী ভার্য্যা শৈব্যা ও পুত্র রোহিত। হায়! আমার প্রাণের ধন হৃদয়ের রত্ন" এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রাণীও এতক্ষণ পর পুরুষ ভাবিয়া দর্শনভীরু হইয়াছিলেন, এক্ষণে একটু দর্শনমাত্রেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ উভয়েই চৈতন্য লাভ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হরিশ্চন্দ্র সন্তাপে জর্জ্জরিত হইয়া পুত্রকে আলিংগন করিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। রাণী শৈব্যা তাহাকে পতিত দেখিয়া ভাবিলেন, ইনিই সেই বিদ্বজ্জন-গণের হৃদয় কুমুদ চন্দ্র আমার প্রাণেশ্বর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র। ক্রমে তাহার শরীরের দ্বাত্রিংশৎ শুভলক্ষণ পরিদর্শন করিয়া বলিলেন, হায়, নিদারুণ দৈব! তুমি অমরোপম নৃপেশ্বর হরিশ্চন্দ্রকেও চণ্ডালবেশ আরোপ করিয়াছ। তদুপরি পুত্রশোক, ভার্য্যা বিরহ

করাইয়াও দুঃখের অবসান করিতেছ না ? ... ...এই প্রকার বহু বিলাপ করিয়া চণ্ডাল বেশী রাজার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। চৈতন্য পাইয়া বলিলেন, "ইহা কি স্বপ্ন না সত্যই আমার হৃদয়েশ্বর হরিশ্চন্দ্র, না আমাকে পরপুরুষ স্পর্শন পাপে নরকবর্ত্ম পরিষ্কার করিতে হইতেছে। আমার মন নিতান্তই ঘূর্ণিত হইতেছে; তদ্বিষয় আমাকে সত্য করিয়া বলুন।" রাজা হরিশ্চন্দ্র অতি দীন কণ্ঠে যেরূপে চণ্ডালতা প্রাপ্ত হইয়াছে শৈব্যার নিকট আদ্যন্ত পরিব্যক্ত করিলেন। শৈব্যাও দুঃখিতা হইয়া আপন বৃত্তান্ত ও পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যুর বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। রাজা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন। তখন সতী শৈব্যা পতির ধর্ম্ম লোপ আশঙ্কায় রাজাকে বলিলেন, রাজন্! এখন আপনি আমার শিরশ্ছেদন করুন। রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, আবার চৈতন্য পাইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে, তুমি সে কথা কেমনে মুখে আনিলে যাহা শ্রবণেও আমার প্রাণ বাহির হইয়া যায়।" রাণী বলিলেন, আমি যে প্রত্যহ ভগবতীর আরাধনা ও দ্বিজগণের পূজা করিতাম সে পুণ্য বলে জন্মে জন্মে যেন তোমাকেই পতি লাভ করি। হরিশ্চন্দ্র সতীর ঈদৃশ প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণে আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে চৈতন্য পাইয়া বলিলেন, আর দীর্ঘকাল নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না, এখনি চিতারোহণ করিয়া দুঃখের অবসান করিব, কিন্তু আমি চণ্ডাল রাজের ভৃত্য, তাহার অনুমতি ছাড়া প্রাণত্যাগ করিলে পরজন্মেও চণ্ডালের দাসত্ব ও নরক ভোগ করিতে হইবে।

"হে প্রিয়ে! পুত্র শোক অপেক্ষা নরক ভোগও শ্রেয়ঃ। আমি এখন স্থির করিয়াছি। আমি পুত্র সহ চিতায় প্রাণত্যাগ করিব, তুমি আমায় ক্ষমা করিও। শুচিস্মিতে, তুমি ঐ ব্রাহ্মণের গৃহেই গমন কর। যদি আমার কোনও পুণ্য থাকে তবে জন্মান্তরে অবশ্যই তোমার ও পুত্রের সহিত সম্মিলন হইবে।" পতিব্রতা শৈব্যা বলিলেন, হে দেব, আমিও আপনার সহিত চিতারোহণ করিব, স্বামী সঙ্গে নরকে বা স্বর্গে বাস করাই পত্নীর প্রিয়কার্য্য, আপনার যে গতি আমারও সেই গতি, ইহাই বেদবাক্য, আপনি আমায় অনুমতি করুন। তাহাই হউক বলিয়া রাজা চিতা প্রস্তুত করিয়া পুত্রকে আরোপণ পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে জগদীশ্বরী ব্রহ্মস্বরূপিণী দেবীকে কায়-মনোবাক্যে ধ্যান করিতে লাগিলেন, তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ ধর্ম্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তথায় আগমন করিলেন এবং রাজাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, "হে রাজন! পিতামহ, ভগবান ধর্ম্ম ও সর্ব্ব দেবগণ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। যে বিশ্বামিত্র আপনার সত্য ও ধর্ম্ম ও যশঃ নষ্ট করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তিনিও পরাজয় স্বীকার করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনিই আপনার অভীষ্ট দান করিতেছেন। ধর্ম্ম বলিলেন, "হে সত্যব্রত! তুমি হুতাশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিও না, আমি স্বয়ং তোমার ও তোমার সাধ্বী পত্নীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। তোমরা উভয়ে ধর্ম্ম, সত্য, তিতিক্ষা, দম, সত্ত্বাদি গুণে আমাকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করিয়াছ। তোমরা সনাতন পুণ্যলোক সকল জয়

করিয়াছ।” অনন্তর ইন্দ্র চিতাশায়ী রাজকুমারের উপর অপমৃত্যু বিনাশন অমৃত বর্ষণ করিলেন এবং তথায় পুষ্পবৃষ্টি ও সুর দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল। এদিকে মৃত পুত্র রোহিত পূর্ব্ববৎ সুকুমার শরীর লইয়া সুস্থ হইয়া প্রীত প্রসন্ন মনে চিতা হইতে উত্থিত হইল। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া ভার্য্যার সহিত নিজ নিজ পূর্ব্ব সৌন্দর্য লাভ করত দিব্য মাল্য ও দিব্য বসনে বিভূষিত স্বচ্ছন্দ শরীর ও পুণ্য মনোরত হইলেন। তখন ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্! এখন স্ত্রীপুত্র সহিত স্বর্গলোকে গমন করুন। ইহাই সৎকর্ম্মের ফল স্বরূপ পরম সদ্‌গতি। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, আমি চণ্ডাল প্রভুর অনুমতি না লইয়া সুরালয়ে গমন করিতে পারি না। তখন ধর্ম্ম কহিলেন, “আমি নিজেই আত্মমায়ায় চণ্ডালরূপ ধারণ করিয়া তোমাকে চণ্ডালপুরী দেখাইয়াছিলাম, তুমি স্বকৃত ধর্ম্ম বলেই মুক্ত হইয়াছ।” বিশ্বামিত্রও তখন কহিলেন, আমিই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে এই সাধ্বী শৈব্যাকে ক্রয় করিয়াছিলাম। ইহার অক্ষয় পাতিব্রত্য ও ধর্ম্ম বলে ইনি নিজেই মুক্ত হইলেন। রাজন্! তোমার রাজত্ব তুমিই প্রাপ্ত হইলে। দেবরাজ বলিলেন, “রাজন! এক্ষণে পুণ্যশাল মানবগণেরও আরাধনীয় পবিত্র লোকে আরোহণ কর।” রাজা বলিলেন “দেবরাজ আমার হিতৈষী জনসাধারণ প্রজাবর্গ আমার শোকে নিমগ্ন হইয়া আছে। সেই জনগণকে ছাড়িয়া কিরূপে স্বর্গারোহণ করি? তাহারাই আমার ধর্ম্ম সৎকার্য্যের সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের ও পূজোপকরণের সহায়। সেই প্রয়োজনীয়

দ্রবপ্রদ প্রজাগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসের বাসনা করি না, আমি যাহা যাহা পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি তাহাদিগের সহিত আমার তুল্যাংশ হউক।” ইন্দ্র বলিলেন, “রাজন্! আপনার প্রজা ও জনসাধারণের ভিন্ন পাপ পুণ্য আছে, সুতরাং তাহাদিগের সহিত আপনার স্বর্গলাভ ইচ্ছা কিরূপে সম্পন্ন হইবে?” রাজা বলিলেন, “আমার সৎকর্ম্ম জনিত বহুকাল ভোগ্য যে পুণ্য ফল আছে, আপনার প্রসাদে আমি যেন সেই পুণ্যফলে তাহাদের সহিত এক দিনও স্বর্গ ভোগ করিতে পারি?” ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া বিশ্বামিত্র সহ অযোধ্যায় গিয়া প্রজাবর্গকে কহিলেন, “তোমরা যে যে ইচ্ছা কর রাজা হরিশ্চন্দ্রের সহিত মদীয় স্বর্গলোকে গমন করিতে পার।” পরে যাহাদের সংসার ভোগে বিরাগ জন্মিয়াছিল তাহারাই হৃষ্টান্তঃকরণে দিব্য কলেবরে শৈব্যা ও হরিশ্চন্দ্র সহ কামগামী বিমানে আরূঢ় হইলেন। মহারাজ নিজ পুত্র রোহিতকে অযোধ্যায় অভিষিক্ত করিয়া শৈব্যা ও সজ্জনগণ সহ সুদুর্ল্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

পূর্ব্ব প্রকাশিত সতী-শতক ২য় খণ্ডে ৩২০-৩৫৮ পৃষ্ঠায় বিশেষ দ্রষ্টব্য। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন মানসিক দুঃখকালে যে এই আখ্যান শ্রবণ করে সে সত্যই সুখ লাভ করিবে। ইহা শ্রবণে স্বর্গপ্রার্থী স্বর্গ পায়, পুত্রপ্রার্থী পুত্র পায়, ভার্য্যাপ্রার্থী ভার্য্যা পায় এমন কি সর্ব্বপ্রকার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হয়

অমোঘা

ইনি হিরণ্যগর্ভ মুনির কন্যা এবং মহা তপোধন শান্তনু মুনির অতি পতিব্রতা পত্নী। ইনি সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষার্থ সৃষ্টিকর্ত্তাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

ভগবান প্রজাপতি দেবগণের চিরবাঞ্ছিত হরিবর্ষে পুণ্য-জলাবহ নদী ও হ্রদের বারি বহনকারী একটী বৃহৎ নদ উৎপাদন করিবার সংকল্পে পিতামহ ব্রহ্মা একমাত্র মহাসতী দেবীরূপা উপযুক্ত মনে করিয়া তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন।

সতী অমোঘা পতিসহ, কখন কৈলাসে কখন চন্দ্রভাগা তীরে, কখন লোহিত সরোবরে বিহার করিতেছিলেন। একদা তপস্বী শান্তনু তপোবনে পক্ক ফল চয়নে আশ্রম হইতে বাহির হইলে, ব্রহ্মা শান্তনুর ভার্য্যার সমীপে আপনার স্বকীয় বেশেই উপস্থিত হইলেন। সতী অমোঘা দেখিয়াই তাঁহাকে তমোভাবাপন্ন বুঝিতে পারিলেন, ব্রহ্মাও ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। সতী অমোঘা বিধাতাকে দেবভাষায় বলিলেন, নৈবং নৈবমিতি প্রোক্তা পর্ণশালাং ব্যলীয়তে। না না না না করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং ক্রোধযুক্ত ভাবে ব্রহ্মাকে বলিলেন, "আমি মুনিপত্নী, আমি স্বেচ্ছাক্রমে কখনও কোনও গর্হিত কর্ম্ম করিব না, আমি যথার্থ পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন করিতেছি, আমি পাতিব্রত্য বলে কোনও ব্রহ্মাচারীকেও ভয় করি না, আমার শাপে আপনার অধোগতি হইবে। ইহার অন্যথা

করিতে বিধাতাও অপারগ, সত্বর প্রস্থান করিলেই আমার ক্রোধ ও শাপ উপশমিত হইবে।"

ব্রহ্মা সতীর সনাতন উপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রস্থান করিলেন, তখন তাঁহার অমোঘ শুক্র স্খলিত হইল। বিধাতা লজ্জিত হইয়া হংস বিমানে নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। তৎপর মুনিবর শান্তনু আশ্রমে আসিয়া হংসগণের পদচিহ্ন ও ভূপতিত অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল শুক্র ব্রহ্মবীর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া সতী অমোঘাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে সুভগে! এখানে কি হইয়াছিল? এই যে পক্ষীগণের পদচিহ্ন এবং ঐশ্বরিক বীর্য্য পতিত হইয়া রহিয়াছে। একি বৈচিত্র্য?" অমোঘা পতির কথা শুনিয়া ব্যাকুলান্তরে ক্রোধাক্ত বদনে কহিলেন, "প্রভো! একজন ব্রহ্মকমণ্ডলুধারী চতুর্মুখ হংস বিমানে এখানে আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিতে অগ্রসর হয়, তাহার পর আমি পর্ণশালায় আসিয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া শাপ দিতে উদ্যত হই, তখন সে বিমানে চলিয়া যায়। হে মহামতে, যদি সময় হয়, তাহার প্রতীকার করুন্, তবে ইহা জানিবেন কেহই আমাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে।" শান্তনু অমোঘার বাক্য শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন স্বয়ং ব্রহ্মাই মহানদ উৎপাদন জন্য এখানেই আসিয়াছিলেন এবং সতী অমোঘার মন পরীক্ষা করিয়াছেন। পরে তিনি নিজে ধ্যান করিয়া জানিলেন এবং অমোঘাকে কহিলেন, "জগতের হিতার্থে তীর্থ উৎপাদনই দেবগণের উপস্থিত মহৎকার্য। হে প্রিয়ে! তুমি সমস্ত বিশ্বের হিতের জন্য আমার অনুমতি লইয়া এই

ব্রহ্মবীর্য্য সুধা পান কর, ব্রহ্মা আমাকে না পাইয়া আমাদের উভয়ের জন্য এই বীর্য্য রাখিয়া গিয়াছেন এখন তুমি আমার কথা রাখ।”

অমোঘা স্বামীর বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিত ও পাপভয়ে বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, “তুমি আমায় প্রতিরোধ করিও না, আমার প্রণাম লও (প্রণাম করিলেন), আমি অপরের শুক্র স্পর্শ করিতে পারিব না। যদি দেবতীর্থ সৃজনের কাজ করিতেই হয় তবে তুমি নিজে পান করিয়া আমাকে নিষেক করিলে আমি সেই ব্রহ্মা পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া প্রসব করিব। মহামুনি শান্তনু অমোঘার অতি নীতিপ্রদ যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহা পান করিলেন এবং অমোঘাতে নিষেক করিলেন। অমোঘা ত্রিভুবনের হিতার্থে জীবের পাপ মোচনার্থে গর্ভবতী হইলেন।

যথাকালে তাঁহার গর্ভ হইতে নির্ম্মল পবিত্র জলরাশি ভূমিষ্ঠ হইল। তাঁহারা দেখিলেন সেই জলরাশির মধ্যে রত্নমালা বিভূষিত নীলাম্বর পরিহিত কিরীটধারী ব্রহ্মার ন্যায় আরক্ত গৌরবর্ণ চতুর্ভুজ পদ্ম, বিদ্যা, ধ্বজ ও শক্তিধারী শিশুমারের মস্তকে আরূঢ় একটী পুত্র, ঐ জলরাশি ও বর্ণিত দেহ উভয়ই তাঁহার শরীর; অমোঘার বাক্যে ঐ শক্তিকে মুনি চারিটী পর্ব্বতের মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন, উত্তরে কৈলাস, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে জারুধি ও পূর্ব্বে সম্বর্ত্তকাদি পর্ব্বতশ্রেণী। ব্রহ্মপুত্র এই পর্ব্বতশ্রেণী মধ্যে কুণ্ডরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা সেই জলরাশির মধ্যস্থ নিজ পুত্রের নিকট আসিয়া শরীর শুদ্ধির জন্য সমুদয় সংস্কার সম্পাদন করিলেন। তাঁহার নাম ব্রহ্মপুত্র রাখিলেন এবং লোহিত সরোবরে উৎপন্ন বলিয়া লৌহিত্য আখ্যাও প্রদান করিলেন।

বহুকাল অতীত হইলে ব্রহ্মপুত্র জলরাশি রূপে পাঁচ যোজন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। পরশুরাম মাতৃহত্যা পাপ মোচন জন্য পিতার আদেশে ব্রহ্মপুত্র কুণ্ডে স্নান ও জল পান করিয়া মাতৃ-হত্যা পাপমুক্ত হন এবং তাঁহার হস্ত সংলগ্ন দূষিত কুঠার স্খলিত হয়।

তৎপর পরশুরাম পরশু দ্বারা পর্ব্বত কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিয়া দেন। ব্রহ্মপুত্র ক্রমে কৈলাস পর্ব্বতের উপত্যকা অতিক্রম করিয়া লোহিত সরোবরে পতিত হন।

তখনও তৎভক্ত পরশুরাম সরোবরের তীরে উঠিয়া কুঠারাঘাতে অতি সুগম জল প্রবাহের পথ প্রস্তুত করিয়া দেন।

তারপর ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্ব দিকে সাগর অভিমুখে যমুনার সহিত মিলিয়া দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদ জলরাশি দ্বারা সমস্ত কামরূপ পীঠ প্রবাহিত করিয়া ও সর্ব্বতীর্থ জল নিজ দেহে গোপন করিয়া দক্ষিণ সাগরাভিমুখে চলিয়াছেন।

চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমীতে লৌহিত্য জলে স্নান করিলে নরগণ সর্ব্বতীর্থ স্নানের ফল লাভ করে।

ব্রহ্মপুত্র নদ মহাসতী অমোঘার গর্ভে জন্ম হওয়ায় স্নানমন্ত্রেও এই দেবীর নাম করিতে হয়।

চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীতে লক্ষ লক্ষ লোকে আজও পর্য্যন্ত তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিয়া থাকেন। ঐ দিবস সর্ব্বতীর্থ জল ব্রহ্মপুত্র জলে সম্মিলিত হয়।

স্নানমন্ত্র

ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনো কুলনন্দন।
অমোঘা গর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥

তুলসী

ইনি মহারাজ ধর্ম্মধ্বজের কন্যা, পরম ধর্ম্মশীলা তপস্বিনী পতিব্রতা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা অতিশয় রূপগুণবতী। রাজা শঙ্খচূড়ই ইহার স্বামী।

তিনি অতুলনীয়া রূপসী ছিলেন বলিয়াই ইহার নাম তুলসী রাখা হইয়াছিল।

তিনি জন্মিবার অল্পদিন পরেই সকলের নিষেধ না মানিয়াও একাকিনী বদরিকাশ্রমে তপস্যার জন্য গমন করেন।

তিনি বহুকাল বিষ্ণুকে পতি লাভ করিতে কঠোর তপস্যা করেন, ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন দিয়া বিষ্ণুর অংশাংশ জাত পতিলাভ হইবে বলিয়া বরদান করেন এবং ইহাও বলেন, "পরম ধার্ম্মিক রাজা শঙ্খচূড় নামক অসুর তোমার পতি হইবে। তুমি শাপমুক্ত হইয়া তুলসী বৃক্ষরূপ প্রাপ্ত হইবে।"

বরলাভ করিয়া পুনর্ব্বার তথায় তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্খচূড় পুষ্কর তীর্থে সিদ্ধি লাভ করিয়া বদরিকাশ্রমে অসামান্য রূপবতী তুলসীকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া বলিলেন "ধন্যে! তুমি কে? কাহার কন্যা, তোমাকে মাননীয়া দেবকন্যা বোধ হইতেছে। তুলসী তাঁহাকে বাঞ্ছিত পতি লাভ হইতেছে ভাবিয়া লজ্জিত মনে নতমুখে বলিলেন "সৎকুলজাত ব্যক্তি নির্জ্জন স্থানে পাইয়া সৎকুলজাতা একাকিনী মহিলাকে তাহার কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে। আমি ধর্ম্মধ্বজ রাজার কন্যা, তপঃসাধনার জন্য তপোবনে অবস্থান করিতেছি। আপনি কে? কি নিমিত্ত আসিয়াছেন?

শঙ্খচূড় বলিলেন, "হে প্রিয়ংবদে, আমি জানি নির্জ্জনেই হউক কি অনির্জ্জনেই হউক জ্ঞানী ব্যক্তি পরস্ত্রীকে কোনও কথা বলেন না, তুমি আমাকেই প্রার্থনা করিয়াছ, আমি ব্রহ্মার বরে তোমাকে গন্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিতে আসিয়াছি, আমি দনু বংশের দেববিজয়ী শঙ্খচূড়, তুমিও জাতিস্মরা সব জানিয়াও কেন ছলনা কর।"

তুলসী কহিলেন, "আপনি জ্ঞানবান ভগবৎভক্ত হইয়াও কেন মানবী পত্নী গ্রহণে প্রলুব্ধ হইতেছেন?" তখন শঙ্খচূড় হাস্য-মুখে বলিলেন, তুমি মানবী নারীর দোষ দিয়া অনেক কথাই বাললে কিন্তু জানিবে মানবীতেও বিধাতা দুই প্রকার স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন, এক বাস্তব, অপর কৃত্যা। বাস্তব নারীগণ প্রশংসনীয়া লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী রাধিকার অংশরূপে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্টা।

আর কৃত্যা নারীগণই নিন্দিতা। ইহারা তমোরূপা অধমা। তুমি তমোরূপা নহ, দেবহূতি, শতরূপা, অরুন্ধতী প্রভৃতির ন্যায় যশস্বিনী ও পূজনীয়া নির্ম্মলা ও নিষ্পাপা।" তুলসী বলিলেন, "আপনার ন্যায় ভক্ত জ্ঞানী ও বিদ্বান্ কান্তকেই কামিনীগণ বাসনা করেন। গুণহীন, দরিদ্র, অজ্ঞান মূর্খ, রোগী, কুৎসিত, ক্রোধী, দুর্ম্মুখ, পঙ্গু, অন্ধ, ক্লীব, বৃদ্ধ ও পাতকীকে পতিত্বে বরণ করা মহাপাপ ও পরিণামে নরক ভোগের কারণ হয়।" তুলসী এই বলিয়া বিরত হইলে ব্রহ্মা তখন তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "শঙ্খচূড় তুমি গন্ধর্ববিধান ক্রমে ইহার পাণিগ্রহণ কর, তুমি পুরুষদিগের মধ্যে যেরূপ রত্নস্বরূপ, তুলসীও স্ত্রীগণ মধ্যে রত্ন-স্বরূপা।" "তুলসী, তুমি এই বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ দেবাসুর বিজয়ী শঙ্খচূড়কে পতিত্বে বরণ কর। পুনরায় গোলোকে গোবিন্দকে এবং বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজকে প্রাপ্ত হইবে।" এই বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন।

শঙ্খচূড় গন্ধর্ব্ব বিধান মতে তুলসীকে গ্রহণ করিলেন। তখন স্বর্গে দুন্দুভি ধ্বনি ও আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল।

শঙ্খচূড় এক মন্বন্তর কাল বিবিধ বন উপবন, গিরি নদনদী, সাগর, নন্দন-কানন, আকাশ ও পৃথিবী মণ্ডল ভ্রমণ করিয়া তুলসী সহ বিহার করিলেন এবং পরে দেব দানব প্রভৃতির শাসন-কর্ত্তা হইয়া তাঁহাদের হোম পূজা আশ্রয় ও রত্নভূষণাদি আহরণ করিলেন।

তখন দেবগণ ব্রহ্মার নিকট দুঃখ নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা

তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর নিকট সব দুঃখ নিবেদন করিতে পাঠাইলেন। তাঁহারা বিষ্ণুকে সমস্তই বলিলেন: ভগবান বিষ্ণু বলিলেন, আমি সব জানি, সে গোলোকে সুদামা নামে গোপ ছিল, রাধিকার শাপে পৃথিবীতে ভারতে জন্মিয়াছে তাহার কাল পূর্ণ হইয়াছে শাপমুক্ত হইয়া আসিবে। তাহার পত্নীও লক্ষ্মীর অংশরূপা অতি পতিব্রতা তাহার সতীত্ব নষ্ট করিলেই শঙ্খচূড়ের মৃত্যু হইবে, আমিই তাহা করিব, সেই তুলসী আমার জন্যই তপস্যা করিয়াছিল, আর শঙ্খচূড়ের কণ্ঠে সে আমারই সর্ব্বমংগল কবচ ধারণ করিয়া সংসার-বিজয়ী হইয়াছে; আমিই ব্রাহ্মণবেশে ঐ কবচ হরণ করিলেই এই শূল দ্বারা শঙ্কর তাহাকে নিধন করিবেন। এই বলিয়া বিষ্ণু শূল দান করিলেন এবং মহাদেব দানবকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া চন্দ্রভাগা নদীতীরে বট বৃক্ষ মূলে অবস্থান করিয়া পুষ্পদন্তকে দূত স্বরূপে শঙ্খচূড়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। পুষ্পদন্ত কোটি কোটি দানব বেষ্টিত দৈত্যরাজ শঙ্খচূড়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শাস্ত্রোক্ত মতে শঙ্কর কথিত বৃত্তান্ত কহিলেন, "দেবগণ হরির শরণাপন্ন হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে আপনি তাঁহাদের রাজ্য ও অধিকার প্রদান করুন অথবা যুদ্ধে কৃতোদ্যম হউন। শ্রীহরি ত্রিলোচন শিবকে নিজ ত্রিশূল প্রদান করিয়াছেন, তিনি এখন পুষ্পভদ্রা নদী তীরে বটমূলে অবস্থান করিতেছেন। মহাদেবের নিকট কি বলিব তাহা আদেশ করুন।" দানবেন্দ্র হাস্য করিয়া বলিলেন "দূত! তুমি এক্ষণে গমন কর, আমি প্রভাতে সে স্থানে গমন করিব।" দূত পুষ্পদন্ত

মহাদেবকে তাহা জানাইলেন।

শঙ্খচূড় অন্তঃপুরে গিয়া তুলসীকে বৃত্তান্ত জানাইলেন। তাহা শুনিয়া সতীর কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "প্রাণনাথ! ক্ষণকাল আপনাকে দর্শন করিয়া জীবন সাফল্য করি। অদ্য রাত্রি শেষে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি।" শঙ্খচূড় কহিলেন, "হে পতিব্রতে! জীবের কর্ম্ম ভোগের সময় উপস্থিত হইলেই শুভাশুভ সুখ দুঃখ সমস্তই ঘটিয়া থাকে, দেখ সময়ে বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া পুনঃ শুষ্ক হইয়া যায়। আমরা যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। প্রিয়ে! তুমি যে বিষ্ণুকে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলে গোলোকে গিয়া তাঁহাকেই পাইবে। আমিও যে স্থানে হইতে আসিয়াছি সেখানে শিবের ত্রিশূলে নিহত হইয়া সেই বৈকুণ্ঠেই যাইব। সেখানে আমি তোমাকে দেখিব এবং তুমিও আমাকে নিরন্তর দেখিতে পাইবে। তুমি আমার জন্য শোক করিও না। আমার গমন সময়েই তুমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যরূপে হরিকে প্রাপ্ত হইবে। দৈত্যেশ্বর এইরূপে ··· ··· বহু সান্ত্বনা বাক্যে তুলসীকে প্রবোধ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত মহাজ্ঞান বিদ্যা তুলসীকে অর্পণ করিলেন। তখন সতীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও মন সুস্থির হইয়া উঠিল। তাঁহারা আনন্দ ভরে রাত্রি যাপন করিলেন। দানবরাজ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে কৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলেন। তৎপর প্রার্থীগণকে ইচ্ছামত দান করিয়া পুত্র সুচন্দ্রকে দানব-

রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং এক প্রধান সেনাপতিকে অস্ত্র-সম্ভার ও সৈন্যসামন্ত সহ যুদ্ধে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং বিমানে পুষ্পভদ্রা নদী তীরে কপিল আশ্রমে শঙ্করের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত সৈন্য সহ ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ভগবান মহাদেব প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন, "তুমি, দনুর বংশধর পরম ভক্ত দম্ভের পুত্র, বিষ্ণু ভক্ত তুমি কি পরস্ব হরণ করিয়া গৌরবান্বিত হইবে? বিশেষতঃ জ্ঞাতি বিরোধ মহা পাপ তুমি দেবগণের অধিকার তাহাদিগকে প্রদান কর ··· ··· ··· ··· নতুবা তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, বিষ্ণু আমাকে যুদ্ধে ত্রিশূল অর্পণ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।

মহাদেবের বাক্যাবসানে দানবরাজ বলিলেন, "হে মহেশ্বর! আমার প্রধান কথা আমাদের পিতা মহামুনি কশ্যপ; তথাপি লোভী দেবগণ সমুদ্র মন্থনে উভয় পক্ষের শ্রম সংজাত লব্ধ অমৃত দেবতারা হরণ করিয়া লইয়াছেন, মহাধার্ম্মিক নিরপরাধ বৃত্রকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বজ্রাঘাতে বধ করিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ বঞ্চনাক্রমে বলিকে পাতালে পাঠাইলেন। আমি সুতল হইতে বহু ঐশ্বর্য্য উদ্ধার করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি ও গৌরবান্বিত করিয়াছি যাহা বিষ্ণুও পারেন নাই।

এই বিশ্ব মূল প্রকৃতিরূপী পরমাত্মার ক্রীড়াভাণ্ড, তিনি যে সময়ের জন্য যাহাকে যে ঐশ্বর্য্য দান করেন, কেবল সেই সময়ের জন্য ঐশ্বর্য্যের ভাগী হন। দেব ও দানবগণের বিবাদ হইয়া থাকে, ইহাতে আপনার আগমন নিস্ফল, আপনি মহাত্মা

দেব দেব মহেশ্বর এবং আমার পূজনীয় ও বন্ধু। ভগবান শঙ্কর অনেক ··· ··· ··· ··· প্রবোধ বাক্য বলিয়া নীরব হইলে দানব-রাজ প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।"

তৎপর দেব ও দানবের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, দেবগণ পরাজিত হইলেন। লক্ষ অক্ষৌহিনী সৈন্য নিহত হইল। দানব-রাজের ত্রিশূলাঘাতে কার্ত্তিকেয় হতচেতন হইলেন, ভদ্রকালী কোলে করিয়া শিবের নিকট দিলেন। শিব মহাজ্ঞানে তাঁহার জীবন দান করিলেন। ভদ্রকালী মহাক্রোধে অব্যর্থ বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, তাহাও দৈত্যরাজের ভক্তিযুক্ত প্রণাম গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল। তখন দেবী ভদ্রকালী পাশুপৎ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, দৈববাণী হইল, এ অস্ত্রে বিনাশ হইবে না; ইহার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট ও কবচ অপহরণ না করিলে ইহার মৃত্যু হইবে না। তখন মহাদেব স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশে তথায় দানবকে কহিলেন, আমি কবচ প্রার্থী, অমনি দানবপতি সেই উৎকৃষ্ট অক্ষয় কবচ ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। তিনি তাহা নিয়া শঙ্খচূড়ের রূপ ধরিয়া সতী তুলসীর নিকট গিয়া সমরজয়ী হইয়াছি বলিয়া বিহার করিতে উদ্যত হইলেন। মহতী সতী তুলসী স্পর্শমাত্রই পরপুরুষ ভাবিয়া মহাক্রোধে শাপ দিতে উদ্যত হইলে ভগবান বিষ্ণু স্বীয় চতুর্ভুজ মুর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "তুমিও আমার জন্যই তপস্যা করিয়াছ, এখন কাল পূর্ণ হইয়াছে, গোলোকে আবার আমার সহিত বিহার করিতে পারিবে।" বিষ্ণুর বাক্যশ্রবণেও সতীর ক্রোধ উপশমিত

হয় নাই। তিনি বলিলেন, "আপনি ভগবান হইলেও অতি নির্দ্দয় পাষাণের মত কঠিন হইয়া আমার পতিকে বিনাশ করিয়াছেন, সেজন্য আপনিও পাষাণ হইবেন।" এই বলিয়া শ্রীহরির চরণে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন করুণাসাগর ভগবান কহিলেন, "হে সাধ্বি তুমি আমার জন্য ভারতে বহু তপস্যা করিয়াছ, এক্ষণে তাহার ফল দান করিতেছি, তুমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য দেহ লইয়া রমার সদৃশী হইয়া আমার সহিত বিহার কর, তোমার এই শরীর ভারতে গণ্ডকী নামে প্রসিদ্ধ নদী হইবে, তাহা মনুষ্যের পুণ্যপ্রদ পবিত্রা নদীরূপে পরিণত হউক, কেশকলাপ তুলসীর কেশ সম্ভূত বলিয়া তুলসী বৃক্ষরূপ ধারণ করুক, এই তুলসীর যাবতীয় পুষ্প ও পত্র হইতে দেবপূজা প্রশস্ত হইবে এবং সমুদয় পুষ্প হইতে তুলসী শ্রেষ্ঠ হইবে, এই তুলসী বৃক্ষ গোলোকের বিরজা নদী তীরে রাসমণ্ডল স্থলে উৎপন্ন হইবে, যে ব্যক্তি তুলসী জলে অভিষিক্ত হইবেন তিনি সমুদয় তীর্থ স্নান ও সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষার ফল লাভ করিবেন। আমিও তোমার শাপে ভারতে গণ্ডকী নদীর নিকটে শৈলরূপী হইয়া অধিষ্ঠিত হইব। তথায় কীট সকল শৈলের ভিতরে আমার চক্র (সুদর্শন) নির্ম্মাণ করিবে তাহাই শালগ্রামরূপী বিষ্ণু; ইহা যে স্থানে থাকিবে তাহা তীর্থ স্বরূপ হইবে।" শ্রীহরি তুলসীকে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন, তখন তুলসীও যোগবলে দেহত্যাগ পূর্ব্বক দিব্য দেহ ধারণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন, তথায় কমলার ন্যায় হরির বক্ষঃস্থলে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভগবান তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করায় এবং দানব রাজের কবচও বিতরিত হওয়ায় বিষ্ণুদত্ত মহাশূল যাহা শিব ও কেশব ব্যতীত কেহ বহন করিতে পারেন না, মহাদেব শঙ্কর সেই শূল ঘূর্ণন করিতে করিতে শঙ্খচূড়ের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন দানবরাজ ধনু পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগাসন করিয়া কৃষ্ণের চরণ যুগল ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন সেই শূল শঙ্খচূড়ের উপর পতিত হইয়াই তাঁহাকে ভস্মসাৎ করিল।

তখন শঙ্খচূড় দ্বিভুজ মুরলী হস্ত কিশোর গোপ বেশ ধারণ করিয়া গোলোক হইতে আগত রত্ন বিমানে গমন করিলেন। তিনি তথায় রাধামাধবের চরণ বন্দনা করিলেন ভগবান হরি প্রেম-পরিপ্লুত হইয়া সুদামাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

শঙ্খচূড়ের অস্থি হইতে দেবার্চ্চনার প্রশস্ত বহু প্রকার শঙ্খের উৎপত্তি হইল। দেবার্চ্চনে শঙ্খের জল অতি পবিত্র, প্রশস্ত ও দেবগণের প্রীতিদায়ক, শিব ভিন্ন অন্য দেবতাগণের নিকট ঐ শঙ্খজল তীর্থবারি স্বরূপ।

ওঘবতী

তিনি ওঘবান রাজার কন্যা ওঘবতী দেবীরূপিণী ছিলেন। তাঁহার স্বামী মহা পুণ্যাত্মা পাবক পুত্র সুদর্শন। তিনি পত্নী ওঘবতীকে অতিথি সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি অতিথি সেবার জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ও পবিত্র বস্তুও দান করিতে

প্যার। পতির আদেশ পালনই নারীর পরম ধর্ম্ম, ওঘবতী তাহাই করিতেন; পতিকে বলিলেন, আপনার আদেশ পালনে আমার কিছুই অকর্ত্তব্য নাই।

মৃত্যুদেব, সুদর্শনের নিষ্পাপ ও তৎপত্নীর সতীত্ব ও পরম অতিথি সেবাব্রত দেখিয়া তাহার অনুগমন করিতে অক্ষম হইয়া জিগীষাপর হইলেন। তিনি তাঁহার ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদা সুদর্শন অরণ্যে কাষ্ঠান্বেষণ করিতে গেলে মৃত্যু ব্রাহ্মণ বেশ ধরিয়া অতিথিরূপে ওঘবতীকে বলিলেন, "হে সতি! যদি গৃহস্থ আশ্রম সম্মত ধর্ম যদি তোমার প্রমাণ হয় তবে তুমি আমার আতিথ্য কর ইহাই আমি ইচ্ছা করি। রাজনন্দিনী বিপ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদবিহিত বিধানে পাদ্য অর্ঘ্য দানে অর্চ্চনা করিলেন এবং বলিলেন, আপনার আর কি প্রয়োজন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কল্যাণি" তোমাকেই আমার প্রয়োজন, তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া আচরণ কর। রাজকন্যে সুদর্শনে! যদি গৃহস্থাশ্রম সম্মত ধর্ম্মই প্রমাণ হয় তুমি তবে আমাকে আত্মপ্রদান করিয়া আমার প্রিয় কার্য্য সাধন কর।" ওঘবতী (সুদর্শনা) অতিথিরূপী বিপ্রকে অন্যান্য বহু উপভোগ্য ও মূল্যবান দ্রব্যের প্রলোভন দেখাইয়াও তাহার আত্মপ্রদান ভিন্ন অন্য কিছুতে সম্মত করিতে অক্ষম হইলেন। তখন পতির বাক্য স্মরণ করত অতি সলজ্জ ভাবে দ্বিজবরকে "তাহাই হউক" এই কথা বলিলেন। অনন্তর রাজমহিষী বিপ্রর্ষির সহিত নির্জ্জন গৃহে উপবেশন করিলেন। তৎকালে পাবক নন্দন সুদর্শন কাষ্ঠ আহরণ করিয়া গৃহে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। রাজা "কোথায় ওঘবতী বলিয়া বার বার আহ্বান করিলেন।

সতী বিপ্রকরযুগল দ্বারা আলিংগিতা থাকায় পতিকে কিছুই প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। সুদর্শন বার বার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার পতিব্রতা পত্নী কোথায়? ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয় কি আছে, যাহার জন্য তিনি স্থানান্তর হইয়াছেন? সেই সত্যশীলা, সরলা সাধ্বী প্রিয়তমা কি নিমিত্ত উপস্থিত হইতেছেন না। আমাকে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইতে হইল। তখন ব্রাহ্মণ বেশী মৃত্যুরাজ পর্ণশালা হইতে প্রত্যুত্তর করিলেন "হে পাবক-তনয় সুদর্শন! আমি অতিথি উপস্থিত আছি, তুমি আমাকে অবগত হও, আমি তোমার পতিব্রতা ভার্য্যা দ্বারা নানাপ্রকার সৎকার দ্বারা প্রলোভিত হইয়াও আমি তাহাকেই প্রার্থনা করিয়াছি, সেই শুভাননা সাধ্বী আমার সম্মান করিতে আসিয়াছেন, এ বিষয় তুমি আমাকে অথবা পতিব্রতাকে দণ্ড কর্ত্তব্য হয় তাহার অনুষ্ঠান কর।" "অতিথি ব্রত পরিত্যাগ করিয়া যে হীনপ্রতিজ্ঞ হয় তাহাকে বধ করিব, ইহা চিন্তা করত মৃত্যুরাজ মৃত্যুদণ্ড ধারণ করিয়া সেই ব্যক্তির অনুগামী রহিয়াছেন।" সুদর্শন এই কথা শ্রবণ করিয়া কর্ম মনঃ চক্ষু ও বাক্য দ্বারা ঈর্ষা এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "হে বিপ্রবর! আপনার সুরত হউক ইহাতে আমার তৃপ্তি হইবে, অতিথি সৎকারই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম, যে গৃহস্থের গৃহে অতিথি আসিয়া পূজিত হইয়া গমন করেন তাহা অপেক্ষা তাহার অন্য

কোনও শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম নাই ইহা মনীষীগণ কহিয়া থাকেন, আমার প্রাণ, পত্নী অন্য যাহা কিছু ধন আছে, তৎসমুদয় অতিথিগণকে দান করিব, ইহাই আমার সংকল্পিত ব্রত, হে বিপ্র! আমি নিঃসন্দিগ্ধ রূপে যেমন এই বাক্য কহিলাম, তেমনি সত্যদ্বারা স্বয়ং আত্মাকে আলভন করি, পৃথিবী, বায়ু, জল, আকাশ, জ্যোতি, বুদ্ধি, আত্মা, মন, কাল। দিক এবং দশ ইন্দ্রিয় ইহারা দেহ সংশ্রিত থাকা সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্ম সকল নিরীক্ষণ করে, অদ্য আমি এই সত্য কথা কহিলাম, সেই সত্যদ্বারা দেবতারা আমাকে পালন করুন।" তখন সেই ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম উটজ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, বায়ুর ন্যায় পাতিব্রত্য দ্বারা, ভূর্লোক ও দ্যুর্লোক ব্যাপিয়া উদত্তাদি অশরীরী স্বর দ্বারা গীত হইল, "সুদর্শন রন্ধ্র-অন্বেষী মৃত্যু তোমার অনুগামী হইয়াছে, তোমার পতিব্রতা পত্নী ওঘবতীর পতিবাক্য পালনের অতিথি সেবার সত্যধামে মৃত্যুকে তুমি জয় করিয়াছ, ধৈর্য্যগুণে বশীভূত করিয়াছ তোমার এই পতিব্রতা সাধ্বীকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক নিরীক্ষণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই।"

ইনি তোমার শিক্ষার গুণে এবং পতিব্রতা গুণে পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন। এই অধৃষ্যা সাধ্বী যাহা বলিবেন তাহা অন্যথা হইবে না, এই মহাপুণ্যবতী ব্রহ্মচারিণী স্বকীয় তপস্যারূপ স্বামী ও অতিথি সেবা বলে লোক পাবনার্থ পতিত-পাবনী সরিদ্বরা হইবেন, তুমি ইহ জন্মে এই দেহ দ্বারা সমস্ত লোকে গমন করিবে আর মহাভাগা অর্ধ শরীর দ্বারা ওঘবতী নামে

নদী হইবেন, আর অর্ধ শরীর তোমার অনুগমন করিবেন, যোগবলে পাতিব্রত্য ভক্তিবলে তিনি দেহদ্বয় ধারণ করিতে পারিবেন। যেহেতু যোগ ইহার বশে আছে, তুমিও এই দেহেই শাশ্বত সনাতন লোক সকলে গমন করিবে। তোমাদের অতুল ঐশ্বর্য্য জন্মিয়াছে মৃত্যু তোমাদের দ্বারা নির্জ্জিত হইয়াছেন, তোমরা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম দ্বারা কাম ও ক্রোধ জয় করিয়াছ, এই রাজপুত্রী তোমার শুশ্রূষা দ্বারা, স্নেহ, রাগ, তন্দ্রা, মোহ ও দ্রোহকে বিশেষরূপে জয় করিয়াছেন। মুনিরূপী মৃত্যু এইসব বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, ইন্দ্র স্বর্গীয় বিমানে দম্পতির সন্নিধানে আসিয়া তাহাদিগকে নিজপুরে লইয়া গেলেন। এই আখ্যান অতি পুণ্যময়, ইহা শ্রবণে পঠনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

—:০:—

মলয়গন্ধিনী

ইনি অমিত্রজিৎ রাজার পত্নী এবং মাল্য বিদ্যাধরের কন্যা! ইনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা, তপঃসিদ্ধা ও নৃত্যগীত বিশারদা এবং পতিব্রতা ও পরম জ্ঞানবতী।

মহারাজা অমিত্রজিৎ অতি ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার রাজ্যে মৎস্য মাংসাশী ব্যক্তিরাও রাজভয়ে হিংসা ত্যাগ করিয়াছিলেন; এমন কি ব্যাধ ও প্রাণী হিংসক সিংহ ব্যাঘ্র পশু ও বকাদি পক্ষীরাও হিংসা পরিত্যাগ করিয়াছিল। তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম"ই তাঁহার রাজ্যে মূলনীতি ছিল।

মহীপাল এইরূপে রাজ্য শাসন করিতে থাকিলে একদা নারদ মুনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। মুনি রাজা কর্ত্তৃক মধু-পর্কাদি দ্বারা পূজিত হইয়া বলিলেন—"হে বিশাম্পতে! আপনি সর্বভূতে গোবিন্দকে দর্শন করিয়া ধন্য, কৃত-কৃত্য ও দেবগণেরও মান্য হইয়াছেন, যিনি বেদপুরুষ, যিনি মুক্ত পুরুষ, যিনি এই জগতের অন্তরাত্মা, পালয়িতা ও বিভু, আপনি সেই বিষ্ণুকে জগন্ময় দেখিতেছেন, অদ্য আমি আপনাকে দর্শন করিয়া পবিত্র হইলাম। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক হৃষীকেশে চিত্ত সংযম করে সেই ব্যক্তি অস্থির জগতে স্থৈর্য্য লাভ করে। যৌবন, ধন ও আয়ু এসকল পদ্মপত্রের জলের ন্যায় অতীব চঞ্চল, যাহার চিত্তে বাক্যে ও কর্মে জনার্দ্দন সর্বদা বিরাজ করেন, সেই সকলের পূজনীয়। আপনার ইন্দ্রিয় ও মন সংযত হইয়াছে, আপনি পরোপকারব্রতী, আপনার উপকার করিবার ইচ্ছায় একটি গল্প বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য নির্ধারণ করুন্। 'মাল্য বিদ্যাধরের কন্যা অত্যন্ত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা ছিল। বাল্যকালে তাঁহার পিতাকে বলিল, আমি প্রত্যহ গংগাতীরে অবন্তীতে বিষ্ণু মন্দিরে তাঁহার অর্চ্চনা করিব। পরম জ্ঞানী পিতা তাহাকে প্রত্যহ বিষ্ণু অর্চ্চনা করিতে পাঠাইতেন। এইভাবে প্রত্যহ অভিনব সুগন্ধি পুষ্প গ্রথিত বিচিত্র মালা, অপূর্ব্ব দিব্যনৃত্য ও সংগীত দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া কন্যা দেবতার এক বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিল; যাহাতে বিষ্ণুভক্ত সর্বশাস্ত্র ও গুণসম্পন্ন পতি

প্রাপ্ত হইবে এবং আগামী তৃতীয়া তিথিতে পরিণয় সুসম্পন্ন হইবে; রাজন্ একদা সেই অলৌকিকা ভক্তিপরায়ণা কন্যা তাহার পিতার ক্রোড়দেশে ক্রীড়া করিতেছিল, এমন সময় দানব কালকেতুর পুত্র কংকালকেতু তাহাকে হরণ করিয়া পাতালপুরীতে চম্পকাবতী নগরীতে রাখিয়াছে। আগামী তৃতীয়ায় ঐ বালিকার বিবাহ হইবে, হে নৃপ! আমি যখন হাটকেশ্বর শিব দর্শন করিয়া আসিতেছি, সে সময় সেই কন্যা কাতর ক্রন্দনে আমাকে প্রণামপূর্বক এই ঘটনা জানাইল, আমি তাহা আপনাকে জানাইতেছি। ঐ কন্যা আমায় বলিল, হে মুনি-শ্রেষ্ঠ! একদা আমি গন্ধমাদন শৈলে ক্রীড়নক লইয়া ক্রীড়া করিতেছি ঐ সময়ে দুর্বৃত্ত কঙ্কালকেতু আমাকে হরণ করে, ঐ পাপাত্মার কাহারও হস্তে মৃত্যু নাই, সে কেবল আমার ত্রিশূল সংহারেই মৃত্যু হইবে, যুদ্ধে সে কিছুতেই মরিবে না, ঐ দুরাত্মা এখন জগৎকে পর্যাকুলিত করিয়া নিদ্রা যাইতেছে, যদি কোনও কৃতজ্ঞ ব্যক্তি আমার এই ত্রিশূলদ্বারা দানবকে নিহত করিয়া আমার উদ্ধার করে তবে আমি পরিত্রাণ পাই, নতুবা আমি প্রাণত্যাগ করিব। আপনি আমাকে উদ্ধার করুন্। পূর্বে আমাকে প্রসন্ন হইয়া ভগবতী উমা এইরূপ বর দিয়াছিলেন যে, হে পুত্রি! কোনও এক বিষ্ণুভক্ত ধীমান যুবা তোমার পরিণেতা হইবে, আগামী অভীষ্ট শুক্লা তৃতীয়া তিথির মধ্যেই এই বর আসিবে, ইহার জন্য তোমাকে কিছু করিতে হইবে না, তুমি নিমিত্তমাত্র, যত্ন কর; হে রাজন্! অদ্য আমি আপনাকে

বিষ্ণুভক্ত ধীমান্ যুবারূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে রাজন্! অধুনা আপনি এই কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত এই দুষ্ট দানবকে নিহত করিতে ঐ মলয়-গন্ধিনী শূল প্রদান করিবে। আর পার্বতীর বর প্রভাবে আপনি ঐ দানবকে নিহত করিতে পারিবেন এবিষয় কোন সংশয় নাই। মহাত্মা অমিত্রজিৎ অত্যন্ত উৎসুক সহকারে বলিলেন, "চম্পকাবতী নগর কোন্ পথে যাইতে হইবে ?" নারদ বলিলেন, আপনি পূর্ণিমা তিথিতে অর্ণবযানে সমুদ্র যাত্রা করিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইবেন "পোতস্থ কল্পযুক্ত রথে এক দিব্য অঙ্গনা সমুদ্রগর্ভ হইতে পোতপরিপর্যঙ্কে সুস্বরে একটি গান করিতেছে; সেই গানটি এই "যে ব্যক্তি শুভাশুভ যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সে তাহার ফল ভোগ করিবে" এই বিধি সুনিশ্চিত। ঐ কামিমী বীণালয় যোগে গান করিয়া রথ, মহীরুহ ও পর্যঙ্কের সহিত পোত সহ সমুদ্র জলে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। এবং সেই পথে তোমাকেও যাইতে নির্দেশ দিবে। আপনি ইহা দর্শন করিয়া যজ্ঞ বরাহের ন্যায় পোতসহ নিমজ্জিত হইয়া অনুগমন করুন্। তদন্তর পাতালে গমন করিয়া ঐ বালিকা-ধ্যুষিতা মনোহরা চম্পকাবতী নগরী দেখিতে পাইবেন।" মুনির নির্দেশমত সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরে ঐ চম্পকাবতী নগরী প্রাপ্ত হইলেন এবং ঐরূপ বর্ণিতা বালিকাকে দেখিতে পাইলেন, তিনি সেই অলৌকিকী মূর্ত্তি দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এই কুমারী কি জগতে সৌন্দর্যশ্রী না পাতালের দেবতা? না ইহা কেবল আমারই নয়নোৎসবের

জন্য সৃষ্টি বিলক্ষণা এই মনোহারিণী নির্মিত হইয়াছে? কুহূরাহুর প্রতি ভয় হেতু চান্দ্রমসীশ্রী নারীরূপ ধারণ করিয়া এই স্থানে অকুতোভয়ে বিরাজ করিতেছে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বালিকার নিকটে উপস্থিত হইলেন। বালিকা দেখিলেন রাজপুত্রের বক্ষে তুলসী মালা বিলম্বিত, শঙ্খচক্র চিহ্নে চিহ্নিত হরিনাম-সুরাপানে তাঁহার জিহ্বা বিধৌত হইতেছে এবং ভবানী ভক্তি দ্বারা বদন বিগলিত, বালিকা এইরূপ বিষ্ণুকল্প যুবক দেখিয়া অশ্রুবিন্দু মোচন করিলেন এবং মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "আপনি এই পুরী পবিত্র করিলেন এবং আমাকে মধুরা করিলেন। দুরাত্মা কঙ্কালকেতু পরাস্ত্র দ্বারা অবধ্য, আপনি অস্ত্রাগারের গহ্বরে গুপ্তভাবে অবস্থান করুন, চণ্ডিকা ব্রত-সামর্থ্যেই আমার কন্যাব্রত ভঙ্গ হয় নাই, আপনি আগামী পরশ্ব তৃতীয়া তিথিতে আমার পাণি গ্রহণ করিবেন বলিয়া ঐ দুষ্টাত্মা নিদ্রিত আছে এবং আমার শাপেই ও' গতায়ু হইয়াছে। হে যুবন্! আপনি ভয় করিবেন না, অচিরাৎ আপনার কার্য্য সিদ্ধি হইবে। নৃপরাজ অমিত্রজিৎ বিদ্যাধরী বাক্যে দানবের অগমন প্রতীক্ষা করিয়া আস্ত্রাগারে গুপ্তভাবে অবস্থান করিলেন।

অনন্তর সায়ংকালে ভীষণাকৃতি দানব ভয়ানক ত্রিশূল হাতে ধারণ করিয়া সমাগত হইল এবং প্রলয়াম্বুদ নিঃস্বনে বিদ্যাধরীকে কহিলেন "অয়ি বরাননে! তুমি কন্যাবস্থায় আছ, পরশ্বদিন তোমার পাণি গ্রহণ করিব, এই দিব্য রত্ন সকল গ্রহণ কর,

কল্য তোমাকে দশ সহস্র দাসী প্রদান করিব। আসুরী, দানবী, গন্ধর্বী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী ও যক্ষদিগের একশত আটটী এবং রাক্ষসী ও অপ্সরাগণের ১০৮ টী তোমার পরিচারিকা হইবে। কল্যাণি! তুমি আমাকে বিবাহ করিলে দিক্‌পালগণের গৃহে যত সম্পত্তি আছে, ঐ সমস্ত সম্পত্তি তুমি ভোগ করিবে। আঃ সে পরশ্ব দিন কবে আসিবে? অয়ি মৃগশাবাক্ষি! আমি রণে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজিত করিয়া তোমাকে ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরী করিব।" এইসব কথা বলিয়া দানব ক্রোড়দেশে ত্রিশূল রক্ষা করিয়া নিদ্রিত হইল। তখন কুমারী বিদ্যাধরী মলয়গন্ধিনী দেবী গৌরীর বর স্মরণ পূর্বক লুক্কায়িত রাজাকে আহ্বান করিলেন এবং প্রসুপ্ত দানবের ক্রোড়দেশ হইতে শূল গ্রহণ করিয়া ভাবী পতি রাজপুত্র অমিত্রজিতের হস্তে প্রদান করিলেন। তখন নৃপতি ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া জগৎরক্ষামণি চক্রধরকে মনে মনে স্মরণ করিয়া দৈত্যকে বলিলেন, 'রে দুরাত্মন্! গাত্রোত্থান কর্, আমি সুপ্ত ব্যক্তিকে নিহত করিব না' দানব ক্রোধে উত্থান করিয়া বলিল "রে সুন্দরি! অদ্য কাহার মৃত্যু উপস্থিত? কে অন্তক দর্শন করিয়াছে এ নর আমার মাল্যস্বরূপ, ওকে বধ করিতে ত্রিশূলের প্রয়োজন কি, ভয় নাই দেখ এখনি আমার ভক্ষ্য হইবে।" এই কথা বলিয়াই রাজার বক্ষঃস্থলে সুদৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করিল, রাজা দৈববলে কণামাত্র ব্যথা পাইলেন না। রাজা অতি বেগে দানবের মুখে চপেটাঘাত করিলেন, দানবের মস্তক ঘূর্ণিত হওয়ায় ভূমিতে

পড়িয়া গেল, তখন দানব উঠিয়া কহিল, "আমি বুঝিতে পারিয়াছি তুমি নররূপী চক্রধর, তুমি নিশ্চয় কোন ছিদ্র পাইয়া আমাকে নিধন করিতে আসিয়াছ; তুমি ছলনা করিয়াই মধু-কৈটভজিৎ হইয়াছ, ঐরূপ ছলনা করিয়া বলিকে পাতালে প্রেরণ করিয়াছ। ঐরূপে হিরণ্যকশিপুকে, রাম রূপে রাবণকে এবং গোপাল রূপে ছলনা করিয়া কংসকে নিধন করিয়াছ। হে নায়ক! আমি তোমাকে ভয় করি না, শরীরীদের শরীর পতন অবশ্যম্ভাবী, তুমি বলেই হউক ছলেই হউক আমাকে নিহত কর, ত্রিশূল পরিত্যাগ করিও না, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না, আমি প্রাতঃকালে অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করিব, এই বিদ্যাধরী কন্যা পরমা সতী, আমি ইহাকে দূষিত করি নাই, এই লক্ষ্মীস্বরূপা সতী, আমি তোমার জন্যই ইহাকে রক্ষা করিয়াছি।" দানব যেন মৃত্যু কামনায়ই পুনঃ বাম দুর্দণ্ড দ্বারা প্রহার করিল, নৃপতি তখন অতি ক্রোধে ত্রিশূল দ্বারা দানবের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন, তখন নৃপতির সমক্ষেই দানব প্রাণত্যাগ করিল। তিনি দর্শনকারিণী কুমারী মলয়গন্ধিনীকে বলিলেন, "তোমার বাঞ্ছিত পূরণ করিলাম, অধুনা আর কি করিব বল?" রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যা বলিল, "হে বীর! আমি আপনার নিজ প্রাণ দিয়া পণীকৃতা যুবতী কুলকামিনী এবং অদূষিতা, সুতরাং আমায় আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? কামিনী এই কথা কহিতেছেন, তখন স্বৈরচর দেবর্ষি নারদ দেবলোক হইতে ঐ স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহারা উভয়ে তাঁহাকে দর্শন

করিয়া প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। মুনি তাহাদের উভয়কেই শুভাশীর্বাদ করিয়া তাহাদিগকে পাণিগ্রহণ বিধানে কৃতমঙ্গল ও অভিষিক্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। নৃপবর কৃতদার হইয়া বিদ্যাধরী সহ কৈবল্য বিজয়ী স্বীয় পুরীতে প্রবেশ করিয়া রাজ্য ভোগ ও দেবতা উপাসনায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

একদা রাণী রাজাকে বলিলেন, "হে নরপতে! আমি অভীষ্ট তৃতীয়াতে মহাব্রত আচরণ করিব আপনিও তাহাতে অভিষিক্ত হইবেন্।" রাজা বলিলেন, "সে ব্রত কিরূপ?" রাণী বলিলেন, অগ্রহায়ণের শুক্লাতৃতীয়ায় ঘট স্থাপন করিয়া বিবিধ উপচারে শাস্ত্রীয় বিধানে সহস্র সংখ্যক হোমাদি করিতে হইবে। এই ব্রত দেবর্ষি নারদ পূর্বে লক্ষ্মীকে প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি এই ব্রত করিয়া স্বর্গাপবর্গ প্রভৃতি কাম সকল লাভ করিয়াছেন। ইহাতে সর্ব সৌভাগ্য ও ধার্মিক দীর্ঘজীবী গুণবান্ সুপুত্রবান হওয়া যায়। নৃপতি আনন্দভরে পত্নীসহ সম্পূর্ণ শাস্ত্রাচারে উপবাস, হোম অবিরত দান ও সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দেবী গৌরীর প্রতি ভক্তিভরে "হে বিশ্ব বিধানজ্ঞে বিজ্ঞে বিবিধকারিণি দেবি তুমি ব্রতাচরণ হেতু শঙ্কর সদৃশ পুত্র প্রদান কর।" দম্পতি এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া সংযত ভাবে তাপসাচারে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। বিদ্যাধরী সতী দেবীর আদেশ প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার গর্ভে এক সুপুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। কিছুদিন পরে রাজপত্নীর গর্ভে

সর্ব সুলক্ষণ রাজচক্রবর্ত্তী চিহ্ন যুক্ত এক শিশুর জন্ম হয়। ষষ্ঠীদিন রাত্রিতে স্বপ্নে এক যোগিনী আসিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া দীর্ঘজীবন লাভের বাণী বলিয়া গেলেন; বিদ্যাধরীমাতা অতি আনন্দিত হইয়া পুত্রকে সর্ব বিষয়ে সুশিক্ষিত ও কর্মযুক্ত ও পবিত্র স্বভাব করিয়া গঠন করিলেন।

সেই পুত্রের নাম বীরেশ্বর রাখিয়াছিলেন। কালক্রমে পুত্র-হস্তে রাজ্যভার দিয়া তপোবনে বিষ্ণুপদ আরাধনা করিতে পতি-পত্নী বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৎপর তাহারা যোগবলে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া সুরপুরে প্রস্থান করেন।

—:০:—

সাবিত্রী বা বেদমাতা

একদা মহারাজা প্রিয়ব্রত বদরীক্ষেত্রে তপস্যা করিতেছিলেন, তৎকালে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে অর্চনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হে মুনে! আপনি কি আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছেন? দেবর্ষি বলিলেন "রাজন! আমি শ্বেতদ্বীপে এক কন্যা দর্শন করিয়াছি, আমি সেই কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "অয়ি বিশালাক্ষি! তুমি কি জন্য নির্জ্জনে বসিয়া রহিয়াছ? তুমি কে? তুমি কি করিতে ইচ্ছা কর? আমাকে সকল প্রকাশ করিয়া বল। আমার প্রশ্ন শুনিয়াই তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া আমাকে দর্শন করেন এবং কি যেন স্মরণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, তিনি মৌনাবলম্বন করিলে আমি সর্ব বেদ ও সর্ব শাস্ত্র বিস্মৃত হইয়া গেলাম। এরূপ

হওয়ায় আমি চিন্তিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ঐ কন্যার শরণ গ্রহণ পূর্বক যেমন তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, অমনি তাহার ক্রোড়ে এক পুরুষ লক্ষিত হইল, ঐ লক্ষিত পুরুষের বক্ষঃস্থলে আর একটী পুরুষ আবার তাঁহার বক্ষঃস্থলে আর একটী পুরুষ রহিয়াছে দেখিলাম। অনন্তর আমি ঐ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে ভদ্রে! অধীত বেদ আমার স্মৃতিপথাতীত হইল কেন? ইহার কারণ কি? কন্যা কহিলেন, "আমি বেদমাতা সাবিত্রী, তুমি আমাকে জান না বলিয়া বেদ সকল তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে।" আমি বলিলাম "হে কন্যে! আপনি বেদমাতা অতএব বলুন, আপনার হৃদয়ে যে পুত্র তিন জন দৃষ্ট হইতেছে তাহারা কে?" কন্যা বলিলেন, "এইযে আমার শরীরে যিনি অবস্থান করিতেছেন ইনি "ঋগ্বেদ" দ্বিতীয় "যজুর্বেদ" আর তৃতীয় "সাম বেদ" এই বেদ ত্রয় আমার শরীরে অবস্থিত। এই বলিয়া সেই কন্যা আমার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। আমি ইহাতেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। ভাবিলাম কি করি কোথায় যাই কাহার শরণ লই, বেদমাতা সাবিত্রীর দর্শনই অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

এই বেদমাতা সাবিত্রীই সকল দেবদেবীর মূলাধিষ্ঠাত্রী পরমা দেবী, যাঁহার পূজা, ধ্যান, নাম মন্ত্র সাধনাই সিদ্ধি ও পরম জ্ঞানের মূল, যাঁহার পূজা প্রত্যহ নিত্য কর্ত্তব্য তিনি পরমা সিদ্ধিদায়িনী পরমেশ্বরী।

মনসা সতী

ইনি কশ্যপ মুনির মানসী কন্যা, মনুষ্যগণের মনে ক্রীড়া করেন বলিয়া তিনি মনসা দেবী নামে প্রসিদ্ধা ; তিনি অতি ক্ষীণাঙ্গী বলিয়া জরৎকারু মুনির ন্যায় ক্ষীণ দেহ দর্শনে তাঁহার নামও জরৎকারু রাখিয়াছিলেন।

তিনি সকল লোকের মনোহারিণী সুন্দরী বলিয়া জগৎ গৌরী নামে বিখ্যাতা, শিবের শিষ্যা বলিয়া তিনি শৈবী, তিনি বিষ্ণুপরায়ণা বলিয়া বৈষ্ণবী, নাগ ভগিনী বলিয়া নাগেশ্বরী, বিষ হরণ করেন বলিয়া বিষহরী, মহাদেবের আরাধনা করিয়া সিদ্ধযোগ লাভ করিয়াছেন বলিয়া সিদ্ধযোগিনী, মৃত মানুষকে সংজীবিত করেন বলিয়া মহাজ্ঞান যুক্তা তপস্বিনী। মহামুনি জরৎকারুই ইহার স্বামী। একদিন মুনি নিদ্রাগত, সন্ধ্যা প্রায় সমাগত, স্বামীর মস্তক তাঁহার উরুদেশে স্থাপিত ; পতি-পরায়ণা সতী ধর্ম নাশভয়ে মনে মনে বেদ বিহিত চিন্তা করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিলেন।

তেজস্বী মুনি জাগ্রত হইয়া অতিশয় ক্রোধ বশতঃ কহিলেন "হে সুব্রতে! তুমি পতিব্রতা ও বেদজ্ঞানশীলা ধার্মিকা তাপসী হইয়াও কি জন্য আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিলে? পতির অনিষ্ট চেষ্টা করিলে পত্নীর সকল ব্রত, তপস্যা বিফল হয় ; যে স্ত্রী পতিপূজা করে জগৎপতি ভগবান তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। পতি পূজাই ভগবানের পূজা, সকল প্রকার তপস্যা ব্রত যজ্ঞই পতিপূজার ফল স্বরূপ। এই বাক্য বলিয়াই মুনিবরের

ভূধর কম্পিত হইতে লাগিল। দেবী ভীত হইয়া বলিলেন "হে সুব্রত! আমি জানি নিদ্রা ভঙ্গ করা মহা পাপ, তদপেক্ষাও সন্ধ্যালোপ করা ভীষণতর। আমি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে শাপান্ত করুন্।" এই বলিয়াই স্বামীর চরণপদ্মে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এই সময় সূর্যদেব তথায় আগমন করেন; তিনি মুনিকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন "হে মুনিবর, অতি ধর্ম্মভীরু আপনার পত্নী সূর্যাস্ত সময় দেখিয়া ধর্ম্মলোপ ভয়ে আপনাকে প্রবোধিত করিয়াছেন, আমিও আপনার শরণাগত; হে ব্রহ্মন্! ক্ষান্ত হউন্, ক্রোধ করা আপনার অনুচিত; শান্তস্বভাব মুনির চিত্ত নবনীত হইতেও কোমল, ব্রাহ্মণেরা ক্রোধ করিলে ক্ষণকাল মধ্যে জগৎ ভস্মীভূত করিতে পারেন। শান্ত হইয়া পুনঃ সৃজন করিতে পারেন, আপনি শান্ত হউন্।

সূর্যের প্রবোধ বাক্যে মুনি শান্ত হইলেন, সূর্যদেব স্বস্থানে গমন করিলেন। মুনি পূর্ব্ব অঙ্গীকার মত পতিব্রতা পত্নীকে ত্যাগ করিলেন। মনসা পতিপদে পড়িয়া মুহুর্মুহু হতচেতন হইতে লাগিলেন এবং চেতনা লাভ করিয়া তাপসী দেবী ধ্যানযোগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পিতা কশ্যপ ও শিবকে আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাজ্ঞানবতী পতিব্রতা মনসার ধ্যানে তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলেন।

মহা মুনি জরৎকারু তাঁহাদিগের পাদবন্দনা করিয়া বলিলেন, "আপনারা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? তখন ব্রহ্মা

বলিলেন "হে ধার্মিকবর, তোমার যদি এই পরমা সাধ্বী পতিব্রতা পত্নীকে পরিত্যাগ করাই স্থির হয়, তাহা হইলে নিজধর্ম্ম রক্ষার্থে ইহাতে পুত্রোৎপাদন কর, যেকাল পর্যন্ত পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পিতৃঋণ শোধ না হয়; তত কাল যতী, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু অথবা বনচারী পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাবলম্বী হইবে না। যে ব্যক্তি সৎপত্নীতে পুত্রোৎপাদন না করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনে তাহাকে পরিত্যাগ করে, চালনীতে যে প্রকার কিছুক্ষণও জল থাকেনা তদ্রূপ তাহার নিকট হইতে পুণ্য সকল প্রস্থান করে।" মুনি ব্রহ্মার এই প্রকার যুক্তি ও বেদ সম্মত বাক্য শ্রবণ করিয়া মনসাকে আহ্বান করিলেন এবং তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন "মনসে! তোমার গর্ভে ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় বসুধাধিপ পুত্র হইয়া আমার পিতৃলোকের উদ্ধার করিবে।"

আমার পুত্র জ্ঞানী, যোগী এবং বেদবিদ্‌গণের মধ্যেও প্রধান হইবে। সে তপস্বী, তেজস্বী ও যশস্বী হইয়া পিতৃ-মাতৃ গৌরব বৃদ্ধি করিবে, এরূপ পুত্রের জন্ম মাত্রই পিতৃগণ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। পতিব্রতা, সৎস্বভাবা, মিষ্ট-ভাষিণী, ধর্ম্মিষ্ঠা, সৎকুলজাতা তপঃশীলা শাস্ত্রপরায়ণা, নিরলসা ও কুলধর্ম্ম রক্ষাকারিণী প্রিয়াই ঐরূপে পুত্রের মাতা হইয়া থাকে।

যাহা হইতে হরিভক্তি লাভ হয়, যিনি ভগবান্ দর্শনের পথ দর্শন করাইয়া দেন, যাহার বাক্য অব্যর্থ ও শুভপ্রদ তিনিই প্রকৃত পিতৃপদবাচ্য ও প্রকৃত গুরু, আর তিনিই

প্রকৃত গর্ভধারিণী যিনি দারুণ ভবিষ্যতের গর্ভবাস-দুঃখ নাশের সুশিক্ষা ও সৎজ্ঞান দান করেন। পরমেশ্বরের চিন্তাই পরম জ্ঞান, জননীই সে জ্ঞান লাভের উৎস ; মনসে, তোমাকে আমি বিপুল জ্ঞান প্রদান করিয়াছি ; যিনি স্ত্রীকে নির্ম্মল জ্ঞান উপদেশ দেন তিনিই প্রকৃত স্বামী। সেই মহাজ্ঞান বলেই ভব বন্ধনের দুঃখ, তাপ, শোক ও জ্বালা নিবৃত্ত হয় ভগবানের সান্নিধ্য লাভের সত্যবর্ত্ম পরিষ্কার হয়। হে পতিব্রতে! পতির উপদেশে পরম ব্রহ্ম নির্গুণ অচ্যুত ভগবানের সেবা কর মনের গ্লানি পরিত্যাগ কর, তাঁহার সেবা দ্বারাই পুরাকৃত কর্ম্ম সমূহ বিনষ্ট হইবে। হে দেবি, আমি ছলে তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, বাস্তবিকই দোষশূন্যা পরমা সতী ক্ষমাশীলা তুমি আমাকে ক্ষমা কর, পতিব্রতাগণ ক্রোধকে মনেও স্থান দেন না। হে দেবি, আমি তপস্যার জন্য পুষ্কর তীর্থে প্রস্থান করিতেছি, তুমি ইচ্ছানুসারে প্রস্থান কর ; ভোগ বিলাস শূন্য ব্যক্তিদের মন ভগবানের চরণ পঙ্কজে নিমগ্ন হয়।"

স্বামীর এই প্রকার বিনয় ও জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনসা শোককাতরা হইয়াও সজল নয়নে প্রাণনাথকে বলিতে লাগিলেন "হে প্রাণবন্ধো! নিদ্রাভঙ্গ অপরাধে আমি আপনা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলাম, কিন্তু আমি যখন যেখানে থাকিয়া আপনাকে স্মরণ করিব তৎক্ষণাৎ সেখানে আমাকে দর্শন দিতে হইবে। প্রাণীগণের পক্ষে বন্ধু বিচ্ছেদ কষ্টকর, পুত্র বিয়োগ তাহা অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশদায়ক, কিন্তু প্রাণেশ্বর

পতি বিরহ প্রাণ-বিয়োগ অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক। পতিব্রতা রমণীদিগের পতি, শত পুত্রের অপেক্ষাও প্রিয় এবং পতিই সকলের অপেক্ষা অধিক প্রিয়তম হওয়ায় পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই প্রিয় শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহার একটী পুত্র তাহার যে প্রকার সেই পুত্রে, বৈষ্ণবগণের যেরূপ বিষ্ণুর প্রতি, এক-চক্ষু ব্যক্তির যে প্রকার চক্ষুর প্রতি, তৃষিত ব্যক্তির জলের প্রতি, বুভুক্ষুর যে প্রকার অন্নের প্রতি, চৌরগণের যে প্রকার পরধনে, কুলটাগণের যেরূপ জারের প্রতি, বিদ্বান্ ব্যক্তির যেরূপ বিদ্যার প্রতি, বণিকদের যেরূপ বাণিজ্য কর্ম্মের প্রতি মন আসক্ত থাকে, তদ্রূপ পতিব্রতাদের মনও নিরন্তর পতির অনুসরণ করে" ইহা বলিতে বলিতে মনসা পতির চরণে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কৃপানিধি মুনি, কৃপা করিয়া প্রিয়তমাকে কিঞ্চিৎকাল ক্রোড়ে করিলেন। জরৎকারু নয়ন-জলে মনসাকে সিক্ত করিলে মনসাও নয়ন-জলে পতিকে আর্দ্র করিলেন। তদনন্তর দুই জনেই জ্ঞানবলে আপন আপন শোক সম্বরণ করিলেন। মুনিবর পত্নীকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া পরমাত্মা জগদীশ্বরের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে তপস্যার জন্য প্রস্থান করিলেন। মনসাও ইষ্টদেব মহাদেবের ধাম কৈলাসে গমন করিলেন। পার্ব্বতী দেবী প্রবোধ বচনে মনসার শোক নিবারণ করিতে লাগিলেন, মঙ্গলময় মহাদেব মঙ্গলকর জ্ঞানোপদেশ দিয়া মনসার শোক নিবারণ করিলেন। পতিব্রতা মনসাদেবী প্রশস্ত দিনে

শুভক্ষণে নারায়ণের অংশ স্বরূপ জ্ঞানী ও যোগীগণের গুরু পুত্রকে প্রসব করিলেন। সে পুত্র মাতৃগর্ভে থাকা কালীনই পঞ্চাননের পঞ্চমুখে উচ্চারিত মহাজ্ঞান শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি যোগী ও জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন।

মহাদেব শিশুর জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। সর্ব্বজ্ঞানে সর্ব্ব বিষয়ে শিশুর পরম জ্ঞান জন্মিয়াছিল।

মনসাদেবীর নিজ পতিতে অভীষ্টদেবে এবং সর্ব্ব বিদ্যায় অত্যন্ত স্থির ভক্তি থাকায় তিনি 'অস্তি' নামে প্রসিদ্ধা হন, এজন্যই পুত্রের নাম 'আস্তিক' রাখা হইয়াছিল।

পুত্র তপস্যা ও সর্ব্ব বিদ্যা লাভ করিয়া আসিলে মনসা পুত্রকে নিয়া নিজ পিতা কশ্যপের আশ্রমে উপস্থিত হইলে কশ্যপ সপুত্রা দুহিতাকে লাভ করত বহু ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণাদি ও দৌহিত্রকে নানা রত্নাদি উপহার দান করিলেন।

মনসাদেবী পুত্র সহ বহুকাল পিতৃ ভবনে বাস করিলেন।

একদা জন্মেজয় রাজা পিতৃ-শত্রু সর্পগণকে বিনাশ করিতে সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করেন এবং বহু সর্প নিধন হইতেছে জানিয়া মনসাদেবী পুত্রকে তাহা নিবারণ করিতে আদেশ দেন, তিনি যজ্ঞস্থানে রাজার নিকট সর্পযজ্ঞ হিংসাত্মক বলিয়া নিবারণ করিতে প্রার্থনা করায় রাজা জন্মেজয় তাহা বারণ করিয়া আস্তিকের অর্চ্চনা করেন। এই ক্রূর যজ্ঞ নিবারণে ইন্দ্রাদি দেবগণ মনসাদেবীর পূজা করেন। তৎপর সর্পভয় নিবারণ

জন্য ভারতের স্থানে স্থানে আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি হইতে প্রতি পঞ্চমী তিথিতে মনসার পূজা প্রচলিত আছে, তৎফলে সর্পভয় নিবারণ হয় এবং সর্ব্ব সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়, রোগ শোক দুঃখ দূর হয়।

মনু

ইনি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, সর্ব্বজ্ঞানবতী, তাপসী পতিব্রতা কশ্যপের সাধ্বী পত্নী। ইনি অতি সংযমব্রতা নির্লোভা ও ধৈর্য্যশীলা ছিলেন। প্রজাপতি দক্ষের ষাটটী কন্যার মধ্যে অতি যশস্বিনী লোকবিখ্যাতা, অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা এই আটটী কন্যাকে বিবাহ করেন। স্বামী প্রজাপতি কশ্যপ প্রীত হইয়া তাঁহার ন্যায় প্রজাপালক পুত্র প্রদান করিতে আশীর্ব্বাদ করেন।

দিতি, অদিতি, দনু ও কালকা স্বামী হইতে তাহাদের ইপ্সিত পুত্র লাভ করেন। মনু, ক্রোধবশা, তাম্রা ও অনলা অমনোযোগিনী হইয়া নীরব থাকেন।

অদিতি মনুকে অতি সমাদর ও স্নেহ করিতেন। তাহাতে সাপত্ন্য ভাব ছিলনা, তিনি মনুকে অতি বুদ্ধিমতী ও কর্ত্তব্য-পরায়ণা তপঃশীলা মনে করিতেন। তিনি অনেক সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করিতেন। তিনি স্বামীর প্রসাদে সুপুত্রগণ লাভ করিয়াছেন, মনুও স্বামীকে সেবা ও তপশ্চরণে প্রযত্ন করিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন কিন্তু স্বামী যখন পুত্র

দানে আশীর্ব্বাদ করেন তখন নিশ্চেষ্ট থাকেন তাই সপত্নী স্নেহপ্রবণা হইয়া মনুকে স্বামী হইতে পুত্র লাভের উপদেশ দেন। অদিতির শুভকর বাক্যানুসারে ধীরমতি মনু লজ্জাবতী হইয়া অন্য সপত্নীদের পুত্র হইতেও নানা প্রকার গুণে ধর্ম্মে ক্রিয়াবান ও শাস্ত্র সাধনায় মহাপ্রাজ্ঞ পুত্র প্রার্থনা করেন। কশ্যপ তথাস্তু বলিয়া চারি জাতি মানব পুত্র মনু হইতে উৎপন্ন করিলেন। কথিত আছে ব্রাহ্মণেরা মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়গণ বক্ষঃস্থল হইতে ও বৈশ্যেরা উরুদ্বয় হইতে এবং শূদ্রেরা কশ্যপের ঔরসে মনু চারি বর্ণে বিভক্ত মানবকে উৎপন্ন করেন। ইহারা শ্রেণী বিভাগমতে সমস্ত শুভজনক কার্য্যে তপশ্চরণ, বেদপাঠ, যজ্ঞ সম্পাদন এবং আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করিতেও সক্ষম হন। এই মাতৃ নামেই আমরা মানব ও মনুষ্য নামে অভিহিত হইতেছি। এই মনুই আমাদের জননী, আমাদের সৃষ্টিকারিণী সর্ব্ববিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্ব প্রকারে পুত্র প্রতিপোষণী চিরমঙ্গলকারিনী অতি পবিত্রশীলা পতিব্রতা সতীশ্রেষ্ঠা মহাজ্ঞানবতী দেবী, হিংসা দ্বেষ বিবর্জ্জিতা মহা তপস্বিনী।

গংগাদেবী

ইনি ভগবান বিষ্ণুকে লক্ষ বৎসর তপস্যা করিয়া পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি মানবের প্রত্যক্ষ দেবতা, পতিত, পাবনী, শীতলা সুজলা পাপতাপহারিণী, সর্ব্বদুঃখ নিবারণী ও সর্ব্ব সৌভাগ্য-ধন-পুত্র-দায়িনী কল্পলতা রূপিণী পরমেশ্বরী।

একদা লক্ষ্মী ইহাকে হরির পার্শ্বে অবস্থিতা দেখিয়া ক্রোধ-নেত্রে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। গংগা পলায়ন করেন, হরির পাদপদ্মে লুক্কায়িত হন।

গোলোকে রাসমণ্ডলে সর্ব্বদেবগণ সভায় সরস্বতী ভুবন-মোহিনী বীণা বাদন করিয়া সুমধুর সংগীত করিলে দেবগণ ও রাধিকা তাঁহার অমৃতময়ী রাগিণীর অমৃত ধারায় দ্রব হইয়া যান। তখন রাধিকার দ্রব দেহ হইতেই গংগার জন্ম হয়। তিনি বিষ্ণুর পদোদ্ভবা হওয়ায় বিষ্ণুপদী নামেও বিখ্যাতা।

একদা লক্ষ্মী সরস্বতী ও গংগার পরস্পর ঝগড়া হইলে ভারতীর কোপে গংগা ভারতে নদীরূপে মর্ত্ত্যে আগমনের জন্য অভিশাপ প্রাপ্ত হন। তখন তিনি শাপমুক্ত হইতে বিষ্ণুর চরণে পড়িয়া রোদন করেন। তখন ভগবান বিষ্ণু বলেন, "হে সুরেশ্বরি! তুমি ভারতীর শাপে ভারতে গমন করিয়া তুমি সগরের পুত্রগণকে মুক্ত কর। তোমার স্পর্শে জলকণাবাহী বায়ুবেগে তাহারা পবিত্র হইয়া দিব্যরূপে আমার মন্দিরে গমন

করিবে। সগরের পুত্রগণ কপিল মুনির শাপে হঠাৎ ভস্মসাৎ হইয়া আছে। রাজা ও তৎবংশধরগণ অনেক তপস্যা করিয়াও তোমাকে পায় নাই। তৎপর তদ্‌বংশধর পরম ভক্ত ভগীরথ আমা কর্ত্তৃক বর প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি তাহাকে তোমার স্তব করিতে বলিয়াছি। শ্রুতিতে আছে ভারতে মনবগণের বহু জন্মার্জ্জিত পাপরাশি গংগাস্পর্শে, তদবগাহনে ও তাঁহার পবিত্র বাতস্পর্শে বিনষ্ট হয়। যে কোনও পাপ ব্রহ্মহত্যাদিও যেদিনে পবিত্র তিথ্যাদি না থাকে সেদিনের গংগা স্নানেও বিনষ্ট হয়। হে দেবি! তোমার সলিলে পবিত্র দিবসে স্নানে যে পুণ্যরাশি উৎপন্ন হয় বেদও তাহা বলিতে সক্ষম হয়না।" * * * ভগবান গংগা ও ভগীরথ সমীপে এইরূপ বহু পুণ্যকথা বলিয়া বিরত হইলেন। দেবী গংগা বলিলেন, "পাপীগণ অসংখ্য পাপরাশি আমাতে অর্পণ করিয়া মুক্ত হইবে, আমি কিরূপে পাপমুক্ত হইব এবং কতকাল পরে তোমার পরম পাদপদ্ম দর্শন করিতে পারিব?" ভগবান কহিলেন "হে সুরেশ্বরি লবণ সমুদ্র তোমার পতি হইবে; সেই লবণ সমুদ্র আমার অংশ স্বরূপ, তাহার সহিত তোমার মিলন হইবে। ভারতীর শাপে অদ্যাবধি কলির পঞ্চ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতভূমিতে অবস্থান করিতে হইবে। ভারতীয় মানবগণ তোমাকে ভগীরথ কৃত স্তব দ্বারা তোমার অর্চ্চনা ও পূজা করিলে তুমি তাহাদের শোক তাপ দুঃখ পাপ হরণ করিয়া তাহাদিগের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবে। যে স্থানে তোমার পূজা ধ্যান, স্নান ও প্রণামাদি ও স্তব হইবে সেস্থানে

আমি উপস্থিত থাকিব। পাপীদের সংস্রবে তোমার যে পাপ সঞ্চিত হইবে ভুবনেশ্বরীর মন্ত্রোপাসক ভক্তগণের স্নানেই সে সকল পাপ বিনষ্ট হইবে। যে যে স্থানে আমার নাম পাঠ বা উচ্চারণ হইবে সেস্থানে সন্থ তীর্থরূপে সরস্বতী প্রভৃতি সুতীর্থ নদী সকল উপস্থিত হইবে এবং তোমার পাপ বিমোচন হইবে।" ভগীরথ ভগবানের আদেশে গংগার পূজা স্তব পাঠ করিলেন। ভগবান ভগীরথের সংগে গংগা যাইতে আদেশ দিয়া অন্তর্ধান হইলেন। ভগীরথ গংগাকে মর্ত্ত্যলোকে আনিয়াছেন সেই জন্য গংগার নাম ভাগীরথী হইল। ভগীরথ স্তব পাঠ করিয়া গংগাকে গ্রহণ করিলেন। যে স্থানে সগর সন্তানগণ কপিল শাপানলে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন সেই স্থানে ভগীরথ গংগা সহ গমন করিবা মাত্রই গংগার বায়ু স্পর্শে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইলেন এবং দিব্য মূর্তি লাভ করিয়া দিব্য বিমানে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

ভগীরথের স্তব।

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পাপঘ্নং পুণ্যকারণম্।
শিব-সংগীত সম্মুগ্ধা শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সমুদ্ভবাম্॥
রাধাঙ্গ দ্রবসংযুক্তাং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্॥
যজ্জন্ম সৃষ্টিরাদৌ চ গোলোকে রাসমণ্ডলে।
সন্নিধানে শঙ্করস্য তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্॥

গোপৈ র্গোপীভিরাকীর্ণে শুভে রাধামহোৎসবে ।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়াঞ্চ তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্ ॥
কোটি যোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে লক্ষগুণা ততঃ ।
সমাবৃতা যা গোলোকং তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্ ॥
ষষ্ঠী লক্ষ যোজনা যা ততো দৈর্ঘ্যে চতুর্গুণা
সমাবৃতা যা বৈকুণ্ঠে তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্ ॥
ত্রিংশল্লক্ষ যোজনা যা দৈর্ঘ্যে পঞ্চগুণাঃ ততঃ ।
আবৃতা ব্রহ্মলোকে যা তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্ ॥
ত্রিংশল্লক্ষ যোজনা যা দৈর্ঘ্যে চতুর্গুণা ততঃ ।
আবৃতা শিবলোকে যা তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্ ॥
লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে সপ্তগুণা ততঃ ।
আবৃতা ধ্রুবলোকে যা তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্ ॥
লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে পঞ্চগুণা ততঃ ।
আবৃতা চন্দ্রলোকে যা তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্ ॥
ষষ্ঠী সহস্র যোজনা যা দৈর্ঘ্যে দশগুণা ততঃ ।
আবৃতা সূর্যলোকে যা তাং গংগাং প্রণমাম্যহং ॥
লক্ষ যোজন বিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে পঞ্চগুণা ততঃ ।
আবৃতা যা তপোলোকে তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্ ॥
সহস্র যোজনায়ামা দৈর্ঘ্যে দশগুণা ততঃ ।
আবৃতা জনলোকে যা তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্ ॥
দশ লক্ষ যোজনা যা দৈর্ঘ্যে পঞ্চগুণা ততঃ ।
আবৃতা যা মহল্লোকে তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্ ॥

সহস্র যোজনায়ামা দৈর্ঘ্যে শতগুণা ততঃ।
আবৃতা যা চ কৈলাসে তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্॥
শত যোজন বিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে দশগুণা ততঃ।
মন্দাকিনী যেন্দ্রলোকে তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্॥
পাতালে ভোগবতী চৈব বিস্তীর্ণা দশ যোজনা।
ততো দশগুণা দৈর্ঘ্যে তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্॥
ক্রোশৈক মাত্র বিস্তীর্ণা ততঃ ক্ষীণা চ কুত্রচিৎ।
ক্ষিতৌ চালকানন্দা যা তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্॥
সত্যে যা ক্ষীরবর্ণাচ ত্রেতায়ামিন্দু সন্নিভা।
দ্বাপরে চন্দনাভা যা তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্॥
জলপ্রভা কলৌ যা চ নান্যত্র পৃথিবীতলে।
স্বর্গে চ নিত্যং ক্ষীরাভা তাং গংগাং প্রণমাম্যহম্॥
যত্তোয় কর্ণিকাস্পর্শঃ পাপিণাং জ্ঞান সম্ভবম্।
ব্রহ্মহত্যাধিকং পাপং কোটিজন্মার্জ্জিতং দহেৎ॥
ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্মান্ গংগা পদ্যৈক বিংশতিঃ।
স্তোত্ররূপঞ্চ পরমং পাপঘ্নং পুণ্য-জীবনম্॥
নিত্যং যো হি পঠেৎ ভক্ত্যা সম্পূজ্য চ সুরেশ্বরীম্।
সোঽশ্বমেধ ফলং নিত্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং ভার্যাহীনো লভেৎ স্ত্রিয়ম্।
অস্পষ্ট কীর্ত্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ॥
রোগাৎ প্রমুচ্যতে রোগী বদ্ধামুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
শুভং ভবেদ্ চ দুঃস্বপ্নে গংগাস্নানং ফলং লভেৎ॥

স্বধা।

ইনি ব্রহ্মার মানস কন্যা, অতি বিদুষী ও সর্ব্বগুণবতী অলৌকিক রূপবতী। ব্রহ্মা পিতৃগণের দুঃখ নিবারণার্থে পিতৃগণকে এই কন্যা সম্প্রদান করেন। ইনি পিতৃগণের পত্নী। সর্ব্ব-শোকদুঃখহারিণী দেবী সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎস্রষ্টা মূর্ত্তিমান্ পিতৃচতুষ্টয় ও তেজঃস্বরূপী পিতৃত্রয়কে সৃষ্টি করিয়া শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রদত্ত বস্তু এবং তর্পণ বারি তাঁহাদের আহার্য্য নির্ণয় করেন। ব্রাহ্মণ হইয়া যে পিতৃ-তর্পণ, সন্ধ্যা আহ্নিক শ্রাদ্ধ ও বেদপাঠ না করে সে বিষহীন সর্পের ন্যায় লঘু হইয়া থাকে, তাহার দেহ আজীবন অশুচি থাকে, কোনও কর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে না। তাই ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণ পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি ও তর্পণাদি করিতে লাগিলেন, কিন্তু পিতৃগণ নিজ নিজ ভাগ্ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট দুঃখ বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের ক্ষুধা নিবারণ কল্পে সর্ব্বরূপ গুণবতী মহাসতী শ্বেত পঙ্কজ বর্ণা পদ্মনয়না এই পদ্মজা সুমনোহরা কন্যাকে পিতৃগণ হস্তে সম্প্রদান করেন। অন্নপূর্ণারূপিণী বিদুষী সতী পিতৃগণকে শ্রাদ্ধাদিতে অর্পিত ও তর্পিত বস্তু নিজহস্তে যথোপযুক্ত বিধানে অমৃতরূপে ভোজন করিতে বিতরণ করেন। তাঁহারা এই পবিত্র অমৃত গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন। ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণে অতি সংগোপনে বলিলেন, "তোমরা মন্ত্রের

অন্তে 'স্বধা' শব্দ উচ্চারণ করিয়া পিতৃগণকে পিতৃদান্ প্রদান করিবে তবেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইবেন।" তাঁহারা ব্রহ্মার আদেশে পিতৃদান প্রদানে ঐরূপে স্বধা শব্দ উচ্চারণ করিয়া দিতে লাগিলেন। তাই পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দানে 'স্বধা' মন্ত্রই প্রশস্ত হইয়াছে।

দেবগণের উদ্দেশে দান বিষয়ে "স্বাহা" মন্ত্র প্রশস্ত। দক্ষিণা সকল কার্যেই প্রশস্ত।

পিতৃ-দেব-ব্রাহ্মণ, মুনি মনুষ্যগণ সকলেই শান্তমূর্ত্তি স্বধার সমার্চ্চনা করত পরম আদরে স্তব করিতে লাগিলেন। স্বধা দেবীর বরে দেব ও ব্রাহ্মণাদি সকলেরই মনোরথ পূর্ণ হইতে লাগিল, সকলেই পরমাহ্লাদিত হইলেন।

অতি মঙ্গলজনক স্বধার উপাখ্যান শ্রবণ ও পাঠ করিয়া ভক্তিভরে পিতৃদান-শ্রাদ্ধ তর্পণ গঙ্গোদক বা উদক দান করিলে পিতৃলোকের আশীর্ব্বাদে পুত্র-পৌত্রাদি বৃদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য লাভ হয়।

দক্ষিণা

ইনি লক্ষ্মীর অংশরূপিণী কৃষ্ণের প্রিয়া গোপিনী সুশীলা। একদা লক্ষ্মী কৃষ্ণের পার্শ্বে ইহাকে উপবিষ্টা দেখিয়া তাঁহাকে শাপ দেন; তখন সুশীলা গোলোক হইতে পতিতা হইয়া ভারতে বহুকাল তপস্যা করেন। তপঃপ্রভাবে লক্ষ্মীর দেহে প্রবিষ্ট হইলেন।

এদিকে দেবগণ শ্রমসাধ্য বহু যজ্ঞ করিয়াও তদনুযায়ী ফল না পাইয়া ব্রহ্মাকে সহ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া লক্ষ্মীর দেহ হইতে মনুষ্যগণের লক্ষ্মীরূপিণী সুশীলাকে নিষ্ক্রমণ করেন। লক্ষ্মীর দক্ষিণাংগ হইতে উদ্ভব হওয়ায় ইহার নাম দক্ষিণা হয়। ইহাকে ব্রাহ্মণকে দান করেন। তখন ব্রহ্মা সৎকর্ম্ম সকলের পূর্ণতার জন্য দক্ষিণাকে যজ্ঞের হস্তে সম্প্রদান করেন।

যজ্ঞও বিধিবৎ দক্ষিণাকে স্তব ও পূজা করিয়া পাণিগ্রহণ করেন। দক্ষিণা সহ যজ্ঞ নানা স্থানে শত বৎসর বিহার করিয়াছিলেন। দক্ষিণা দ্বাদশ বৎসর গর্ভ ধারণ করিয়া ফলরূপী পুত্র সকল প্রসব করিতে লাগিলেন। তৎকালে দেবগণ সিদ্ধমনোরথ হইয়া আনন্দ ভোগ করিলেন।

বেদে কথিত আছে কর্ম্ম করিয়া তৎক্ষণাৎ দক্ষিণা দান করিবে। দক্ষিণা দান করিলেই যজ্ঞ ও কর্ম্ম, ফল দান করে।

এই লক্ষ্মীরূপিণী মহাদেবী দক্ষিণার উৎপত্তি ও বিচিত্র

পবিত্র উপাখ্যান ভক্তিভরে শ্রবণ, অর্চ্চনা ও স্তব পাঠ করিলে সেই ব্যক্তির কোনও কর্ম্ম অঙ্গহীন হয় না। সর্ব্বকর্ম্ম সুফল হয়। অপুত্রক পুত্র লাভ করে, ভার্য্যাহীন অনুগতা ভার্য্যা লাভ করে। মূর্খ বিদ্বান্ হয়, দরিদ্র ধনবান্ হয়, ভূমিহীন সর্ব্বভূমির আধিপত্য লাভ করে। তাহার বিপদ, বন্ধু বিচ্ছেদ ও শত্রু বিনষ্ট হয়। একমাস প্রত্যহ শ্রবণ, পঠন ও পূজনে সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য লাভ হয়, ইহা মহাপুরাণ মূল ভাগবতে নারায়ণ স্বয়ং বলিয়াছেন।

যজ্ঞের দক্ষিণা স্তবটী দেওয়া গেল।

যজ্ঞ-স্তব

পুরা গোলোকগোপী ত্বং গোপীনাং প্রবরা বরা।
রাধা সমা তৎসখী চ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী প্রিয়া॥
কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়াস্তু রাসে রাধা মহোৎসবে।
আবির্ভূতা দক্ষিণাংশাৎ লক্ষ্ম্যাশ্চ তেন দক্ষিণা॥
পুরাত্বঞ্চ সুশীলাখ্যা খ্যাতা শীলেন শোভনে।
লক্ষ্মী দক্ষাংশ ভাগা ত্বং রাধাশাপাচ্চ দক্ষিণা॥
গোলোকাৎ ত্বং পরিভ্রষ্টা মম ভাগ্যাদুপস্থিতা।
কৃপাং কুরু মহাভাগে মামেব স্বামিনং কুরু॥
কর্ম্মিণাং কর্ম্মণাং দেবী ত্বমেব ফলদা সদা।
ত্বয়া বিনা চ সর্ব্বেষাং সর্ব্ব কর্ম্ম চ নিষ্ফলম্॥

ফলশাখাবিহীনশ্চ যথা বৃক্ষো মহীতলে।
ত্বয়া বিনা তথা কর্ম্ম কর্ম্মিণাঞ্চ ন শোভতে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাশ্চ দিক্‌পালাদয় এব চ।
কর্ম্মণশ্চ ফলং দাতুং ন শক্তাশ্চ ত্বয়া বিনা॥
কর্ম্মরূপী স্বয়ং ব্রহ্মা ফলরূপী মহেশ্বরঃ।
যজ্ঞরূপী বিষ্ণুরহং ত্বমেষাং সাররূপিণী॥
ফলদাতৃ পরং ব্রহ্ম নিগু´ণা প্রকৃতিঃ পরা।
স্বয়ং কৃষ্ণশ্চ ভগবান্ স চ শক্ত স্ত্বয়া সহ॥
ত্বমেব শক্তিঃ কান্তে মে শশ্বৎ জন্মনি জন্মনি।
সর্ব্বকর্ম্মণি শক্তোঽহম্ ত্বয়া সহ বরাননে॥
ইত্যুক্ত্বা চ পুরস্তস্থৌ যজ্ঞাধিষ্ঠাতৃ দেবতা।
তুষ্টা বভুব সা দেবী ভেজে তং কমলাকলা॥
ইদং চ দক্ষিণা স্তোত্রং যজ্ঞকালে চ যঃ পঠেৎ।
ফলঞ্চ সর্ব্বযজ্ঞাণাং প্রাপ্নোতি নাত্র সংশয়ঃ॥

মনোরমা, বিভাবরী ও কলাবতী

ইহারা তিনজনই অতি বিচিত্র বিচিত্র বিদ্যায় বিদ্যাবতী গন্ধর্ব পিতামাতা জাত মহাজ্ঞানী। তাঁহারা তিনজনই মহারাজ স্বরোচিসের সাধ্বী পত্নী। ইহাদের স্বামী এই বিদ্যাবতী পত্নীগণ হইতে বৈজ্ঞানিক বিদ্যাধর বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

মনোরমা ইন্দীবর নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা, বিভাবরী ও কলাবতী ইহারা প্রাণতুল্য প্রিয়া সখী; বিভাবরীর পিতার নাম মন্দার বিদ্যাধর এবং কলাবতী পুঞ্জিকস্তনা অপ্‌সরার কন্যা ও মহর্ষি পার ইহার পিতা।

ইহারা বহুবিধ অলৌকিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহারা মুহূর্ত্তে নিখিল পৃথিবী ভ্রমণ ও নিধি সকল আনয়ন করিতে পারিতেন।

একদা এইরূপ গুণ-বিদ্যাবতী সখিগণ কৈলাস পর্ব্বত শিখরে কৌতুকে ক্রীড়া করিতে করিতে কৃশ কঠোরগত চক্ষু বৃদ্ধকে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। তখন সেই বৃদ্ধ মুনি ক্রোধবশে মনোরমাকে বলিলেন, "তুই রাক্ষসভীতি প্রাপ্ত হইবে"। বিভাবরী ও কলাবতীকে বলিলেন, "তুই কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত হইবে" এবং কলাবতীকে বলিলেন, "তুই ক্ষয় রোগ প্রাপ্ত হইবে।" বলিতে বলিতেই তাহারা রোগযুক্ত হইল এবং মনোরমাও ভীষণ রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। রাক্ষস মনোরমাকে ভক্ষণ করিতে ধাবিত হইল। ঐ সময় রাজপুত্র স্বরোচিস্

কৈলাস পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছিলেন, তিনি "রক্ষা করুন্, রক্ষা করুন্" শব্দে এক অলৌকিক রূপবতী অতি উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী এক যুবতী কন্যাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বলিলেন, "ভয় নাই আমি তোমাকে রক্ষা করিতেছি। তোমার কি হইয়াছে বল।" কন্যা বলিল, "আমি গন্ধর্ব্বপতি মহারাজ ইন্দীবরের কন্যা, ঐ দেখুন রাক্ষস আমাকে ভক্ষণ করিতে আসিতেছে। আমি অনেক অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি এবং আমার পিতা হইতে রুদ্রদেবের অব্যর্থ অস্ত্র সকল অস্ত্রের সারভূত রুদ্রাস্ত্র পরিচালনা শিক্ষা করিয়াছি, আপনি সেই অস্ত্র পরিচালনা শিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা রাক্ষসকে নিধন করুন্" এই বলিয়া রাজপুত্রকে অস্ত্র পরিচালন বিদ্যা শিক্ষা দিয়া অস্ত্র দান করিলেন। অস্ত্র কন্যার কেশ মধ্যে লুকায়িত থাকিত। দেখিতে দেখিতে রাক্ষস আসিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইল মনোরমা ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। রাজা মন্ত্রপূত করিয়া অস্ত্র সঞ্জীবিত করিয়া পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলে অস্ত্রের তেজে আকাশ, বাতাস, অরণ্যানি ও ভীষণ রাক্ষস ঝলসিত হইতে লাগিল, মুহূর্ত্তে রাক্ষসের শাপগ্রস্ত মলিন দেহ শ্বেত নির্ম্মল হইয়া পূর্ব্বজ্ঞান লাভ করিয়া দিব্য দেহে রাজপুত্রকে সংস্কৃত ভাষায় সবিনয়ে ঐ অস্ত্র প্রত্যাহার করিতে বলিয়া দ্রুত গতিতে আলিংগন করিলেন। রাজাকে বলিলেন, "আপনার অপেক্ষা আমার এরূপ উপকারী কেহ নাই আমি আমারই অস্ত্র তেজে পূর্ব্বজ্ঞান, স্মৃতি ও রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি।" মনোরমাও পিতাকে

চিনিতে পারিয়া দৌড়িয়া তাঁহার পদে প্রণত হইলেন। রাজা সেই মহাত্মা ইন্দীবর গন্ধর্ব্বপতিকে বলিলেন, "আপনি কেন শাপগ্রস্ত হইলেন।" ইন্দীবর কহিলেন, "আমি ব্রহ্মমিত্র মুনির নিকট আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা শিক্ষার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য মুনি যখন অন্য ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন তখন লুক্কায়িত থাকিয়া মুনির বাক্যানুযায়ী সর্ব্ব আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছি। কৌতূহল বশে একদা মুনিকে বলিলাম, আমি সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ আয়ত্ত করিয়াছি। অমনি বলিলেন, "তুই যখন রাক্ষসের ন্যায় লুক্কায়িত হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিস্ তখন তুই রাক্ষস হইবে।" পরে মুনিকে প্রণামাদি দ্বারা প্রসাদিত করিলে তিনি বলিলেন, "যখন তোমার কন্যাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইবে তখন আমার অস্ত্রজ্যোতিঃ তোমার দেহে পতিত হইলে শাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্ব স্মৃতি ও দিব্যমূর্ত্তি লাভ করিবে।

আমার নিকট হইতে নিখিল আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা আমার কন্যা শিক্ষা করিয়াছে, তাহা আপনিও শিক্ষা করুন্, আপনি এই সর্ব্ব সদ্‌গুণবতী সর্ব্ব বিদ্যাবতী কন্যাকে বিবাহ করুন, এই কন্যা অতি পবিত্রা, দেহ ও মন তাহার অতিবিশুদ্ধ।" মনোরমার পিতা রাজপুত্রকে বরণ করিতে উদ্যত হইলে কন্যা করযোড়ে পিতাকে বলিলেন, "পিতঃ! আমি এই মহাত্মাকে দেখিয়া অবধি ইহার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মিয়াছে, ইনিই আমার আরাধ্য দেবতা হইয়াছেন, কিন্তু আমার যে দুইজন সখী আমার জন্য দুঃখ ভোগ করিতেছেন তাহাদিগকে আমি আমার

তুল্যাংশে সুখ ভোগ করিতে না দিয়া আমি নিজে বিলাস ভোগ উপভোগ করিতে পারিব না।" রাজা স্বরোচিস্ বলিলেন, সুমধ্যমে শোক পরিত্যাগ কর, "শ্যামা সুকেশী সুগতি সুদন্তা, সুভ্রূ সুশীলা বেদবিদ্যাবতী, যদি পঙ্কজাক্ষী কুলেন হীনাপি বিবাহনীয়া।" আমি তোমার সখীদ্বয়কে গ্রহণ করিব।" তুমি তোমার আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যায় নিরাময় করিয়া তাহাদের পূর্ব্ব দিব্যমূর্ত্তি আনয়ন কর।

মনোরমার ঔষধে সখীদ্বয় নীরোগ হইলেন, মুনির শাপ মোচন হইল, তাহারা পূর্ব্ব রূপ ধারণ করিলেন; তখন গন্ধর্ব্বরাজ স্বরোচিসকে মনোরমা সম্প্রদান করিলেন। প্রথম সখী রাজপুত্রকে বলিলেন, "আমি মন্দার নামক বিদ্যাধরের কন্যা, আমার নাম বিভাবরী, আপনি মহোপকার করিয়াছেন, আমি আপনাকে আত্মদান করিতেছি গ্রহণ করুন্। আমি পিতার নিকট সর্ব্ব প্রাণীর ভাষা অবগত হইবার যে বিদ্যা শিখিয়াছি সেই গন্ধর্ব্ব বৈজ্ঞানিক বিদ্যাও আপনাকে প্রদান করিতেছি তাহাও গ্রহণ করুন্।" দ্বিতীয় সখি কলাবতী কহিল "রাজন্ আমি বেদ বেদাংগ পারগ মহাত্মা পারের পালিতা কন্যা, আমার মাতার নাম "পুঞ্জিকস্তনা" অপ্সরা; নির্জন কাননে আমার মাতা আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। মুনিবর আমাকে পালন করেন এবং আমি চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য লাভ করিতেছি বলিয়া আমার নাম কলাবতী রাখেন। আমাকে মুনিবর বহু প্রকার সুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন, আমার যে বিদ্যাবলে নিধি সকল আজ্ঞানুবর্ত্তী

হয় সেই মহা পদ্মাভিপূজিতা পদ্মিনী নাম্নী পরাবিদ্যা আপনাকে সম্প্রদান করিতেছি। মহামতে, আপনি আমাকে এই বিদ্যা সহিত গ্রহণ করুন্।”

রাজা স্বরোচিস্ উভয়ের বাক্যে সম্মত হইয়া মনোরমার প্রীত্যর্থে মহা সমারোহে উভয়ের পাণি গ্রহণ করিলেন। রাজা পত্নীগণ সহ মলয়াচলের রমণীয় কানন সকলে বিহার করিতে লাগিলেন। একদা এক রাজহংসী তাহার সখী চক্রবাকীকে বলিলেন, “দেখ রাজা ও রাজপত্নীগণ কেমন প্রেমানুরাগে বিহার করিতেছেন, ইহারাই প্রকৃত দাম্পত্য সুখের অধিকারী, উহারা যেরূপ রূপবতী পতিও সেরূপ গুণবান।” কলহংসীর বাক্য শুনিয়া চক্রবাকী কহিল, “সখি, তুমি ভ্রান্ত, ইহারা দাম্পত্য সুখের কিছুই উপভোগ করিতে পারে নাই। স্বরোচিস্ রাজা ধন্য নহে, এক পত্নীর সন্নিধানে অন্য পত্নীর সহিত বিহার অত্যন্ত দূষণীয় ঘৃণ্য ও লজ্জাহীনতার কারণ। রাজাদের দাম্পত্যসুখ অতি দুর্লভ, তাহাদের প্রণয় সকল পত্নীতে সমান হয় না, সর্ব্বদা বিচলিত প্রেমানুরাগ উদ্বিগ্ন করে। সেজন্যই পরদার ভাবে তাঁহারা কলুষিত। চিত্তানুরাগ মাত্র একটি পাত্রেই থাকিতে পারে, এক আধারে দুই বস্তু থাকা যেরূপ বিঘ্নকর, এক ব্যক্তিতে দুই নারীর প্রণয় কিংবা এক নারীতে দুই ব্যক্তির ভালবাসা অতি অমংগল ও নরকের কারণ হয়।

রাজা স্বরোচিসও পত্নীগণের প্রিয়তম পতি নহেন, পত্নীগণও

তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা নহে। তিনি বিদ্যা প্রদান মূল্যে বিক্রীত হইয়া ভৃত্যের ন্যায় পত্নীগণের নিকট আচরণ করিতেছেন, তাঁহার স্বাধীনতা লোপ হইতেছে। প্রেম বহু পত্নীতে বা বহু পতিতে সমান ভাবে থাকিতে পারে না। হে কলহংসি! আমার পতিই ধন্য, আমিও ধন্য, কারণ আমি তাহার একমাত্র পত্নী আমাতেই তাহার অনুরাগ আছে, আমিও আমার পতির প্রতি অনুরাগিনী। আমাদের দাম্পত্য ধনাদি বা কোনও প্রত্যুপকার দ্বারা ক্রীত হয় নাই।" স্বরোচিস্ স্ত্রী হইতেই সর্ব্ব প্রাণীর ভাষা বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, তিনি ইহাদের কথোপকথন শুনিয়া মনে লজ্জিত হইলেন এবং ইহারা সত্যই বলিয়াছে বুঝিলেন। তিনি আপনাকে পতিত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন এবং চিত্ত সংযম করিয়া রাজধানীতে আসিয়া পত্নীগণ সহ ধর্ম্মপথে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে লাগিলেন। বিবাহের প্রয়োজন স্বরূপ তিন পত্নীতে তিনটি পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। মনোরমার গর্ভে বিজয়, বিভাবরী গর্ভে মেরুনন্দন এবং কলাবতী গর্ভে প্রভাব নামক পুত্র হইল। রাজা ও তাঁহাদের মাতৃগণ পুত্রগণকে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। রাজা পদ্মিনী বিদ্যার প্রভাবে নিধিসকল আনিয়া পুত্রদের জন্য দেবপুরী সদৃশ তিনটী পুরী ভিন্ন প্রদেশে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কামরূপ পর্ব্বতে বিজয় নামক পুরীতে বিজয়কে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

উত্তরে বহু পর্ব্বত বেষ্টিত "নদবতী" নামে পুরীতে মেরুনন্দনকে

স্থাপন করিলেন এবং দক্ষিণাপথে তল নামক পুরীতে কলাবতীর পুত্র প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তৎপর তিনি স্ত্রীগণ সহ তপশ্চরণ মানসে মনোজ্ঞ তপোবনে ঘোরতর তপস্যাচরণ করিতে লাগিলেন। সাধনার বলে পাপমুক্ত হইয়া কালপ্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে গমন করিলেন।

প্রবীণা বা বৃদ্ধা

ইনি মহামুনি বৃদ্ধ গৌতমের সাধ্বী পত্নী। তিনি বৃদ্ধা নামে প্রসিদ্ধা। তাঁহার মাতা কন্যাকে অতি জ্ঞানবতী বলিয়াই প্রবীণা আখ্যা দিয়াছেন। ইনি অতীব মাতৃভক্তিপরায়ণা ছিলেন; মাতৃ আদেশানুসারে বহু বৎসর অবিবাহিতা থাকিয়া এক কুরূপ, মূর্খ ও নির্ধন ব্যক্তিকে পতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতা মহা প্রাজ্ঞা অপ্সরা সুশ্যামা। প্রবীণার পিতার নাম ঋতধ্বজ ও মাতার নাম সুশ্যামা। হিমবান পর্ব্বতের গুহায় বিহারকালীন ইহার জন্ম হয়। ইহার মাতা অপ্‌সরা ছিলেন। কন্যা জন্মিবা মাত্রই সুশ্যামা স্বর্গে যাইবার উদ্যোগ করিয়া কন্যা প্রবীণাকে বলিয়াছিলেন "বৎসে তোমার আর কোথায়ও যাইতে হইবে না এই গুহা মধ্যে যে পুরুষকে তুমি প্রথমে দেখিতে পাইবে সেই পুরুষই তোমার স্বামী হবে।" এই আদেশ দিয়া মাতা সুশ্যামা স্বর্গে চলিয়া গেলেন। কন্যা মাতৃআজ্ঞা পালন করিয়া এই গুহা মধ্যেই কঠোর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন।

তাঁহার পিতা আশীতি সহস্র বৎসর ও ভ্রাতা দশ সহস্র বৎসর

ক্রমাগত রাজত্ব করিয়াছেন, এই সুদীর্ঘ সময় তিনি নির্জনে হিম-গুহায় তপশ্চরণ করিতেছেন। একদা গৌতম বংশীয় অতি কুরূপ নাসিকা বিহীন এক যুবক বহুকাল ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা হিমগুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তপোনিরতা তপস্বিনী এই বৃদ্ধাকে দর্শনে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, তখন তপোনিমগ্না শিথিলাঙ্গী বৃদ্ধা হঠাৎ পুরুষকে দেখিয়া দেবভাষায়ই বলিয়া উঠিলেন "ন মা বন্দিতুমর্হসি", আগন্তুক নিরুত্তর থাকায় স্থানীয় ভাষায় বলিলেন, আপনি আমাকে প্রণাম করিবেন না, আপনি আমার গুরু হইবেন, গুরু যাহাকে প্রণাম করে তাহার, বিদ্যা, যশ, ধর্ম্ম, ধন বিনষ্ট হয়, আমি আপনার নমস্কারের পাত্র নহি।" ইহার বাক্যগুলি বুঝিতে পারিয়া গৌতম বলিলেন, "ভগবতী আপনি মহাপ্রাজ্ঞা, গুণশ্রেষ্ঠা বয়োজ্যেষ্ঠা, তেজস্বিনী, তপস্বিনী, দেবীরূপা, সুলক্ষণা, আর আমি মুর্খ, অল্পবয়স্ক, অতি অজ্ঞান, অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি বিশেষতঃ আমার রূপ ও নাসিকা না থাকায় বিদ্যালয়ে সুস্বরে পাঠাভ্যাসও করিতে পারি নাই, আমি একমাত্র গায়ত্রী মন্ত্রই জপ করিতে শিখিয়াছি আর কিছুই জানিনা, আমি আপনার গুরু হইব কিরূপে।" বৃদ্ধা কহিলেন "আমি মহারাজ আষ্টিসেনের পৌত্রী ও মহারাজ ঋতধ্বজের কন্যা, আমার পিতা মৃগয়ায় আসিয়া এই গুহা মধ্যে স্বর্গীয় অপ্সরা সুশ্যামার সহিত মিলিত হন। আমি সেই সুশ্যামারই কন্যা, তিনি স্বর্গে যাওয়ার কালে আমাকে এই গুহাতেই অবস্থান করিতে বলিয়া যান এবং এই আদেশও দিয়াছিলেন যে পুরুষ অগ্রে গুহামধ্যে প্রবেশ করিবে এবং তুমি

তাহাকে দেখিতে পাইবে সেই ব্যক্তিই তোমার ভর্ত্তা হইবে। তদবধি বহু সহস্র বৎসর আমি এখানে তপশ্চরণ করিতেছি, আপনি যখন অগ্রে এই গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন ও আমার চক্ষে নিপতিত হইয়াছেন, তখন আপনিই আমার স্বামী; আমার এখনও বিবাহ হয় নাই, আমার পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; আমার মাতা নাই, আমি প্রাপ্তবয়স্কা ক্ষত্রিয় কন্যা। 'অহমাত্মেশ্বরী' আমিই আমার প্রভু, আমি চির ব্রহ্মচারিণী পুরুষার্থিনী অবলাকে আপনি ভজনা করুন্।" বৃদ্ধ গৌতম বলিলেন "আমি মাত্র সহস্রায়ুঃ। ভদ্রে তুমি আমা অপেক্ষা বয়োধিকা, আমি বালক, তুমি বৃদ্ধা, আমি মূর্খ, তুমি সর্ব্বশ্রাস্ত্রে জ্ঞানবতী, আমি কুরূপ, তুমি পরমা সুন্দরী সুলক্ষণা, আমি তপঃসন্ন্যাসবিহীন, তুমি তপোজ্জ্বলা তপস্বিনী; আমাদের পরস্পর দাম্পত্য সম্বন্ধ হওয়া অসম্ভব।" বৃদ্ধা বলিলেন 'আপনি আমার ভর্ত্তা বলিয়া বিধাতা ও মাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। বিধাতৃ প্রদত্ত ভর্ত্তা হইয়া আপনি কখনও প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। অসংস্কৃতা লোক দত্তা বনিতাকেও কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে না, আমি সুসংস্কৃতা নিরপরাধা, পতিব্রতপরায়ণা, পবিত্রচিত্তা, চিরব্রহ্মচারিণী তপস্বিনীকে বিবাহ করিতে ধর্ম্ম ও বেদবিধি এবং সাধু শুদ্ধ নীতি অনুসারে অবৈধ হইতে পারে না, আপনি যদি আমাকে বিবাহ না করেন তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে আপনার সমক্ষেই জীবন পরিত্যাগ করিব; আমি কল্পনায়ও মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অন্যভর্ত্তা কামনা করিবনা; বস্তুতঃ অপ্রত্যাশিত, স্বয়মাগত বিধি প্রেরিত অতীব

দুর্লভ বস্তুর অপ্রাপ্তি হইতে মরণই মঙ্গল, আর আপনি ইহাও জানিবেন, অনুরক্ত জনকে প্রত্যাখ্যান করিলে কত পাতক হয়, তাহার একটা সীমাই নাই।” বিপ্র প্রবীণার এইরূপ ধর্ম্ম ও সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “অয়ি শুভে! আমার বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, তপস্যা নাই, পুণ্য নাই, বিশেষতঃ নাসিকা নাই, রূপ নাই, সুখ ভোগের অধিকারীও নহি, আমি অতি দীন-হীন অকিঞ্চন, সুতরাং আমার ন্যায় গর্হিত ব্যক্তি কিছুতে তোমার বর হইতে পারে না, আমি তোমাকে পাইয়া কি করিব? তবে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যদি অগ্রে কখনও সুরূপ, সুবিদ্যা, পুণ্য, ধন ও জ্ঞান লাভ করিতে পারি তবে তোমার কথানুসারেই কার্য্য করিব। তখন সেই মহাবৈজ্ঞানিকা প্রবীণা সত্যব্রতা সরস্বতী সেবিকা বৃদ্ধা বলিলেন, আমি বহুকাল তপস্যা দ্বারা সরস্বতী দেবীকে প্রীত করিয়াছি; তিনি আমাকে অনেক প্রকার বিজ্ঞানের জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন, বিশেষতঃ তড়িৎ বিদ্যার অধিষ্ঠাতা অগ্নি দেবতারও তপঃসাধনা করিয়া তাহাকে তুষ্ট করিয়া সুরূপ লাভ বিদ্যা এবং ধনাদি পতি বরুণ দেবতাও আমার আরাধনায় পরিতুষ্ট হওয়ায় আমি রত্নকরী বিদ্যাও শিখিয়াছি। আমি তাহাদের কৃপায় তোমার বিদ্যাজ্ঞান ধর্ম ধনাদিরূপ সৌভাগ্য লাভের জন্য প্রযত্ন করিয়া সিদ্ধ হইতে পারিব।” বৃদ্ধা এই বলিয়া বাগীশ্বরী, বিভাবসু ও বরুণদেবের প্রার্থনা করিয়া অতীব কুরূপ গৌতমকে সুরূপ, সুশীল, সুবিদ্য, সুভগ, সুকান্ত, লক্ষীবন্ত নবীন যুবক করিয়া তুলিলেন। তখন বৃদ্ধ গৌতম প্রীতিভরে

প্রবীণার পাণিপীড়ন করিয়া ঐ গুহা মধ্যে মনোহারিণী পত্নীর সহিত বহু বৎসর বিহার করিতে লাগিলেন।

একদা সেই বৃদ্ধ দম্পতি মুদ্রিত নয়নে ধ্যান মগ্ন হইয়া ইষ্ট-দেবতার চিন্তা করিতেছেন, এমনি সময় বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিমলতেজা মহর্ষিগণ পুণ্যতীর্থ সকল পর্যটন প্রসঙ্গে সেই গুহায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বৃদ্ধ গৌতম প্রিয়শীলা ভার্যার সহিত তাঁহাদের যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। মহর্ষিদের অনুচর বাল-ভাবাপন্ন, চঞ্চলচিত্ত, যৌবনমত্ত, অতি অপরিণামদর্শী কতিপয় ব্যক্তি বৃদ্ধা ও যুবককে দেখিয়া নানারূপ হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল "ওহে বৃদ্ধে! এ যুবক কি তোমার পৌত্র? অহো! অদ্য অনেক দিন পরে আমাদের চক্ষে ইষ্ট ও অনিষ্টের একত্র সন্নিবেশ দেখিলাম।" ইত্যাদি নানারূপ কৌতুক করিলেও সেই বৃদ্ধা তপঃসিদ্ধা তাপসীর কোনও চিত্ত-ক্লেশ কিংবা ক্রোধের সঞ্চার হয় নাই। তখন বৃদ্ধ গৌতম মুনি-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে বৃদ্ধা প্রবীণার যৌবন প্রাপ্ত হইতে পারে? তখন অন্তর্যামী মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন, "তোমাকে যেরূপে বৃদ্ধা তোমার স্বরূপ ও সৌভাগ্য প্রাপ্তির জন্য আরাধনা করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও গৌতমী গংগা তীরে ভগবানেরই আরাধনা করিয়া সফলকাম হইবে।" তখন তাহারা মহর্ষি বশিষ্ঠের শুভকর আজ্ঞানুসারে গৌতমী তীরে ভগবানের কঠোর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। তাহারা যোগবলে ভগবানকে ধ্যান করিতে লাগিলেন "হে শিব!

আপনিই বিপথগামী জনগণের পক্ষে মরুভূমির বিটপীর ন্যায় এক মাত্র আশ্রয়, হে কৃষ্ণ! অনাবৃষ্টিদগ্ধ শস্য শ্রেণীর পক্ষে ঘনাগমের ন্যায় আপনিই পীযূষ তরঙ্গিনীরূপে বৈকুণ্ঠ দুর্গ ভেদ করিয়া মর্ত্ত্যে আসিয়া দুঃখ সন্তপ্ত জীবের পরিত্রাণকারিণী আমাদের অন্তরের ব্যথা দূর করুন্। তখন গৌতমী গংগা বলিলেন, "হে গৌতম! এই গৌতমী গংগা হইতে মন্ত্রপূত দিব্যবারি গ্রহণ করিয়া তোমার অত্যতি বৃদ্ধা ভার্য্যাকে অভিষেক কর, দেখিবে তোমার প্রিয়া নব যৌবনা, সুরূপা, সুচারুদেহা, সুভগা সুলোচনা সর্ব্ব সুলক্ষণা হইয়া রম্য রূপ যৌবন লাবণ্য লাভ করিবে, তৎপর তোমার ভার্য্যাও তদ্রূপে তোমাকে অভিষেক করিলে তুমিও তত্তুল্য কমনীয় রূপ লাবণ্য লাভ করিবে।" এই বলিয়া দেবী জ্যোতিরূপে গৌতমী গংগাগর্ভে অন্তর্হিত হইলেন। তৎপর তাহারা পরস্পর একে অন্যকে গৌতমী গংগার জলে অভিষেক করাইয়া ভগবান ও গৌতমী গংগার প্রসাদে অতুলনীয় নব যৌবন ও রূপ-লাবণ্য লাভ করিলেন।

তখন সেই তপঃসিদ্ধা পুণ্যবতী বৃদ্ধা তপস্বিনীর যোগ মাহাত্ম্যে সেস্থানে বৃদ্ধা নাম্নী এক পবিত্রা নদী প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সেই গৌতম বংশধর প্রতিবেশীগণ কর্ত্তৃক বৃদ্ধ গৌতম নামে অভিহিত হইলেন। সেই বৃদ্ধা প্রবীণার সহিত বৃদ্ধ গৌতম সে স্থানে বহুদিন তপশ্চরণ করিয়া সেই জ্ঞানবতী পরম সতী ভার্যার সহিত কাল সহকারে যোগাবলম্বনে যুগপৎ দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

মালাবতী

ইনি মহারাজ কুশধ্বজের সাধ্বী পত্নী। ইনি লক্ষ্মীকে লাভ করিবার জন্য শত বৎসর ব্যাপিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। এই দম্পতির পবিত্র তপস্যায় ভগবতী লক্ষ্মীদেবী এই পুণ্যবতীর গর্ভে অংশরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কন্যার পিতামাতা এই লক্ষ্মীরূপা কন্যা জন্মিবা মাত্রই বেদ পাঠ করিতেন বলিয়া ইহার নাম বেদবতী রাখিয়াছিলেন।

বেদবতী রূপেগুণে বিদ্যা ও জ্ঞানে অদ্বিতীয়া ছিলেন। তিনি তিরস্করণী, আবর্ত্তিণী ও অগ্নিক্ষিণী প্রভৃতি অলৌকিক বিদ্যায়ও পারদর্শিনী ছিলেন। ইহার মাতা মহা তপস্বিনী মালাবতীই ইহাকে এই প্রকার গুপ্ত বিদ্যাসকল শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই সর্বগুণ সম্পন্না কন্যার জন্য দেব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও পন্নগ সকল এবং পৃথিবীশ্বর সর্বগুণশালী সুপুরুষগণ প্রার্থনা করিলেও তাহার পিতামাতা সকলকেই প্রত্যাখ্যান করিয়া বঁলিয়াছিলেন "আমার এই পরম পবিত্রা সর্ব্ব বিদ্যাময়ী কন্যা একমাত্র ভগবান বিষ্ণুকে সম্প্রদান করিতে সংকল্প করিয়াছি; অন্য কাহাকে প্রদান করিব না। ইহা অবগত হইয়া দুরাত্মা সুরকণ্টক বল-দর্পিত দৈত্য শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাত্রিকালে তাহার পিতা বৃহস্পতির ন্যায় সর্বশাস্ত্র পারদর্শী রাজা কুশধ্বজকে শায়িত অবস্থায় গুপ্তভাবে বিনাশ করিয়াছিল।

তখন মহা তপস্বিনী পতিব্রতা পত্নী মালাবতী শোকাকুলা হইয়া মৃত পতির দেহ আলিংগন করিয়া রহিলেন, কন্যাকেও তপশ্চরণ করিতে আদেশ দিলেন। তিনি শোকাকুল হইয়া বলিলেন, "হে জীবিতেশ্বর! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি এক মুহূর্ত্তও প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না, স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন গতি নাই, আধার ব্যতীত আধেয় থাকিতে পারে না; যুগে যুগে আমি তোমার আত্মায় আত্মায় সম্মিলিত ও জড়িত হইয়া রহিয়াছি; পত্নী ছাড়া পতির যেরূপ সাধনা বা ধর্ম্ম লাভের কোন প্রকার বিধি নাই, তদ্রূপ স্ত্রীরও স্বামী ব্যতীত কোনও সিদ্ধি বা ধর্ম্মার্থ মোক্ষ কিছুই হইতে পারে না।

দুরাত্মা অসুরকে আমি শাপ দ্বারা নষ্ট করিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মর্যাদা বিনষ্ট করিব না, তাহা হইলে আমার অন্তরে তমোভাবের উদ্ভব হইয়া আধ্যাত্মিক ও পারমাত্মিক শক্তির ব্যাঘাত হইবে, পাতিব্রত্য ধর্মেরও খর্বব হইবে। ক্রোধান্ধতা ও প্রতিহিংসা প্রাপ্ত হইয়া তোমার সূক্ষ্ম দেহ দর্শনে ও আত্মার সহ জড়িত হইয়া ত্বরিৎগমনের শক্তি খর্বব হইয়া পড়িবে, তজ্জন্যই গুপ্ত শত্রুকে অভিসম্পাত করিলাম না। তথাপি আমি যেন তৃতীয় নেত্রে দেখিতেছি, আমার ন্যায় মহিলা কর্ত্তৃকই সে দৈত্য নিহত হইবে। আমি যোগ-মন্ত্রবলে তোমার আত্মায় জড়িত থাকিয়া তোমার সংগে সংগে গমন করিয়া সত্যলোকে যাইতে পারিব। ইহা বলিয়াই মহাসতী মালাবতী স্বামীকে আলিংগন করিয়া সম্মিলিত অবস্থায় যোগসিদ্ধ ধ্যান

বলে পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে শনৈঃ শনৈঃ আত্মাকে ক্রমে ক্রমে মনোময় দেহে ও তদানুক্রমিক আধ্যাত্মিক দেহে ও তৎপর পারমাত্মিক সর্ব্বময় দেহে স্বামীর আত্মাসহ মিশ্রিত হইয়া এক চিতায় পাবক দেহে প্রবেশ করিয়া ভগবানের চিরানন্দময় ধামে দেবরথে প্রস্থান করিলেন। তখন দেবগণ আকাশ হইতে সতীর চিতায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং অশরীরী বাণীতে দম্পতির আত্মার চিরমিলন নিস্ফল ভাবে ঘোষিত হইব।

রেবতী

ইনি মহামুনি ভরদ্বাজের ভগিনী ও মহামুনি কঠের সাধ্বী পত্নী। ইনি স্বামী সেবা করিয়া সুরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহামুনি ভরদ্বাজ এই বিকৃতস্বরা ও রূপহীনা ভগিনীর বিবাহের জন্য চিন্তিত হইলেন। আহা কি দুঃখের কারণ, রূপবিহীনা কন্যা যেন কাহারও না হয়।

এমন সময় দ্বিষষ্টি বৎসর বয়স্ক, সুন্দর দেহ, দান্তগুণাকর কঠ তাহার আশ্রমে আসিয়া ভরদ্বাজ মুনিকে অভিবাদন করিলেন। তিনি যথারীতি কঠকে অর্চ্চনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কঠ বলিলেন, "আমি আপনার নিকট বিদ্যা শিক্ষার্থ আগমন করিয়াছি, আমাকে সুবিদ্যা দান করুন্।"

মহাত্মা ভরদ্বাজ বলিলেন, বস্তুতঃ কুলীন, ধার্ম্মিক, গুরুশুশ্রূষারত, শ্রুতিধর ও নিষ্পাপ শিষ্য অতি পুণ্য বলেই পাওয়া

যায়। তুমি সর্ব্বতোভাবে পুরাণ, স্মৃতি, বেদ বা অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে যে শাস্ত্র তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহা অধ্যয়ন কর। কঠ বলিলেন, এ সমস্ত বিদিত আছি; ব্রাহ্মণ! আমি নিস্পাপ, শুশ্রূষাপরায়ণ, ভক্ত, কুলীন ও সত্যবাদী শিষ্য, আমাকে অধ্যাপনা করুন্। ভরদ্বাজ "তথাস্তু" বলিয়া সর্ববিদ্যা দান করিলেন। মুনিবর কঠ প্রাপ্তবিদ্য ও প্রীত হইয়া বলিল, "গুরো! আমি আপনাকে আপনার অভীষ্ট দক্ষিণা দান করিতে ইচ্ছা করি। আপনার যাহা দুর্ল্ভ আছে তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন, ফলত যে মূঢ় ব্যক্তি গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া পারিতোষিক দান না করে, তাহার বিদ্যা বিফল ও নরক বাস হয়।"

ভরদ্বাজ বলিলেন, আমার একমাত্র দুর্ল্ভ এই যে আমার ভগিনী রেবতীর উপযুক্ত স্বামী। তুমি তাহাকে বিবাহ কর, সে কুরূপা এবং বিকৃতস্বরা কিন্তু জ্ঞানশীলা সতীধর্ম্ম-পরায়ণা এবং তপঃপ্রভাবশীলা ও পুণ্যবতী। কঠ বলিলেন, শিষ্য সর্ব্বদা গুরুর ভ্রাতৃবৎ ও পুত্রবৎ। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার ভগিনীর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হইবে কিরূপে? ভরদ্বাজ বলিলেন, "আমার বাক্য পালন কর, কোনও প্রকার দূষণীয় হইবে না। আমার আদেশ পালনই তোমার দক্ষিণা দান, এই সকল স্মরণ করিয়া আজই রেবতীকে গ্রহণ কর। মহামুনি কঠ গুরু বাক্য পালন করিয়া রেবতীকে বিবাহ করিলেন।

রেবতী পতিসহ সেখানেই শঙ্করের আরাধনায় স্বামীসেবায়

নিযুক্ত হইলেন। তিনি জানিতেন, পত্নী ব্যতীত স্বামীর কোনও ধর্ম্ম সাধনাই হয় না। আবার স্বামী ব্যতীত নারীরও অন্য গত্যন্তর নাই। স্বামীই সতীর প্রাণ, এই ভাবিয়া তিনি স্বামীর আকাঙ্ক্ষিত ও অভীপ্সিত ভাবী দ্রব্য সম্ভার, সমিধ্, কুশ, গঙ্গোদক, পুষ্প, চন্দনাদি সর্ব্বপ্রকার পূজোপকরণ ও ধর্ম্ম গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন।

মুনিবর কঠ তাহার সত্যনিষ্ঠা পাতিব্রত্য, বিজ্ঞান চর্চ্চা, ধর্ম্মনীতি, তপঃপ্রবণতা প্রভৃতি সদ্গুণে পরিমুগ্ধ হইয়া পত্নীকে বলিলেন, "তুমি কি চাও বল?" সতী রেবতী বলিলেন, "সর্ব্বতোভাবে আপনার সেবা ও মনঃপ্রীতি চাই, আমি মনে করি আমার কদর্য রূপ ও স্বর যেন দোষশূন্য হয় এবং আপনি আমার স্পার্শে প্রীতি লাভ করেন।" মুনিবর কঠ, সতী পত্নীর এইরূপ ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণে তাহাই হইবে বলিয়া গংগাতীরে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন, তাঁহার তপস্যার উদ্দেশ্য শঙ্করের প্রীতি লাভ ও রেবতীর রূপ ও সুবচন প্রাপ্তি। অনন্তর কঠোর তপঃ প্রভাবে মহেশ্বর আশুতোষ মুনিকে দর্শন দিলেন। মুনি প্রণাম করিয়া বলিলেন "ভগবন্, আপনাতে অচলা ভক্তি ও রেবতীর সুরূপত্ব ও সুস্বর লাভ হউক্। এই আমার প্রার্থনা। "তথাস্তু" বলিয়া ভগবান্ শিব অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর কঠের কঠোর আরাধনায় ও ভগবান শঙ্করের বরে রেবতী সুরূপা, সুগাত্রী ও সুভাষিণী হইলেন। তৎপর মুনিবর কঠের ধর্ম্মপত্নীরূপে তপস্যায় নিরত হইলেন। মহামুনি কঠও

সর্ব্ব রূপ-গুণ-বিদ্যা-জ্ঞান ও ধর্ম্ম এবং পতিব্রতপরায়ণা পরম সতী রেবতীকে পাইয়া পরমানন্দে ব্রহ্ম সাধনায় পত্নী সহ তপস্যায় নিরত হইলেন।

—*—

ছায়া ও সংজ্ঞা

সংজ্ঞা ভাস্করের পত্নী পরম জ্ঞানশীলা অতি সাধ্বী; ছায়াও তাহার সঙ্গিনী সপত্নী; সংজ্ঞা বিশ্বকর্ম্মার কন্যা। তিনি বিজ্ঞান জ্ঞানে সমস্ত জীবের চেতনা করেন। প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা বহু তপস্যা করিয়া প্রণত হইয়া সংজ্ঞাকে বিবস্বান করে সম্প্রদান করেন। সংজ্ঞা পতিসেবাপরায়ণা হইয়া পতির জ্যোতিঃরাশির সংগে সংগেই সমস্ত প্রাণীর চৈতন্য দান করেন; তিনি অপরূপ জ্ঞান-সম্পন্না ছিলেন যে, সমস্ত বিশ্ব তাঁহার আশ্রয়ে নিয়ত সজীবতা লাভ করিত। সংজ্ঞা বহুরূপ তপস্যা করিয়া পতি দেবতা ভাস্করকে প্রীত রাখেন।

মহাতেজস্কর ভাস্কর সংজ্ঞাতে মনু ও যম নামক দুই দেব-দুর্লভ পুত্র ও এক কন্যা যমুনাকে উৎপন্ন করেন। সংজ্ঞা নিয়ত পতির জ্বালা মালাপূর্ণ তেজ সকল আলিংগন করিয়া থাকিতেন কিন্তু সেসব এত তপ্ত যে সর্ব্বদাই অতি অসহনীয় হইত, তথাপি পতিব্রতা সংজ্ঞা তাহা সহ্য করিতেন; কারণ সতীগণ পতি ছাড়া হওয়া ততোধিক কষ্টকর মনে করেন।

তখন তিনি স্বীয় বিজ্ঞান যোগবলে আপনার ছায়াকে স্বীয়মূর্ত্তি স্বরূপ করিয়া বলিলেন, "স্বামীর সেবা করাই নারীর

প্রধান কার্য, আমি পতি দেবতার উত্তপ্ত তেজঃ সমূহ আর সহ্য করিতে পারি না। হে শুভে! তোমার মংগল হউক তোমাকে আমি সেই শক্তি দিলাম, তুমি ভাস্কর তেজঃ সহ্য করিতে পারিবে। আমি কিছুদিন পিত্রালয়ে গমন করিব, তুমি ততদিন আমার শাসন অনুসারে এইখানে নির্ব্বিকার চিত্তে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা আমারই মত পতি সবিতার সেবা কর, আর আমার এই দুইটী বালককে ও কন্যা যমুনাকে পরম যত্নে প্রতিপালন করিবে, আমার স্বামী যেন কিছুতেই তোমার সেবায় ব্যতিক্রম না বুঝেন। আমার এই গমন বৃত্তান্ত ভগবান সূর্যকে কখনও তুমি বলিও না। ছায়া বলিলেন, "যতক্ষণ আমার কেশ গ্রহণ বা মৎপ্রতি অভিশাপ দেওয়া না হইবে ততক্ষণ আমি তাহা বলিব না; আপনি যথেচ্ছ গমন করিতে পারেন।" সংজ্ঞা অতিশয় লজ্জান্বিতা হইয়া পিতৃ-ভবনে গমন করিলেন।

সংজ্ঞা সহস্র বৎসর পিতৃগৃহে বাস করিলেন এবং প্রত্যহ সূর্যদেবের দর্শন, স্পর্শন ও আরাধনা করিতেন। বিশ্বকর্ম্মা কন্যাকে পতি সদনে যাইতে বলিতে লাগিলেন, সংজ্ঞা তখন বিজ্ঞান জ্ঞানযোগে বড়বা রূপ গ্রহণ করিয়া উত্তরমেরু দেশে গমন পূর্ব্বক অনশনে তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে বাক্যাভিজ্ঞা ছায়া সংজ্ঞারূপে ভাস্করের সমীপে উপস্থিত হইলেন, ভগবান সূর্যও তাহাকেই সংজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতেই দুই পুত্র ও তপতি নামে কন্যা উৎপাদন করিলেন, ইহার একজন শনৈশ্চর।

সংজ্ঞা স্বীয় সন্তানের প্রতি যেরূপ স্নেহ করিতেন, ছায়া কিন্তু তাহাদিগকে সেরূপ স্নেহ করিতেন না, মনু তাহার এইরূপ পক্ষপাতজনক ব্যবহার বুঝিতে পারিয়াও কিছু বলিতেন না, কিন্তু যম বার বার শনি প্রভৃতির অতি সদয় ব্যবহার এবং নিজেদের প্রতি কঠোর শাসন আচরণে বাল্য চাপল্য ও ক্রোধ বশতঃ বিশেষতঃ ভাবী অর্থ ও ক্ষমতার উন্মাদনায় মায়ের প্রতি পদ উত্তোলন করিয়া ছায়াকে তর্জন করিলেন। যমের এই প্রকার ব্যবহারে ছায়া কহিলেন "রে যম, গরীয়সী পিতৃভার্যাকে পদ তুলিয়া তর্জন করিলে, এই অপরাধে তোমার চরণ পলিত হইবে।" ছায়ার শাপে যমের মনে বড়ই কষ্ট হইল ; তিনি ভ্রাতা মনুর সহিত গিয়া পিতা ভাস্করকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমাদের মাতা জ্যেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ সন্তানদের প্রতি অধিক স্নেহ করেন এজন্য আমি বাল্য চপলতা বশতঃ তখন তাঁহাকে পদ উঠাইয়া দেখাইয়াছি কিন্তু দেহে পতিত করি নাই সেজন্য তিনি আমাকে শাপ দিয়াছেন, আমার মনে হয় তিনি আমাদের মা নহেন। হে পিতঃ, যাহাতে আমার পদ পলিত না হয় তাহাই করুন, অজ্ঞান বালকের অপরাধ মার্জনা করুন্।" আপনি আমাকে রক্ষা করুন্। রবিদেব কহিলেন "হে পুত্র! তোমার ন্যায় জ্ঞান ও ধর্ম্মশীলজনের যখন ক্রোধোদ্বেগ হইয়াছে তখন নিশ্চয়ই এ বিষয়ে একটা গূঢ় কারণ আছে ; সমস্ত শাপেরই প্রতীকার আছে কিন্তু মাতৃশাপের প্রত্যাহার

কখনও হইবার নয়, এই মাতৃশাপ অন্যথা করিবার ক্ষমতা আমার নাই, তথাপি আমি তোমার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিব। যখন কৃমিগণ তোমার পদমাংস লইয়া মহীতলে যাইবে ইহাতে তখন তোমার মাতার কথাও সত্য হইবে এবং তুমিও পরিত্রাণ পাইবে।”

তৎপর আদিত্য ছায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন “সন্তানগণ সকলই তুল্য, অতএব তুমি একের প্রতি সমধিক স্নেহ করিতেছ কেন? নিশ্চয়ই তুমি ইহাদের জননী সংজ্ঞা নহ। তুমি অন্য কেহ, সংজ্ঞা নাম ও রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছ, কেননা মাতা কখনও অপত্য নির্গুণ হইলেও শাপ দিতে পারে না।”

ছায়া তখন স্বীয় দোষ পরিহার পূর্ব্বক স্বামীর নিকট আন্তন্ত আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

তৎপর রবি শ্বশুর বিশ্বকর্ম্মার গৃহে উপস্থিত হইলেন, বিশ্বকর্ম্মা তাহার যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিলেন এবং বলিলেন, “আপনার তেজে এ জগৎ পরিব্যাপ্ত, আমার কন্যা আপনার দুঃসহ রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া আপনার মংগল কামনায়ই উত্তর মেরুতে গিয়া তপস্যা করিতেছে; সেই শুভচারিণী সংজ্ঞা আপনারই সুরূপত্ব সাধন জন্য কঠোর তপস্যায় নিরত রহিয়াছে; আপনার তেজের তীব্রতা হ্রাস করিবার জন্যই তাহার এই গুরুতর তপস্যা এই কথা আমি ব্রহ্মার নিকট শ্রবণ করিয়াছি। হে দিবস্পতে! আপনি আদেশ করিলে আমি আপনার রূপ কমনীয় করিয়া দিব।”

ভগবান রবি বিশ্বকর্ম্মার বাক্যে সম্মতি দান করিলেন। পূর্ব্বে সূর্যের রূপ ছিল পরিমণ্ডলাকার তখন সূর্যের আদেশ পাইয়া বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মলোকে বিধাতার আজ্ঞানুসারে বৈজ্ঞানিক আকাশ বিদ্যাবলে সূর্য সহ শাকদ্বীপে উপনীত হইয়া ভ্রাম্যমান সৌরজগতে সমারোপিত করিলেন, তখন তদীয় তেজঃরাশি অতীব দূরবর্ত্তী ও নিয়ত বিঘূর্ণিত হওয়ায় ক্ষীণতর হইয়া পড়িল। অশেষ ব্রহ্মাণ্ডের নাভিমণ্ডল স্বরূপ মূল কেন্দ্র ভ্রমণ করিতে থাকিলে শৈল সাগর কানন সমন্বিত পৃথিবী নভঃ প্রদেশ চন্দ্র গ্রহ তারকা স্তবকসহ কখন অধোগত ও কখন ঊর্দ্ধগত হইয়া ভাস্করের ভ্রমণে সংগে সংগে বিঘূর্ণিত হইতে লাগিলে, তখন সুরর্ষি, দেবর্ষি ও দেবগণ সূর্য্যকে স্তব করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের স্তবে সূর্য্যদেব সংজ্ঞাকেসহ বিশ্বকর্ম্মার বিদ্যাবলে ধীরে ধীরে সৌরজগতে স্থিতিমান হইয়া সৌম্যগতি ধারণ করিলেন। সংজ্ঞা ব্যতীত জগৎ জড়বৎ হইয়া যাইত, মহাদেবী সতী সংজ্ঞাকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পতি সূর্যদেব সহযোগে সচেতন করিয়া রাখিয়াছেন, তৎসঙ্গে পতিব্রতা ছায়াও সংগে সংগে ভ্রমণ করিয়া জীবের শান্তি দানে নিরত রহিলেন।

ভদ্রা

এই মহামনস্বিনী পতিব্রতা ভদ্রা ব্যুষিতাশ্ব মহারাজের সাধ্বী পত্নী ও ভূপতি কাক্ষীবানের কন্যা। ইনি যোগ বিজ্ঞান বলে মৃত পতির আত্মা হইতে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজ ব্যুষিতাশ্ব দশ হস্তীর তুল্য বল ধারণ করিতেন। তিনি বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া দেবগণকে সোমরস পানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মকার্যে পতিব্রতা ভদ্রার পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করিতেন।

মহাতেজস্বিনী ভদ্রা সমস্ত যজ্ঞ কর্ম্মেই পরিশুদ্ধা হইয়া স্বামীসহ তপশ্চরণ করিয়া কঠোর নিয়মে যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন এবং সমস্ত শাস্ত্র বিধি পরিপালন করিতেন; তিনি অকালে পতিকে দর্শন করিতে দিতেন না।

রাজা এই নিরুপমা অতীব রূপবতী পত্নীর প্রতি নানারূপ অত্যাশ্চর্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ও সংযম সাধনার জন্য মোহান্ধের ন্যায় আকৃষ্ট ও আবিষ্ট হইতেন। তিনি পত্নীর অলৌকিক গুণে, অপূর্ব্ব প্রীতি পূর্ণ সেবায়, পবিত্র চরিত্রে, পরিশুদ্ধ নির্ম্মল শাস্ত্র জ্ঞানে, সদা সত্য ও মধুর বচনে, বেদাদি শাস্ত্রবিধির সংযত সদাচারে এবং স্বর্গীয় জ্যোতির্ময় সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত অপূর্ব্ব রূপে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন।

রাণী ভদ্রাও মনে মনে সর্ব্বক্ষণ তাঁহারই ধ্যানপরায়ণা থাকিতেন। এইরূপ দাম্পত্য প্রেম অতি দুর্লভ হইয়াছিল।

এই দম্পতির মধ্যে কামিনী যেরূপ সর্ব্বদা স্বামীকে কামনা করিতেন স্বামী ব্যুষিতাশ্ব পত্নী ভদ্রাতেই সেরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন। অতি প্রজ্ঞাবতী মহামনস্বিনী সতী ভদ্রা তাহাতে পতির অত্যাসক্তি অনুভব করিয়া স্বামীর দর্শন গোচর হইতে সাবধান থাকিতেন। মহাবীর ব্যুষিতাশ্ব যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইয়া দিবাকরের ন্যায় অস্তমিত হইলেন। তখন সতী ভদ্রা শোক-বিহ্বলা হইয়া বলিতে লাগিলেন "হে পরম ধর্ম্মজ্ঞ স্বামিন্! রমণীর পতি ভিন্ন অন্য গতি নাই, যে নারী পতির মৃত্যুর পর জীবন ধারণ করে সে সর্ব্বদা দুঃখিত, শোকসন্তপ্ত, ঘৃণিত ও মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। স্বামীহীনা রমণীরা নিষ্ফলা হয়; পতি ব্যতিরেকে অবলাদের মৃত্যুই মঙ্গল। অতএব হে প্রাণনাথ! হে প্রভো! আমি তোমার সহগামিনী হইতে ইচ্ছা করি, প্রসন্ন হইয়া আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাও। হে রাজন্! তোমা ব্যতিরেকে ক্ষণকালও জীবন ধারণে ইচ্ছা করি না, আমাকে প্রসন্ন হও, অতি সত্বরে এখান হইতে লইয়া যাও। কি সম, কি অসম, কি সুগম, কি দুর্গম, কি স্বর্গ কি নরক সকল স্থানেই আমি তোমায় সংযুক্ত হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ার ন্যায় গমন করিব, পুনর্ব্বার নিবৃত্ত হইব না; আমি তোমার অতি প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানব্রতা ছায়ার ন্যায় অনুগতা ও নিয়ত তোমার আদেশ-বর্ত্তিনী হইয়াই থাকিব, তোমা ছাড়া অন্য হইতে অতি কষ্টদায়ক হৃদয় শোষণময় মহৎ পীড়া আমাকে নিয়ত অভিভব করিবে। আমার বোধ হয় যাহারা একত্র বিচরণ করিত আমি তাহাদিগকে

বিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, সেই পাপেই তোমার সহিত আমার দীর্ঘ বিয়োগ হইল। হে পার্থিব! যে নারী পতি বিযুক্তা হইয়া মুহূর্ত্ত কালও জীবন ধারণ করে সে যেন সর্বদা নরকস্থা হইয়াই অতিকষ্টে জীবন যাপন করে, আমিও অদ্য হইতে তোমার দর্শনপরায়ণা হইয়া একধ্যানে কুশশয্যাশায়িনী হইয়া নরকস্থার ন্যায়ই থাকিব, কোন প্রকার সুখেই আবিষ্ট হইব না; হে জীবিতেশ্বর! এই অধিনীকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করিয়া যাও" এই বলিয়া সতী পূর্ব্বাধীত পরাবিদ্যাবলে ধ্যানমগ্না হইয়া উর্দ্ধনেত্রে ভগবানকে চিন্তা করিতে লাগিলেন; এবং স্বামীর দেহকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। এমনিভাবে স্বামী স্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন যাহাতে তাহার বদন দেব-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তৎকালেই আকাশবাণী হইল "হে পতিব্রতে! ভদ্রে! তোমার জ্ঞানচর্চ্চা ও বিশুদ্ধ নিষ্কল পতিভক্তি বলের যথার্থ পরিচয় পরিদৃষ্ট হইল, তুমি উত্থিত হও, তুমি নিজ ভবনে গমন কর, তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, আমি তোমাতে নিষ্কল সূক্ষ্ম মানস দেহে সন্তান উৎপাদন করিব, হে বরারোহে অষ্টমীতে বা চতুর্দ্দশীতে তুমি ঋতু স্নাতা হইয়া তোমার শয্যায় শয়ন করিয়া আমাকে স্মরণ করিবে।" পতিব্রতা এইরূপ অপূর্ব্ব মধুর স্বর সমন্বিত পতির আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সহসা চৈতন্য লাভ করিলেন এবং অতিশয় আনন্দে পরিতুষ্ট হইয়া স্বামীসহ চিতারোহণে বিরতা হইলেন। তৎপর সতী ভদ্রা স্বামীর স্বর্গীয় বাক্যানুসারে অষ্টমী

ও চতুর্দ্দশীতে ব্রতানুষ্ঠান করিয়া স্বামীর সহ মিলিত হইয়া স্বামীর ঔরসে শাল্ব, মদ্র প্রভৃতি ভুবনেশ্বর পুত্রগণ লাভ করিলেন।

তৎপর সর্ব্বশাস্ত্র সুনিপুণা সতী ভদ্রা, পুত্রগণকে বিবিধ শাস্ত্রে বিশেষতঃ রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী করিয়া রাজ্যে স্থাপন করিলেন এবং পরিশেষে স্বেচ্ছায় যোগাবলম্বনে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া পতিলোকে গমন করিলেন।

সুশীলা

ইনি জলোদ্ভবা অপ্সর-কন্যা, কাশীরাজ-কন্যারূপে প্রসিদ্ধা। ইহার জ্ঞান অসীম, ইনি বহু বিদ্যায় সুশিক্ষিতা পরা বিদ্যায় প্রবীণা; বিদর্ভ রাজাধিরাজ সুধর্ম্মার সতী সহধর্ম্মিণী। ইনি সংসার মায়া যে কি ভীষণ, দুঃখদায়িনী কি মহা পাতক প্রবর্ত্তিনী তাহা তাঁহার পরা বিদ্যা দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহতপঃসাধনা দ্বারাই পতিলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি পিতা ও পতিকে শাস্ত্রাদেশ অনুযায়ী বহুপ্রকার নীতি উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহার আত্মায় দেবর্ষি নারদের আত্মারই আংশিক বিকাশ ছিল।

পুরাকালে এই মহা প্রাজ্ঞ মায়াতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার জন্য মহামুনি নারদের আদেশ মত ভগবানের কঠোর আরাধনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে মুনি বেশে দেখা দেন; তিনি পরা বিদ্যাজ্ঞান

লাভ ও তাঁহার জাতিস্মরতা জন্মান্তরেও অবিধ্বংসরূপে ধ্যানযোগে জাগরিত হইতে বর প্রার্থনা করেন। ভগবান তাঁহাকে গর্ভবাস নিবারণ, পরাবিদ্যাজ্ঞান দান এবং বিবিধ জাতিতে উৎপত্তির মানসী শক্তির জাতিস্মরতা প্রদান করেন, এই মহাশক্তি বলে কাশীধামে গংগার গর্ভে শিশুরূপে জন্মলাভ করেন। মহারাজ কাশীশ্বর ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া অপত্য নির্বিশেষে পালিত ও সুশিক্ষিতা করেন। এবং সর্ব্বগুণ সম্পন্ন মহামতি বিদর্ভাধিপতি মহারাজ সুধর্ম্মার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হন। কিন্তু মহামনস্বিনী কাশীরাজ মহিষী সুশীলার মাতা স্বামীকে এই বিবাহে অসম্মতি প্রদান করিলেন। বহু গুণবান্ ও ধনবান্ হইলেও প্রতিবাসীর সহিত নানা কারণে মনোমালিন্য সৃষ্টি হইতে পারে আশঙ্কায় মহারাণী পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও তাঁহার স্বামী তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সুধর্ম্মার সহিত সুশীলার বিবাহ কার্য সম্পন্ন করিলেন। মহা জ্ঞানবতী সুশীলা পতিসেবা কার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বামীর পরিচর্যা ও ধর্ম্মকর্ম্মের সদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিয়া পুত্রাদিও লাভ করেন কিন্তু বিদর্ভনগর ও কাশীনগর দেশ পরস্পর সীমান্তবর্ত্তী নানারূপ খনিমণি লাভের প্রলোভনে উভয়েব মধ্যে মতান্তর হইয়া ক্রমে ক্রমে শ্বশুর ও জামাতায় যুদ্ধের সূচনা হয়। সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞানশীলা কাশীকন্যা সুশীলা পিতা ও পতিকে বহুরূপ যুক্তি ও শাস্ত্রবাক্যদ্বারা মুনিবৃত্তিই সর্ব্বসুখের মূল, শান্তির ভাণ্ডার ও সাত্ত্বিক সাধনাই ক্ষাত্রবৃত্তি হইতে স্বর্গসুখ দায়িনী ও যশস্করী ;

সেজন্যই সংযম অবলম্বন করিয়া পররাজ্য হরণরূপ লালসা ও যুদ্ধ পরিত্যাগ করা উভয়ের কর্ত্তব্য বলিয়া অনুরোধ করিলেও তাঁহারা কেহই প্রবুদ্ধ হইলেন না। ক্রমে ক্রমে উভয়ের মধ্যে ক্ষাত্রবীর্যের পরিচয়ে অতি প্রলয়ঙ্কর মহা যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা, লক্ষ লক্ষ বীরপুরুষ, অগণিত প্রজা ও হস্তীঅশ্বাদি, পদাতিক সৈন্য বিনষ্ট হইল। পরিশেষে পুত্র-পৌত্রাদিসহ উভয়েই মৃত্যুশয্যার আশ্রয় লইলেন। উভয় রাজ্যের হাহাকার ধ্বনি আকাশ পাতাল ব্যাপিয়া নিনাদিত হইল, জলদের ন্যায় রমণীকুলের রোদনবারি দেশ প্লাবিত করিয়া তুলিল।

তখন মহাপ্রাণা সুশীলা নিজ মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া সংসারের এই প্রকার অর্থের মায়া ও হিংসার সর্বনাশকর লীলার পরিণামে বৃথা মোহ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন, এবং এ দেহের বৃথা গর্ব্ব ইহা অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর, আত্মাই জীব, তাহা অবিনশ্বর, স্বামী ও পিতা এখন সুখ দুঃখ বিরহিত হইয়াছেন, আমাদের তাহাদের পতিলোকে গমন করিতে হইবে। মাতঃ, পতি ভিন্ন স্ত্রীলোকের পৃথক স্থান নাই, পতিই পত্নীর আধার, জগৎপতি ছাড়া জগৎ থাকিতে পারে না। সরিৎপতি ছাড়া নদী থাকিতে পারে না। আমরা অদ্যই এ দেহ ভস্ম করিয়া পতিলোকে গমন করিব। মাতঃ, এই আমি তিরস্করণী ও পরাবিদ্যা এবং যোগনিদ্রার আবাহন ক্রিয়া আপনাকে শিক্ষা দিতেছি; এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চিতা সজ্জিত করিয়া

চন্দন, পুষ্প ও কাষ্ঠ ঘৃতাদি এবং জপমালা রাখিয়া আসিয়াছি; আপনি সত্বর হউন্। পরম পুণ্যবতী পতিব্রতা মাতা কন্যার সারগর্ভ বাক্যে প্রবুদ্ধা হইয়া সংসারের মায়ার মোহিনীশক্তি ত্যাগ করিলেন; কন্যা হইতে যোগনিদ্রাবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া চিত্তসুখে চিতায় আশ্রয় লইতে উদ্যত হইলেন।

তখন সতী সুশীলা মাতাসহ সানন্দ অন্তরে অচঞ্চল ভাবে, পদ্মাসনে সমাসীনা হইয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া মুদ্রিত নয়নে প্রাণায়ামে হৃদয়মধ্যে প্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে মাতা ও কন্যা উভয়েই একই প্রকারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রজ্বলিত চিতায় প্রবেশ করিলেন, তখন এইরূপ সতী মাহাত্ম্যে আকাশে দেববাদ্য দুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল এবং আকাশবাণী হইল "তোমরা উভয়ে সত্যলোকে পতিসহ মিলিত হইবে।" মর্ত্ত্যের চিতার নিকটবর্ত্তী নরনারী দুইটি জ্যোতির্ম্ময় উল্কা আকাশমার্গে উত্থিত হইতে দেখিয়া "জয় সতীত্বের জয়" বলিয়া নিবৃত্ত হইল।

পদ্মা

পদ্মা—ইনি অনরণ্য রাজার কন্যা; ইনি অতি সুশীলা, অতি সুন্দরী, প্রিয়বাদিনী, কোমলা, কুলজা, কমলা সদৃশী রমণীয়া, শুদ্ধা, সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠা, স্থির যৌবনা ও বিদ্যাবতী ছিলেন। ইঁহার একশত ভ্রাতা ছিলেন, ইনি একদা পুষ্পভদ্রা নদীতে স্নান করিতে গেলে, গলিতচর্ম্ম পলিতকেশ, জরাতুর, সুদীর্ঘ জটাধারী প্রবীণ তাপস পিপ্পলাদ ইহাকে দেখিয়া ইঁহার পিতার নিকট

পরিণয় প্রার্থণা করিলেন, মহারাজ পৃথিবীপতি অনরণ্য, মুনির এই অসঙ্গত প্রার্থনা শ্রবণে মনোদুঃখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, কিছুই বলিতে সক্ষম হইলেন না। মুনি পুনর্ব্বার রাজাকে বলিলেন, "হে রাজন্! তুমি নিজ কন্যা আমাকে প্রদান কর, না করিলে শাপানলে ক্ষণকাল মধ্যেই সমস্ত ভস্মসাৎ করিব।" মুনির তেজে সভাস্থ সকলেই সমাচ্ছন্ন হইলেন, রাজা মুনিকে বৃদ্ধ ও জরাতুর দেখিয়া বন্ধুগণের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন! কারণ, পুত্র অপেক্ষা কন্যাতেই পিতার সমধিক স্নেহ জন্মে। বিশেষতঃ তাঁহার এক শত সন্তান মধ্যে একটি মাত্রই কন্যা জন্মিয়াছে; রাজ-মহিষীগণও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন সভাস্থ পণ্ডিতগণ মন্ত্রণা করিয়া বলিলেন, "প্রার্থিত ব্যক্তিকে আপনি অথবা আপনার পূর্ব্ব পুরুষগণ কখনই বিফলমনোরথ করেন নাই; এ অবস্থায় বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের প্রার্থনা ভঙ্গ করিলে আর উপায়ান্তর নাই; অতএব ইঁহাকে কন্যাদান করাই কর্ত্তব্য; তবে আপনার কন্যা ষোড়শীয় ও বয়স্থা; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার মত জানিয়া সম্প্রদান করা উচিত।" মহারাজ অনরণ্য তাহাই সঙ্গত মনে করিয়া সুলোচনা নাম্নী দাসীকে কন্যার অভিপ্রায় জানিতে প্রেরণ করিলেন; কন্যা তদুত্তরে অতি আহ্লাদ সহকারে জানাইলেন, সকলের বিশেষতঃ পিতামাতার জন্য আমাকে বৃদ্ধ জরাতুর পতির সহ পরিণীতা হইতে বা প্রাণ ত্যাগ করিতে

হইলেও আমি ভীতা নহি। বরঞ্চ তাহাতেই আমার জীবন সফল হইবে বিশেষতঃ ইহা তো অতি সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাকে জ্ঞানবৃদ্ধ তাপস পতির সেবা করিয়া নীরবে অরণ্যে তপসাচারিণী হইতে হইবে। আমি অদ্যই সেই বৃদ্ধ পতিকে বরণ করিতে প্রস্তুত আছি। সভাসদ্‌গণ অপূর্ব্ব পিতৃমাতৃ-ভক্তি ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তৎপর মহারাজা আপনার প্রাণ-প্রিয় কন্যাকে সেই জরাতুর বৃদ্ধ তাপসের হাতে সমর্পণ করিলেন; মুনি তখন সুবিচিত্র অগ্নিশুদ্ধ বসন ও বহু মূল্য হীরক রত্নাদি খচিত বিদ্যুৎ প্রতিভাবিশিষ্ট আভরণ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষছাল পরিধান করিতে বলিলে পদ্মা অকুণ্ঠিত চিত্তে অকাতরে হর্ষযুক্ত মনে সেগুলি দীন-দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া বল্কল পরিধান করিয়া নূতন শোভা ধারণ করিলেন। সে সময় নাগরিকজনগণ তাঁহার ঈদৃশ বেশ পরিবর্ত্তন ও ঔদার্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইলেন; সখীগণ রোদন করিতে লাগিলেন; মুনিবর সেই মনোরমা কান্তাকে গ্রহণ করিয়া আনন্দ-পূর্ণ-চিত্তে নিজ আশ্রমে গমন করিলেন। তৎপর রাজা অনরণ্য রাজ্য ও সমস্ত ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া পত্নীসহ তপস্যার নিমিত্ত বনান্তরে গমন করিলেন। এ দিকে রাজরাণী কন্যার শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অনরণ্য-তনয়া পদ্মা তপোবনে যাইয়া সর্ব্বদা কর্ম্ম ও বাক্যদ্বারা মানসিক ভক্তি সহকারে মুনির সেবা করিতে লাগিলেন; একদা পদ্মা স্নান করিবার নিমিত্ত মন্দাকিনীতে গমন করিয়াছেন,

এমন সময়ে মায়াবলে নৃপরূপধারী ধর্ম্ম তাহাকে দেখিতে পাইলেন; সেই ছদ্মবেশধারী ধর্ম্ম, নবীন যৌবন, কামদেব তুল্য শরীর প্রভাশালী, রত্নালঙ্কারে বিভূষিত ও রত্নময় রথারূঢ় হইয়া মুনিপত্নীর আভ্যন্তরিক বিষয় জানিবার জন্য মায়াচ্ছলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি সুন্দরি! তোমাকে লক্ষ্মীর ন্যায় স্থির যৌবনা মনোহারিণী দেখিতেছি; তুমি নিশ্চয় রাজভোগ-যোগ্যা রমণী; তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই; তোমার এই জরাতুর বৃদ্ধ সমীপে অবস্থান শোভাজনক হইতেছে না; চন্দনাগুরুবিলিপ্তা হইয়া রাজগণের বক্ষঃস্থলেই তুমি শোভা পাইবার যোগ্যা; অতএব হে সুন্দরি! তুমি এই তপোনিরত, অক্ষম, মরণোন্মুখ বিপ্রকে পরিত্যাগ করিয়া রতিসূর, কামার্ত্ত রাজেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। সুন্দরী স্ত্রী পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে লাবণ্য লাভ করিয়া থাকে, রসিক ব্যক্তির আলিঙ্গনেই সেই সৌন্দর্য্যের সফলতা হয়। আমি সহস্র সুন্দরীর কান্ত ও সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ, অতএব হে কান্তে! আমাকে কিঙ্কর রূপে গ্রহণ কর। আমি তোমাকে পাইলে অন্যান্য সকল রমণীকে পরিত্যাগ করিব। এই কথা বলিয়া নৃপরূপী ধর্ম্ম রথ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হইলে তখন সতী পদ্মা সেই অহিতকারী নৃপতিকে বলিলেন, "পাপিষ্ঠ! নৃপকুলাধম এস্থান হইতে দূর হ, যদি তুই আমাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিবি, তাহা হইলে নিশ্চয় ভস্ম হইবি। আমি তোর মাতৃতুল্যা অথচ তুই আমাকে স্ত্রীভাবে বাক্য প্রয়োগ

করিতেছিস্, এ জন্য আমার শাপে কামের দ্বারা তোর ক্ষয় হইবে।” তখন ধর্ম্ম, সতীর শাপ শ্রবণ করিয়া মায়া নৃপমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন ও কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন“মাতঃ! আমি ধর্ম্মজ্ঞদিগের গুরুর গুরু ধর্ম্ম; সতি! আমি পরস্ত্রীতে নিয়ত মাতৃ-বুদ্ধি করিয়া থাকি। আমি কেবল মনোভাব জানিবার জন্য তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি; তোমার মনের ভাব জানি বটে, তথাপি দৈব দোষে বিড়ম্বিত হইলাম। হে সাধ্বি! আমার দণ্ডে বিরুদ্ধাচার হয় নাই, যথোচিত কর্ম্মই করিয়াছ, উন্মার্গগামীদিগের শাস্তি ঈশ্বরই করিয়া থাকেন; এক্ষণে আমাকে রক্ষা কর।” তখন সাধ্বী পদ্মা ধর্ম্মকে জানিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, ভগবন্! আপনি সকল কর্ম্মের সাক্ষী, সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বতত্ত্ববিৎ। তবে কেন মনোভাব জানিবার জন্য এ দাসীকে বিড়ম্বিত করিলেন? ব্রহ্মন্! আমি স্ত্রী চরিত্র নিবন্ধন অজ্ঞানতাবশতঃ ক্রোধে আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে আপনার কি অবস্থা হইবে তাহাই ভাবিতেছি; যদি অকালে দিক্ বায়ু প্রভৃতি সমস্ত বিনস্ট হয়, তথাপি সাধ্বী স্ত্রীর শাপ কখন বিফল হয় না। কিন্তু আপনি যদি বিনষ্ট হন, তবে সমস্ত সৃষ্টি বিনষ্ট হইবে, তাই আমি উপায় বলিতেছি; সত্যযুগে আপনি পূর্ণাঙ্গ থাকিবেন, ত্রেতাতে এক পদে, দ্বাপরে দ্বিপদে ও কলিতে ত্রিপদে ক্ষয় হইবেন; কলি শেষে অবশিষ্ট এক পাদও আচ্ছন্ন হইবে, আবার সত্য সমাগত হইলে চতুষ্পাদে

পূর্ণ হইবেন। এবং যাহাতে যাঁহাতে আপনার অবস্থান হইবে তাহাও শ্রবণ করুন। বৈষ্ণব, বিপ্র, যতি, ব্রহ্মচারী, পতিব্রতা নারী, সাধুব্যক্তি, সত্যবাদী, নির্ম্মলজ্ঞানশালী পুরুষ, ধর্ম্মশীল নরপতি, স্থির চিত্ত, সদ্‌বিবেচক, যজ্ঞবান অহিংস, পুণ্যবান প্রভৃতি পুরুষে ও বিল্ব, বট, তুলসী, দেবার্হপুষ্প, দেবালয়, তীর্থ, সাধুগৃহ, বেদবেদাঙ্গ শ্রবণ স্থল, সৎসভা, তাপস, পূজাব্রত, যজ্ঞ, দীক্ষা, পরীক্ষা, গোষ্পদ গংগাতট প্রভৃতি ভূমিতে ও গোষ্ঠে আপনার কৃশতা হইবে না।

ভগবান, বেশ্যাগৃহ, বেশ্যা, নরহত্যাকারী গৃহ, মিথ্যাবাদী পুরুষ, নীচ, মূর্খ, খলব্যক্তিতে ও চৌরগণে, রতিভূমে, দ্যূতক্রীড়াস্থলে, দস্যুগ্রস্ত দেশে, গর্ব্বপরায়ণ পুরুষে, পতিনিন্দা-পরায়ণা নারীতে, স্ত্রীজিত পুরুষে, দীক্ষা সন্ধ্যাহীন ব্রাহ্মণে, কন্যাবিক্রয়ী পিতায় মিত্রদ্রোহিতে, গ্রন্থ, শালগ্রাম ও ভূমিবিক্রয়ী ব্যক্তিতে, কৃতঘ্নে আশ্রিতবিনাশীতে, সীমা হরণকারীতে, ক্রোধীতে, লোভীতে, কামুকে, মিথ্যাভাষীতে, আপনার অবস্থান করিবার অধিকার থাকিবে না। হে প্রভু, ইহাতে আমার বাক্য সত্য হইবে ও আপনারও রক্ষা হইবে. এক্ষণে আমি পতি সেবার নিমিত্ত গমন করিব; আপনিও নিজ মন্দিরে গমন করুন্।” সাধ্বী পদ্মা এই কথা বলিলে ধর্ম্মদেব বিনয় পূর্ব্বক বলিলেন, “সতি, তুমি পতি-ভক্তিপরায়ণা ধন্যা রমণী; তোমার নিয়ত মঙ্গল হউক, তুমি আমাকে পরিত্রাণ করিলে, আমিও তোমাকে বর প্রদান করিব, বৎসে আমার বরে তোমার জরাতুর বৃদ্ধ

স্বামী যুবা, রতি শূর, রূপবান্, গুণবান্, বাগ্মী ও সতত স্থির যৌবন হউন; তুমিও পরমৈশ্বর্য্যশালিনী ও স্থিরযৌবনা হও ও তোমার পতি মার্কণ্ডেয় হইতেও দীর্ঘজীবী কুবের হইতেও ধনবান্ ইন্দ্র হইতেও ঐশ্বর্য্যশালী ও কপিল অপেক্ষা সিদ্ধ পুরুষ হউন। তুমি যাবজ্জীবন পতি সৌভাগ্যশালিনী এবং রূপ গুণ সম্পন্ন বহু পুত্রের জননী হইবে ও অদ্য হইতে তোমার ন্যায় সকল সাধ্বী রমণীই সৌভাগ্য লাভ করিবে।” ধর্ম্মদেব এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন, পদ্মাও নিজ ভবনে গমন করত ধর্ম্মবরে যৌবন প্রাপ্ত পতি পিপ্পলাদের সহিত নির্জ্জনে সতত ক্রীড়া করিয়া অতি রূপগুণসম্পন্ন বহু পুত্র প্রসব করিলেন। তৎপর সেই সতী পদ্মা সর্ব্বরূপেই সৌভাগ্যবতী হইলেন।

ধন্যা

ইনি অযোনী সম্ভবা পিতৃগণের মানসী কন্যা; রাজর্ষি মহাত্মা জনকের পত্নী, জানকীর জননী, এই সাধ্বী অত্যন্ত পতিপরায়ণা ও বিলাস-বিবর্জ্জিতা ছিলেন; ইনি বহুমূল্য বসন ও বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত বেশ-ভূষা, পরিত্যাগ করিয়া পতির ন্যায় বল্কল পরিধান করিয়া থাকিতেন এবং ফল মূলাদি ভোজন করিতেন। আপনার রাজ–সংসারেও তাঁহার কিছুরই আসক্তি ছিল না। তিনি এরূপ পতিভক্তিশীলা ছিলেন যে, পতি আহার না করিলে তিনি কখনই আহার করিতেন না; রাজর্ষি জনক তপস্যা মগ্ন থাকিলে তিনি বহুকাল অনাহারে থাকিতেন, তৎপর পতি ধ্যান পরিহার করিয়া আহার করিলে ভুক্তাবশিষ্ট ফলমূল নিজে আহার করিতেন। তিনি পতির আজ্ঞা ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতেন না। তিনি সকলের প্রতিই অপরিসীম স্নেহবতী ছিলেন এবং রাজর্ষি জনকেও শাস্ত্রোপদেশ দিতেন। পালিতা কন্যা সীতাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন; সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে তিনি পতির অনুমতি লইয়া কন্যার শোকে নিজ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

সুকন্যা

ইনি সূর্য্য বংশীয় রাজাধিরাজ শর্য্যাতির চারি সহস্র পত্নীর মধ্যে একমাত্র অলৌকিক রূপগুণসম্পন্না কন্যা। ইনি রূপে-গুণে অতুলনীয়া ছিলেন; যেরূপ রাজা ও রাজপত্নীগণের প্রাণাধিকা প্রিয়া ছিলেন, তদ্রূপ সর্ব্বসাধারণ লোকেরও অতিশয় প্রিয়পাত্রী ছিলেন।

মহারাজ শর্য্যাতির নগর সন্নিহিত মানস-সরোবর সদৃশ অতি মনোহর এক সরোবর ছিল; মহাত্মা ভৃগু নন্দন চ্যবনঋষি ঐ সরোবর তীরে সমাহিতচিত্তে দৃঢ়াসনে মৌনাবলম্বনে প্রাণ বায়ু-রুদ্ধ করিয়া আহার পরিত্যাগ করত তপস্যা করিতেছিলেন; বহুকাল অচল ভাবে অবস্থিত থাকায় তাঁহার সর্ব্বশরীর বল্মীক মৃত্তিকায় আবৃত, লতাজাল পরিবেষ্টিত ও পিপীলিকা সমূহে সমাকীর্ণ হইয়াছিল; বস্তুত তাঁহার দেহ মৃত্তিকায় এরূপ আবৃত হইয়াছিল যে, মৃত্তিকা স্তূপ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। একদা মহীপাল শর্য্যাতি পরমাসুন্দরী কামিনীগণ ও সৈন্যাদি পরিবৃত হইয়া ঐ সরোবরে গমন পূর্ব্বক তাহার সুবিমল জলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বিদ্যুল্লতার ন্যায় অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী রাজকুমারী সুকন্যাও সখীগণ পরিবৃতা হইয়া বাল্যচপলতা বশতঃ ইতস্ততঃ চঞ্চল ভাবে পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চ্যবন ঋষির সন্নিহিত হইয়া উপবেশনান্তে দেখিতে পাইলেন বল্মীক রন্ধ্রে যেন দুইটি জোনাকী ঝলমল করিতেছে; তখন ঐ বালিকা সুকন্যা "একি" বলিয়া

কৌতূহল পরবশ হইয়া উত্তোলন মানসে একটি বৃহৎ কণ্টক দ্বারা যেমনি বিদ্ধ করিলেন, অমনি ঋষিবরের চীৎকার-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া "হায় কি অকার্য্যই করিলাম" এইরূপ চিন্তা করিয়া কম্পিত কলেবরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে মুনিবর চ্যবন নেত্রবিদ্ধ-যাতনায় অত্যন্ত অস্থির ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সুদীন ভাবে পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে হঠাৎ অমাত্যবর্গ সহিত নৃপতি শর্য্যাতির ও সমস্ত প্রাণীর মলমূত্রাদি রুদ্ধ হওয়ায় নৃপবর সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তখন সৈন্যগণও আসিয়া এই আকস্মিক মহদনিষ্টের বিষয় জানাইলে, নৃপতি চিন্তাকুল হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমাদিগের মধ্যে কে পাপাচরণ করিয়াছ বল।" সরোবর কূলে মহাত্মা চ্যবন ঋষি তপস্যা করিতেছেন, নিশ্চয়ই কেহ তাঁহাকে অবহেলা করিয়া থাকিবে, তাহাতেই এরূপ ফল দাঁড়াইয়াছে। তখন সমস্ত ব্যক্তিগণ করযোড়ে কাতর ভাবে শপথ করিয়া বলিল, "আমরা শরীর বাক্য বা মনদ্বারা কোনও প্রকার অপরাধ করিয়াছি মনে হয় না।" তৎপর রাজা শর্য্যাতি মহা দুঃখিত ও চিন্তাকুল হইলেন। তখন রাজকুমারী সুকন্যা সমুদয় লোককে যন্ত্রণাপীড়িত ও পিতাকে দুঃখিত দেখিয়া স্বকৃত কণ্টক বেধনের বিষয় চিন্তা করত কহিলেন, "পিতঃ, আমি এই বনমধ্যে ক্রীড়া করিতে করিতে লতাজালজড়িতছিদ্র-সমন্বিত সুদৃঢ় একটি বল্মীক দেখিতে পাই এবং সেই ছিদ্রদ্বয় মধ্যে খদ্যোৎবৎ দুইটি জ্যোতিষ্ক বস্তু দেখিয়া খদ্যোৎ বোধেই

কণ্টকের অগ্রভাগ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিলাম; কিন্তু হে দেব! ঐ সময়ে দেখিয়াছিলাম আমার কণ্টক জলক্লিন্ন হইয়াছিল, এবং বল্মীক মধ্য হইতে অস্ফুট "হাহা" রব শ্রুতিগোচর করিয়াছিলাম, সে সময় আমি "একি সর্ব্বনাশ করিলাম" ভাবিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত ও সশঙ্কিত হইয়াছিলাম, কিন্তু জানি না ঐ বল্মীক মধ্যে কি বিদ্ধ করিয়াছি।" রাজা শর্য্যাতি মৃদুভাবে উচ্চারিত সুকন্যার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই বল্মীকের নিকট গমনপূর্ব্বক তথায় সমধিক দুঃখিত তপোবৃদ্ধ মুনিবর চ্যবনকে দেখিতে পাইলেন; অনন্তর মুনি দেহের আবরক বল্মীক-মৃত্তিকা বিদারণ করিয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণামান্তে বিবিধ স্তুতিবাদ করিয়া বিনয় সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে মহাভাগ, মদীয় বালিকা দুহিতা ক্রীড়া করিতে করিতে এই অকার্য্য করিয়াছে, সে বালস্বভাববশতঃ অজ্ঞানতঃ কুকার্য্য করিয়াছে, তাহা আপনার ক্ষমা করা উচিত; আমি শুনিয়াছি মুনিগণ ক্রোধের বশীভূত নহেন, সেই হেতু আপনিও ক্রোধ সম্বরণ করিয়া মার্জ্জনা করুন।" মুনিবর রাজার এতাদৃশ বিনয়ান্বিত ও কাতর ভাব দর্শনে কহিলেন, "আমি কাহারও প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করি না, যদিও ত্বদীয় দুহিতা আমাকে ক্লেশ দিয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য আমি অভিসম্পাত করি নাই, তোমার কন্যা নিরপরাধে আমার নেত্র-পীড়া দিয়াছে; তাহার সেই পাপেই পরিজনবর্গের সহিত তুমি এরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছ। পার্থিব! এক্ষণে আমি কি করিব বলুন, কে এই অন্ধের

পরিচর্য্যা করিবে ?” রাজা কহিলেন “তাপসগণের ক্রোধ ক্ষণস্থায়ী, অতএব ক্ষমা করুন, আমি বহু দাস দাসী ও সেবকগণকে সর্ব্বদা আপনার সেবায় নিযুক্ত করিব।”

মুনি কহিলেন “আমি তাপস, বহু সেবকে আমার তপোবিঘ্ন বই কিছুই উপকার হইবে না ; হে নৃপ ! যদি আমায় রক্ষা করিতে চান, তবে আমার কথা রাখুন, আপনার সেই কন্যাকে আমায় সম্প্রদান করুন ; আপনার সেই কন্যাকে পাইলেই আমি সন্তোষ লাভ করিব। আমি সন্তুষ্ট হইলেই আপনারও সমস্ত সৈনিকগণের নিঃসন্দেহে সচ্ছন্দতা জন্মিবে।” রাজা মুনির বাক্য শ্রবণে নিরতিশয় দুঃখে ভয়াকুল হইলেন ; দান করিব কি না কিছুই বলিলেন না। কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলেন যে, কিরূপে সেই দেবকন্যা সদৃশ সুকন্যাকে এই কুরূপ, বৃদ্ধ, অন্ধ বিশেষতঃ জরাতুর মুনির হস্তে সমর্পণ করিব ? অল্পমতি পাপবুদ্ধি দুরাত্মারাই নিজ সুখের জন্য অপাত্রে কন্যা দান করিয়া থাকে। রাজা এইরূপে চিন্তা করত নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, “তোমরা এ বিষয়ে বিচার কর।” মন্ত্রিগণ কহিলেন, “আমরা এই উভয় সঙ্কটে কি বলিব ? দেব-কন্যা-সদৃশ-বহুরূপ-গুণবতী সুকন্যাকে কিরূপে অভাগার হস্তে সমর্পণ করা যায় ?” তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সুকন্যা সভায় আসিয়া হাস্য বদনে কহিলেন “পিতঃ ! আপনি কি নিমিত্ত আমার জন্য দুঃখিত ও ম্লানমুখ হইতেছেন ? তাত ! আমিই যখন মুনিবরকে পীড়া

দিয়াছি, তখন আমিই গিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দান পূর্ব্বক আত্মদানে প্রসন্ন করিব"। রাজা সুকন্যার বাক্য শ্রবণে সকলকে শুনাইয়া বলিলেন, "বৎসে, তুমি বালিকা হইয়া কিরূপে বনমধ্যে অন্ধ জরাগ্রস্ত বিশেষতঃ অতি কোপন স্বভাব চ্যবন মুনির সেবা করিবে? হে সুশ্রোণি! আমার রাজ্য যাক্ বা থাক্ কদাচ আমি অন্ধ-করে তোমায় সমর্পণ করিতে পারিব না। তুমি স্থির হও, আমি তোমায় চ্যবনকে দান করিব না।"

তখন সুকন্যা, পিতার কথা শুনিয়া বলিলেন, "পিতঃ! আমার জন্য চিন্তা করিবেন না, আমাকে চ্যবনের হস্তেই দিন্ আমার জন্য সকলেই সুখী হউন। আমি সন্তুষ্ট হৃদয়ে পরম ভক্তি সহকারে বিজন-বন-মধ্যে, সেই পরমপাবন বৃদ্ধ-অন্ধপতির সেবায়ই নিযুক্ত থাকিব। তাত! আমার ভোগেচ্ছা নাই, আমার চিত্ত ভোগ লালসায় ব্যগ্র নহে, অতএব হে অনঘ! আমি নিঃসন্দেহ সতীধর্ম্ম আচরণে তৎপর থাকিয়া পতির অভিমত কার্য্য সম্পাদন করিব।" সুকন্যার কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, রাজাও আনন্দ সহকারে তপোবনে যাইয়া চ্যবনকে বিবাহ-বিধি অনুসারে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মুনিবর ভৃগুনন্দন চ্যবনও রাজকন্যাকে প্রতিগ্রহ করিয়া প্রসন্ন হইলেন, কিন্তু নৃপতি বহুমূল্য যৌতুক দিতে উদ্যত হইলে মুনি তাহা গ্রহণ করিলেন না, কেবল কন্যাকেই লইলেন। মুনিবর প্রসন্ন হইবামাত্রই সকলের কষ্ট দূর হইল। তখন সুকন্যা পিতাকে কহিলেন, পিতঃ! আমার এই বহুমূল্য বস্ত্রাভরণ সকল

লইয়া যান, আমাকে পরিধানার্থ অজিন ও বল্কল দিন, আমি মুনিপত্নীদের মত বেশ ধারণ করিয়া যাহাতে ভূতল, রসাতল ও স্বর্গধামে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি হয়, এরূপ ভাবে পারত্রিক সুখের নিমিত্ত দিবারাত্র পতিরই পরিচর্য্যা করিব; সুন্দরী ও যুবতী কন্যাকে বৃদ্ধ-অন্ধ-করে দিলেন বলিয়া, আমার চরিত্র দোষ সম্ভাবনার চিন্তা করিবেন না; বশিষ্ঠের ধর্ম্মপত্নী অরুন্ধতী ও অত্রিপত্নী সাধ্বী অনসূয়া যেমন ভূমণ্ডলে পতিব্রতা বলিয়া প্রসিদ্ধা, আমিও আপনার কন্যা তদ্রূপ কীর্ত্তিমতী হইব; তাহাতে সন্দেহ করিবেন না।" রাজা কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে করিতে বল্কল ও মৃগ চর্ম্ম প্রদান করিলেন। অনন্তর সুকন্যা সমস্ত বসন-ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া মুনিপত্নীর বেশ ধারণ করিলেন। রাজা ও রমণীগণ কন্যার সেই বেশ দর্শনে শোকার্ত্ত হৃদয়ে নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নৃপতি গমন করিলে, রাজবালা সুকন্যা পতি ও অগ্নি সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া ধর্ম্মপালনে তৎপর রহিলেন। প্রত্যহ বিবিধ ফল মূল আহরণ পূর্ব্বক যথাসময়ে মুনিবর হস্তে প্রদান করিতেন ও পতিকে উষ্ণোদকে স্নান করাইয়া, মৃগচর্ম্ম পরাইয়া কুশাসনে বসাইতেন এবং পতির সম্মুখে তিল, কুশ ও কমণ্ডলু রাখিয়া নিত্য কর্ম্ম সমাপ্ত করিতে বলিতেন। ক্রিয়া শেষ হইলে ভর্ত্তার কর গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় শয্যায় লইতেন, সুপক্ক ফল ও সুসংস্কৃত নীবারান্ন আনয়নপূর্ব্বক পতিকে ভোজন করাইতেন

এবং মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করাইয়া গুবাক্ তাম্বুল চর্ব্বণ করিলে পর তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণে স্বয়ং স্নানাদি করিতেন। তদনন্তর পতিকে প্রণয়-পূর্ণ হৃদয়ে কহিতেন, "প্রভো! এক্ষণে আর কি করিতে হইবে? আপনার ইচ্ছা হইলে চরণ সেবা করি।" প্রত্যহ এইরূপে পতিসেবা করিতে লাগিলেন।

একদা অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুকন্যাকে পবিত্র জলে অবগাহন পূর্ব্বক আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, "অয়ি বরারোহে! ক্ষণকাল অবস্থান কর, গজগামিনি! আমরা দেবকুমার, তোমাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি। হে শুচিস্মিতে! সত্য বল, তুমি কাহার কন্যা, তোমার পতিইবা কে? অয়ি চারুলোচনে! কি জন্যই বা কাননমধ্যবর্ত্তী এই সরোবরে স্নানার্থ একাকিনী আসিয়াছ?" সুকন্যা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, "আমি শর্য্যাতি রাজার কন্যা, মুনিবর চ্যবনের ভার্য্যা, পিতা আমায় স্বেচ্ছাক্রমেই অন্ধ ও বৃদ্ধ মুনিবরকে দান করিয়াছেন। আপনারা কে বলুন? কেনই বা এখানে আসিয়াছেন?"

দেবদ্বয় সুকন্যার কথা শুনিয়া কহিলেন, "কল্যাণি! তোমার পিতা কি জন্য অতি জরাতুর বিশেষতঃ অন্ধ তাপসের হস্তে তোমাকে দান করিলেন? তুমি ত রূপে সৌদামিনীর ন্যায়, দেবললনাগণ মধ্যেও তোমার ন্যায় সর্ব্ব সুলক্ষণা সুন্দরী দেখি নাই। কৃশোদরি রাজকন্যে! অবিলম্বে বৃদ্ধ মুনিকে পরিত্যাগ

করিয়া আমাদের অন্যতরকে ভজনা করিয়া বহুল সুরম্য স্বর্গ-লাভের জন্য কে না আরাধনা বা বাঞ্ছা করে? হায় বিজন বিপিনে বৃদ্ধ সহবাসে তোমার কি সুখ আছে? পরম সতী সুকন্যা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ভয়ে কম্পিত কলেবরা হইয়া অতি ক্লেশে লজ্জিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, "আপনারা যখন দেবতা, বিশেষতঃ সূর্য্যদেবের পুত্র, সর্ব্বজ্ঞ ও সুরগণের আদরণীয়, তখন আমাকে ধর্ম্মশীলা সতী জানিয়াও এরূপ বলা আপনাদিগের উচিত নহে। হে দেবদ্বয়! আমার পিতা যখন আমাকে সেই যোগ-ধর্ম্মাবলম্বী-মুনিবরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তখন কুলটাগণ সেবিত কুমার্গে কিরূপে গমন করিব? সর্ব্বলোকের সর্ব্বধর্ম্মের সাক্ষী এই দিবাকরই আমাদিগের কার্য্যাকার্য্য অবলোকন করিতেছেন, আপনারা ত সংসারের সকল ধর্ম্মতত্ত্বই অবগত আছেন। অতএব বলুন দেখি, কিরূপে পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে ভজনা করিব? হে অনঘ দেবদ্বয়! আপনারাও জানিতেছেন যে, আমি পতি-ভক্তিপরায়ণা ও মহাত্মা শর্য্যাতির কুল-কন্যা, অতএব এক্ষণে যথেচ্ছ গমন করুন; নতুবা আপনাদিগকে অভিসম্পাত করিব।"

দেবদ্বয় সুকন্যার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজকন্যে! আমরা তোমার সতীত্বধর্ম্মহেতু তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব বর প্রার্থনা কর; তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থিত বর দান করিব। প্রমদে! আমরা দেব-বৈদ্য, আমাদের ইচ্ছা তোমার পতিকে যুবক ও রূপবান করিয়া দিই,

তুমি সত্বরে তোমার পতিকে আনয়ন কর।" তৎপর সুকন্যা দ্রুতগতিতে আশ্রমে যাইয়া আমূল বৃত্তান্ত সমস্তই পতির নিকট নিবেদন করিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে সেই অন্ধ ও জরাতুর পতিকে দেবদ্বয়ের নিকট আনয়ন করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে আপনাদের মত দিব্য চক্ষুষ্মান, নব যুবক ও সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্ন দেব-দেহধারীর ন্যায় করিয়া দিলেন। তখন চ্যবন অলৌকিক রূপ, তেজস্বিনী দৃষ্টিশক্তি, পূর্ব্বলব্ধ পতিব্রতা ভার্য্যা ও নব যৌবন লাভে যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে কহিলেন, "আপনারা আমার যে হিত করিলেন, আমি তাহার প্রত্যুপকার করিতে পারিব না; যে মানব হিতকারী মিত্রের কোনও প্রকারে প্রত্যুপকার না করে, তাহাকে ধিক্! আমি আপনাদের নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিলাম, আমাকে যখন যে আজ্ঞা করিবেন, তাহাই পালন করিব।" এইরূপে সুকন্যা দেবদেহ-তুল্য নবযৌবনসম্পন্ন পতি পাইয়া প্রসন্ন হৃদয়ে স্বেচ্ছানুসারে অপ্সরার ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন।

একদা মহারাজ শর্য্যাতি নৃপতির প্রিয়তমা ভার্য্যা, রোদন করিতে করিতে অতি বিনয় বাক্যে কহিলেন, "রাজন্! আপনিত অন্ধ মুনিকে সুকন্যা দান করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, কিন্তু সে এতদিন জীবিত আছে কি না ও সুকন্যা তথাবিধ পতি পাইয়া এক্ষণে কি করিতেছে একবার দেখিয়া আসুন; আমি তনয়ার কষ্টে সর্ব্বপ্রকারে দগ্ধ হইতেছি, অতএব সে তপঃকৃশা বিশালাক্ষী সুকন্যাকে একবার দর্শন করিতে চাই।"

নৃপবর শর্য্যাতি শোকাকুলা নিজ কামিনীর বাক্য শ্রবণে তৎসহ অন্ধমুনির আশ্রমে গমন করিলেন। রাজা আশ্রমে আসিয়াই মুনিবরকে নবযৌবনান্বিত ও দেবকুমারের ন্যায় রূপবান্ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; এবং ভাবিলেন, "হায়! আমার কন্যা লোকবিগর্হিত কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছে! নিশ্চয়ই এ সেই অতি বৃদ্ধ অন্ধ মুনিকে নিহত করিয়া অন্য পতি আশ্রয় করিয়াছে; হায়, জগতে যাহার কন্যা দুশ্চরিত্রা হয় তাহার জীবনেই ধিক্। আমি স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্ধ বৃদ্ধকে কন্যা দান করিয়া এক্ষণে বুঝিতেছি যে, কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি; এই জন্যই যোগ্য পাত্রে কন্যা দান করাই পিতার কর্ত্তব্য। আমি তাহা না করায় তাহার সমুচিত ফল পাইলাম। এই কুলকলঙ্কিনী কন্যা দ্বারাই সুবিখ্যাত মনুবংশ কলঙ্কিত হইল। এরূপ সময়ে হঠাৎ আশ্রমসন্নিধানে পিতাকে বিষম চিন্তাকুল দেখিয়া সুকন্যা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভক্তিপূর্ণ মানসে কহিলেন, "তাত! উপস্থিত মুনিবরকে যুবক ও পদ্মবৎ-সুন্দর নয়ন দেখিয়া কি চিন্তা করিতেছেন? আশ্রমে আসুন আমার পতিকে প্রণাম করুন্; সম্প্রতি আমার জন্য বিষাদ করা কর্ত্তব্য নহে।"

রাজা শর্য্যাতি কন্যার তদ্বাক্য শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন "রে পাপিনি! রে দুষ্কৃতকারিণি! সেই বৃদ্ধ অন্ধ তাপসোত্তম চ্যবন কোথায়? আমি এই দিব্য পুরুষকে দেখিয়া চ্যবনকে দেখিতে না পাইয়া তোর জন্য শোক করিতেছি।

সুকন্যা, পিতার এবংবিধ বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া, পিতার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পতির নিকট আনয়ন করিয়া কহিলেন, "তাত, এই দেখুন, ইনিই সেই আপনার জামাতা চ্যবন; আপনি ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না, অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া ইঁহাকে অলৌকিক কান্তিমান্ ও সুলোচন করিয়া দিয়াছেন। দেব, আমি আপনার কন্যা হইয়া কদাচ পাপকারিণী হইব না, এক্ষণে আপনি মুনিবর চ্যবনকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিস্তারিত অবগত হউন্।" শর্য্যাতি কন্যার বাক্য শ্রবণে আনন্দ সহকারে মুনিবরকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "ভার্গব, আপনি কি প্রকারে মনোহর নেত্র লাভ করিলেন? আপনার জরাই বা কোথায় গেল? আপনি ত্বরায় যথাযথ ব্যক্ত করুন্।" চ্যবন বলিলেন, "দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া আপনার কন্যার সতীত্ব প্রভাবে কৃপা প্রকাশ করিয়া আমার জরা দূর করিয়া চক্ষু প্রদানে এই মহোপকার করিয়াছেন, আমিও তাঁহাদিগকে আপনার যজ্ঞে সোমরস পান করাইব এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি! আপনি সুস্থ হউন। রাজন্ আপনার কন্যার প্রদত্ত আসনে উপবেশন করুন্।" শর্য্যাতি মুনিবরের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ভার্য্যা সহ উপবেশন করিলেন; তৎপরে মুনিবরের কথামত যজ্ঞ করিতে সম্মত হইয়া নিজ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সুকন্যাও নিজ পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া বিজনে পতিসেবায় নিযুক্ত রহিলেন।

রেণুকা

ইনি মহামুনি জমদগ্নির সাধ্বী পত্নী ও পরশুরামের জননী। ইনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা কর্ত্তৃক নিজ-পতি জমদগ্নির মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে ক্ষণকাল মোহ প্রাপ্ত হন; তৎপরে পাগলিনীবেশে ঊর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতপদে মুক্তকেশে, রণস্থলে যাইয়া পতির মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া কখন মোহ ও চেতনা প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে নিজ পুত্র পরশুরামকে স্মরণ করেন। তখন পরশুরাম পুষ্কর তীর্থে তপস্যা করিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় যন চমকিয়া উঠিল, তিনি তাঁহার মায়ের আহ্বান জানিতে পারিলেন; তৎক্ষণাৎ মানসগতি অবলম্বনে অতি শীঘ্র মাতৃসমীপে আগত হইয়া জননীকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে পরশুরাম পিতাকে মৃত ও পতিব্রতা মাতাকে শোকাতুরা দেখিয়া "হে তাত! হে মাতঃ" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ও মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রেণুকা রোদন করিতে করিতে বলিলেন, "বৎস একদা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা আমাদের আশ্রমে অতিথি হন, তোমার পিতা তাঁহাকে স্বর্গীয় উপচারে আতিথ্য সৎকার করেন, রাজা তোমার পিতার ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হন এবং কামধেনুই সমস্ত গুণের আধার স্বরূপ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী জানিয়া তাহা যাচ্ঞা করেন। তোমার পিতা তাহা দিতে অস্বীকৃত হইলে উভয়ে বহুবার ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পরাজিত হন। তোমার পিতা রাজার শুশ্রূষা, আতিথ্য, বিবিধ-

রূপে যত্ন ও তুষ্টি সম্পাদন করিয়া মুক্তি দেন; তথাপি সে পামর এক্ষণে বহু তপস্যা করতঃ দত্তাত্রেয় মুনি হইতে শক্তিশেল লাভ করিয়া তদ্দারা এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বৎস! আর বিলম্ব করিও না, তোমার পিতার ও আমার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সত্বরে সম্পাদন জন্য চিতা প্রস্তুত কর। পুত্র! তুমি আর যুদ্ধার্থে গমন করিও না। পরশুরাম মাতৃ-বদন নিঃসৃত বাক্য শ্রবণে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং মাতার নিষেধ বাক্য শুনিয়াও প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই এই পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় বিহীন করিব, সেই ক্ষত্রিয়-কুলপাংশুল কার্ত্তবীর্য্যকে সত্বরে বিনাশ করিব, আরও বলিতেছি ক্ষত্রিয়গণের রুধির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিব! মাতঃ! যে সকল পুত্র পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন না করে ও পিতৃমাতৃঘাতকের মস্তক ছেদন না করে, সে সব মূর্খ পুত্র দেহান্তে নিশ্চয়ই রৌরব নামক নরক ভোগ করে; যে ব্যক্তি গৃহাদিতে অগ্নি দেয়, অন্নে বিষ দেয়, হত্যা করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করে, সমস্ত ধন ও ভূমি হরণ করে, সাধ্বীর সতীত্ব বিনষ্ট করে, পিতার কিংবা মাতার হত্যা করে, পরোক্ষে নিন্দা করিয়া জীবিকার হানি করে, বন্ধুগণের অনিষ্ট করে, অনবরত শত্রুতাচরণ করে, কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া লোকের নিকট অবমাননা করে, এই একাদশ প্রকারে অনিষ্টকারী ব্যক্তিগণকে বিনাশ করিতে বেদ শাস্ত্র বিধি দিয়াছেন। মাতঃ, এ কষ্ট আর সহ্য হয় না।" তখন রেণুকা রোদন পরায়ণ

পুত্রকে হৃদয়োপরি ধারণ করিয়া গণ্ডদেশে ও মস্তকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "বৎস রাম! তোকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? তুই যে আমার প্রাণাধিক, কিন্তু আমি দেহত্যাগে কৃতসংকল্পা হইয়াছি, আমার শেষ কথাগুলি যথাসাধ্য পালন করিস্। তুমি সুখে গৃহে থাক ও চিরস্থায়ী তাপস কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর। লোকের সহিত বিবাদ না করাই এ পৃথিবীর অতীব মঙ্গলজনক কার্য্য। হে বৎস! লোকের সহিত বিরোধ করিলে বহুবিধ উপদ্রব ভোগ করিতে হয়, আত্মবিনাশন পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। হে বৎস! নির্দ্দয় ক্ষত্রিয়গণের সহিত বিবাদ করা কর্ত্তব্য নহে; যদ্যপি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ বলিয়া বিরোধে ক্ষান্ত না হও, তথাপি আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা ও উৎকৃষ্ট মন্ত্রণাকুশল ভৃগুমুনির সহিত বিশেষ আলোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করিও। পণ্ডিতগণের সহিত আলোচনা করিয়া যে কার্য্য করা যায় তাহাই অতিশয় শুভপ্রদ হয়। ইত্যবসরে মুনিবর ভৃগু দুঃখিতচিত্তে তথায় আগমন করিয়া রেণুকা ও পরশুরামের নিকট পরলোকের হিতজনক বেদ বিহিত বাক্যে বলিলেন, "তোমরা জ্ঞানী হইয়া কি নিমিত্ত অনর্থক বিলাপ করিতেছ? এই পৃথিবী মধ্যে স্থাবর ও অস্থাবর যাহা কিছু দেখিতেছ, সকলই জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণকাল পরে সমস্তই বিনষ্ট হইবে। যাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না; যাহা একবার গমন করে, তাহা পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হয় না; অতএব তাহার

নিমিত্ত চিন্তা করিও না। চিরস্থায়ী সত্য বস্তুর নিদান স্বরূপ সনাতন বিষ্ণুকে চিন্তা কর। এ পৃথিবীতে যাহা হইতেছে বা হইবে, তাহার নিবারণ করিতে কেহ সমর্থ নহে; তাহা অবশ্যই ঘটিবে। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যে সকল কার্য্য জগদীশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ঐ নিরূপিত কার্য্য সমূহ কেহই খণ্ডন করিতে পারিবে না। অজ্ঞানিগণের ক্ষিত্যাদি পঞ্চ পদার্থ-সম্ভূত শরীর অনিত্য, জগদীশ্বরের মায়া হইতেই সৃষ্টি, সাংসারিক নাম সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র, প্রাতঃকালীন স্বপ্নের ন্যায় অলীক জানিবে। দেহস্থিত ক্ষুধা, নিদ্রা, দয়া, শান্তি, ক্ষমা, কান্তি, প্রাণ, মান এবং জ্ঞান ইহারা, পরমাত্মা অপসৃত হইলে অপসৃত হয়। হে পুত্র, জগতে কোন ব্যক্তিই কাহার জনক নহে, কোন ব্যক্তিই কাহার সন্তান নহে, সব ভ্রম মাত্র জানিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা আত্মীয়বর্গের বিরহে কখনই রোদন করেন না। হে পুত্র, তুমিও তোমার পিতার নিমিত্ত শোকাভিভূত হইয়া রোদন করিও না। শাস্ত্রে লিখিত আছে, পুত্র কলত্র প্রভৃতির অশ্রু জল পতিত হইলে, পরলোকগত ব্যক্তির অধঃপতন হয়। আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে বন্ধুবর্গ যে তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া রোদন করে, তাহা কেবল মোহের কার্য্য; একশত বৎসর ব্যাপিয়া রোদন করিলেও পুনর্ব্বার পাইবার সম্ভাবনা নাই। লোকের দেহস্থিত পরমাত্মা পরিত্যাগ করিলে দেহ-নির্ব্বাহক পৃথিবীর অংশ পৃথিবীর মধ্যে, জল ভাগ জল মধ্যে আকাশ ভাগ মহাকাশে, বায়ুভাগ প্রবল বায়ু মধ্যে ও তেজোভাগ

তোজোরাশির মধ্যে মিশ্রিত হইয়া যায়; বন্ধুবর্গের শোক বা রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ফিরিয়া আসে না। জীবের মৃত্যুর পর লোকের পিতৃ-মাতৃ-কৃত নাম, বিদ্যা, কীর্ত্তি, সৎ ও অসৎ কর্ম্মের নাম মাত্র থাকে, আর কিছুই থাকে না। তুমি তোমার পারত্রিক হিত কামনায় শাস্ত্র নিয়ম অনুসারে, ঔর্দ্ধদেহিক শ্রাদ্ধ তর্পণাদি প্রভৃতি কার্য্য সমূহ নির্ব্বাহ কর। সেই বন্ধু সেই পুত্র, যে বন্ধু বা যে পুত্র পরলোকগত ব্যক্তির পরলোকের হিতসাধন কার্য্য করে।" পরশুরাম ও তজ্জননী, জমদগ্নির পিতার উপদেশ শ্রবণে শোক সংবরণ করিলেন ও রেণুকা নিজ শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মন্, আমি এখনই আমার পতির সহগমন করিতে বাসনা করিতেছি, কিন্তু হে গুরো, আমার ঋতুকাল উপস্থিত, অদ্য চতুর্থ দিবস, আমার মানদাতা পতি অদ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। আমি অশুচি আছি, এক্ষণে কি করিব? আপনি বেদশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এ বিষয়ে যাহা বিহিত হয় বলুন। আমি আপনার বাক্যানুসারে কার্য্য করিব, আমার বহুকালার্জ্জিত পুণ্য ফলে আপনি এখানে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।" মহামহোপাধ্যায় ভৃগুমুনি রেণুকার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, "হে, পতিব্রতে! তুমি অদ্যই তোমার পুণ্যবান্ পতির অনুগমন কর, যে হেতু নারীগণ ঋতুর চতুর্থ দিবসেই নিজ পতির সমস্ত কার্য্য বিষয়ে অধিকারিণী হয়। কিন্তু দৈব কিংবা পিতৃ কার্য্য করিতে চতুর্থ দিবসে

অধিকারিণী হয় না, পঞ্চম দিবসে দৈব ও পিতৃকার্য্যে স্ত্রীলোকের অধিকার জন্মে। যেরূপ বেদেরা সর্পকে বলপূর্ব্বক গর্ত্ত হইতে উত্থাপিত করে, সেইরূপ পতিব্রতা রমণী স্বকৃত সুকৃতি দ্বারা পতি পাপী হইলেও তাহাকে লইয়া স্বর্গধামে যাইতে সমর্থ হয়। যে নারী পাতিব্রত্য ধর্ম্মপরায়ণা, সেই যথার্থ নারীপদ বাচ্যা; যে পুত্র পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি-পরায়ণ, সেই যথার্থ পুত্র; যে ব্যক্তি অসময়ে দান করিয়া জীবন রক্ষা করে, সেই যথার্থ বন্ধু; যে শিষ্য গুরু-শুশ্রূষা কার্য্যে অনুরক্ত, সেই যথার্থ শিষ্য; যে ব্যক্তি বিপদকালে রক্ষা করেন, তিনিই রাজা শব্দ ধারণের অধিকারী; যে পতি নিজ পত্নীকে ধর্ম্ম বিষয়ে বুদ্ধি প্রদান করেন, তিনিই যথার্থ পতি ও যে গুরু শিষ্যকে হরিভক্তি প্রদান করেন, তিনিই গুরু; বেদচতুষ্টয়ে ও পুরাণ শাস্ত্রে এ সব ব্যক্তিবর্গের সুখ্যাতি করিয়াছেন।” তৎশ্রবণে রেণুকা আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মুনিবর ভারতবর্ষ মধ্যে কোন্ রমণী পতির সহগমনে অধিকারিণী হয় এবং কাহারা বা অধিকারিণী নহে বলুন।” ভৃগু বলিলেন, “যে নারীর পুত্র বালক, যে নারীর গর্ভ লক্ষণ হইয়াছে, যাহার কখনও ঋতুকাল উপস্থিত হয় নাই; যে স্ত্রী ঋতুমতী, যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী, যে স্ত্রীর গলিত কুষ্ঠ প্রভৃতি মহারোগ, যে স্ত্রী পূর্ব্বে পতিশুশ্রূষায় বিমুখী ছিল, যে স্ত্রীর পতিভক্তি নাই ও যে স্ত্রী পতির প্রতি সর্ব্বদা কটু বাক্য প্রয়োগ করে, এ সকল স্ত্রীলোক যদিও ইহলোকে সুখ্যাতি লাভ বাসনায় পতির সহগমন করে, তথাপি ইহারা সহমৃতা

হইয়াও পর-লোকগত পতির নিকটাগমনে সমর্থা হয় না, এসকল স্ত্রীলোকের পতি সহগমনে অধিকার নাই। এতদতিরিক্তা নারীগণ চিতাশয়নপতির চিতার সম্মুখে সংস্কৃত অগ্নি প্রদান করিয়া, নিজ কান্তের অনুগমন করিবে। সেই সকল স্ত্রীলোকেই পরলোক-গতা হইয়া নিজ পতিকে প্রাপ্ত হয়। যে সকল স্ত্রী নিজ কান্তের অনুগমন করে, সে সকল স্ত্রী নিজকৃত সুকৃতির ফলে প্রতি জন্মে নিজ পতিকে প্রাপ্ত হয়। হে পতিব্রতে! তোমার নিকটে পতিসহগামিনী সাধ্বী স্ত্রীর কর্ত্তব্য কার্য্যের নিয়মাবলী বলিলাম। বৎস পরশুরাম! এক্ষণে তোমার পিতার দেহ চিতায় উত্তোলন কর, সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে পাপ কর্ম্ম করিয়া মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়ায় পঞ্চভূত-ময় দেহ পৃথক ভাবাপন্ন হইয়াছে, এ দেহ আশ্রয় করিয়া জীব পুণ্য ও পাপ কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন, এ দেহই লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুগণের বশবর্ত্তী ছিল, এ দেহের সমস্ত অবয়ব আমি দগ্ধ করিতেছি, এক্ষণে 'জীব দিব্যলোকে গমন করুন্' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তুমি চিতাশায়ী পিতৃদেহে অগ্নি প্রদান কর।" ভৃগুমুনির আজ্ঞানুসারে যোগিজনোচিত চিতা প্রস্তুত করিয়া পরশুরাম নিজ মৃত পিতার শিরোদেশে অগ্নি প্রদান করিলেন, তদনন্তর মহতী সতী রেণুকা নিজ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া, পতির চিতায় শয়ন করিয়া ভস্মাবশেষ হইয়া গেলেন। তখন বিষ্ণুদূতগণ রথারোহণে চিতার নিকট আগমনপূর্ব্বক রেণুকা সতী ও জমদগ্নি মুনিকে রথারোহণ করাইয়া ব্রহ্মলোকে বিষ্ণু সমীপে আনয়ন

করিলে পর তাঁহারা বিষ্ণুর আদেশে বৈকুণ্ঠলোকে স্থান প্রাপ্ত হইলেন।

লোপামুদ্রা

ইনি বিদর্ভ রাজ কন্যা, মহাত্মা মহর্ষি অগস্ত্যের সাধ্বী পত্নী। বিদর্ভরাজ, সন্তান জন্য বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, পরে কালক্রমে এই সুভগা কন্যা রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া শরীর সৌন্দর্য্যে সৌদামিনীর ন্যায় কান্তিমতী হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, বিদর্ভরাজও সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা দেখিয়া, দ্বিজাতি দিগকে বিজ্ঞাপন করিলেন, দ্বিজগণ ঐ কন্যার নাম-লোপামুদ্রা রাখিলেন। কন্যা যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে ভূষিত এক শত কন্যা ও এক শত দাসী ঐ কন্যাটীর বশবর্ত্তিনী হইয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিল, উৎকৃষ্ট রূপবতী লোপামুদ্রা পাবক শিখা ও সলিলস্থ উৎপলিনীর ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধমানা হইতে লাগিলেন। সচ্চরিত্রা ও সদাচারসম্পন্না লোপামুদ্রা যৌবনবতী হইলেও বিদর্ভরাজের ভয়ে কোন পুরুষই তাঁহাকে প্রার্থনা করিল না, অপ্সরা অপেক্ষাও রূপবতী সত্যশীলা লোপামুদ্রা স্বীয় সুশীলতাদ্বারা পিতা ও স্বজনদিগকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। একদা অগস্ত্য ঋষি লোপামুদ্রাকে প্রকৃত সুশীলা ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উপযুক্ত বোধ করিয়া পুত্রোৎপাদনার্থ বিদর্ভনাথের নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন। রাজা মুনির কথা শ্রবণে হতজ্ঞান

হইলেন, পরে তিনি ভার্য্যার নিকট গিয়া কহিলেন, লোপামুদ্রা রাজা ও রাণীকে চিন্তাকুল ও দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন "হে পিতঃ! আমার নিমিত্ত আপনি কখনই দুঃখিত হইবেন না। আপনি আমাকে অগস্ত্য ঋষিকে সম্প্রদান করুন্।" তদনন্তর বিদর্ভ-ভূপাল দুহিতার বচনানুসারে অগস্ত্য ঋষিকে লোপামুদ্রাকে দান করিলেন। ঋষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে ভার্য্যা লাভ করিয়া কহিলেন, "কল্যাণি; তুমি এই মহ মূল্য বস্ত্রালঙ্কার সকল পরিত্যাগ কর।" আয়ত-লোচন-রম্ভোরু লোপামুদ্রা পতির আজ্ঞানুসারে মহামূল্য সুদৃশ্য সূক্ষ্ম বসনাভরণ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক চীর, অজীন ও বল্কল গ্রহণ করিয়া স্বামীর সমান ব্রতচারিণী হইলেন। পরে ঋষি-সত্তম ভগবান্ অগস্ত্য গঙ্গার ধারে আগমনপূর্ব্বক সহধর্ম্মিণী সহ উৎকট তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন লোপামুদ্রা প্রীতমনে স্বামীর পরিচর্য্যা ও তপস্যা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ অগস্ত্যও ভার্য্যার প্রতি পরম প্রীতি সহকারে ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা ভগবান্ অগস্ত্য তপপ্রদীপ্তা লোপামুদ্রাকে ঋতুস্নাতা দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার পরিচর্য্যা, শুচিতা, জিতেন্দ্রিয়তা শ্রী ও রূপ-লাবণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া রতি মানসে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন; অনন্তর সেই ভাবিনী লোপামুদ্রা তখন অত্যন্ত লজ্জান্বিতার ন্যায় হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সপ্রণয় বচনে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! স্বামী সন্তানের নিমিত্তই ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়া থাকেন ইহাতে সংশয় নাই,—

সংসারে যে কিছু সারবস্তু আছে, তাহার মধ্যে বন্ধুগণের সৌহার্দ্দি বর্দ্ধক পতিই সার, রমণীগণের বন্ধুবর্গের মধ্যে ভর্ত্তা অপেক্ষা অন্য বন্ধু আর দৃষ্ট হয় না তিনি কামিনীগণের ভরণ পোষণ ও পালন হেতু পতি; শরীরের ঈশ্বর বলিয়া স্বামী, সর্ব্ব বিষয়ের অভিলাষ-সাধক বলিয়াই কান্ত. সুখবর্দ্ধন করেন এই নিমিত্ত বন্ধু, প্রাণের ঈশ্বর নিমিত্ত প্রাণনাথ, রতি দান হেতু রমণ নামে প্রসিদ্ধ, প্রীতি প্রদান হেতু প্রিয়, পতি হইতে প্রিয় আর কেহই নাই, এই প্রিয়ের শুক্র হইতে পুত্রের উৎপত্তি হেতু পুত্রও প্রিয় হয়। স্বামিন্! আপনার প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি আছে, আমার প্রতিও আপনার তদ্রূপ প্রীতি করা উপযুক্ত হয়; আমার মানস যে আমায় পিতৃগৃহে প্রাসাদোপরি যাদৃশ শয্যা ছিল, এখানে তাদৃশ শয্যাতে আপনি আমার সহিত সঙ্গত হন, এবং আপনি নিজেও আভরণ এবং মাল্যদামে সজ্জিত হন, আমিও যথাভিলষিত সমস্ত দিব্যাভরণে বিভূষিতা হইয়া আপনার সমীপে গমন করি। নতুবা আমি চীরকাষায় বাস পরিধান করিয়া আপনার সমীপবর্ত্তিনী হইতে পারি না, হে বিপ্রর্ষে! বিহারকালে অলঙ্কার ধারণ করিলে তাহা কোনও প্রকারে অপবিত্র হয় না।” অগস্ত্য কহিলেন “হে লোপামুদ্রে! কল্যাণি! সুমধ্যমে! তোমার পিতার যে প্রকার ধন-সম্পত্তি আছে, তদ্রূপ ধন-সম্পত্তি না তোমারই আছে, না আমারই আছে?” লোপামুদ্রা কহিলেন “হে তপোধন! জীব লোক মধ্যে যাবতীয় ধন আছে, আপনি ক্ষণ মধ্যে সেই সকল ধনই

তপোবলে আহরণ করিতে পারেন।" অগস্ত্য কহিলেন, "তুমি যেরূপ বলিলে তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাতে আমার তপোব্যয় হইবে, অতএব যাহাতে তপঃক্ষয় না হয়, এরূপ কোন উপায় প্রদর্শন কর।"

লোপামুদ্রা কহিলেন "তপোধন এক্ষণে আমার ঋতুকাল ষোড়শ দিবসের অল্প দিবস অবশিষ্ট রহিয়াছে কিন্তু অলঙ্কারাদি ব্যতীতও আপনার নিকটবর্ত্তিনী হইতে ইচ্ছা হইতেছে না এবং কোনরূপে আপনার অসুখ বা ধর্ম্ম লোপ করিবারও আমার মানস নহে, অতএব যাহাতে ধর্ম্ম লোপ না হয় এরূপে আমার যথাভিলষিত সম্পাদিত করুন্।" অগস্ত্য কহিলেন, "হে সুভগে! যদি তোমার বুদ্ধিতে ইদৃশ অভিলাষ নিশ্চিতই হইয়াছে, তবে আমি ধন আহরণ করিতে যাত্রা করি, তুমি এখানে থাকিয়া যথাভিলাষ আচরণ কর।"

অনন্তর মহাত্মা অগস্ত্য শ্রুতর্ব্বা মহীপালকে সকল রাজা হইতে শ্রেষ্ঠ বোধ করিয়া প্রথমে তাহার নিকট গিয়া তাহার আয় ব্যয় সমান দেখিয়া তাহা হইতে ধন গ্রহণ করিলে প্রাণিগণের সর্ব্বপ্রকারে ক্লেশের সম্ভাবনা বিবেচনা করিলেন। রাজা শ্রুতর্ব্বা ধনদানে স্বীকৃত হইলেও ধনগ্রহণে স্বীকৃত না হইয়া তৎসহ ব্রধ্নশ্ব, পুরুকুৎস, ত্রসদস্যু প্রভৃতি যাবতীয় রাজগণের নিকট গমন করিলে তাঁহারাও ধনদানে স্বীকৃত হইলে মুনি তাহাদের আয়ব্যয় সমান দেখিয়া তাহা হইতে গ্রহণ করিলে প্রাণিগণের সর্ব্বথা পীড়া হইবে বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করিলেন না। তৎপরে

রাজাদের নিকট ইল্বল দানব সর্ব্বাপেক্ষা ধনী শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলে ইল্বল যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করতঃ তদ্ভ্রাতা মেষরূপ বাতাপী দৈত্যকে বধ করিয়া তাহাদের ভোজন করাইলেন। বহুবার এইরূপে মেষরূপ বাতাপী অনেকের উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইত। ইল্বল এবারও বহু বার আহ্বান করিয়া বলিল, বাতাপে! সত্বর বাহির হও, অগস্ত্য বলিলেন সে আমার উদরে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। তাহার আর বহির্গত হওয়ার সামর্থ্য নাই। হে অসুর আমরা তোমাকে বিপুল ধনশালী এবং সর্ব্ববিষয়ে ক্ষমতাবান্ বলিয়া জ্ঞাত আছি, আমার সমভিব্যাহারী রাজারাও বিপুল ধনশালী নহেন এবং আমারও ধনের অত্যন্ত প্রয়োজন, অতএব তুমি অন্যের হানি না করিয়া বিভাগানুসারে উদ্বৃত্ত ধন হইতে আমাদিগকে ধন দান কর।" ইল্বল ঋষিকে অভিবাদন পুরঃসর কহিল, "আমি যাহা দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা যদি আপনার বিদিত থাকে (অর্থাৎ আপনি যদি আগেই গণিয়া বলিতে পারেন) তবে আমি ধন দান করিব।" অগস্ত্য কহিলেন, "হে বিজ্ঞ মহাসুর, তুমি রাজাদিগের প্রত্যেককে দশসহস্র সংখ্যক সুবর্ণমুদ্রা আর আমাকে তাহার দ্বিগুণ গো, সুবর্ণ ও মনোজবগামী অশ্বদ্বয় ও হিরন্ময় দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।" পরে ইল্বল তাহাই সত্য বলিয়া মুনিবর্ণিত প্রচুর এবং বিরাব ও সুরাব নামক অশ্বদ্বয়যুক্ত সুবর্ণময় রথ দান করিলেন। দান গ্রহণ করিয়া মনোজবগামী রথে নিমেষ মধ্যে আশ্রমে উপস্থিত

হইলেন। রাজর্ষিরাও ঋষির অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। মহাত্মা অগস্ত্য প্রচুর ধনরত্নাদি দ্বারা এইরূপে লোপামুদ্রার মনোভিলষিত কর্ম্ম সম্পাদন করিলে লোপামুদ্রা কহিলেন "ভগবন্! আপনি আমার অভিলষিত সমস্ত নিষ্পাদন করিলেন, এক্ষণে আমার গর্ভে একটি বীর্য্যবন্ত সন্তান উৎপাদন করুন্।" অগস্ত্য কহিলেন, হে শোভনে! হে কল্যাণি! তোমার সচ্চরিত্র ভাব দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, পরন্তু তোমার সন্তান বিষয়ে যে বিচারণা করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তোমার সহস্র পুত্র হইবে, কি প্রত্যেক দশ পুত্র তুল্য ক্ষমতাশীল শত পুত্র হইবে, কি প্রত্যেক শত পুত্র সদৃশ ক্ষমতাশীল দশটি পুত্র হইবে, কিংবা সহস্র ব্যক্তিকে জয় করিতে পারে এতাদৃশ একটি পুত্র হইবে? লোপামুদ্রা কহিলেন "হে তপোধন! সহস্র-জন বলজ্ঞানশালী একটি পুত্রই আমার হউক্। যে হেতু অসাধু বহু সন্তান অপেক্ষা সাধু ও বিদ্বান্ একটী সন্তানও ভাল" অগস্ত্য তথাস্তু বলিয়া তাহা স্বীকারপূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শ্রদ্ধান্বিতা সম শিলিনী লোপামুদ্রার সহিত যথা সময়ে সঙ্গত হইলেন এবং গর্ভাদান করিয়া বন মধ্যে গমন করিলেন। ঋষি বনগমন করিলে সেই গর্ভ ক্রমে ক্রমে সাত বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সপ্তম বৎসর অতীত হইলে, "দৃঢ়স্যু" নামা মহাকবি স্বপ্রভাবে প্রদীপ্তপ্রায় হইয়া গর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইলেন। অগস্ত্য ঋষির সেই তেজস্বী পুত্র মহাদ্বিজ ও মহাতেজা হইয়াই সাঙ্গোপনিষদ্ পাঠ করিতে করিতে ভূমিষ্ঠ হইলেন, সেই

তেজস্বী শিশু বাল্যাবস্থাতেই পিতৃগৃহে ইন্ধন-ভার গ্রহণ করিতে পারিতেন বলিয়া 'ইধ্মবাহ' নামে বিখ্যাত হইলেন। তখন অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা পুত্র দর্শনে পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং সেই সর্ব্ববেদবিদ্ তথাবিধ গুণযুক্ত বিবেকী পুত্র দ্বারা তাঁহারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলেন। তাঁহাদের পিতৃলোকেরাও যথোচিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলেন। লোপামুদ্রাও স্বামী সহ তপস্যায় নিরতা রহিলেন।

মাদ্রী

ইনি মদ্ররাজের কন্যা, ইনি মহাত্মা রাজাধিরাজ ভারতাধিপতি পাণ্ডুর পত্নী, ইনি অতি রূপবতী ও পরমা সতী ছিলেন। ইনি দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানদ্বয় সপত্নীকরে সমর্পণ করিয়া পতির সহ গমন করেন। মহাত্মা পাণ্ডু পৃথিবী জয় করিয়া বহু ধন ও বহু রাজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজসংসার প্রীতিকর বোধ হইত না, তিনি অপরিসীম ধনরাশি ভীষ্মদেবকে সম্প্রদান করিয়া মাদ্রী ও কুন্তী দুই পত্নী সহ অরণ্যবাসী হইয়া হিমালয়ের সানুদেশে বাস করিতে লাগিলেন। তখন মাদ্রী স্বামি-পরিচর্য্যা গুণে কুন্তী হইতে সমধিক প্রিয়া হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মুনিপত্নীদের ন্যায় তাপসাচারে হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা মহারাজ পাণ্ডু রাজধর্ম্মনিবন্ধন মহারণ্যে বিচরণকারী বিহারাসক্ত এক যূথপতি মৃগকে

পঞ্চশর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাতেজস্বী ঋষিপুত্র মৃগরূপ ধারণ করতঃ স্বীয় ভার্য্যার সহিত ঐরূপ সঙ্গত হইয়াছিলেন। তিনি সেই মৃগীতে সংযুক্ত থাকিয়াই শরাঘাতে ক্ষণকাল মধ্যে ভূতলে পতিত হইয়া মনুষ্য-বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে পাণ্ডুরাজকে কহিলেন যে, "কাম-ক্রোধ-যুক্ত, বুদ্ধিহীন, পাপরত ব্যক্তিরাও ঈদৃশ নৃশংস কর্ম্ম করে না; পরন্তু মানব-বুদ্ধি দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না, দৈবই মানব-বুদ্ধিকে অতিক্রম করে; হে ভারত! তুমি চিরধর্ম্মাত্মাদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু তোমার মতি কি প্রকারে এরূপ কাম-লোভে অভিভূত হইল?" হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি শাস্ত্রদর্শী ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও শমপরায়ণ ফলমূলাহারী মুনিকে বধ করিলে, এই কারণ আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিতেছি যে, তুমি যেমন স্ত্রী পুরুষের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছ, তেমনি স্বয়ং যখন কাম-মোহিত হইয়া প্রিয়ার সহিত সংসর্গ করিবে, তখনই প্রেতলোক প্রাপ্ত হইবে, তোমার ব্রহ্মহত্যা পাপ হইবে না। হে অরিন্দম! তুমি যে কান্তার সহিত সংসর্গ করিবে, সেই প্রণয়িনী সর্ব্বলোক-দূরতিক্রমণীয় প্রেতলোকে ভক্তিপূর্ব্বক তোমার অনুগামিনী হইবে। আমি যেরূপ সুখানুভব-সময়ে তোমা কর্ত্তৃক দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম, সেইরূপ তুমিও সুখানুভব-সময়ে দুঃখ প্রাপ্ত হইবে।" মহামুনি কিমিন্দম ইহা বলিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজা পাণ্ডু শোক ও দুঃখভরে বহু বিলাপ করিয়া সংসারাশ্রমে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। এবং মুনিদের ন্যায় ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক

তপস্যাচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তিনি তাঁহার ভার্য্যাদ্বয়কে হস্তিনায় যাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহারাও কহিলেন আমরাও উভয়ে ভর্ত্তৃলোকপরায়ণা হইয়া ইন্দ্রিয় সকল দমন পূর্ব্বক কামনা ও সুখ পরিত্যাগ করিয়া বিপুল তপস্যাচরণ করিব। হে মহাপ্রাজ্ঞ আপনি যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অদ্যই আমরা প্রাণত্যাগ করিব।" মহারাজ পাণ্ডু বলিলেন, "আমি অদ্য হইতে ফলমূলাহার করিয়া কঠোর তপস্যাচরণ করিব।" এই বলিয়া তিনি আপনার রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া অনুচরদিগকে বিদায় দিলেন। তখন মাদ্রী ও কুন্তী তাঁহাদের হার কেয়ূর ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিলেন। ঐ বস্ত্রালঙ্কারাদি দীনদরিদ্রদিগকে দান করিলেন।

বীর্য্যবান্ পাণ্ডু পরমোৎকৃষ্ট তপস্যায় নিযুক্ত থাকিয়া গুরু শুশ্রূষু, সংযতাত্মা, অহঙ্কারশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বর্গ গমনের উপযোগী পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন, ঋষিগণও তাঁহাকে ভ্রাতা, পুত্র ও শিষ্য নির্ব্বিশেষে ভালবাসিতে লাগিলেন।

একদা ঋষিগণ বলিলেন, "তোমার পুত্রলক্ষণ আছে, তুমি অপত্যোৎপাদনে যত্নবান্ হও। নর-ব্যাঘ্র! তুমি কার্য্য দ্বারা দেবতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর, অবশ্যই প্রীতিকর সর্ব্বগুণালঙ্কৃত তনয় লাভ করিতে পারিবে। তোমার ফল দৃষ্ট হইতেছে।"

পাণ্ডু তাপসগণের বাক্য শ্রবণে এবং শাপ দ্বারা পত্রোৎপত্তি-রুদ্ধ হইয়াছে জানিয়া চিন্তাকুল হইয়া, স্বর্গ গমনে ক্ষান্ত থাকিলেন।

পরে পাণ্ডু পুত্রাভাবে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে অক্ষম হইয়া নির্জ্জনে দ্বাদশবিধ পুত্রের বিষয় চিন্তা করিয়া দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রণীত বা ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। উত্তম ব্যক্তির অনুগ্রহে স্বীয় স্ত্রীতে জাত পুত্রই প্রণীত পুত্র। তখন তিনি বহু শাস্ত্রোপদেশে বাধ্য করিয়া প্রথমা পত্নী কুন্তীতে ধর্ম্ম, পবন এবং ইন্দ্র হইতে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন এই তিন তনয় লাভ করেন এবং মাদ্রীতে অশ্বিনীকুমার হইতে নকুল ও সহদেব নামক দুই পুত্র লাভ করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডুরাজ পুত্রগণকে দর্শন করিয়া শৈলারণ্য মধ্যে মহানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা তিনি সেই নির্জ্জন স্থানে এই কমললোচনা পত্নীকে একাকিনী অবলোকন করিবামাত্র একবারে কামের বশীভূত হইলেন, কোন ক্রমেই কামকে বশীভূত রাখিতে পারিলেন না। সুতরাং অসহায়া ধর্ম্মপত্নীকে বল পূর্ব্বক ধারণ করিলেন। তখন মাদ্রীদেবী যতদূর সাধ্য ততদূর বল প্রতিষেধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজার মনোমন্দিরে অভিশাপের ভয় স্থান প্রাপ্ত হইল না। মহারাজ পাণ্ডু ভার্য্যার সহিত সঙ্গত হইয়া কালধর্ম্মে নিয়োজিত হইলেন। অনন্তর মাদ্রী হতচেতন রাজাকে আলিঙ্গন করিয়াই পুনঃপুনঃ উচ্চৈস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তী পুত্রগণ সহ তথায় উপস্থিত হইতে যাইতেছিলেন দেখিয়া, মাদ্রী কুন্তীকে বলিলেন, "পুত্রগণকে রাখিয়া একা আইস।" কুন্তী তখন রাজার অবস্থা দেখিয়া রোদন করিতে

করিতে বলিলেন, “মাদ্রি! আমি এই জিতেন্দ্রিয় বীরকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছি, ইনি ঋষির শাপ জ্ঞাত থাকিয়াও কি প্রকারে তোমাকে আক্রমণ করিলেন? হে মাদ্রি! তুমি আমা অপেক্ষা ধন্যা ও ভাগ্যবতী; যে হেতু তুমি কামাসক্ত পতির প্রফুল্ল বদন দর্শন করিলে।” মাদ্রী কহিলেন “দেবি! আমি বিলাপ করিতে করিতে পুনঃপুনঃ প্রতিষেধ করিতেছিলাম, কিন্তু রাজা শাপ জন্য দুরদৃষ্ট সফল করিবার নিমিত্তই আপনাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না।” অনন্তর কুন্তী কহিলেন, “আমি জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী, প্রধান ধর্ম্মফল আমারই হইয়া থাকে, অতএব হে মাদ্রি! আমাকে নিবারণ করিও না, আমি পরলোকগত ভর্ত্তার অনুগামিনী হইব, তুমি ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এই বালকগণকে প্রতিপালন করিও।” মাদ্রী কহিলেন, “আমি ভর্ত্তাকে ধরিয়াই রাখিয়াছি, পলায়ন করিতে দিই নাই, আমিই ইঁহার অনুগামিনী হইব, কারণ আমি পরিতৃপ্তা হই নাই, তুমি জ্যেষ্ঠা, অতএব আমাকে অনুমতি কর; এই ভরতকুলপ্রদীপ আমাতে গমন করিয়াই কাম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন, অতএব আমি যম-সদনে ইঁহার কামকে কি প্রকারে উচ্ছিন্ন করিব? হে আর্য্যে! আমি জীবিতা থাকিলে তোমার পুত্রগণকে স্বসুত-নির্ব্বিশেষে পালন করিতে পারিব এমত বোধ হয় না; সুতরাং সেজন্য আমাতে পাপস্পর্শ হইতে পারে; অতএব হে কুন্তি! তুমি আমার এই শিশুপুত্রদ্বয়ের প্রতি স্বপুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে। এই রাজা আমাকেই কামনা করিয়া পরলোকে গমন

করিয়াছেন, এই হেতু ইঁহার শরীরের সহিত আমার এই শরীর আবৃত করিয়া দগ্ধ করিবে। হে আর্য্যে! আমার এই অতিপ্রিয় কার্য্যটী করিতে অসম্মতা হইও না; অপিচ তুমি আমার হিতকারিণী হইয়া বালকগণের প্রতি অবহিতা হইবে, ইহা ব্যতীত আমার আর যে কিছু বলিতে হইবে তাহা দেখি না।” মহামতি ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী মাদ্রী ইহা বলিয়া অনতিবিলম্বে চিতাগ্নিস্থ মহাত্মা পাণ্ডুর অনুগামিনী হইয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ করিলেন। মুনিগণ, বালকগণসহ কুন্তীকে হস্তিনায় পাঠাইয়া দিলেন।

অনসূয়া

ইনি মহামুনি অত্রির সাধ্বী পত্নী, ইনি অতি দয়াবতী, দাত্রী, তপস্বিনী, সদাচার-সম্পন্না, জ্ঞানশীলা, বুদ্ধিমতী, পরিচর্য্যা-পরায়ণা শাস্ত্রজ্ঞা ও সতীপ্রধানা ছিলেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কামদ নামক বিখ্যাত বনে ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, তৎপত্নী সাধ্বী অনসূয়ার সহিত তপস্যা করিতেন। এই বনে পূর্ব্বে কোন কালে শত-বার্ষিকী অনাবৃষ্টি হওয়াতে, প্রাণিগণ দুঃখিত হইয়াছিল; জল পৃথিবীতে দেখাই যায় নাই; ইহাতে ঋষি, প্রাণিগণের প্রলয়কাল উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীও বলিলেন, “আমার এ দুঃখ সহ্য হয় না; সত্বরে সকলের দুঃখ দূর করিতে হইবে।” মহাত্মা অত্রি সতীর কথা শুনিয়া, তিন

বার প্রাণায়াম করিয়া আসনোপবিষ্ট হইয়া, সমাধিস্থ হইলেন এবং আত্মস্থ পরজ্যোতিকে আত্মাদ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বামী ধ্যানস্থ হইলে, শিষ্যেরা অন্নাভাবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইল। তখন একাকিনী অনসূয়া হর্ষ সহকারে তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিলেন। সতী অনসূয়া তাঁহার অগ্রে সুন্দর পার্থিব শিব নির্ম্মাণ করিয়া সংস্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি মন্ত্র দ্বারা ও মানসোপচারে পূজা করিতে লাগিলেন এবং নানা প্রকারে স্বামীর সেবাও করিতে লাগিলেন। তিনি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া শিব ও স্বামীকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। দৈত্যদানবেরা তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিহ্বল হইল। যেমন অগ্নি দেখিয়া লোক দূরে অবস্থান করে, তাহারাও তদ্রূপ তাঁহার তেজে দূরে রহিল; নিকটে আসিতে তাহাদের শক্তি হইল না। মহামুনি অত্রির তপস্যা হইতে সাধ্বী অনসূয়ার তপস্যার আধিক্য হইতে লাগিল; যেকালে সেই দেবী অনসূয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের অগ্রে সেখানে অন্য কেহই ছিল না, কেবল মাত্র সেই দম্পতিই ছিলেন। এই প্রকারে কাল অতিক্রম হইতে লাগিল, ঋষিসত্তম অত্রি কিছুই জানিতে পারিলেন না। সাধ্বী অনসূয়াও স্বামী ও শিবের আরাধনায় আসক্তা থাকায় তিনিও কিছুই জানিতে পারিলেন না। সেই দম্পতির কঠোর তপস্যায় দেবতা, ঋষিগণ ও গঙ্গানদী, সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন, উভয়ের তপস্যার

মধ্যে কাহার তপস্যায় ক্লেশ ও ফল অধিক? অত্রি হইতে অনসূয়ার তপস্যাকেই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। পূর্ব্বে ঋষিরা দুষ্কর তপস্যা করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ অদ্ভুত তপস্যা কেহই করিতে পারেন নাই, এই ঋষি ধন্য ও এই অনসূয়াও ধন্যা; যেহেতু এই অদ্ভুত তপস্যা ইঁহারাই করিতেছেন। এ প্রকার শুভকার্য্য কখন্ কে করিয়া থাকে? তাঁহাদিগের এই প্রকার তপস্যা দেখিয়া তাঁহারা যথাস্থানে গমন করিলেন। কেবল গঙ্গা ও মহাদেব গমন করিলেন না।

গঙ্গাদেবী সাধ্বীর ধর্ম্মে বিমোহিত হইয়া স্থির করিলেন যে, উহার কোন উপকার করিয়া যাইব। মহাদেবও ধ্যানাকৃষ্ট হইয়া ইঁহাদের প্রতি কৃপা করিবেন স্থির করিলেন। ক্রমে ৫৫ বৎসর গত হইল, তথাপি বৃষ্টি হইল না। যে পর্য্যন্ত অত্রি ধ্যানাবলম্বী ছিলেন, সে সময়ে অনসূয়াও আহার গ্রহণে ইচ্ছা করেন নাই। তৎপরে কোন সময়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ অত্রি জাগরিত হইয়া অনসূয়ার প্রতি জল যাচ্ঞা করিলেন। সাধ্বী অনসূয়া কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া বনে গমন করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, কোথা যাই, কোথা যাইলে জল পাইব। গঙ্গাদেবী তাঁহাকে এই প্রকারে ভাবিতে দেখিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "হে দেবি! আমি প্রসন্না হইয়াছি, তোমার কোন্ আজ্ঞা পালন করিব?" ঋষি-পত্নী অনসূয়া তাঁহার বাক্য শুনিয়া কহিলেন, "হে কমলপত্রাক্ষি! তুমি কে, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?" তখন গঙ্গা বলিলেন,

"তোমা কর্ত্তৃক স্বামীর ও শিবের সেবা এবং তোমাকে সাধ্বী ও ধর্ম্মবতী দেখিয়া আমি বিস্মিতা হইয়াছি। শুচিস্মিতে! আমি গঙ্গা তোমার তপস্যা দেখিতে এখানে আসিয়াছি এবং অত্যন্ত প্রীতা হইয়াছি, তুমি যাহা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর।"

সাধ্বী অনুসূয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে আমাকে জল দান করুন।" গঙ্গা এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে একটা গর্ত্ত করিতে আদেশ করিলেন, অনসূয়াও তৎক্ষণাৎ গর্ত্ত করিলে, গঙ্গা তাহাতে প্রবেশ করিয়া জলময়ী হইলেন। তখন অনসূয়া অতি আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জল গ্রহণপূর্ব্বক লোক-সুখের জন্য এই কথা বলিলেন, "যদি আপনি প্রসন্না হইয়া থাকেন এবং আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে যে পর্য্যন্ত আমার স্বামী না আসিতেছেন, সেই পর্য্যন্ত আপনি এস্থানে থাকুন।" গঙ্গা, বলিলেন, "হে দেবি! আমি সত্য কহিতেছি শ্রবণ কর; আমি থাকিতে পারি, যদি তুমি তোমার তপস্যার একমাসের ফল আমাকে দেও, তিনি অম্লান বদনে তাহা স্বীকার করিলেন। তখন সাধ্বী অনসূয়া সকল দেহীর দুর্ল্লভ সেই জল আনিয়া স্বামীকে দিয়া নত ভাবে অগ্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঋষি যথাবিধি আচমন করিয়া সেই নির্ম্মল জল পান করত বড়ই সুখানুভব করিলেন। অত্যন্ত সুখলাভ হওয়াতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ঋষি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য, নিত্য যে জল পান করি, সে জল তো নয়; এই ভাবিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিলেন;

দেখিলেন, বৃক্ষ সকল শুষ্ক, দিক্‌সকল রুক্ষমতর ; তখন পত্নীকে কহিলেন, "প্রিয়ে ! বর্ষণ তো হয় নাই।" ঋষি পুনর্ব্বার কহিলেন, "তুমি তবে কোথা হইতে জল আনয়ন করিলে ?" তখন সাধ্বী অনসূয়া বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, যদি আমি সত্য বলি, তাহা হইলে আমার উৎকর্ষ খ্যাপন হয়। যদি না বলি, তাহা হইলেও আমার সত্যব্রত ভঙ্গ হয়, এক্ষণে যাহাতে উভয় রক্ষা হয় তাহাই করিতে হইবে। অনসূয়া যে সময়ে এবংবিধ চিন্তা করিতেছেন, ঋষিও সে সময়ে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনসূয়া কহিলেন, "হে স্বামিন্ ! যথার্থ বলিব শ্রবণ করুন ; শঙ্করের কৃপায় ও আপনার সেবায় গঙ্গাদেবী এস্থানে আসিয়াছেন, তাঁহারই এই নির্ম্মল জল।" মুনি এই বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন, হে সুন্দরি ! তুমি সত্য কহিতেছ কি মিথ্যা কহিতেছ ? আমি যথার্থ ঠিক পাইতেছি না, যেহেতু এই জল অত্যন্ত দুর্লভ। যোগীর যাহা সাধ্য নয়, দেবতারা যাহা করিতে পারেন না, তাহা অদ্য কিরূপে হইল ? এজন্য আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। যদি তুমি গঙ্গাকে আমায় দেখাইতে পার, তাহা হইলে বিশ্বাস করি।" সাধ্বী অনসূয়া স্বামীর বাক্য শুনিয়া কহিলেন "হে নাথ ! যদি আপনার দেখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে আসুন্।" এই বলিয়া অনসূয়া যেখানে গঙ্গা ছিলেন স্বামীর সহিত সেখানে যাইলেন এবং গর্ত্তে তাঁহাকে দেখাইলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ সেখানে যাইয়া আকণ্ঠ সুন্দর জলপূর্ণ গর্ত্ত দেখিয়া নিজ পত্নীকে ধন্যবাদ

দিলেন এবং কহিলেন, আমার তপস্যাই বা কি অন্যের তপস্যাই বা কি? প্রকৃত পক্ষে এই সাধ্বীর তপস্যাই তপস্যা। তখন পুনঃপুনঃ স্তব করিয়া সেই সুদুর্লভ জলে স্নান আচমন করত পুনঃপুনঃ স্তব করিতে লাগিলেন। অনসূয়াও সেই জলে স্নান করিলেন, এবং উভয়ে নিত্যকর্ম্মও করিলেন। তখন গঙ্গা কহিলেন, "আমি এখন চলিলাম।" গঙ্গা এই বাক্য কহিলে সাধ্বী অনসূয়া কহিলেন, "হে দেবি! উচিত অনুচিত যাহাই হউক না কেন, যে কার্য্য স্বীকার করিবে, তাহা পরিত্যাগ না করা মহৎ ব্যক্তিগণের স্বভাব; যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন এবং যদি আমার প্রতি আপনার দয়া থাকে, তবে একটী বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। নদীশ্রেষ্ঠ! আমাকে দয়া করিতে হইবে।" এই বলিয়া প্রণিপাত ও স্তব করিতে লাগিলেন। অত্রি ঋষিও স্তব করিয়া, গঙ্গার নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আমার প্রতি কৃপা করুন। তাঁহারা উভয়েই গঙ্গাকে কহিলেন "হে সরিদ্বরে! আপনি তপোবনে অবস্থিতি করুন।" তাঁহাদের বাক্য শুনিয়া, গঙ্গা কহিলেন, "হে সাধ্বী অনসূয়ে! এক বৎসরের শঙ্করারাধনার ও স্বামিসেবার ফল যদি আমাকে দেও, তাহা হইলে লোকোপকারের নিমিত্ত আমি তপোবনে অবস্থিতি করি। পতিব্রতা দর্শনে আমার যেরূপ সন্তোষ হয়, দান, পুনঃপুনঃ স্নান, যজ্ঞ এবং যোগ দ্বারাও সেরূপ তুষ্টি হয় না; পতিব্রতা দর্শনে আমারও পাপ নাশ হয়। লোকের হিতের নিমিত্ত, তুমি যদি বর্ষসঞ্চিত পুণ্যফল প্রদান কর ও শুভ প্রার্থনা কর, তাহা হইলে

আমি এস্থানে অবস্থিতি করি।” অনসূয়া গঙ্গার এবংবিধ বাক্য শুনিয়া বর্ষসঞ্চিত পুণ্য তাঁহাকে দান করিলেন। পরের হিতাকাঙ্ক্ষা মহাত্মাদিগেরই স্বভাব। দৃষ্টান্ত দেখ—সুবর্ণ, চন্দন, ইক্ষু, ইহারা আত্মাকে পীড়িত করিয়া অন্যের উপকার করে। গঙ্গা পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া তাহাই স্থির করিলেন। অন্য কিছু বিচার করিলেন না। অনন্তর শম্ভু পার্থিবরূপে অবস্থিতি করিয়া কহিলেন, ‘হে অনসূয়ে! তুমি আবার বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার নিকট অতি প্রিয়া হইয়াছ।” তিনি পঞ্চবক্ত্রাদিসংযুক্ত হরকে দেখিয়া অতি বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন, “হে দেবেশ! যদি আপনি ও জগদম্বিকা গঙ্গা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে লোকের সুখের নিমিত্ত এই বনে বাস করুন ও লোক সকলের সুখবিধান করুন।” গঙ্গা ও মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া, ঋষি যে স্থানে থাকিতেন সেই স্থানে স্থিতি করিলেন। এইজন্য ঈশ্বর পরদুঃখহারী অত্রীশ্বর নামে খ্যাত হইলেন। সেই অবধি সেই গর্ত্তে জল অক্ষয় হইয়া রহিল। স্বর্গীয় ঋষিরা সেই অক্ষয়-জল গর্ত্তের নিকটে সস্ত্রীক আসিয়া বাস করিলেন। যাঁহারা তীর্থান্তরবাসী, তাঁহারাও সেখানে বাস করিলেন এবং সে স্থানে যব, ধান্য, বিবিধ ফল হইতে লাগিল। দেবতারাও সতীর কর্ম্মে তুষ্ট হইয়া পরিমিত বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং জগতের অনাবৃষ্টি ঘুচিয়া পরমানন্দ লাভ হইল।

একদা কৌশিক-পত্নী মহাসাধ্বী পতিব্রতার শাপে সূর্য্যদেবের উদয় রহিত হইলে, দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া ব্রহ্মার নিকট

সৃষ্টিরক্ষার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, "তেজঃ দ্বারা তেজঃ ও তপঃ দ্বারা তপের বিনাশ হয়। পতিব্রতার মাহাত্ম্যে দিবাকর উদিত হইতেছেন না। অতএব যদি তোমরা সূর্য্যোদয়ের অভিলাষ কর, তবে একমাত্র পতিব্রতা তপস্বিনী অত্রি-পত্নী অনসূয়াকে প্রসন্না কর।" অনন্তর সেই মহাসাধ্বী দেবগণ কর্ত্তৃক প্রসাদিতা হইয়া কহিলেন,—পতিব্রতার কথা মিথ্যা হইবার নহে; যাহা হউক যাহাতে পতিব্রতার স্বামী বিনষ্ট না হয় এবং যাহাতে পুনরায় অহোরাত্রের সংস্থাপন হয় সেইরূপ করিব।" অনসূয়া এই বলিয়া পতিব্রতার আলয়ে গমন করিলেন তৎপর পতিব্রতাকে নানাবিধ বাক্যে পরিতুষ্ট করিলেন, কল্যাণি! মাণ্ডব্য মুনি শাপ দিয়াছেন, সূর্য্যোদয় হইলে তোমার স্বামীর মৃত্যু হইবে সেই জন্য তুমি সূর্য্যোদয়ে বাধা দিয়া স্বামীর মুখদর্শনে আহ্লাদিত হইতেছ এবং সকল দেবতা হইতে স্বামীকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছ; দেখ, আমিও কেবল পতি শুশ্রূষার দ্বারাই মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমার সমস্ত অভিলষিত বিষয় সিদ্ধি হেতু বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধক সকল তিরোহিত হইয়াছে। হে সাধ্বি! পুরুষগণ সর্ব্বদা পঞ্চ প্রকার ঋণ শোধ করিবে—স্বীয় বর্ণের ধর্ম্মানুসারে ধন সঞ্চয় করিয়া সঞ্চিত অর্থ উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করিবে। আর সর্ব্বদা, সত্য, সরলতা, তপঃ, দান ও দয়া যুক্ত হইয়া প্রতিদিন শ্রদ্ধা সহকারে অনুরাগসহ দ্বেষ-বিবর্জ্জিত শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া সকলের যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিবে। পতিব্রতে! পুরুষগণ এইরূপ মহাক্লেশে স্বজাতি-বিহিত লোক

সকল প্রাপ্ত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে প্রাজাপত্যাদি লোক সকলে গমনাগমন করিতে পারে ; কিন্তু সাধ্বী স্ত্রীসকল এক মাত্র পতিসেবা দ্বারাই পুরুষের বহু কষ্টার্জ্জিত ঐ সকল পুণ্য সকলের অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হয় ; স্ত্রীলোকের পক্ষে যজ্ঞ বা উপবাসের পৃথক বিধান নাই ; কেবল স্বামী শুশ্রূষাই পরম ধর্ম্ম, কারণ স্বামীই স্ত্রীলোকের পরম গতি। তপস্বিনিন্‌ ! তুমি প্রসন্ন হও, জগৎকে রক্ষা কর।" পতিব্রতা কহিলেন, মাণ্ডব্য মুনি ক্রোধভরে আমার স্বামীকে এইরূপ শাপ দিয়াছেন, "সূর্য্য উদিত হইতেই তোমার প্রাণত্যাগ হইবে"। অনসূয়া কহিলেন 'যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি তোমার স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিব তিনি নব কলেবর প্রাপ্ত হইবেন, হে বরবর্ণিনি ! পতিব্রতা রমণীর মহিমা সর্ব্বতোভাবে আমার আরাধনীয় ; সুতরাং আমি তোমায় সম্মান করি।" তখন পতিব্রতা তথাস্তু বলিলে সূর্য্য উদিত হইলেন, এদিকে কৌশিক ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিয়া যেমনি ভূমিতে পতিত হইলেন, অমনি পতিব্রতা তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া মহাশোকে চীৎকার করিতে লাগিলেন। অনসূয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন "ভদ্রে ! পতিগত-প্রাণে ! তুমি বিষণ্ণা বা ব্যাকুলা হইও না, পতিব্রতা বিধবা হইতে পারে না। আমি বহুকাল পতিসেবা দ্বারা যে তপোবল লাভ করিয়াছি, অচিরেই তাহা তোমার নয়ন গোচর হইবে ; আমি রূপ, শীল, বুদ্ধি বাক্য ও মধুরতা প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা কখনও কোনও পুরুষকে যদি স্বামীর সমান জ্ঞান না করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যবলে

আজ এই ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত হইয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করতঃ পত্নীর সহিত শতবর্ষ জীবিত থাকুন। আমি যদি অন্য দেবতাকে স্বামীর সমান জ্ঞান না করিয়া থাকি, তবে সেই সত্য দ্বারাই এই ব্রাহ্মণ নিরাময় হইয়া পুনর্ব্বার জীবিত হউন। কায়মনো বাক্যে যদি স্বামীকে আরাধনায় আমার উদ্যম থাকে, তবে এই দ্বিজবর জীবিত হউন্।” অনন্তর দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত হইয়া যুবকলেবরে সমুত্থিত হইলেন। তখন অনসূয়ার সতীত্বমাহাত্ম্যে দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। অনসূয়া ব্রাহ্মণের জীবন দান ও সূর্য্যের নিয়মিত উদয় বিধান করিয়া বিদায় হইলেন।

একদা রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মহামুনি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন, অত্রি তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। মহর্ষি তাঁহাদের জন্য পবিত্র আতিথ্য প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়া স্বীয় অনুগামিনী মহাভাগা, ধর্ম্মচারিণী, সর্ব্বজন সৎকৃত্য, তপস্যা-নিরতা অনসূয়া নাম্নী পত্নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক সীতাকে দেখাইয়া “তুমি এই বৈদেহীকে লইয়া যাও” ইহা বলিলেন। পরে রামের নিকট সেই ধর্ম্মচারিণী তাপসীর পরিচয় দিতে লাগিলেন বলিলেন “পূর্ব্বে বহু বৎসর নিরন্তর অনাবৃষ্টি হইলে, যিনি মন্ত্র সিদ্ধি প্রভাবে ফল মূলের সৃষ্টি করিয়া এবং এই আশ্রমে জাহ্নবীকে আবাহন করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক ঋষিগণের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি উগ্র তপস্যা ও কঠোর নিয়ম সমূহে

অলঙ্কৃতা হইয়া দশ হাজার বৎসর সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন, বৎস! যাঁহার কঠোর ব্রত দ্বারা সমস্ত বিঘ্ন দূর হইয়াছে এবং যিনি দেবকার্য্য বশতঃ দশ রাত্রিকাল সূর্য্যের উদয় বন্ধ হইলে তাঁহার নিয়মিত উদয়ের বিধান করিয়াছিলেন, সেই অনসূয়া তোমার মাতার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন; ইনি সর্ব্বভূতের পূজ্যা; এক্ষণে জানকী এই বৃদ্ধা তপস্বিনীর নিকট গমন করুন।” রাম তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া সীতাকে বলিলেন “রাজকন্যে, মহর্ষি যেরূপ আদেশ করিলেন তাহা শুনিলে, অতএব নিজ কল্যাণের জন্য এই তপস্বিনীর অনুগামিনী হও। যিনি নিজ কর্ম্ম দ্বারা লোক মধ্যে অনসূয়া নামে বিখ্যাত হইয়াছেন তুমি অবিলম্বে সেই জ্ঞান বৃদ্ধা সাধ্বীর অনুগামিনী হও।” রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণে সীতা সেই ধর্ম্মজ্ঞা অত্রি পত্নীর সম্মুখে গিয়া দেখিলেন, বার্দ্ধক্যবশতঃ সেই তপস্বিনীর শরীরের অস্থি সকল শিথিল হইয়াছে, চর্ম্ম লোল ও কেশপাশ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে এবং তাহার সর্ব্বশরীর বায়ুতাড়িত কদলীর ন্যায় কাঁপিতেছে।

সীতা সেই স্থিরভাবে অবস্থিতা মহাভাগা পতিব্রতা অনসূয়াকে নিজ নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। তখন সেই বৃদ্ধা তাপসী সেই পতিসম ধর্ম্মচারিণী মহাভাগা সীতাকে দেখিয়া বলিলেন “তুমি সৌভাগ্যবশতঃই ধর্ম্মমার্গ অবলোকন করিতেছ; মানিনি! তুমি অতি সৌভাগ্য ক্রমেই জ্ঞাতি, স্বজন, সম্মান, সমৃদ্ধি ছাড়িয়া পিতার আদেশে বনবাসী পতির অনুগমন করিতেছ। পতি নগরেই থাকুন বা বনেই বাস করুন, অনুকূলই

হউন অথবা প্রতিকূলই হউন,—যাহাদিগের পতিই পরম প্রিয়তম, সেই সকল ললনাদিগের জন্যই মহোদয় লোক সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি দুঃশীল, স্বেচ্ছাচারী বা নির্ধন যেরূপই হউন, তিনিই সৎস্বভাবা নারীগণের পরম দেবতা স্বরূপ। বৈদেহি! আমি বহুকাল বিবেচনার পর পতি অপেক্ষা পরম হিতৈষী বন্ধু আর দেখিতে পাইলাম না। পতিই ইহকাল ও পরকালের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠান স্বরূপ। কামাসক্ত অসতী কামিনীগণ—যাহারা কেবল ভরণ পোষণার্থই ভর্ত্তাকে "ভর্ত্তা" বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহারা এইরূপ দোষ গুণ না জানিয়াই স্বেচ্ছাচারিণী হয়। জানকী! ঐরূপ অসদ্-গুণযুক্ত নারীরা অকার্য্যের বশীভূতা হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট এবং নিন্দিতা হইয়া থাকে। আর তোমার সদ্‌গুণ সমূহে বিভূষিতা এবং উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট লোক সকলের বিষয়ে জ্ঞানবতী রমণীরা পুণ্যশীল পুরুষের ন্যায় অনায়াসে স্বর্গলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি এইরূপ পতির প্রতিপালিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সতীত্ব সমন্বিতা ও শুদ্ধচারিণী হইয়া স্বামীকে সর্ব্বপ্রধান জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মচারিণী হও। তাহা হইলে অক্ষয় যশ ও অশেষ ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে।" তাঁহার সদুপদেশপূর্ণ সারগর্ভ সুমধুর বাক্য শ্রবণে সীতা মৃদু মন্দ স্বরে বলিলেন "আর্য্য! আপনি আমাকে যাহা শিক্ষা দিলেন, তাহা আপনাতে অসম্ভব নহে, একমাত্র পতিই যে নারীর গুরু, তাহা আপনিও যেরূপ :বলিলেন আমিও সেইরূপ

জানি। যদ্যপি পতি অসচ্চরিত্র ও দরিদ্র হন, তথাপি আমার ন্যায় মহিলাগণের পতিতে দ্বিধা না করিয়া তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করা উচিত। আমি স্বামীর সহিত যখন এই বিজন বনে আগমন করি, তখন আমার শ্বশ্রূ আপনার ন্যায় যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা আমার হৃদয়ে অটল ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে; পূর্ব্বে বিবাহকালে অগ্নিসম্মুখে আমার জননীও আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সকল কথাও আমার মনে জাগরুক রহিয়াছে। হে ধর্ম্মচারিণি! পতি-শুশ্রূষা ব্যতীত রমণীগণের অন্য তপস্যা বিহিত নহে, সাবিত্রী পতি-শুশ্রূষা করিয়া স্বর্গে বাস করিতে-ছেন, আপনিও স্বামিসেবা দ্বারা স্বর্গলাভ করিবেন। দেবী অনসূয়া সীতার এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত প্রীতা হইয়া তাঁহার মস্তকা-ঘ্রাণ পূর্ব্বক হর্ষোৎপাদন করত বলিলেন "পবিত্র-চরিতে সীতে! তোমার কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত ও পবিত্র, আমি তোমার এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম, এক্ষণে তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিব তাহা বল।"

সীতা বলিলেন "দেবী আপনার অনুগ্রহে আমার সমস্ত বাসনাই পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে আমার কোনও প্রার্থনা নাই।" সীতা এইরূপ বলিলে ধর্ম্মজ্ঞ অনসূয়া তাহার লোভশূন্য বাক্য শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রীতা হইয়া বলিলেন "বৈদেহি! লোভশূন্যতা হেতু তোমার হৃদয়ে যে হর্ষ আছে, আমি তাহা সফল করিব। . এই দিব্য মাল্য (মাল্য ও বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া) ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র অলঙ্কার সকল এবং মহামূল্য বিলেপন ও অঙ্গরাগ

আমি তোমায় সানন্দে দিতেছি ; এই সকল দ্রব্য তোমার বরাঙ্গ শোভিত করুক্। এই মাল্য প্রভৃতি ও অলঙ্কার সমূহ অঙ্গে ধারণ করিলেও নিয়ত অনুরূপ ও অম্লান থাকিবে।

জনকনন্দিনি! এই দিব্য অঙ্গরাগ বরাঙ্গে লেপন করিয়া অব্যয় বিষ্ণুকে লক্ষ্মীর ন্যায় তুমি স্বামীকে সুশোভিত করিবে। জনক-নন্দিনী সীতা অনসূয়ার প্রীতি-প্রদত্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্রাভরণ, অঙ্গরাগ ও মাল্য গ্রহণ করিলেন। সীতা দেবী অনসূয়ার আদেশে দিব্য ভূষণে ভূষিতা হইয়া অনসূয়ার চরণে প্রণিপাত করিয়া রামের নিকটে গেলেন। রামচন্দ্র তাপসীর প্রদত্ত ভূষণে সীতাকে অলঙ্কৃতা দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তপস্বিনী তাহাদিগকে ফল, মূল ও পুষ্পাদি প্রদান পূর্ব্বক এ সমস্তই আপনাদের এইরূপ বলিয়া যথাবিধি উপচারে পরিতৃপ্ত করিলেন। তাঁহারা প্রভাতে স্থানান্তর গমন করিলে অনসূয়াও পতি-শুশ্রূষা ও তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।

অহল্যা

ইনি প্রজাপতি ব্রহ্মার অতিপ্রিয় কন্যা। ইনি অতিশয় রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন, ইহার পতি মহর্ষি গৌতম। ইনি বহুকাল তপস্যা করিয়া নিষ্পাপা হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মার মানস-কন্যাগণ মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতমা ও রূপগুণশীলা। ব্রহ্মা ইহাকে সর্ব্ব প্রকারে সুশিক্ষা ও জ্ঞানদান করিবার উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন, কিন্তু দেব,

দৈত্য ও মুনিগণ মধ্যে কে ইহার সম্পূর্ণ ভরণ পোষণাদির সর্ব্ব-প্রকারে উপযুক্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তৎপর তিনি বেদ বেদাঙ্গ ও সর্ব্ব শাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষি গৌতমের নিকট সুশিক্ষা, তপস্যা ও বিজ্ঞানাদি বিষয়ে অত্যধিক অধ্যয়নের জন্য ইহাকে প্রেরণ করিলেন ; যাবৎ কাল ইহার যৌবন আগম না হয় তাবৎ কাল মুনি ইহাকে পালন করিয়া শিক্ষা দিবেন। যখন ইহার যৌবনোদগম হইবে তখন ইহাকে ব্রহ্মার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। ইহাই ব্রহ্মার আদেশ ছিল। মহাত্মা গৌতম ঋষি অহল্যাকে অতীব যত্নে সর্ব্ব বিদ্যায় সুশিক্ষিতা ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মে একনিষ্ঠাবতী করিয়া পোষণ তোষণে মনোহরাঙ্গী দেবী মূর্ত্তিতে পরিণতা করিলেন। তদনন্তর অহল্যাকে যৌবন প্রাপ্তা দেখিয়া যথাবিধি অলংকৃত করত নির্ব্বিকার চিত্তে ব্রহ্মার নিকট প্রেরণ করিলেন।

এই অপরূপা সর্ব্ব বিদ্যা ও গুণ-যশঃ সম্পন্না অহল্যার বার্ত্তা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তখন ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণাদি দেবগণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে (কন্যাকে সম্প্রদানের জন্য) প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা বহু প্রার্থী দর্শনে কাহাকেও নির্ব্বাচনে সমর্থ হইলেন না। শুভাননা সর্ব্বজ্ঞানবতী কন্যা অহল্যা বহুজনেরই মন মথিত করিয়াছে ইহা ভাবিয়া দেব ও ঋষি সমাজের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, যিনি এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন, আমি আমার নন্দিনী অহল্যাকে তাহারই হস্তে সমর্পণ করিব, যিনি এই কার্যে অক্ষম হইবেন তাঁহাকে দেওয়া হইবে না।” এই প্রতিশ্রুতি শ্রবণ করিয়া

অহল্যা-প্রার্থি সুরঋষিগণ দ্রুতগতিতে পৃথিবী প্রদক্ষিণে বিনির্গত হইলেন।

তখন অহল্যা লাভার্থ সর্ব্বজ্ঞানবেত্তা, শ্রেষ্ঠ হোতা, দাতা, মহাতপস্বী গৌতম স্বীয় প্রতিপালিতা অতি বিশুদ্ধা, সর্ব্বকাম-প্রদায়িনী অর্ধ প্রসূতা গোমাতা সুরভী দেবীকে স্বীয় আশ্রমে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকেই পৃথিবীজ্ঞানে প্রদক্ষিণ করিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ একবার প্রদক্ষিণ না করিতেই মহাজ্ঞানী গৌতম দুইবার প্রদক্ষিণ করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন "হে কমলাসন! হে বিশ্বাত্মন্! হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! ব্রহ্মন্! আমি এই মাতৃ-রূপা নিখিল বসুধা সুপ্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছি, হে দেবেশ! এক্ষণে যাহা যোগ্য হয় তাহা আপনি নিজেই জানেন।"

তখন প্রজাপতি ধ্যান যোগে জানিয়া গৌতমকে বলিলেন "হে প্রাজ্ঞ! মুনে! আপনি প্রকৃতই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছেন, সুতরাং আমার পবিত্রা কন্যা অহল্যাকে আপনার করেই সম্প্রদান করিব। হে বিপ্রর্ষে! যে ধর্ম্ম নিগমেরও দুর্জ্ঞেয়, আপনি তাহাতে পূর্ণাভিজ্ঞ, অর্ধ-প্রসূতা সুরভী প্রকৃতই সাক্ষাৎ সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলে সেই পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণ করা হয়, অতএব হে সুব্রত! মুনে! গৌতম! আপনার ধৈর্য, সংযম, জ্ঞান ও তপঃ প্রভাবে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রীত হইয়াছি; এই লোক ললামভূতা আমার কন্যা আপনাকে আমি সম্প্রদান করিলাম।"

এই বলিয়া ব্রহ্মা গৌতমকে কন্যা দান করিলেন। তখন স্বর্গ হইতে নব দম্পতির উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, অমরগণ, ঋষিগণ, মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ সম্মিলিত হইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন, বিপ্রগণ গৌতম ও অহল্যাকে অর্চ্চনা করিলেন। এই প্রকারে শুভবিবাহ হইয়া গেল।

তখন কন্যা-প্রার্থী সুর, ঋষিগণ একৈকক্রমে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন; শচীপতি ইন্দ্র মাৎসর্য ভাবাপন্ন হইয়া স্বপুরীতে প্রবেশ করিলেন। মহামুনি গৌতম ব্রহ্মার আদেশে ব্রহ্মগিরি প্রদেশে অহল্যাসহ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা অহল্যা সর্ব্বপ্রকারে পতিসেবা ও তপঃযোগের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে এই দম্পতিকেই জনসাধারণ সাক্ষাৎ সিদ্ধি রূপে অর্চ্চনা করিতেন। দেবলোক, নাগলোক এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্রই গৌতম ও অহল্যার গৌরব বিকীর্ণ হইয়াছিল। গৌতম পত্নী অহল্যা শিষ্যগণকে পুত্রবৎ এবং প্রবীন শিক্ষার্থী-গণকে পিতৃবৎ জ্ঞান করিয়া পরিপোষণ করিতে লাগিলেন।

সেই পবিত্র তপোবনে তাঁহাদের তপঃ প্রভাবে ওষধি সকল আপনা আপনি এক এক কালেই জন্মিত, ছিন্ন হইত এবং ভাবীকালের জন্য বপিত হইত।

একদা চতুর্দ্দশ বৎসর পর্যন্ত ঘোর অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তখন স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু সেই বিপৎকালেও গৌতম দম্পতির পুণ্যাশ্রমে ওষধি সকল বিনষ্ট

হইল না। তখন দেবর্ষিগণ শিব জটাবদ্ধ গংগাকে মর্ত্ত্যধামে আনিতে মহাত্মা গৌতম দম্পতিকে অর্চ্চনা করিয়া পরিতুষ্ট করেন। তাঁহারা প্রীতিলাভ করিয়া জনসাধারণের মহোপকার সম্ভাবনায় কঠোর তপশ্চরণ পূর্ব্বক স্বয়ং ভগবান শিবের কৃপালাভ করিলেন। তখন মহাদেব শিব সন্তুষ্ট হইয়া অভীষ্টবর প্রদান করিলেন। শিব জটা ছিন্ন করিয়া গংগাকে ব্রহ্মগিরিতে গৌতম-গিরিতে গৌতমাশ্রমে স্থাপন করিলেন। তখন গৌতম ও অহল্যা গংগাকে স্তব করিয়া ত্রিলোকের উপকারের জন্য তথায় অবস্থান করিতে প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা (গৌতম ও অহল্যা) স্তব করিয়া বলিলেন "হে দেবি! আমরা ত্রিলোকের উপকারের জন্যই আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি স্বর্গ, রসাতল এবং মর্ত্তে আগমন করিয়া ত্রিলোকের প্রাণ দান করুন্। গংগাদেবী তাহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া আত্মাকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া স্বর্গে চতুর্ধা, মর্ত্ত্যে সপ্তধা এবং রসাতলে চতুর্ধারায় বিভক্ত হইলেন, তিনি সর্ব্বত্রই সর্ব্বভূত স্বরূপিনী, সর্ব্বপাপ নাশিনী এবং নিখিল কামনা-দায়িনী কল্পলতা রূপিনী বলিয়া বেদে গীত হইলেন।

এইরূপে বিবিধ প্রকার তপশ্চরণ ও পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া মহাজ্ঞানশীলা সতী অহল্যা স্বীয় তপোবনে পরম সুখে স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। বিশুদ্ধ পরিচর্যায় আশ্রমবাসী মুনিগণ তাহাদের গুণকীর্ত্তন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। গৌতম দম্পতির প্রশংসা শ্রবণে মাৎসর্য্যবশে দেব-রাজ ইন্দ্র সুরাধিপত্যে গর্ব্বিত হইয়া আত্মপর, দেশ, কাল বা

ঋষির শাপভয় ভুলিয়া পাপ চিন্তায় অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

একদা মহামুনি আশ্রমবাসী শিষ্যগণ সহ গৌতমী গংগাতীরে আশ্রমের বহির্ভাগে উপাসনা করিয়া ক্ষেত্রাদি পরিদর্শন করিতে গমন করিলে ইহাই অবসর বুঝিয়া বিকলচিত্ত ইন্দ্র কৃত্রিম মুনিবেশ ধারণ করিয়া ছদ্ম গৌতম বেশে আশ্রমে প্রবেশ করিযা অহল্যাকে কহিলেন "প্রিয়ে! আমি তোমার গুণে আকৃষ্ট হইয়াছি, তোমার রূপগুণ স্মরণে আমার পদে পদে পদস্খলন হইতেছে, এই বলিয়া হস্তে ধরিয়া অহল্যাকে নিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। সতী অহল্যা কিছুই বুঝিতে পাবিলেন না, স্বামী ভাবিয়া বিহার করিতেছিলেন। এই সময় গৌতম মুনি শিষ্যগণ সহ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অহল্যাকে প্রত্যুদ্গমন ও সম্ভাষণ করিতে দেখিতে না পাইয়া অতি বিস্মিত হইলেন; তখন আশ্রমবাসী অগ্নিশালার রক্ষিগণ কহিলেন একি প্রভো! আপনি আশ্রম শালার বাহিরে ও ভিতরে এক কালীন দেবীর গৃহে দৃষ্ট হইতেছেন ইহা কি তপস্যার প্রভাব?

তখন মুনি অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "প্রিয়ে অহল্যে! কেন তুমি আমাকে সম্ভাষণ করিতেছ না?" অহল্যা চমকিত হইয়া সক্রোধে কৃত্রিম [illegible] বলিলেন "রে পাপাত্মন্! তুমি কে? আমার সহিত [illegible] পাপাচরণ করিয়াছিস্?" এই বলিয়া সভয়ে কম্পিত [illegible] [illegible] হইলেন।

এদিকে ইন্দ্রও মুনির ভয়ে মার্জ্জার রূপ ধারণ করিল। তখন মুনি অহল্যাকে অতি ত্রাসান্বিতা, বিকৃতা ও দূষিতা দর্শনে ক্রোধভরে কহিলেন, তুমি একি কার্য করিয়াছ ? অহল্যা লজ্জায় কিইছু বলিতে পারিলেন না। মুনি তখন জারের অন্বেষণ করিতে সম্মুখে এক বিড়ালকে দেখিয়া বলিলেন "তুই কে সত্য বল, মিথ্যা বলিলে এখনই ভস্ম করিব।" ইন্দ্র তখন কৃতাঞ্জলি করে সবিনয়ে বলিল, হে ভগবান্ ! আমি শচীপতি ইন্দ্র দেবরাজ, পুরুহূত, হে তপোধন, হে অনঘ ! আমি সত্য বলিতেছি এই পাপকার্য আমিই করিয়াছি, যাহাদের মনে পাপকামনা উদয় হয় তাহারা কি না অপকর্ম্ম করিতে পারে ? হে ব্রহ্মন্ ! হে কৃপানিধে ! আমি মহাপাপী আমাকে ক্ষমা করুন্, সাধুগণ কৃতাপরাধ জনের প্রতিও রূঢ় ব্যবহার করেন না।"

মুনি বর কহিলেন "রে পাপিন্ ! তুই ভগানুরক্তির জন্যই এই পাপানুষ্ঠান করিয়াছিস্, অতএব তোর দেহ সহস্র ভগযুক্ত হউক।"

তখন অহল্যাকেও কহিলেন "তুমিও শুষ্ক নদী হইয়া অবস্থান কর।"

"তামপ্যাহ মুনিঃ কোপাত্তঞ্চ শুষ্ক নদী ভব।"

অহল্যা তখন মুনিবরকে কহিলেন "ভগবন্ ! যে কামিনীরা মনে মনেও অন্য পুরুষ কামনা করে তাহারাও অক্ষয় নরকে যায়, আমি তাহা জানি এবং মানি, সেই জন্যই কখনও পর পুরুষ চিন্তা করি নাই, আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী এবং সকল বিষয়ই বিদিত

আছেন, আপনি আমার বাক্য প্রণিধান করুন, এই ব্যক্তি আপনারই রূপ ধরিয়া আমাকে ছলনা করিয়াছে, এই অগ্নিশালার সত্যব্রত রক্ষিগণ সকলই ইহার সাক্ষী আছে।"

তখন রক্ষীরা সকলেই অহল্যার সত্যবাদিত্বের সাক্ষ্য দিলেন এবং মুনিবর গৌতম ধ্যানযোগে সতী অহল্যার সত্যবাদিত্ব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, যখন তুমি নদী হইয়া ভগবতী গৌতমী গংগার সহিত মিলিত হইবে তখন তুমি পুনরায় নিষ্পাপ হইবে, আমার প্রিয়কর রূপ প্রাপ্ত হইয়া আমার সংগে মিলিত হইবে। তোমাকে কোনও প্রকার পাতক স্পর্শ করিতে পারিবে না।

অহল্যা পতির বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া শুষ্ক নদী রূপে পরিণত হইলেন। তৎপর ইন্দ্র মহামুনির পদতলে পতিত হইয়া বহু স্তব স্তুতি ও আপনাকে মহাপাপী বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায় মুনি-বর কহিলেন, পুরন্দর আমার শাপে ভগযুক্ত হইয়াছ, এই সহস্র ভগ নেত্ররূপে পরিণত হইবে।

তদনন্তর মহাতপস্বিনী সতী অহল্যা সমস্ত প্রাণীর চক্ষুর অগোচরে বায়ুভক্ষণ করিয়া গৌতমাশ্রমে তপস্যা করিতে লাগিলেন। একদা মহামুনি বিশ্বামিত্র ভগবান রামচন্দ্রকে অহল্যার শাপ মোচনের জন্য সতী সন্নিধানে উপস্থিত করিলে, মহাতাপসী নিরাকারা অহল্যা ভগবান রামচন্দ্রের দর্শন পাইয়া সুসমাহিত চিত্তে পাদ্য অর্ঘ্য ও আতিথ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া তাহাকে ভক্তিবিনম্র মস্তকে প্রণাম ও বিশুদ্ধ মন্ত্রে পরিতুষ্ট করিলেন। তখন ভগবান রামের কৃপায় তাহার ভক্তিরস প্লাবনে

অহল্যার শুষ্কদেহে বিষ্ণুপদোদ্ভবা গংগার প্রাদুর্ভাব হওয়ায় সতী অহল্যা নীরাকারা নদীরূপে আবির্ভূতা হইয়া গৌতমী গংগায় মিলিত হইলেন।

তখন অহল্যা গৌতমের শাপ বিমুক্তা হইয়া প্রদীপ্ত সূর্য-প্রভার ন্যায় দেদীপ্যমানা ও তপঃপ্রভায় উদ্‌ভাসিতা মায়া-ময়ী দেবী-রূপিনী স্বরূপে আপনার পূর্ব্বমূর্ত্তিতে অবস্থিত হইলেন। তৎকালে মেঘবিমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রকাশমানা, তপোবল বিশুদ্ধাঙ্গী পতিব্রত নিরতা গৌতমের অনুগামিনী সতী-জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিতা অহল্যাকে দেখিয়া শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ প্রমোদ সহকারে তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন। সে সময় আকাশে দেব দুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল, গন্ধর্ব্ব ও অপ্‌সরা দের মহোৎসব ও দেবলোক হইতে আশ্রমে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, দেবগণ অহল্যাকে সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার সতীত্বের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাতপস্বী গৌতম পরমানন্দে অহল্যার সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইলেন। এবং তিনি পতিব্রতা সাধ্বী পত্নী অহল্যা সহ আশ্রমে তপশ্চরণে নিরত হইলেন। ঐ মিলন স্থান অহল্যা—সঙ্গম নামে পবিত্র তীর্থরূপে পরিণত হইল।

দেবী-কালী

ইনি হিমালয়ের কন্যা। পিতার অনুমতি লইয়া মহাদেব শিবকে পতি লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। মহেশ্বর

তাঁহাকে ছদ্মবেশে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার বিশুদ্ধতা তপস্যার পবিত্রতা ও শিবভক্তির ঐকান্তিকতায় শিবকে পতি লাভ করেন। ইনি মহাশক্তিরূপা পরমেশ্বরী বিশ্বপূজ্যা দেবী মহাকালী।

হিমালয়ের পত্নী মহাপুণ্যবতী মেনকার গর্ভে তিনটী কন্যা ও সুনাভ নামে বিখ্যাত পুত্র লাভ করেন। দুই কন্যা ছয় বৎসর বয়সের মধ্যেই তপস্যায় গমন করিয়া অন্তর্হিতা হন। তজ্জন্য মেনকা তৃতীয়া কন্যা কালীকে তপস্যায় যাইতে নিষেধ করেন, কিন্তু কালী পিতার আদেশ লইয়া মহাদেবকে পতি লাভের জন্য বহুকাল কঠোর তপস্যা করেন। পিতা হিমালয় কন্যার তপঃসাধনার সহায়তায় সোমপ্রভা নামে (শশিপ্রভাও বলে) এক প্রবীণা সখীকে তাহার সংগে দেন।

একদা এক ভুবনমোহন সুবেশ ভিক্ষু কালীর তপঃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "অয়ি ভীরু, তুমি প্রথম বয়সে কি উদ্দেশ্যে তপস্যা করিতেছ, এই বয়সে স্বামীর সহিত উপাদেয় বিষয় ভোগে স্ত্রীদিগের সময় অতিবাহিত করাই অতি কর্ত্তব্য। তুমি কিজন্য অলঙ্কার, চীনাংশুক এবং ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করিয়াছ?"

তখন সোমপ্রভা ভিক্ষুকে কহিলেন, ইনি মহাকালী, মহাদেব শিবকে পতিরূপে পাইতে কামনা করিতেছেন!" ভিক্ষু উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি কোন্ নির্ব্বোধ ব্যক্তি এইরূপ বুদ্ধি দান করিয়াছে? তোমার

কোমলকরপল্লব কিরূপে তাহার ভুজঙ্গ বেষ্টিত করের সহিত সংগত হইবে?

"হে দুকুলাম্বরে অর্থাৎ রাজাধিরাজ গিরিরাজকুলে ও তপস্বী শ্মশানবাসী কুলে কিংবা কৌশিক বসন শোভিতে ও বল্কল ভূষণে! মহাদেব ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও ভস্ম পরিম্রক্ষণ করেন আর তুমি চন্দন-চর্চ্চিতে শোভনাঙ্গে"·········অমনি কালী সখীকে কহিলেন, "দেখ আবার কি বলিতে উদ্যত হইতেছে, তুমি ইহাকে নিবারণ কর; মহাদেবের নিন্দা করিলে যত না পাপ হয়, সেই নিন্দা শ্রবণ করিলে ততোধিক পাপ হইয়া থাকে।"

পার্ব্বতী তখন ভিক্ষুকে কহিলেন, হে ভিক্ষো, আপনি এরূপ কথা মুখে আনিবেন না, কেননা মহাদেব সর্ব্বাপেক্ষা গুণগ্রাম অলঙ্কৃত, তিনি শিবই হউন বা ভীমই হউন, ধনীই হউন বা নির্ধনই হউন, অলংকৃত হউন বা অনলংকৃত হউন্ তিনিই আমার নাথ·········এই বলিয়া তিনি উত্থান করিতে করিতে সরিয়া পড়িলেন।

অমনি মহাদেব ভিক্ষু রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন। বলিলেন—প্রিয়ে, তোমাকে পরীক্ষা করিলাম, তুমি আমার সেই পত্নী সতী, তুমি এখন পিতার গৃহেই গমন কর। আমি তোমার জন্য মহর্ষিগণকে প্রেরণ করিয়া তোমার পিতার অনুমতি ক্রমে যথাবিধি মতে তোমার পরিণয় করিব। এই বলিয়া তিনি মন্দরগিরিতে গমন করিলেন। ভগবতী কালীও আকাশে অবগাহন পূর্ব্বক পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঋষিগণ, কিন্নরগণ সকলে এই শুভ সংবাদ অবগত হইয়া হিমালয়ের পুরীতে গমন করিলেন। হিমালয় অতি বিনয়ে ও সমাদরে তাঁহাদের অর্চ্চনা করিলেন। তাঁহারা অতীব পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, আপনার কন্যা কালীকে মহাদেবের নিকট সম্প্রদান করুন্ এই আমাদের প্রার্থনা। শৈলেন্দ্র বলিলেন, আপনারা আমাকে পরম সৌভাগ্য দান করিলেন। তিনি তৎকালেই সমস্ত শৈলবৃন্দকে আহ্বান করিয়া দেবঋষিগণকে বলিলেন, আমি আমার কন্যা কালীকে শিবকে সম্প্রদান করিলাম। আপনারা শুভ দিনে বরকে আনিয়া বিবাহ সম্পাদন করুন্।

পুলস্ত কহিলেন "জামিত্র গুণযুক্ত তিথি অতি পবিত্র ও মংগলময়ী, তৃতীয় দিবসে উত্তরফল্গুণীর সহিত তাহার সংযোগ হইবে, ঐ যোগে মুহূর্ত্তের নাম মৈত্র, মহাদেব সেই দিনই ঐ তিথিতে তোমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন, এক্ষণে অনুমতি দেও আমরা গমন করি।" শৈলরাজ অনুজ্ঞা দিলেন্ তাহারা গমন করিলেন। ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনে দেবতা সকল ও মহর্ষিবৃন্দ মহাদেবকে সহ শৈলরাজপুরীতে সমাগত হইয়া কালীর সহিত মহাদেবের পরিণয় যথাবিধি সম্পাদন করিলেন। এবং মহাদেব বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন, আমার বাসোপযোগী বিহার গৃহ নির্ম্মাণ কর।"

তখন বিশ্বকর্ম্মা মহাদেবের স্বস্তিকলক্ষণযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন।

ঐ গৃহ প্রমাণে চতুঃষষ্টি যোজন ও স্থবর্ণ নির্ম্মিত, উহার তোরণ হস্তিদন্তের; অন্তর বিভাগ মুক্তা জালে জড়িত ও খচিত, সোপান সকল স্ফটিক নির্ম্মিত, বৈদুর্য্যে কৃত রূপক, সপ্ত কক্ষায় বিস্তীর্ণ এবং সর্ব্ববিধ গুণ সম্পন্ন ও সর্ব্ব কাল ভোগপ্রদ। ভগবান শিব পার্ব্বতী সহ ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন। মহাদেবী কালীর সহায়ে শত্রু বিজয় করিয়া দেবগণ স্বীয় স্বর্গপুরী নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। দেবী কালীর অনেক গ্রন্থে অনেক প্রকার লীলা মাহাত্ম্য, কার্য্য ও সাধনা অসীম। তাহা নবম সংস্করণে বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিতে বাসনা রহিল।

কলাবতী।

কলাবতী—ইনি কমলার অংশরূপা পিতৃগণের মানসী কন্যা, মহারাজ স্থচন্দ্রের সাধ্বী প্রাণপ্রিয়া পত্নী। ইনি স্বরূপে ও পাতিব্রত্যে রমণীগণের প্রধানা ছিলেন। ইঁহার সতীত্ব-বলে মৃত পতি পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন। রাজা স্থচন্দ্র সুন্দরী কলাবতীকে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে পুণ্যবানের শ্রেষ্ঠ মনে করিতে লাগিলেন।

তৎপরে অনেক কাল বিহার বরিয়া স্থচন্দ্র অত্যন্ত সংসারে বিরক্ত হইয়া তপস্থার নিমিত্ত কলাবতীসহ বিন্ধ্য শৈলে গমন করিলেন। তাঁহারা পুলহের পবিত্র ও প্রশংসনীয় আশ্রমে দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর তপস্থা করিলেন। তৎপর মুনিশ্রেষ্ঠ

সুচন্দ্র মোক্ষপদাকাঙ্ক্ষী, নিঃস্পৃহ ও নিরাহারে কৃশোদর হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন সাধ্বী তপস্বিনী কলাবতী পতির সমস্ত শরীর-পরিব্যাপ্ত বল্মীক-মৃত্তিকা দূরীভূত করিয়া নিশ্চেষ্ট পরিত্যক্ত পঞ্চপ্রাণ এবং মাংসশোণিত-শূন্য অস্থিমাত্রসার পতির কলেবর সন্দর্শন করিলেন; তৎপরে পতিকে বক্ষে ধারণ করিয়া, হা নাথ! হা প্রাণবল্লভ! বলিয়া শোকার্ত্তা কলাবতী সেই নির্জ্জনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পতিপরায়ণা ভীতা দুঃখিনী কলাবতী নৃপতিকে নিরাহারে কৃশ, ধমনীসার দর্শন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন সতীর নিদারুণ রোদন শ্রবণে কৃপানিধি জগদ্বিধাতা কমলোদ্ভব কৃপাবশতঃ আবির্ভূত হইয়া সতীর কষ্টে সুচন্দ্রের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া ভগবান্ স্বয়ং বিভুও রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মা রোদন করিয়া তৎপরে কমণ্ডলুর জলধারা নৃপদেহ সিক্ত করত ব্রহ্মজ্ঞানে তাহাতে জীব-সঞ্চার করিলেন। তখন নৃপেন্দ্র সুচন্দ্র চৈতন্যলাভ করত সম্মুখে কামসম সুপ্রভাশীল প্রজাপতিকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হে সুচন্দ্র! তুমি ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর।" তখন রাজা চিরাভীপ্সিত নির্ব্বাণমুক্তিরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। আনন্দে হাস্যবিকশিত মুখকমল-বিশিষ্ট দয়ানিধি কমলযোনি দয়াপূর্ব্বক রাজার প্রার্থিত বর-দানেই উদ্যত হইলেন; তখন সতী কলাবতী ব্রহ্মাকে বরদানে উদ্যত দেখিয়া মনে মনে অনুমান করত অতি শুষ্ককণ্ঠে ত্রস্তচিত্তে

বরদানোন্মুখ কমলাসনকে বলিলেন 'হে কমলোদ্ভব! হে দয়ানিধে! আপনি যদি নৃপেন্দ্রকে উপযুক্ত বলিয়া আমার পক্ষে এই নিদারুণ বর দান করেন, তাহা হইলে এই হতভাগিনী অবলার গতি কি হইবে, তাহাই অগ্রে নিরূপণ করুন্। হে চতুরানন! কান্তার কান্ত বিনা শোভা কি? আমি শ্রুতিতে শুনিয়াছি, পতিব্রতার পতিসেবাই একমাত্র ব্রত এবং পতিই গুরু, ইষ্টদেব, তপোধর্ম্মময় বন্ধু; সকলের মধ্যে প্রিয়তম স্বামী ভিন্ন আর কেহই নাই; হে ব্রহ্মন্! সকল ধর্ম্ম হইতে সুদুর্লভ স্বামিসেবাই শ্রেষ্ঠ; স্বামীসেবা-বিহীনা রমণীর অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্য সমস্তই বিফল। ব্রত, দান, তপস্যা, জপ, হোম, সর্ব্ব তীর্থে স্নান, পৃথিবী প্রদক্ষিণ এবং দীক্ষা, যজ্ঞকার্য্য, বিবিধ মহাদান, বেদপাঠ, সকল প্রকার তপস্যা, বেদজ্ঞান, বিপ্রভোজন, দেবসেবা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ধর্ম্মকার্য্য সকল পতিসেবার ষোড়-শাংশের এক ভাগেরও তুল্য নহে। যে রমণীগণ স্বামীসেবা-বিহীনা ও স্বামীকে কটু কথা বলে, সেই হতভাগিনীগণ চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থিতি-কাল পর্য্যন্ত কালসূত্র নরকে বাস করে এবং তাহাদিকে সর্পপ্রমাণ কৃমি সকল দিবানিশি দংশন করে; সেই যাতনায় তাহারা অত্যন্ত ঘোর বিপরীত শব্দ করে এবং সেই কটুভাষিণীগণ মূত্র, শ্লেষ্মা ও বিষ্ঠা ভক্ষণ করে; যমকিঙ্করগণ তাহাদিগের মুখে প্রজ্বলিত ভীষণ অগ্নি প্রদান করে; তাহারা ভোগ্য ফল ভোগ করিয়া পরে কৃমিযোনি প্রাপ্ত হয় এবং তদবস্থায় শত জন্ম পর্য্যন্ত মাংসবিষ্ঠাদি ভোজন করে। আমি

অবলা, পণ্ডিতগণের মুখে এইরূপ সুনিশ্চিত বেদবাক্য শুনিয়াছি; আপনি একমাত্র জনক, বিভু, গুরু, বিদ্বান্, যোগী ও জ্ঞানী-দিগেরও গুরু; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বভূতময়; আপনাকে আর অধিক কি বলিব? হে ব্রহ্মন্! আমার এই সর্ব্বস্বময় প্রাণাধিক কান্ত যদি মুক্ত হন, তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম ও যৌবনের রক্ষাকর্ত্তা কে হইবে? কৌমারাবস্থায় সুকৃতী পিতা রক্ষা করত সৎপাত্রে প্রদান করেন, অবশিষ্ট সকল কালেই কান্ত রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার অভাবে পুত্র রক্ষা করে। তিন অবস্থায়ই রমণীগণকে এই তিন জন রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু যে নারীগণ স্বাধীনা, তাহারাই নষ্টচরিত্রা ও সকল ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃতা। হে পদ্মযোনে! তাহারাই অসৎকুলপ্রসূতা কুলটা ও দুষ্টমতি হয় ও তাহাদের শতজন্ম-কৃত পুণ্যরাশি নাশ প্রাপ্ত হয়। যেরূপ বাল্যে পুত্রে স্নেহ হয়, সেইরূপ কি বার্দ্ধক্যে কি যৌবনে সর্ব্বকালেই পতি-ব্রতাদের পতিতে সমান স্পৃহা থাকে। স্তন্যপায়ী পুত্রে যে স্নেহ ও ক্ষোভিত সন্তানের ক্ষোভ নিবারণে যে আকাঙ্ক্ষা হয় সে সমস্ত সাধ্বী স্ত্রীগণের পতি-স্নেহের ষোড়শ ভাগের এক ভাগের তুল্যও নহে। স্তনন্ধয়া সন্তানে স্তন দান পর্য্যন্ত এবং মিষ্টান্নের ভোজন পর্য্যন্তই চিত্তের বিশেষ আনন্দ থাকে, কিন্তু স্বামীতে জাগরণ এবং স্বপ্নাবস্থায়ও সতী স্ত্রীদিগের চিত্তবৃত্তি নিয়ত আনন্দযুক্ত থাকে। দুঃখ ভোগ ও বন্ধু-বিচ্ছেদ অপেক্ষা পুত্র-বিচ্ছেদ অধিকতর দুঃখাবহ। কিন্তু কান্ত-বিচ্ছেদ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর সুদারুণ দুঃখাবহ। তাহা হইতে স্ত্রীগণের অধিক

দুঃখের কারণ আর কিছুই নাই। অবিদগ্ধ রমণী যেরূপ জ্বলন্ত অনলে ও বিষ ভক্ষণে দগ্ধ হয়, সেই বিদগ্ধ রমণীও বিরহানলে অত্যন্ত দগ্ধ হইয়া থাকে। সাধ্বী স্ত্রীগণের স্বামী ব্যতীত অন্নেও স্পৃহা থাকে না, এবং জলেও তৃষ্ণা থাকে না; তাহাদের মন শুষ্ক তৃণের ন্যায় বিরহানলে নিয়ত দগ্ধ হয়। রমণীগণের কান্ত হইতে অধিক বন্ধু কেহই নাই, কান্ত হইতে অধিকতর প্রিয়ও কেহই নাই; কান্ত হইতে দেবগণও অধিক মাননীয় নহেন এবং কান্ত হইতে অধিক গুরুও কেহ নাই। স্ত্রীগণের স্বামী অপেক্ষা ধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ নহেন এবং ধনও আদরণীয় নহে, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্তও তাহাদের কান্ত হইতে অধিক নহে; অতএব স্ত্রীগণ-সমীপে কান্ত হইতে শ্রেষ্ঠ কে? বৈষ্ণবগণের মন যেরূপ নিশ্চল ভাবে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিমগ্ন ও মাতার মন যেরূপ এক পুত্রে এবং রমণী-কামুকগণের মন যেরূপ কামুকী রমণীতে ও কৃপণের মন যেরূপ চিরকালার্জ্জিত ধনে বিন্যস্ত থাকে, যেরূপ ভয়ে ভীত ব্যক্তিদিগের মন, শাস্ত্রে বিদ্বান্দিগের মন, মাতাতে স্তনন্ধয়া শিশুর মন, শিল্পকার্য্যে শিল্পীদিগের মন, উপ-পতিতে বেশ্যাদিগের মন নিশ্চলভাবে নিমগ্ন থাকে, সেইরূপ সাধ্বীদিগের মনও প্রিয় স্বামীতে নিয়ত নিশ্চলভাবে পরিমগ্ন থাকে। উত্তম-স্বামী-বিরহিত হইয়া শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে স্ত্রীর জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণই জীবনে সুখদায়ক, জীবিত থাকা মৃত্যু হইতেও অধিকতর ক্লেশকর। অন্য শোক, অন্ন, পান ও ভোজনাদিতে কালক্রমে বিলীন হয়, কিন্তু

স্বামী-শোক তাহার বিপরীত, কারণ তাহা পান-ভোজনেই বৃদ্ধি পায়। কর্ম্ম, ছায়া এবং সতী স্ত্রী ইহার চিরসঙ্গিনী ; ইহাদের মধ্যে সতী স্ত্রীই প্রধানা। কর্ম্ম ভোগে, ছায়া দেহাবসানে শেষ হয় কিন্তু সকল জন্মেই সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর সহ-ধর্ম্মিণীরূপে উৎপন্ন হয়। হে জগদ্ধাতঃ! যদি আমাব্যতীত ইঁহাকে মুক্ত করেন, তবে আপনাকে পাপগ্রস্ত করিয়া আপনাতে স্ত্রী-বধের পাতক অর্পণ করিব।” বিধাতা কলাবতীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া ভয়াকুলিত চিত্তে অমৃত-তুল্য বাক্য বলিতে লাগিলেন। “বৎসে! তোমাভিন্ন তোমার স্বামীকে একা মুক্তি প্রদান করিব না, কিন্তু তোমাসহ তাহাকে মুক্ত করিতে এক্ষণে আমি সক্ষম নহি। মাতঃ! ভোগ ব্যতীত মুক্তি দুষ্প্রাপ্য—এইটী সর্ব্ব-সম্মত ; ভোগী ব্যক্তির ভোগ শেষ হইলে তৎপরে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হয়। সতি! তাহা হইলে তুমি কিয়ৎকাল স্বামীর সহিত স্বর্গ ভোগ কর।

“হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমিও কিয়ৎকাল তোমার স্ত্রীসহ ভোগ্য বিষয় ভোগ কর। সাধুগণ সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, অতএব তুমি আমাকে শাপ দিতে পারিতেছ না। সর্ব্বভূতে সমদর্শী কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-চিন্তন-তৎপর সাধুগণ দুর্ল্লভ হরির পাদপদ্মই বাঞ্ছা করে, তাহারা মুক্তিকে ইচ্ছা করে না।” বিধাতা এই কথা বলিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন। বাঞ্ছিত বস্তু সকল ভোগ করিয়া পূর্ব্বস্মৃতি অনুসারে ইহলোক পরিত্যাগ করত জীবন্মুক্তি লাভ করিলেন।

শুচি-স্মিতা

ইনি মহাত্মা করুণ মুনির পত্নী, অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন। ইনি স্বীয় সতীত্ব-বলে মৃত পতিকেও জীবিত করিয়াছিলেন।

বশিষ্ঠ-বংশে ধনঞ্জয় নামে এক উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার শত পত্নী ছিল। তন্মধ্যে শাভাকানাম্নী পরম সাধ্বী পত্নীর গর্ভে করুণের জন্ম হয়। ধনঞ্জয় মুনি, অন্যান্য পত্নী-দিগের গর্ভজাত সন্তানদিগকে এবং করুণকেও সমানাংশে ধন বিভাগ করিয়া দেন, কিন্তু করুণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ করুণের প্রতি জাতক্রোধ থাকেন। করুণ শুচিস্মিতাকে বিবাহ করিয়া ভ্রাতৃগণ সহ পৃথক্‌রূপে বাস করিতে লাগিলেন। ইনি বড়ই ঈশ্বরভক্তিপরায়ণ লোক ছিলেন। করুণ ব্রাহ্মণ একদা মুনিগণ-সমভিব্যাহারে নরসিংহদেব দর্শন নিমিত্ত ভবনাশিকা-নদী-তটে গমন করিলেন। সেই সময়ে অপর এক ব্রাহ্মণ একটী উৎকৃষ্ট জম্বুফল হস্তে লইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে না বলিয়া ফলটী আঘ্রাণ করায়, দ্বিজগণ করুণকে মক্ষিকার ন্যায় আচরণ করিতে দেখিয়া অভিসম্পাত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "পাপাত্মন্! তুমি অন্যের ফলটী স্পর্শ করিয়া আঘ্রাণ লইয়াছ, এজন্য তুমি শত বৎসর মক্ষিকা হইয়া থাক, তোমার পূর্ব্ব-পুণ্য-ফলে এবং সাধ্বী পত্নীর ধর্ম্ম-বলে মহাত্মা দধীচ মুনির কৃপায় শাপাবসান হইবে।"

অনন্তর করুণ ভার্য্যাকে কহিলেন, "প্রিয়ে, শুভে! আমি মুনিদিগের শাপে শত বর্ষ মক্ষিকা হইয়া থাকিব আমাকে পালন

কর।” শুচিস্মিতা বলিলেন, “প্রাণবল্লভ! পতি যে অবস্থাই প্রাপ্ত হউন, পত্নীর তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা ও সেবা করা সর্ব্বদাই উচিত, আমি প্রাণ দিয়াও আপনাকে পালন করিব।” কথাবার্ত্তা হইতে হইতেই করুণ মক্ষিকাত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ইতস্ততঃ উড্ডীন হইতে লাগিলেন, শুচিস্মিতা পরম যত্নে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ এরূপ অবস্থা জানিতে পারিয়া পাপবুদ্ধিবশতঃ তাঁহাকে বধ করিবার সুযোগ অনুসন্ধানে যত্নবান্ হইয়া একদিন কৌশলে তাঁহাকে তৈল-মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তৈলে পতিত হইয়া মক্ষিকারূপী করুণ প্রাণত্যাগ করিলে তদীয় কৃশোদরী সাধ্বী ভার্য্যা মৃত পতিকে লইয়া অতীব শোকার্ত্তা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন “হে কান্ত! হে স্বামিন্! তোমা ভিন্ন আমার ত আর কেহই নাই। রমণীগণের একমাত্র স্বামীই সকল আত্মীয়, সকল দেবতা ও সকল প্রকার ধর্ম্ম স্বরূপ। হে বিধাতঃ! আগে আমায় নিধন করুন্, পরে আমার স্বামীকে লইয়া যান। সাধ্বী শুচিস্মিতা এবম্বিধ বহুপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহাদয়াবতী সতী অরুন্ধতী দেবী তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন “অয়ি শুচিস্মিতে! তুমি একটু হোমের ভস্ম আনয়ন কর, আমি মন্ত্র-পূত করিয়া তদ্দারাই তোমার স্বামীকে জীবিত করিব, তোমার রোদনের আর প্রয়োজন নাই।” অনন্তর করুণ-পত্নী সতী শুচিস্মিতা অগ্নিহোত্রের ভস্ম আনিয়া দিলেন, দেবী অরুন্ধতী ঐ ভস্ম মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে পূত করিয়া ঐ মৃত

মক্ষিকার উপর নিক্ষেপ করিলেন, শুচিস্মিতাও তৎকালে বহু যত্নে ব্যজনদ্বারা মৃত পতির উপরে মন্দ মন্দ বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। দেবী অরুন্ধতীর সতীত্ব ও ভস্ম-প্রভাবে করুণ ক্ষণকাল-মধ্যে জীবিত হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর সাধ্বী দেবী অরুন্ধতী বিদায় হইলে, শুচিস্মিতা পুনর্ব্বার পতি প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে মক্ষিকারূপী পতির শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। আবার শত বর্ষ পূর্ণ হইলে জ্ঞাতিবর্গ ঐ মক্ষিকাকে বিনাশ করিয়া ফেলিলে, পতিব্রতা শুচিস্মিতা ঐ মৃত শবকে পরম যত্নে দধীচ মুনির নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া বহুপ্রকার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা দধীচ বিলাপমানা শুচিস্মিতাকে কহিলেন "হে অনঘে! তুমি ক্রন্দন করিওনা, ঐ ভস্ম-প্রভাবেই তোমার স্বামী জীবিত হইয়া মনুষ্য-দেহ প্রাপ্ত হইবে। মহর্ষি কশ্যপও ঐ ভস্ম-প্রভাবে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন। আমি ভস্মদ্বারাই মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছি, তদ্দ্বারাই তোমার স্বামীকে জীবিত করিতে পারিব। তুমি বৃথা শোক করিও না। এই বলিয়া দধীচ ভগবান্ মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর মন্ত্রপূত ভস্ম দ্বারা করুণকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। সাধ্বীর স্বামীর শাপ মোচন হইল। তৎপরে করুণ নিজরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সাধ্বী শুচিস্মিতা স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত ও শাপ-বিমুক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং স্বামীসহ নিজ আশ্রমে গিয়া দধীচ মুনিকে বহু শিষ্য সহ আতিথ্য করাইয়া আহার করাইলেন। এবং তদবধি এক

মনে মহাদেবের ও স্বামি-দেবতার সেবায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহারা উভয়ে শিবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সুনীতি

ইনি মনুপুত্র উত্তানপাদের পত্নী, মহাত্মা ধ্রুবের জননী; জ্ঞানে, সতীত্বে, ধর্ম্মে ও ধৈর্য্যে ইনি শ্রেষ্ঠতমা ছিলেন।

মহারাজ উত্তানপাদ দুই বিবাহ করেন, দ্বিতীয়া পত্নী সুরুচিই মহারাজ উত্তানপাদের অতিশয় প্রিয়া ছিলেন। দেবী সুনীতি সেরূপ হইতে পারেন নাই। সুনীতির পুত্র ধ্রুব এবং সুরুচির পুত্র উত্তম, বয়সে প্রায় সমান ছিলেন।

একদিন রাজা সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছেন, তাহা দেখিয়া সুনীতির পুত্র ধ্রুবও পিতার ক্রোড়ে উঠিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু রাজা ক্রোড়ে লওয়া দূরে থাকুক বাক্য দ্বারাও সমাদর করিলেন না, সে সময়ে সুরুচি রাজাসনে উপবিষ্টা ছিলেন, তিনি সপত্নীতনয় ধ্রুবকে রাজক্রোড়ে উঠিতে ইচ্ছুক দেখিয়া, অতিশয় গর্ব্বিতা হইলেন, এবং রাজার সমক্ষেই ঈর্ষ্যা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "ওরে ধ্রুব! তুই রাজপুত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তুই নৃপতির আসনে আরোহণ করিবার যোগ্য নহিস্, কারণ আমি তোকে গর্ভে ধারণ করি নাই, তুই বালক, তুই অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছিস্, তুই তাহা জানিস্না,

ইহা জানিলে তোর এত দুরাকাঙ্ক্ষা হইত না। তোর যদি রাজসিংহাসনে বসিবার বাসনা থাকে, তবে এক কর্ম্ম কর্; তপস্যাদ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া আমার গর্ভে আসিয়া জন্ম গ্রহণ কর্।" বালক ধ্রুব এই প্রকারে বিমাতার দুর্ব্বাক্য-বাণে বিদ্ধ হইয়া দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিল। পিতা উত্তানপাদ ইহা দেখিয়াও কিছুই কহিলেন না। অনেক বার কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াও সুরুচির দিকে চাহিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার যেন বাক্ রোধ হইল। ধ্রুব তখন পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর নিকট গমন করিলেন। বালক ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, বিগলিত বাষ্পে তাহার অধরোষ্ঠ বারংবার কম্পিত হইতেছে, দেখিয়াই সুনীতি তাহাকে কোলে লইলেন। সপত্নী যে সকল কথা বলিয়াছেন, সে সব দুর্ব্বাক্য যখন তিনি পৌরজনের মুখে শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ও ব্যথিত হইলেন।

সুনীতি, শোকরূপ দাবানল প্রজ্জ্বলিত হওয়াতে দাবাগ্নিগতা বনলতার ন্যায় পরিম্লান হইলেন এবং ধৈর্য্য বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। সপত্নীর নিদারুণ কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার কমল তুল্য সুন্দর নয়নদ্বয় হইতে দর-দরিত অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, সুনীতি ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি দুঃখের পার দেখিতে না পাইয়া সুদুঃখিত সন্তানকে কহিলেন, "বৎস! এবিষয়ে অন্যের অপরাধ

মনে করিও না, যে ব্যক্তি পরকে দুঃখ দেয়, ভবিষ্যতে সে সেই দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে। সুরুচি সত্যই বলিয়াছে আমি নিতান্ত দুর্ভাগা, তুমি আমার গর্ভে জন্মিয়াছ এবং স্তন্যদুগ্ধদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়াছ, সুতরাং কিরূপে রাজাসন পাইবার যোগ্য হইবে? বাছা! আমি এমন হতভাগিনী যে আমাকে ভার্য্যা স্বীকার করিতেও রাজার লজ্জা বোধ হয়। বৎস! তোমার বিমাতা যথার্থই বলিয়াছেন, তপস্যা দ্বারা ভগবানের আরাধনা কর, বাছা যদি তোমার ভ্রাতা উত্তমের রাজসিংহাসনে তোমার বসিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বরের পাদপদ্মই আরাধনা কর, পুত্র! সেই ভগবান্ বিশ্ব পালনের নিমিত্ত সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান স্বীকার করিয়াছেন ব্রহ্মা তাঁহারই পাদপদ্ম আরাধনা করিয়া পরে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মনঃপ্রাণ জয়কারী যোগীগণ সেই চরণই সতত সেবা করিয়া থাকেন, পিতামহ ভগবান্ মনুও তাঁহাকেই সর্ব্বান্তর্য্যামী জানিয়া প্রচুর দক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞদ্বারা অর্চ্চনা করিতেন। তাহাতে তাঁহার দেবদুর্ল্লভ দিব্য ও ঐহিক সুখ এবং অন্তে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। তিনি ভক্তবৎসল, মুমূক্ষু ব্যক্তিগণ তাঁহারই পবিত্র পাদপদ্মের অনুসরণ করেন। অন্যভাব পরিত্যাগ করিয়া নিজ ধর্ম্ম দ্বারা শোধিতচিত্তে তাঁহারই উপাসনা কর। সেই পদ্ম-পলাশলোচন ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহই তোমার দুঃখ দূর করিতে পারিবে না। কিন্তু তাঁহার দর্শন পাওয়া অতি দুর্ল্ভ। ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কমলার অনুসন্ধান করেন, সেই কমল-বাসিনী

লক্ষ্মীই আপনার হস্তে দীপতুল্য কমল লইয়া সদা তাঁহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন।"

ধ্রুব, জননীর এই প্রকার সদুপদেশ শ্রবণে মনদ্বারাই মনকে সংযত করিয়া পিতৃ-গৃহ হইতে নির্গত হইতে মনস্থ করিলেন। তৎপর সুনীতিও বালকপুত্রসহ বনে গমন করিলেন। শিশুপুত্র ধ্রুব বনে গিয়া মাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক একাকী তপস্যায় গমন করিলেন। নারদ ঋষি তাঁহাকে তপস্যায় নিবৃত্ত হইতে বহুপ্রকার উপদেশ দিলেন, কিন্তু ধ্রুব মাতৃ-আজ্ঞা স্মরণ করিয়া ভগবদ্ আরাধনায় নিবৃত্ত হইলেন না দেখিয়া তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে ইষ্টমন্ত্র প্রদান করিলেন। বালক ধ্রুব ভগবানে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ধ্রুবজননী সুনীতি অরণ্যে একাকিনী পুত্র ও পতির শুভ কামনায় কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজাও পত্নী পুত্রের বনগমনে সর্ব্বদাই আন্তরিক মহা দুঃখ অনভব করিতে লাগিলেন। একদা রাজা উত্তানপাদ অরণ্যে নির্জ্জনে গোপনে পতিব্রতা সুনীতির পতি-পরায়ণতা এবং অপূর্ব্ব পতি-ভক্তি দর্শনে তাঁহাকে আত্ম-পরিচয় দিয়া সাদরে স্বীয় নগরীতে আনয়ন করত স্বকৃত অন্যায় কার্য্যের দরুণ অত্যন্ত শোচনা করিতে লাগিলেন। সুনীতি দেবীও প্রাণপণে পতি-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে শিশুধ্রুব প্রাণায়াম ও অষ্টাঙ্গ যোগাদি দ্বারা অল্প কাল মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেন। তখন সমস্ত জীবই

তাঁহার আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িল ; আর কেহই শত্রু রহিল না। রাজা এবং বিমাতা সুরুচিও তাঁহার দর্শন চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। দেবর্ষি নারদ ধ্রুবের সিদ্ধি বিষয় রাজার নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার আগমন হইবে বলিয়া রাজাকে সন্তুপ্ত করিলেন। তৎপর একদা একজন রাজদূত ধ্রুবের আগমন সংবাদ জানাইলে মৃত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিতেছে ইহা শুনিলে যেমন কেহ বিশ্বাস করেনা সেইরূপ সে কথায় রাজার শ্রদ্ধা হইল না। ক্রমে রাজার নারদের বাক্য স্মরণ হইলে, দূতের বাক্য বিশ্বাস করিয়া আহ্লাদে অস্থির হইলেন এবং প্রীত হইয়া দূতকে মহামূল্যে হার পুরস্কার দিলেন। চারিদিকে মঙ্গলার্থ বহু শঙ্খ, দুন্দুভি বংশীধ্বনি ও বেদ পাঠ হইতে লাগিল। রাজা স্বর্ণ-মণ্ডিত রথে সজ্জিত হইয়া পুত্রের প্রত্যুদ্‌গমন ইচ্ছায় যাত্রা করিলেন। রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা সুনীতি ও সুরুচি রাজ-মহিষীদ্বয় শিবিকারোহণে উত্তমকে সঙ্গে লইয়া নৃপতির সহিত গমন করিলেন। অনন্তর ধ্রুবকে উপবন সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া রাজা রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে দুইবাহু তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তখন রাজার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। পিতা এইপ্রকার আলিঙ্গন করিলে পুত্র ধ্রুব তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তৎপর মাতা ও বিমাতাকে মস্তক দ্বারা প্রণিপাত করিলেন। সুনীতি ও সুরুচি পদানত বালককে উঠাইয়া স্নেহগদ্‌গদ্‌ স্বরে কহিলেন "বৎস! চিরজীবী হইয়া থাক, ভগবান হরি মৈত্রাদি গুণ দ্বারা যাহার প্রতি

প্রসন্ন হন; জল যেমন নিম্নদেশে গমন করে সেইরূপ সর্ব্ব-লোক সেই ব্যক্তির প্রতি আপনা হইতেই প্রসন্ন হইয়া থাকে।” অনন্তর উত্তম এবং ধ্রুব পরস্পর প্রেম বিহ্বল হইয়া পরস্পরের অঙ্গ আলিঙ্গনে পুলকিত হইলেন। তখন উভয়েরই নয়ন হইতে অবিরত প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। ধ্রুব-জননী সুনীতি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর তনয়কে ক্রোড়ে লইয়া বহুকালের মানসিক সন্তাপ পরিত্যাগ করিলেন। সন্তানের সুকোমল পবিত্র অঙ্গ সংস্পর্শে সুনীতির পরম সুখানুভব হইতে লাগিল। তৎকালে বীর-প্রসবিনী সুনীতির পবিত্র নয়ন-বারিতে বিধৌত স্তন-যুগল হইতে বারংবার দুগ্ধ ক্ষরণ হইতে লাগিল। সর্ব্বলোকে কহিতে লাগিল “ধন্যা সাধ্বী পতিব্রতা সুনীতি দেবী, আজ মহারাণী সুনীতি দেবী পাতিব্রত্য ও শুভাদৃষ্ট বলে চিরকালের অনুদ্দিষ্ট শিশুসন্তান লাভ করিলেন, এই পুণ্যময় সন্তানই পৃথিবী পালন করিবেন। হে সতীশ্রেষ্ঠা রাজ্ঞি! আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে আপনি বিপদ-ভঞ্জন ভগবানের মহতী আরাধনা করিয়াছেন।”

সর্ব্বলোক এইরূপ কহিতে লাগিলে উত্তানপাদ ধ্রুবকে অন্তঃপুরে নিয়া স্বর্ণ ও স্ফটিক নির্ম্মিত ইন্দ্রপুরী সদৃশ ভবনে পুত্রকে বাস করিতে দিলেন। অনন্তর রাজা পুত্রকে প্রাপ্ত-যৌবন ও প্রজারঞ্জনে অনুরক্ত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া বার্দ্ধক্য হেতু বিষয় ভোগে বিরক্ত হইয়া বনে গমন করিলেন। তৎপর সাধ্বী সুনীতি দেবীও স্বামীবিরহে

যোগবলে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া পুণ্যময় পুত্রের অপেক্ষায় রহিলেন।

তদনন্তর ধ্রুবের পথপ্রদর্শিকা স্বরূপ পুত্রকসহ ধ্রুবলোকে গমন করিলেন।

শ্রুতাবতী

শ্রুতাবতী—ইনি ভরদ্বাজ মুনির দুহিতা, অত্যন্ত অতিথি-পরায়ণা, ধর্ম্মশীলা, সত্যব্রতা ও পরমা সতী ছিলেন। ইনি তপস্বী ও সিদ্ধগণের ব্রতাচরণ করিতেন। ইঁহার এরূপ রূপ ছিল যে, ত্রিলোক মধ্যে ইঁহার তুলনা ছিল না। এই ভামিনী কৌমারাবস্থায় ব্রহ্মচারিণী হইয়া, "দেবরাজ ইন্দ্র আমার পতি হউন" মনে মনে ইহা নিশ্চয় করিয়া, অতি উগ্র নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ঘোরতর তপশ্চাচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই তপস্বিনী কুমারী বহু বৎসরকাল নারীগণের দুঃসাধ্য তীব্রতর তাপসনিয়ম আচরণ করিতে থাকিলে, তাঁহার তপস্যা ও ভক্তিতে তৃপ্ত হইয়া ভগবান্ পাকশাসন মহাত্মা বশিষ্ঠ ঋষির রূপধারণ পূর্ব্বক অতিথিরূপে স্বদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। কল্যাণবতী প্রিয়ম্বদা শ্রুতাবতী সেই পরম তপস্বী বশিষ্ঠ ঋষিকে দেখিয়া মুনিগণ-সমুচিত আচার দ্বারা পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি কি ভিক্ষা চাহেন? আমি যথাশক্তি সকলই আপনাকে প্রদান করিতে

পারি, কিন্তু হে তপোধন! আমি ব্রত নিয়ম ওতপস্যাদ্বারা ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্রের পরিতোষ প্রার্থনা করিতেছি বলিয়া, কেবল পাণিদান করিতে পারিব না। বশিষ্ঠরূপী ইন্দ্র কন্যার কথা শুনিয়া অন্তর্হাস্যমুখে শ্রুতাবতীর নিয়মজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত অবলোকন করিয়া কহিলেন "হে সুব্রতে! তুমি অতি কঠোর তপস্যা করিতেছ, আমি তোমাকে বিশেষরূপে জানিয়াছি; হে কল্যাণি! তোমার যে নিমিত্ত এই মনোগত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সুসিদ্ধ হইবে। অয়ি শুভাননে! তপস্যা দ্বারা সকল বস্তুই লব্ধ হয়, তপস্যাতেই সকল ফল বর্ত্তমান থাকে, তপোবলে দিব্য লোকবাসিগণের স্থান অনায়াসে লাভ করা যায়, তপঃই মহৎসুখের মূল। হে কল্যাণি! মনুষ্যেরা ইহলোকে এইরূপ কঠিন তপস্যা করিয়া মানবদেহ ত্যাগ করত দেবশরীর লাভ করে। হে সুব্রতে! সুভগে! এইক্ষণে আমার একটী কথা শ্রবণ কর; আমি তোমাকে এই পঞ্চ বদর ফল দিতেছি, তুমি পাক কর।"

ইন্দ্র শ্রুতাবতীকে এই কথা বলিয়া আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার তপস্যার দৃঢ়তা জানিবার নিমিত্ত যাহাতে ঐ বদর ফলপঞ্চের পাক না হয়, এইরূপ মন্ত্রণায় সেই আশ্রমসন্নিকটে মন্ত্রবিশেষ জপ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সেইস্থান "ইন্দ্রতীর্থ" নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইল।

অনন্তর বিবুধাধিপতি ইন্দ্র মন্ত্রপ্রভাবে বদর ফল যাহাতে পাক না হয়, তাহা সম্পাদন করিলেন। শ্রুতাবতী তপঃপরায়ণা

বিগতশ্রমা এবং শুচি হইয়া অগ্নিমধ্যে পঞ্চ বদর ফল নিক্ষেপ করিয়া পাক করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিবা অবসান হইল, তথাপি পাক সম্পন্ন হইল না। সঞ্চিত কাষ্ঠ যাহা কিছু ছিল, তৎসমস্ত ভস্মীভূত হইল। নিকটবর্ত্তী কাষ্ঠ যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া দিলেন, তৎসমস্তই দগ্ধ হইয়া গেল। অগ্নিতে কাষ্ঠ নাই দেখিয়া, চারুদর্শনা শ্রুতাবতী আত্মশরীর দাহ দ্বারা পুনর্ব্বার বদর পাকে প্রবৃত্ত হইয়া নিজপদদ্বয়কে আবর্ত্তন করত দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রিয়কামনায় বদর পাকের নিমিত্ত অতি দুঃসাধ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র উদ্বিগ্ন হইলেন না। অগ্নি দ্বারা শরীর আদীপ্ত হইলে জলমধ্যে প্রবেশের ন্যায়, হর্ষিত হইয়া না বিমনা হইলেন, না মুখভঙ্গি দ্বারা কাতরভাব প্রকাশ করিলেন। কেবল কিসে বদর ফল শীঘ্র পাক হয়, এই চিন্তায়ই বিব্রত রহিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই পাক করিতে সমর্থ হইলেন না। অগ্নি দ্বারা চরণদ্বয় দগ্ধ হইলেও, শ্রুতাবতী কিছুমাত্র মনে দুঃখিতা হইলেন না দেখিয়া, ভগবান্ শতক্রতু ইন্দ্র প্রীত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক রূপ দর্শন করাইয়া কহিলেন "হে দৃঢ়ব্রতে! তপস্বিনি! আমিই তোমার সেই ইন্দ্র, তোমার তপঃ, নিয়ম ও ভক্তি দ্বারা আমি পরম তুষ্ট হইয়াছি। হে শুভে! তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে এবং তুমি মানবদেহ ত্যাগ করিয়া সুরপুরীতে আমার নিকট বাস করিবে। আর এই সর্ব্বপাপাপহ তীর্থ তোমার সতীত্ব ও তপোবলপ্রভাবে "বদর পাচন" নামে ত্রিলোকবিখ্যাত হইয়া স্থিরতর থাকিবে এবং

ব্রহ্মর্ষিগণ ইহাকে স্তুতি করিবেন। হে মহাভাগে! বিশুদ্ধচিত্তা অরুন্ধতী এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়া মহানুভব মহাদেব হইতে বর পাইয়াছিলেন। তদ্রূপ তুমিও আমার নিকট মনোমত বর প্রার্থনা কর। হে কল্যাণি! তোমার অদ্ভুত নিয়মে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তোমাকে বর দিতেছি, এই তীর্থে যে ব্যক্তি নিয়মনিষ্ঠ থাকিয়া একরজনী বাস করিবে, সে স্নানান্তে দেহ পরিত্যাগের পর দুর্লভ লোক সকল লাভ করিতে পারিবে। প্রতাপশালী সহস্রাক্ষ শ্রুতাবতীকে এই কথা বলিয়া, সুরপুরে গমন করিলে পর, সেইস্থানে দিব্যগন্ধযুক্ত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবদুন্দুভি ও মনোহর বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল। সাধ্বী তপস্বিনী শ্রুতাবতী তখনই পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া উগ্রতর তপস্যার ফলে দেবরাজ ইন্দ্রের ভার্য্যা হইলেন এবং চিরকাল পরমসুখে স্বর্গপুরীতে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কালিন্দী

কালিন্দী—ইনি সগরের জননী, অযোধ্যাধিপতি মহাত্মা অসিতের সাধ্বী পত্নী; মহারাজ ভরত-পুত্র অসিত শশবিন্দু ও হৈহয় দেশীয় নরপতিগণ সহ যুদ্ধে অল্প সৈন্যবল প্রযুক্ত পরাস্ত হইয়া নির্ব্বাসিত হইলে, এই পতিব্রতা সতী তাঁহার

অনুগামিনী হইয়া বনচারিণী হন্। রাজা হিমালয় প্রদেশে তুষারাবৃত ভীষণ অরণ্যে তপস্যায় নিযুক্ত হইলে তিনিও শারীরিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া বনবাসিনী সন্ন্যাসিনীর ন্যায় একাগ্রচিত্তে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কালক্রমে হিমালয় প্রদেশে মহাত্মা অসিত কাল কবলে পতিত হইলে ইনি গর্ভবতী থাকাতে মহর্ষি চ্যবনের আদেশে প্রাণত্যাগ করেন নাই। একদা ইঁহার সপত্নী গর্ভ বিনষ্ট করিবার মানসে ইঁহাকে গরল মিশ্রিত খাদ্য প্রদান করেন। তখন এই সাধ্বী-বিধবা নিরাশ্রয়া অসিত পত্নী কালিন্দী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তৎপরে কিংকর্তব্য বিমূঢ়া হইয়া শোকভরে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দেবতুল্য তেজঃসম্পন্ন ভৃগুনন্দন মহাত্মা চ্যবনঋষি-সমীপে গমন পূর্ব্বক ভূপতিতা হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করেন। ইনি অত্যুত্তম পুত্র লাভার্থিনী হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হওতঃ স্তব করিতে লাগিলেন, তখন বিপ্রশ্রেষ্ঠ চ্যবন সেই পুত্রার্থিনীকে এই কথা বলিলেন, "মহাভাগে! তোমার গর্ভ নষ্ট হইবে না, তোমার গর্ভে মহাতেজস্বী মহাবলশালী ভুবনবিজয়ী মহাবীর্য্যসম্পন্ন শ্রীমান্ পুত্র জীবিত আছে, অচিরকাল মধ্যে তোমার সেই পুত্র গরলের সহিত উৎপন্ন হইবে, কমললোচনে! তুমি শোক করিও না।" পরে সেই পতিব্রতা বিধবা রাজনন্দিনী কালিন্দী চ্যবনকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। কালক্রমে মুনিবর যখন রাজভবনে উপস্থিত হন তখন রাণী এক পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার

সপত্নী গর্ভ বিনাশ করিবার মানসে গর বা গরল দিয়াছিল, তাঁহার পুত্র সেই গরের সহিত উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া মহাত্মা চ্যবন ঐ নবজাত শিশুকে "সগর" নামে আখ্যাত করেন। এই সগর সমস্ত পৃথিবী শাসন করেন এবং তাঁহার ষষ্ঠী সহস্র একটি পুত্র হয়। এই সগর পুত্রগণই পৃথিবীর চারিদিকের চারি সাগর খনন করেন। তাঁহার সপত্নী বিষ প্রদান করিলেও মহাসতী কালিন্দী তাহাকে কোন প্রকার অভিসম্পাত দেন নাই। তাঁহার ঔদার্য্য, ধৈর্য্য ও ধর্ম্ম-ভাবের তুলনা নাই। তাহা সর্ব্বদেশীয় সকল নারীর অনুকরণীয়।

সুশোভনা

সুশোভনা—কঙ্কন ঋষির কন্যা। ইনি অতিশয় রূপবতী, গুণবতী, দয়াবতী ও পতিব্রতা ছিলেন। মহাত্মা আকথ মুনির পত্নী; আকথ মুনি মঙ্কন নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র।

আকথ এই সাধুশীলা পত্নীসহ পিতৃবর্জ্জিত হইয়া অতি দরিদ্র ভাবে পঞ্চাহান্তরে ষষ্ঠ দিন ভোজন করিতেন; কিন্তু তিনি অপার করুণা-সমন্বিত ছিলেন। তিনি একদা পঞ্চ দিন উপবাসের পর ষষ্ঠাহে ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমত সময়ে একজন সন্ন্যাসী তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়া

মধুর বাক্যে কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! আমি একমাস হইতে উপবাসী আছি, অদ্য ভোজনের নিমিত্ত তোমার আলয়ে আসিলাম। যদি তোমার দানের উপযুক্ত আহার্য্য থাকে ভালই, নচেৎ অন্যের গৃহে যাইয়া আমার দারুণ ক্ষুধার শান্তি করি।"

আকথ যতির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন "হে দ্বিজেন্দ্র! পঞ্চ দিবসে আমার গৃহে কোনও প্রকার আহার্য্য ছিল না, অদ্য ষষ্ঠ দিনে উহা আসিয়াছে; অতএব আমার আর কোনও চিন্তা নাই, আমি অবশ্যই ভবদীয় পাদপদ্ম প্রক্ষালন পূর্ব্বক সৎকার করিব।"

যোগী আকথের বাক্য অনুমোদন পূর্ব্বক তদ্‌গৃহে ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলে, আকথ তাঁহার পাদদ্বয় ধৌত করিলেন। পত্নী সুশোভনাও অতি আহ্লাদ সহকারে বনজাত শাক মূলাদি পাক করিয়া প্রস্তুত অন্ন কদলী পত্রে পরিবেশিত করিয়া ঘৃতযুক্ত করিলেন। যোগী অতীব আদর সহকারে অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমস্ত ভক্ষণ করিলেন, কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। তপস্বী আকথ সন্ন্যাসীকে ভোজনে সুপ্রীত দেখিয়া সস্ত্রীক পরম আনন্দিত হইলেন। যতি ভোজনান্তে যথেচ্ছ দেশে গমন করিলে, আকথ ও তৎপত্নী নিরাহারে সানন্দে জপে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সেই সাধুশীল ব্রাহ্মণ আকথ সমধিক তপ সঞ্চয় নিমিত্ত পত্নীর সহিত কপোতবৃত্তি অবলম্বন করিলেন।

তদনন্তর জনৈক দিগম্বর চক্ষু কর্ণ ও পদবিহীন, কৃশাঙ্গ ক্ষতনখ, তেজস্বী, সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী দ্বিজ সামবেদ গান করিতে করিতে তাঁহাদের গৃহে আগমন করিলেন। তদ্দর্শনে আকথ ভার্য্যা সুশোভনাকে কহিলেন, "প্রিয়ে এই যে বিকৃতাঙ্গ ব্রাহ্মণ আমাদের গৃহে আগমন করিতেছেন, ইঁহাকে আমাদিগের অদ্যকার আহার্য্য অন্নের অর্দ্ধাংশ দান করিয়া অর্দ্ধাংশ তোমার নিজের নিমিত্ত রক্ষা কর; কারণ আমার বোধ হইতেছে যে, অদ্যকার দিন উপবাসে গত হইলে পুনঃ ষষ্ঠাহ পর্য্যন্ত আহারাভাবে তোমার জীবন থাকিবে না, তুমি অতি সুকোমলা এবং এরূপ সুদীর্ঘ উপবাস সহিতে অক্ষম। এ বিষয়ে তুমি কিরূপ বিবেচনা কর বল।" সাধ্বী সুশোভনা কহিলেন "বিধাতা কর্ত্তৃক ললাটে লিখিত আয়ুঃ আহার দ্বারা বৃদ্ধি বা উপবাস দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না; ব্রাহ্মণকে এ অন্ন দান করিলে আমার কিছুই শারীরিক কষ্ট হইবে না, প্রত্যুত মানসিক আনন্দ-সুখ লাভ হইবে।" আকথ কহিলেন, "প্রিয়ে যখন চিরায়ুঃ যক্ষের মস্তকও বীরভদ্র কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়াছিল, তখন পাপমতি স্বল্পায়ু মনুষ্যের কথা কি? অতএব যদি তুমি এই মত পরিত্যাগ করিয়া ভোজন কর, তবে আমি ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করি, আমি এই বিষয়ে তোমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিব।"

সুশোভনা কহিলেন, দেব, আপনি অভুক্ত থাকিলে আমি কি প্রকারে ভোজন করিব? আমার কি অগ্রে ভোজন করা

উচিত ? আপনিও আজ ত্রয়োদশ দিন আমারই ন্যায় উপবাস আছেন ; তবে আমাকে এ অনুরোধ করিতেছেন কেন ? আমি আর একটী কথা বলি তাহা শ্রবণ করুন্। অন্নই স্থূল দেহধারী প্রাণীদিগের প্রত্যক্ষ প্রাণ স্বরূপ, তদ্ধেতু পণ্ডিতগণ অন্নদাতাকে প্রাণদাতা কহিয়া থাকেন। প্রাণিগণ অন্ন হইতে উৎপন্ন ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহা হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু আর নাই এবং উহা দান হইতে মহাপুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। বায়ু চালিত অশ্বত্থ-পত্রাগ্র-ভাগ সংলগ্ন বারিবিন্দুবৎ ক্ষণপতনশীল জীবন প্রাপ্ত হইয়া অন্নাদি দান না করিলে উহা ব্যর্থ করা হয় ; ধর্ম্মই পরলোকের সহায় হন, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণ এবং ধন সম্পত্তি ও যৌবন ইহকালে হিতসাধনে সমর্থ কিন্তু পরলোকে সাহায্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক মরণকেও ধর্ম্মকার্য্য বলা যায়, অতএব অতিথি বঞ্চন পূর্ব্বক অন্ন ভোজন দ্বারা আমাদের ফল কি হইবে ?” করুণানিধি ধর্ম্মাত্মা আকথ ভার্য্যা সুশোভনার এবম্বিধ সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া উভয়ে মিলিয়া সেই অন্নগুলি হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণকে দান করিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণ অতিথিকে ভগবান শঙ্কর স্বরূপ ভাবিয়া তাঁহার জানু, জঙ্ঘা, গুল্‌ফ ও পদতল প্রক্ষালন করিয়া গৃহাঙ্গণে আনয়ন পূর্ব্বক পাদ সন্ধি উন্মোচন করতঃ তাঁহাকে আস্তৃত আসনে উপবেশন করাইলেন, এবং সম্যক অর্চ্চনা পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপ ভোজন করাইলেন। তদনন্তর বিকলাঙ্গ দ্বিজ, শিবমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক

তাঁহাদিগকে কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে বর দিবার জন্য আগমন করিয়াছি তোমরা উভয়ে ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।" তখন আকথ ও তৎ-পত্নী নিরতিশয় হৃষ্টচিত্তে শিবপদে প্রণিপাত পূর্ব্বক তৎপদ-ভক্তিরূপ বরই প্রার্থনা করিয়া শিবলোক প্রাপ্ত হইলেন।

চিত্রাঙ্গদা, বেদবতী, দেববতী, দময়ন্তী ও নন্দয়ন্তী

ইহারা সকলেই পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিতা অপ্সরা কন্যা ও প্রিয় সখী এবং সতীর্থ তাপসব্রতচারিণী, ইহাদের কার্য্য কলাপ ও জীবনী একত্রে বিজড়িত, সেজন্য একত্রে লিখিত হইল।

ইহাদের মধ্যে চিত্রাঙ্গদাই প্রধানা, কিন্তু রূপেগুণে সকলেই সমান, চিত্রাঙ্গদা বিশ্বকর্ম্মার কন্যা, অপ্সরা প্রধানা ঘৃতাচী ইহার মাতা, পতির নাম মহারাজ সুরথ।

বেদবতী—ইনি গন্ধর্ব্বরাজ কন্দরমালীর কন্যা, ইহার মাতাও অপ্সরা ঘৃতাচী; ইহার পতির নাম মহর্ষি জাবালী। অনেক অলৌকিক বিদ্যায় বেদবতীর গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

দেববতী—ইনি গন্ধর্ব্বরাজ পর্জ্জন্যের কন্যা, মহারাজ শকুনি ইহার প্রিয় পতি; ইনি সর্ব্ববিদ্যায় অতিশয় জ্ঞানবতী পরম সাধ্বী ছিলেন।

দময়ন্তী—ইহার পিতা গন্ধর্ব্বরাজ গুহ্যকেন্দ্র, ইহার মাতার

নাম অপ্সরা প্রম্লোচা, ইহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া মহর্ষি মুদ্‌গল ঋষি বর দিয়াছিলেন "তুমি সর্ব্ববিদ্যায় শিক্ষিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া মহারাজ মহিষী হইবে কিন্তু কন্যাবস্থায় মহাঘোর সংকটে পতিত হইবে।" ইহার পতির নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন।

নন্দয়ন্তী—ইনি মহামুনি ঋতধ্বজের কন্যা, মহামুনি গালব ইহার আরাধ্য পতি; ইনি অপ্সরীসাধনা বিদ্যাবলে তপোবনে কৃষি, গোধন ও রত্নরাজির বৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন।

চিত্রাঙ্গদা সখীগণ সহ হিমালয় সানুদেশে তপোনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তৎকালে মহারাজা সুরথ তাহার বিশ্ব-বিমোহন রূপ দর্শন করিয়া বিমোহিত হন এবং চিত্রাঙ্গদাও আকৃষ্ট হইয়া মনে মনে আত্মদান করেন। তাঁহার পিতা বিশ্বকর্ম্মা পিতাকে অবজ্ঞা করিয়া স্বাধীনেচ্ছায় সুরথকে বরণ করায় কন্যাকে শাপদান করিয়া বলেন "তোমার বহুকাল বিবাহ হইবে না, এবং বহু কষ্ট ভোগ করিতে হইবে"। ইনি বিষময় জীবনে বিশ্রদ্ধ হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন, সখী-গণ কাঞ্চনাক্ষী নদীর জলে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া একটু দূরে যাওয়া মাত্রই চিত্রাঙ্গদা প্রাণ ত্যাগ করিতে নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে প্রবলস্রোতা নদী অগাধ স্রোতে প্লাবিত করিয়া দূরে লইয়া গেল। সখীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে বনাভ্যন্তরে গমন করিলেন। এদিকে ঐ নদী অচেতনাবস্থায় চিত্রাঙ্গদাকে এক যোজন দূরে মহানদী গোমতীতে নিক্ষেপ করিল, মহা-দেবীরূপা গোমতী কন্যার ভবিতব্যতা পরিজ্ঞাত হইয়া নদীতীরে

বৃক্ষ মূলে তাহাকে চৈতন্য দান করিলেন। তখন গগন বিহারী এক গুহ্যক তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, "সুভগে। তুমি স্থির হও, তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হইবে তুমি সুরথকে পতি পাইবে, আমি তোমাকে কালিন্দির দক্ষিণ তীরে শ্রীকণ্ঠ সদনে দেবদেবের আরাধনা করিতে আদেশ করিতেছি, গুহ্যকপ্রবর সত্বর গমনে তাহাকে উপনীত করিলেন। তথায় মহর্ষি ঋতধ্বজ কন্যার অবস্থা অবগত হইয়া বিশ্বকর্ম্মা কন্যার ঈপ্সিত পতি-প্রেমে বাধা দেওয়ায় তাহাকে কপি হইতে শাপ দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা কপি হইয়া এই সখীগণকে এবং ঋতধ্বজের পুত্র জাবালিকেও হরণ করিয়া পর্ব্বত শিখরে বন্ধন করিয়া রাখিল। ঋতধ্বজ নিজপুত্র ও গুহ্যকের কন্যা প্রভৃতিকে প্রবল বানর হরণ করিয়া বিভিন্ন স্থানে নিক্ষেপ ও বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে জানিয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য মহারাজ ইক্ষাকুর নিকট (সপ্ত গোদাবরীতে) প্রার্থনা করিলে ইক্ষাকু তাহার পুত্র শকুনিকে নিযুক্ত করিলেন। শকুনির তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরজালে বৃক্ষাদি খণ্ড খণ্ড হইয়া নদীতে পড়িলে ও বন্ধন মুক্ত হইলে বৃক্ষশাখা সহ জলে ভাসমান হইয়া রহিল, বিশেষত ঋতধ্বজ পুত্রের বন্ধন জটায় নিবদ্ধ হইয়া রহিল। তখন ঋতধ্বজকে শকুনি বলিলেন "আমি ঐ বানরকে এক বাণেই নিধন করিব"। ঋতধ্বজ বলিলেন 'আমি কাহাকেও নিধন করিয়া কিংবা দুঃখ দিয়া আমার পুত্রের মুক্তি চাই না, নরহত্যার মত পাপ নাই। তুমি নিবৃত্ত হও। তৎকালে চিত্রাঙ্গদা মহামুনির নিকট স্বরচিত স্তব

পাঠ করিতে করিতে প্রার্থনা করিল "আমার পিতার পাপ মোচন করুন"। মুনি সহাস্য বদনে তথাস্তু বলিবা মাত্রই ঐ কপি দেব-বিশ্বকর্ম্মার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মুনিকে প্রণাম করিয়া বলিল "আমি এখনই মুনিপুত্র ও কন্যাদ্বয়ের বন্ধন মুক্তি দিতেছি। চিত্রাঙ্গদা পিতার স্বর্গীয় দেবমূর্ত্তি দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিল। মুনিপুত্র জাবালী ও কন্যাগণ তথায় সমানীত হইল। তথায় স্বর্গীয় দুন্দুভী নিনাদিত হইল। গুহ্যক, পর্জ্জন্য ও মন্দরমালী ঋতধ্বজের আদেশে দেব ঋষি গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ এবং স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তথায় সমাগত হইলেন। সেই পুণ্য স্থানে সপ্ত গোদাবরী তীরে মহাদেব শ্রীকণ্ঠের মন্দির প্রাঙ্গণে এই পঞ্চসতীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন করিতে ইক্ষাকু নাভাস প্রভৃতির অনুমতি গ্রহণে দেবরাজ ইন্দ্র ইন্দ্রদ্যুম্নকে আদেশ দিলেন। কন্যাদের পিতৃগণ অতীব আনন্দ সহকারে দেব ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া কন্যাগণকে স্নেহালিঙ্গন করিলেন, কন্যাগণ পিতৃগণের চরণ বন্দনা করিলেন। চিত্রাঙ্গদা বাষ্প লোচনে অশ্রু মোচন করিতে করিতে রুদ্ধকণ্ঠ হইলেন। তখন ঋতধ্বজ কহিলেন, "এই তোমার পিতা, তিনি এইস্থানে দেবরূপে দণ্ডায়মান আছেন। তুমি বিষণ্ণ হইওনা।" মুনির বাক্য শুনিয়া তাহার ব্রীড়া বেশ উপহত হইল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হায় আমি দুষ্পুত্রী জন্মিয়াছি বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে। হে মহর্ষে, পাপবশে আমার চেতনা উপহত হইয়াছে আমাকে পরিত্রাণ করুন। আমি মৃত্যু বরণ করিব, আমাকে অনুজ্ঞা করুন।" মুনি কহিলেন পুত্রী, তুমি বিষণ্ণ হইওনা, তোমার

বিনাশ নাই। তখন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই হাটকতীর্থে দেবঋষি-গণ সভায় ঋতধ্বজকে কহিলেন "ব্রাহ্মণ জাবালীকে কন্দরমালীর পুত্রী বেদবতীকে সম্প্রদান করুন। দেববতীর সহিত রাজকুমার বীর অতি রূপ গুণবান শকুনির বিবাহ হউক। সতী চিত্রাঙ্গদাকে মহারাজ সুরহের করে সম্প্রদান করুন। আর গন্ধর্ব্বরাজ গুহ্যকের কন্যা দময়ন্তীকে আমাতেই সম্প্রদান করুন। আর আপনার কন্যা নন্দয়ন্তীকে মহর্ষি গালবের করে সম্প্রদান করুন।"

মনু পুত্রের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে যথাবিধানে হুতাশনে আহুতি দিয়া মহর্ষিগণ হোম করিয়া হর্ষভরে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের গান নৃত্য ও দেব দুন্দুভি দ্বারা এই পঞ্চ সতীর বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হইল। সুরগণ বর্ষে বর্ষে এই সন্ত গোদাবরীতে উপস্থিত হইবেন বলিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। বেদবতী ও নন্দয়ন্তী ইহারা মুনিপত্নী হইয়াও এক একখানি তপোবনকে লক্ষ লক্ষ লোকের আহার, সুখাদ্য ও আশ্রয় দানের উপযোগী করিয়া কৃষিক্ষেত্র রূপে সর্ব্ব শস্য ও ফলমূলের স্বাভাবিক উৎপন্নের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা সর্ব্বকার্য্যেই স্বামীর সেবা ও সহযোগিতা করিতেন।

চিত্রাঙ্গদা, দময়ন্তী ও বেদবতী ইহারা রাজপত্নী হইয়াও তাপস ভাবে আপন আপন পতিগণকে অহিংস ভাবে তপঃপরায়ণ হইয়া সত্যে স্নেহে ও ভালবাসা বিলাইয়া রাজ্য শাসনে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছিলেন। তাঁহারা মহাবীর হইয়াও সানন্দে অস্ত্র ত্যাগ

করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে নরহত্যা মহাপাপের স্থষ্টি হয় নাই। অদৈন্য, অহিংসা মিথ্যা অনাচার ও দুঃখ পরিদৃষ্ট হইত না। সতী-পত্নীদের পতিসেবায় ও তপশ্চরণে রাজ্যে সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। অন্তিমে স্বামিগণ সহ বানপ্রস্থে গমন করিয়া দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন।

গুণকেশী

ইনি রূপে গুণে পাতিব্রত্যে ও তপোনুষ্ঠানে অতীব প্রশংসা লাভ করিয়া স্বামীর মৃত্যু বারণ করিয়াছিলেন।

ইহার পিতার নাম দেবরাজের সারথি ও প্রিয়সখা মাতলি, স্বামীর নাম নাগাধিপতি সুমুখ।

মাতলি ইহাকে শিক্ষা ও তপশ্চরণ জন্য মহামুনি বিশ্বামিত্রের তপোবনে প্রেরণ করেন। গুণকেশী সর্ব্বতোভাবে মুনির নির্দ্দেশানুযায়ী শিক্ষা, শুশ্রূষা ও তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

একদা ধর্ম্মরাজ বিশ্বামিত্রকে পরীক্ষার জন্য বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া ভোজনেচ্ছায় মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া চরু পাক করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজ অপেক্ষা না করিয়া অন্য তাপসগণের অন্ন ভোজন করিয়া ক্ষুধা শান্তি করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র অন্ন আনিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্ম বলিলেন "আমার ভোজন হইয়াছে অবস্থান কর" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রশংসিত ব্রতানুষ্ঠায়ী বিশ্বামিত্র তাঁহার কথানুসারে ঐ স্থানে বাহুযুগল দ্বারা ঐ অন্ন পাত্রটী মস্তকে ধারণ করিয়া বায়ু ভক্ষণে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন।

তখন তাপসী কন্যা গুণকেশী মুনির সর্ব্বপ্রকার শুশ্রূষা ও অর্চ্চনা করত ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে এক অতিকায় সর্প কন্যাকে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতে তাহার চতুর্দ্দিকে বহু দূরস্থান বেষ্টন করিয়া কন্যাকে দেবভাষায় বায়ু ভক্ষণ বিদ্যা শিক্ষা দিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ শক্তি দিয়াছিলেন। কুমারী কন্যা তাহার স্নেহ ও অপূর্ব্ব বায়ু ভক্ষণ শক্তি লাভ করিয়া তাহাতে আত্মদানের সংকল্প স্থির করিলেন। এইরূপে সাত বৎসর বিগত হইলে, পুনরায় ধর্ম্মরাজ তথায় বশিষ্ঠের বেশে আগত হইয়া দেখিলেন,—ধীমান্ বিশ্বামিত্র সমীরণ ভক্ষণ করিয়া অন্নপাত্র মস্তকে স্থানুর ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছেন। তাহার পার্শ্বে গুণকেশীকেও ধ্যানমগ্না দেখিলেন। ঐ অন্ন উষ্ণ ও অভিনব রহিয়াছে, ধর্ম্মরাজ সমাদরে তাহা ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন "তুমি ক্ষত্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছ।" কন্যাকে বলিলেন, "তুমি চিরজীবী পতি লাভ করিবে, তোমার শুশ্রূষা ও অর্চ্চনায় মুনিবর নিরাপদ রহিয়াছেন এবং এই সর্প হিংসা ত্যাগ করিয়া ইহাদিকে রক্ষা করায় ইহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারিবেনা।" এই বলিয়া ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলেন।

একদা পাতালপুরীতে দেবর্ষি নারদের সংগে মাতলির দেখা

হইলে তিনি একটি রূপবান অতীব জ্যোতির্ময় যুবককে দেখাইয়া বলিলেন, "মুনে! এই অপূর্ব্ব যুবাটী কে? কোন্ ভাগ্যধর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এই গুণকেশরী যুবক আমার গুণকেশী কন্যার মনোনীত সুপাত্র বলিয়া আমার মনে একান্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে, আপনার অভিলাষ হইলে ইহার পরিচয় লইয়া আপনি প্রস্তাব করুন।'

নারদ কহিলেন, ইনি ঐরাবত কুলে উৎপন্ন সুমুখ, আর্য্যক নাগের পৌত্র হওয়ায় তোমার কন্যার উপযুক্তই বটে। অমনি মহর্ষি নাগরাজকে বলিলেন, হে আর্য্যক, আমার সঙ্গীয় এই মহাত্মা মাতলি দেবরাজের সারথি ও সখা, ইহার সুরূপা ও সুশীলা, তাপসব্রত-পরায়ণা অতীব পুণ্যবতী গুণকেশী নামে একটি কন্যা আছে, তোমার পৌত্র সুমুখের হস্তে সম্প্রদান করিতে উহার বাসনা, তোমার কি মত তাহা বল।"

আর্য্যক নারদের বাক্য শ্রবণে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে আক্রান্ত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনার এই বাক্য আমার মনঃপূত হইয়াও হইতে পারিতেছে না, যিনি ইন্দ্রের সখা তাহার সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিতে কাহার না ইচ্ছা হইতে পারে? বিশেষতঃ কন্যাটিও সুন্দরী সুলক্ষণা বিদ্যাশীলা ধর্ম্মপরায়ণা ও পবিত্রা কিন্তু যে কারণে বিবাহ হইতে পারে না তাহারই দুর্ব্বলতা আমাকে বিব্রত করিতেছে। সুমুখের জনক আমার পুত্র, গরুড় দ্বারা নিহত হওয়ায় আমরা শোকার্ত্ত, তাহাতে আবার নিষ্ঠুর বিহঙ্গ বলিয়া গিয়াছে "আগামী মাসে সুমুখকেও ভক্ষণ করিবে।" তাহাতে আমার আর

হর্ষের কিছুই নাই, বিষাদের ভীষণ ভাবনা অস্থির করিয়া রাখিয়াছে।” মাতলি বলিল, আমার কন্যাও মনে মনে তাহাকেই বরণ করিয়াছে, সে তাহা কিছুতেই পরিবর্ত্তন করিবেনা। কন্যা বিশ্বামিত্রকে সেবা করিয়া ধর্ম্মরাজের স্নেহভাজন হইয়াছিল। তিনি তাহাকে বলিয়াছেন, “তুমি চিরজীবী পতি লাভ করিবে এবং এ ভুজঙ্গ অহিংস হইয়া দীর্ঘকাল তোমাকে ও মুনিবরকে রক্ষা করার পুণ্যবলে তাহাকে কেহ হিংসা করিয়া বিনাশ করিতে পারিবেনা। ধর্ম্মের বাক্য অব্যর্থ, সুতরাং আমার কন্যার সহিত পরিণয় হইলে সুমুখ অমৃত পান করিয়া চিরজীবী হইবে।

এবিষয় আমি এক পরামর্শ স্থির করিয়াছি। আর্যক তাহার পৌত্র সহ আপনাকে ও আমার কন্যাকে সমভিব্যাহারে দেবরাজ সমীপে গমন করুন্।” তাহার বাক্য শ্রবণে সানন্দে তথাস্তু বলিয়া সকলকে নিয়া দেব সভায় উপস্থিত হইয়া দেবরাজের নিকট সমস্ত বর্ণনা করিলেন। কন্যা দেবোদ্যানে নির্জ্জনে ভগবান বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র দত্ত অব্যর্থ স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে দৈববাণী হইল “স্থির হও, তোমার আরাধ্য পতিকে অমৃত পান করাইতেছি।” গুণকেশী দৈববাণী শ্রবণে আনন্দে ধ্যানভঙ্গ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ স্তব করিলেন।

এমনি সময় ভুবনেশ্বর বিষ্ণু দেবসভায় উপস্থিত হইয়া দেবরাজকে কহিলেন, “হে পুরন্দর তুমি এই ভুজঙ্গপতি সুমুখকে অমৃত দান করিয়া অমরগণের সমান কর।” পুরন্দর বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণে গরুড়ের প্রতাপ বিচার বিষ্ণুকে বলিলেন, আপনিই অমৃত দান

করুন। বিষ্ণু বলিলেন "তুমি চরাচর সর্ব্ব লোকের অধীশ্বর, তুমি দান করিলে কে তাহা অন্যথা করিতে পারে? বিশেষতঃ এই তাপসীর পতিকে রক্ষা করা তোমার প্রধান কর্ত্তব্য এই পতিব্রতপরায়ণাকে অবৈধব্যা রাখা দেবরাজেরই সুবিচার ধর্ম্ম। বিষ্ণুর বাক্যে দেবরাজ ইন্দ্র সুমুখের চিরজীবন লাভের বরদান করিয়া অমৃত প্রদান করিলেন। সুমুখ তাহা পান করিয়া অতীব সুন্দর হইলেন এবং দেবতার ন্যায় অমরত্ব লাভ করিলেন। তৎপর যথা নিয়মে তাহাদের পরিণয় উৎসব সম্পন্ন হইল। বিষ্ণুর নির্দ্দেশে গরুড় সুমুখের প্রতি হিংসা ভাব ত্যাগ করিলেন। গুণকেশীর সতীত্ব ও তপসাধনায় সকলে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সতী পতির সঙ্গে ছায়ার ন্যায় পুণ্যময় তপোবনে প্রবেশ করিয়া তপোনুষ্ঠানে নিরত হইলেন।

মুক্তকেশী

ইনি তপঃসিদ্ধ মহারাজ পৌষ্যের সাধ্বী পত্নী, তিনি সর্ব্বদা পতিকে বিষ্ণু তুল্য ভক্তি করিতেন, তিনি পতিভক্তি বলে স্বামী ও উতঙ্ক মুনির শাপ মোচন করিয়াছিলেন।

একদা আয়ুদ ধৌম্য মুনির শিষ্য উতঙ্ক মুনি বহু শাস্ত্র জ্ঞান লাভ করিয়া গুরুকে দক্ষিণা লইতে বলিলে মহামুনি ধৌম্য বলিলেন "তোমার উপাধ্যায়িনীর নিকট যাও।" উতঙ্ক গুরুপত্নীকে বলিলে, তিনি বলিলেন, "তুমি মহারাজ পৌষ্যের পত্নী পতিব্রতা মুক্তকেশীর

কর্ণযুগলে যে অপূর্ব্ব কিঙ্কিনী মণিকুণ্ডলদ্বয় আছে তাহা আমাকে দক্ষিণা দেও, আমি সেই দুর্লভ কুণ্ডলদ্বয়ে শোভমান হইয়া চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণগণকে পরিবেশন করিব।” তাঁহার বাক্যানুসারে মুনিবর উতঙ্ক রাজপুরীতে গিয়া মহারাজার নিকটে রাণীর কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিলে রাজা কহিলেন “আপনি অন্তঃপুরে যাইয়া আমার পত্নীর নিকট প্রার্থনা করুন।” তৎপর মুনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজপত্নীকে দেখিতে না পাইয়া রাজাকে বলিলেন, “আপনি সত্যশীল হইয়াও আমাকে বঞ্চনা করিলেন, অন্তঃপুরে আপনার ধর্ম্মপত্নী নাই”। অন্তর্যামী রাজা কহিলেন “আপনি অশুচি ও তমোভাবান্বিত অবিশ্বাসী তাই সেই পতিব্রতার দর্শন পান নাই, আপনি পাপযুক্ত দেহ ও মনের শুদ্ধি সাধনা করিয়া গেলেই তাহাকে দর্শন করিতে পারিবেন। মুনি তৎক্ষণাৎ তাহার দেহের অশৌচত্ব স্নানাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া পবিত্র ভাবে ভক্তিভরে পুনরায় প্রবেশ করিয়া সেই পতিব্রতার সাক্ষাৎ পাইয়া রাণীর কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। সতী মুক্তকেশী প্রীতচিত্তে কর্ণ হইতে কুণ্ডল মোচন করিয়া সমর্পণ করিলেন। তৎপর উতঙ্ক রাজাকে বলিলেন, এই কুণ্ডলদ্বয় পাইয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। রাণী বলিয়া দিয়াছেন, নাগরাজ তক্ষক এই কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করেন, অতি সাবধানে রাখিবেন আমি এখনই বিদায় হইব।”

রাজা বলিলেন, “আপনি ভোজন করিয়া যান, ক্ষণকাল বিলম্ব করুন্।” মুনি বলিলেন, “আমার অপেক্ষার সময় নাই

প্রস্তুত অন্নই দিন।” রাজা মুনির বাক্যানুসারে পূর্ব্ব প্রস্তুত অন্নই ভোজনার্থে দিলেন। উতঙ্ক শীতল ও কেশযুক্ত অন্ন দেখিয়া অশুচি বোধ করিয়া পৌষ্যকে কহিলেন, তুমি আমাকে অশুচি অন্ন দিয়াছ, এজন্য তুমি অন্ধ হইবে। তখন পৌষ্য কহিলেন, “তুমি অদূষ্য অন্নে দোষারূপ করিয়াছ সেজন্য তুমি নিঃসন্তান হইবে।” সতী অন্তঃপুর মন্দিরে স্বামীপূজায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তিনি সব অবগত হইয়া তথায় আসিয়া উভয়কে সান্ত্বনা ও সত্য বাক্যে প্রবুদ্ধ করিলেন।

মুনিকে বলিলেন, “আপনি সংযম করিয়া ধ্যান করুন্ কাহার দোষ ; ঐ যে তক্ষক এই কুণ্ডল হরণ করিতে আপনার অন্নে কেশ নিক্ষেপ করিয়া গর্ত্তে কুণ্ডল নিয়া পলায়ন করিতেছে, কারণ নির্দ্দোষ রাজাকে শাপদানে আপনার ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমার পতি-দেবতাও ক্ষত্রিয়ত্ব বশতঃ আপনাকে অভিশাপ দিয়াছেন। উভয়ই অকারণ জাত ; সত্বর আমি সেবা সেবা বলে আপনাদের শাপমুক্তি প্রার্থনা করিতেছি। মুনি বলিলেন, “আমার শাপ ব্যর্থ হইবেনা, অহোরাত্র মহারাজ অন্ধ থাকিয়া পরের দিন দিব্যনেত্র লাভ করিবেন।” তখন সতী বলিলেন, আপনার প্রতি যে অপুত্রের অভিশাপ তাহাও তিন বৎসরের পর বিদূরিত হইবে। আমার স্বামী তাহা প্রত্যাহার করিলেন, আপনি পূর্ণ ভোজন করুন। মুনি সতীর কৃত অন্ন ভোজন করিয়া প্রীত হইলেন। কিন্তু মুনি তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় হারাইয়া অস্থির হইলেন। সর্ব্বশক্তিপরায়ণা সতী মুনিকে বলিলেন,

"এই যে সূক্ষ্ম গর্ত্ত দেখুন, উহা দিয়াই তক্ষক কুণ্ডল হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।" মুনি দণ্ড দ্বারা খুঁড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। মুক্তকেশী বলিলেন, "দেবরাজ ইন্দ্র ব্যতীত তক্ষক হইতে কেহ ইহা উদ্ধার করিতে পারিবে না, আমি তাঁহাকে আরাধনা করিয়া আনিয়া দিতেছি, আপনি তাঁহার সাহায্যে উদ্ধার করুন্।"

সতী তপোবলে ধ্যানযোগের আবাহন করিলেন, দেবরাজ তথায় উপস্থিত হইয়া অস্ত্রাদি দ্বারা পাতাল প্রবেশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া তক্ষক হইতে কুণ্ডলদ্বয় আনিয়া মুনিকে সমর্পণ করিলেন। মুনি গুরুপত্নীকে তাহা দান করিলেন। সতী মুক্তকেশী সুদীর্ঘ কাল স্বামীপদসেবা করিয়া স্বামী সহ তপশ্চরণ করিয়া যোগাবলম্বনে একযোগে বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিলেন।

প্রমদা বা প্রমদ্বরা

ইনি অতি রূপবতী, দয়াবতী, গুণবতী ও পতিব্রতা সতী ছিলেন। ইনি সর্ব্বভূতের হিতে রত মহর্ষি স্থূলকেশ মুনির পালিতা কন্যা। গন্ধর্ব্বপতি বিশ্বাবসুর ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। মহর্ষি রুরু ইহার পতি। ইনি অত্যন্ত দয়াবতী ছিলেন, আপনার প্রাণের বিনিময়ে সৌরবিজ্ঞান বিদ্যায় অন্যের জীবন দান করিতেন। অহিংসাই ইহার প্রধান ধর্ম্ম, পতি-সেবার ন্যায় নিত্যপালনীয় ছিল।

মহাত্মা স্থূলকেশ ঋষি একদা তাহার আশ্রম প্রান্তে চন্দ্রভাগা নদী তীরে সদ্যঃপ্রসূতা এই কন্যাকে প্রাপ্ত হন এবং ধ্যান বলে তাহার পিতামাতার পরিচয় পরিজ্ঞাত হন। তিনি মাতা মেনকাকে নিষ্ঠুরা ও নিরপত্রপা বলিয়া ভৎর্সনা করিয়া কন্যার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে আনিয়া সুত নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া সর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা দেন, এই শিক্ষার উচ্চতম অংশই ছিল অহিংসা, বিদ্যা ও দয়া ধর্ম্ম।

একদা দধীচির পৌত্র রুরুমুনি এই সর্ব্বগুণ সম্পন্না রূপবতী কন্যাকে দর্শন করিয়া বয়স্য দ্বারা আপনার পিতা প্রমতি মহারাজকে ও কন্যার প্রতিপালক পিতা মহামুনি স্থূলকেশের নিকট পরিণয় প্রার্থনা জানাইলেন।

তাহারা উভয়েই সম্মত হইলেন, এবং আগামী উত্তরফাল্গুণী নক্ষত্রে বিবাহের দিন স্থির হইল। ইতিমধ্যে ক্রীড়াকালে এক বিষধর সর্পের লাঙ্গুলে পদচালনা করায় কন্যার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ ভুজঙ্গ কন্যাকে দংশন করে, কন্যা তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে মৃতবৎ পতিত হন। তথায় প্রমতি, স্থূলকেশ, শঙ্খ, মেখল, ভরদ্বাজ, স্বস্ত্যাত্রেয়, কশিক, উদ্দালক, কঠ, শ্বেত, গৌতম, কৌলকুৎ, আষ্টিকসেন ও রুরু প্রভৃতি মুনিগণ কন্যাকে সর্প বিষাঘাত হইতে রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া শোকাকুল হন। তখন রুরু নির্জ্জনে প্রস্থান করেন। তিনি স্বগত বলিতে লাগিলেন "যদি আমি ধর্ম্ম ও সত্য হইতে বিচলিত না হইয়া থাকি, যদি একমাত্র প্রমদ্বরাই যদি আমার প্রার্থনীয়া হয়, যদি আমি দানে ও গুরুজনের

পরিচর্যায় ব্রতনিষ্ঠা পালন করিয়া থাকি তবে আমার প্রাণ স্বরূপ প্রিয়া জীবিত হউন"। তৎকালে সেখানে দেবদূত আসিয়া বলিলেন "হে ধর্ম্মন্ রুরো, আপনার শোক অকারণ, যাহার আয়ু নাই তাহার পুনর্জ্জীবন হয় না, এই কন্যা স্বর্গের অপ্সরা মেনকার গর্ভসম্ভূতা বিশ্বাবসুর ঔরসজাতা মহর্ষি স্থূলকেশের পালিতা ও তপোনিরতা সুশীলা জ্ঞানবতী দেবী, ইহার দেহ পবিত্র স্বামীদেহে সংযোজিত; তুমি যদি তোমার প্রিয়াকে নিজের পরমায়ুর অর্দ্ধেক দান কর তাহা হইলে তোমার ভার্য্যা পুনর্ব্বার উত্থিত হইবে।' রুরু দেবদূতের অলৌকিক বাক্যে পুলকান্বিত হইয়া দেবদূতের আনুকুল্যে তাহার অবশিষ্ট পরমায়ুর অর্দ্ধেক দান করিলেন। দেবদূত ধর্ম্মরাজের অনুমতি ক্রমে প্রমদার প্রাণে তাহা সংযোগ করিয়া দিলেন। তখন মুনিগণের সম্মুখে কন্যা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় পূর্ব্বজ্যোতিতে উত্থিতা হইলেন। সভায় আনন্দধ্বনি ঝঙ্কারিত হইল।

ভার্য্যার জন্য রুরুর অর্দ্ধেক পরমায়ু ক্ষয় হওয়ায় তাহার তেজরাশিও কিয়ৎপরিমাণে ম্লান ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তৎপর এই স্থানেই উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র সমাগত হইলে তাহাদের পরিণয় যথা-শাস্ত্র বিধিমতে সম্পন্ন হইল। তখন সেই মহামনস্বিনী কন্যা আপনার প্রাণে আয়ু সঞ্চার কালীন সৌরবিজ্ঞান ক্রিয়ার কৌশল পিতা স্থূলকেশের বিদ্যা জ্ঞানের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

নবদম্পতি পরম সুখে নব শষ্পদলযুক্ত বিচিত্র সরোবর ও নদীর তটদেশ বিস্তৃত তপোবনে তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রমদা

সর্ব্বপ্রকারে স্বামীর তুষ্টি সাধন ও জীবের সেবায় আত্মদান করিলেন। স্বামীকে তিনি মুনি ধর্ম্মের প্রধান প্রধান বিষয়ে কর্ত্তব্যগুলি স্মরণ করাইয়া দিতেন। তিনি ইহাও বলিতেন যে, দেব ত্রিদণ্ডও জীবপীড়ায় প্রয়োগ করা উচিত নয়। অহিংসাই আমাদের ধর্ম্ম। মুনি কহিলেন "তোমাকে সর্পে বিনাশ করিয়াছিল তথাপি আমি শত্রু হনন করিব না? কেবলই সর্প ব্যতীত অন্য কোথায়ও দণ্ড পতিত হয় না, পাপ বধে পাপ নাই সাপ আর শঠ দুষ্টপদ বাচ্য। সতী অতি সুবিনয়ে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন "স্বামিন আমিইত আগে সাপের গায়ে পদচালনা করিয়াছিলাম আমায় দণ্ড দিন্।" মুনিরাও হাসিতে হাসিতে প্রমদাকে বলিলেন, শুন আজ অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছে; আমি এক বৃদ্ধ ডুণ্ডুভ সর্পকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে সর্প বলিল, "আমিত তোমার কোনও অপরাধ করি নাই, আমি বিষহীন ডুণ্ডুভ আমাকে মুনি হইয়া বধ করিবেন কেন?" তোমার মত ধর্ম্মশাস্ত্র-বিশারদ মুনির পক্ষে অতি ভীষণ পাপ, অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ হইয়া কখনই হিংসা করিবেন না। আপনি শুনুন, আমিও ব্রাহ্মণ, একদা বাল্যকালে কৌতুক বশতঃ আমার অতি প্রিয় সখা যখন শাস্ত্রপাঠে নিরত ছিলেন তখন তাঁহাকে ভয় জন্মাইবার জন্য তৃণ দ্বারা এক সর্প তৈয়ার করিয়া তাঁহার মস্তকোপরি ধারণ করিয়াছিলাম, তিনি তাহাই সত্য সর্প ভাবিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। বেদপাঠ ভঙ্গ হয়, আমি কৌতুকে হাস্য করিতে থাকি, তিনি আমার বন্ধু হইলেও শাপ দেন, তুমি

বিষহীন সর্প হও, তুমি আমাকে নির্জ্জর সর্প দেখাইয়াছ।” আমি বহু অন্যায় স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা প্রার্থনা করি। তিনি বলেন, “শাপ মিথ্যা হইবে না, তবে তুমি যখন মহামুনি রুরু কর্ত্তৃক দণ্ড ভীত হইয়া ভীত হইবে এবং তুমি তাঁহাকে জানিতে পারিবে তখনি পূর্ব্ব দ্বিজমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। মুনিও তদবধি সাপ বধে বিরত হইবেন।” দেখিতে দেখিতে মুনিবর সর্প দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য দ্বিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে বলিলেন, “আপনার আশ্রমে এক তাপসী আছেন তিনি নিহত সর্পের প্রাণ দান করেন। আমি আপনাকে বলিতেছি, ব্রাহ্মণ কখনও জীবহিংসা করেন না, আপনি জীবহিংসা পরিত্যাগ করুন।” এই বলিয়া মুনিবর অন্তর্হিত হইলেন। তুমিও তাহাই বলিতেছ; আজ হইতে তাহাই হইবে। তুমিই কি সেই সর্প কথিত তাপসী? আমা কর্ত্তৃক মৃত সর্পের প্রাণ দিয়াছ? তোমার কত আয়ুক্ষয় হইয়াছে? প্রমদা অতি মধুর বাক্যে বলিলেন, “এই দীর্ঘ আয়ুর কিছু ক্ষুদ্রতম অংশ যাহা মুনিদের এক দিবসেরও নয় তাহাই মাত্র ব্যয় হইয়া থাকিবে।”

তদবধি প্রমদার উপদেশে জীবহিংসা পরিত্যাগ করিলেন, মুনিও পত্নীকে উপাধ্যায়িকার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা পুত্রার্থে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া উভয়ে কঠোর তপস্যা করিয়া সুপুত্র লাভ করেন। পুত্রের নাম “শুনক” রাখিলেন, ইনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও পরম ধর্ম্মবিৎ ছিলেন।

তৎপর প্রম্বরা স্বামীসহ বানপ্রস্থে তপস্যা করিয়া যোগাবলম্বনে বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

অহিংসা

ইনি মহামুনি ধর্ম্মাংশাজাত বহবৃচ ব্রাহ্মণের সাধ্বী পত্নী। ইনি বহুকাল নিষ্ঠাবতী হইয়া একাগ্র চিত্তে ভগবানের তপস্যা করিয়া পুণ্যবান পুত্র প্রার্থনা করেন। ভগবান জগৎপতি তাঁহার গর্ভে অংশাবতার রূপে নর ও নারায়ণ রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। মহামুনি বহবৃচ সতীর অলৌকিক ঐশভক্তি ও পাতিব্রত্যে পরিতুষ্ট হইয়া প্রত্যহ নিশীথে নির্জ্জনে গর্ভাবস্থায় পবিত্রগীনা পত্নীর সহিত ধর্ম্মালাপ বেদচর্চ্চা, নীতি বিজ্ঞান, তপশ্চরণ, শাস্ত্রালোচনা ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহতাদি পুত্রদের শিক্ষাদান বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। তৎকালে সতীর পুত্রগণ মাতৃগর্ভেই বহুদিন থাকিয়া বেদাদি শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিতেন এবং তাহারা জাতিস্মর হইতেন। পবিত্র চরিত্র সতী নারীদের গর্ভেই ঐ প্রকার ধীমান্ সৎপুত্র দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণ যুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইত।

মহাসতী অহিংসার গর্ভে ঐরূপ লক্ষণ যুক্ত নর ও নারায়ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মাতৃ গর্ভের শিক্ষাই পরম শিক্ষা হইয়াছিল।

তাঁহারা মাতৃবাক্যই পরম মন্ত্র ভাবিতেন, মায়ের আশীর্ব্বাদ ও নির্দ্দেশ লইয়াই তপস্যায় যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলে

পুত্রদ্বয়কে আশীর্ব্বচনরূপ বরদান করিয়া অহিংসা বলিলেন, "হে বৎসদ্বয়, তোমরা দৈব জৈব বৈর শোক দুঃখ যাবতীয় বিপৎপাত হইতে নিরাপদ হইবে, বনে, রণে মনে কোথায়ও পরাজিত হইবেনা কিন্তু ভক্তি-বন্ধনে তোমরা পরিবদ্ধ হইবে।" এইরূপ মাতৃ-আজ্ঞা লইয়া নর ও নারায়ণ তপস্যায় গমন করিলেন। ইহার বহুদিন পর প্রহ্লাদ নৈমিষারণ্যে তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিয়া এক বৃহৎ বৃক্ষোপরি সুতীক্ষ্ণ শরপূর্ণ তূণদ্বয় দেখিয়া তন্নিকটস্থ দুইজন তাপসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ অস্ত্র সকল কাদের ?" তাপসদ্বয় উত্তর করিলেন "ইহা আমাদের, তোমার কি প্রয়োজন ?" প্রহ্লাদ বলিলেন "আমি বর্ত্তমানে তোমাদের অস্ত্রধারণে সমর্থ কি ? আমি দৈত্যেশ্বর।

তাপসদ্বয় বলিলেন "আমরা প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন" তোমার যাহা সম্ভব হয় তাহাই কর, তোমার শক্তি আমাদিগকে জয় করিতে পারিবেনা, তবে আমরা মাতৃ-আজ্ঞায় কাহারও প্রাণ বিনাশ করিবনা। ইচ্ছা হয় বশ্যতা স্বীকার কর নতুবা চলিয়া যাও। তখন দৈত্যপতি বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে পরাজিত করিব।"

তৎক্ষণাৎ পরস্পর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবাসুরগণ যুদ্ধ দেখিতে আকাশে অবস্থান করিলেন। নর ও প্রহ্লাদের যুদ্ধে পরস্পর সমস্ত অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইল পরিশেষে ব্রহ্মাস্ত্র-গুলি আকাশে সংঘর্ষিত হইয়া নিপতিত হইল, পরস্পর গদাযুদ্ধ হইয়াও ব্যর্থ হইল, তখন নারায়ণ নরকে পশ্চাৎ

করিলে প্রহ্লাদের সংগে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল, বহুকাল যুদ্ধে কাহারও জয় পরাজয় হইলনা। দৈত্যপতি ভগবান বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান আকাশে থাকিয়া দর্শন দিলেন। দৈত্যরাজ বলিলেন, "ভগবান্ আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করুন নতুবা জীবন শোষণ করিব।" তখন আকাশে বাণী হইল, "প্রহ্লাদ তুমি ইহাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারিবেনা উহারা মাতৃবরে বলীয়ান্ বিশেষতঃ আমারই অংশাবতার। তুমি ভক্তি দ্বারা বন্দনা করিয়া জয় কর।" প্রহ্লাদ ভগবানের বাণী শ্রবণে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত রাজ্য অন্ধক ভ্রাতাকে দান করিয়া স্বকৃত স্তব দ্বারা নর নারায়ণের বন্দনা করিয়া করজোড়ে প্রণত হইলেন। তখন নারায়ণ বলিলেন "হে প্রিয়ভক্ত প্রহ্লাদ! আমি তোমার ভক্তিতে অতীব পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি যাহা বাঞ্ছা কর তাহা দান করিব, আমি তোমার ভক্তিদ্বারা পরাজিত আমি তোমার পাপের ক্ষয় করিলাম। আর কি চাও তাহাও দিব।

প্রহ্লাদ বলিলেন "ভগবান যখন আমার যে বুদ্ধির উদয় হইবে তাহাই যেন আপনার আশ্রিত হয় এবং ভক্তি যেন অচলা থাকে।" 'তথাস্তু' বলিয়া নর ও নারায়ণ আশ্রমে গমন করিলেন এবং মাতাকে সব বিবরণ বলিয়া পদ বন্দনা করিলেন। মাতা অহিংসা আনন্দাশ্রুভরে তাঁহাদের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন।

গান্ধারী

ইনি গান্ধার দেশাধিপতি মহারাজ সুবলের সুরূপা ও সর্ব্ব গুণবতী মহাপ্রাজ্ঞী কন্যা, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পতিব্রতা রাজনীতি-বিশারদা তাপসী-ব্রত-পরায়ণা রাজমহিষী। মহামতি ভীষ্ম এই কুমারীর রূপ গুণ ও শাস্ত্রধর্ম্ম-পরায়ণতা বিশেষতঃ ভগবানের আরাধনা করিয়া শত পুত্র লাভের বর প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়া মহারাজ সুবলের নিকট অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের জন্য প্রস্তাব করেন। মহারাজ সুবল ধাত্রী দ্বারা কন্যার মত জানিয়া বিবাহ স্থির করেন। কন্যা ধাত্রীকে বলিয়াছিলেন, "জ্ঞান-চক্ষুই চক্ষু, পিতার মানসিক দানই সম্প্রদান কন্যার মঙ্গল-দায়ক।"

ভীষ্মের অনুমতিক্রমে শকুনি ভগিনীকে হস্তিনায় নিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সম্প্রদান করিলেন। সতী গান্ধারী পতিব্রত-পরায়ণতা প্রযুক্ত নিজের রূপ-গৌরব ও অসূয়া সৃষ্টির আশঙ্কায় স্বীয় চক্ষুদ্বয় বন্ধন করিয়া স্বামী সম্মিলন করিতেন। সতী সুকন্যার অন্ধ পতি চ্যবনের সেবার ন্যায় গান্ধারী নিয়ত সর্ব্বতোভাবে স্বামী অর্চ্চনায় নিরত থাকিতেন। মহারাজ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুগত ও প্রীত হইয়া একত্রে ধর্ম্মকার্য্য ও রাজকার্য্য সকল নিষ্পাদন করিতেন। গান্ধারীর অলৌকিক বুদ্ধিবৃত্তি ও শাস্ত্রজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইয়া মহামতি ভীষ্মও রাজমন্ত্রি-সভায় প্রধান প্রধান

বিষয়ে তাঁহার উপদেশ লইয়া কার্য্য সমাধা করিতেন। ওই মহাযুদ্ধে এই রাণীর মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। গান্ধারী বলিয়াছিলেন "যুদ্ধই সর্ব্বনাশের মূল, প্রীতিই শান্তির সুধা, হে দুর্যোধন, তোমরা অতি দুর্ব্বল ও নির্ব্বোধ, ধর্ম্মের জয় পরীক্ষা করিতে হয় না, ঈশ্বর তাহার রক্ষক, কৃষ্ণ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন। "প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে বিপরীতে বিপর্য্যয়" তিনি প্রসন্ন হইলে সব সিদ্ধ হয় অপ্রসন্ন হইলে সব বিনস্ট হয়। তোমরা যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও তোমাদের বল ও রাজগণের শক্তির অহঙ্কার কর তাহা ধর্ম্মের বলের নিকট ধূলিকণাও নহে। তুমি, ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য এমনকি মহাবীর দিব্যজ্ঞানী কর্ণকেও জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের জয় অনিশ্চিত। বৎস দুর্যোধন, তুমি অভিমান করিওনা, মায়ের আজ্ঞা পালন কর, মায়ের কথায় তোমাদেরে পঞ্চ গ্রাম দান করিলাম, বল আমাকে ভীরু না বলিয়া দোষ দেও তাহাই আমার মঙ্গল।" দুর্যোধন মায়ের বাক্য বিষবৎ ভাবিয়া জ্বলিয়া গেল। অন্তর্যামিনী সতী গান্ধারী সব জানিয়াছিলেন। নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া দেবালয়ে পুত্রের জন্য আরাধনা করিতে লাগিলেন। মন যেন যুধিষ্ঠিরের দিকে ঝুকিয়া পড়ে, ভ্রমেও যুধিষ্ঠিরদের অমঙ্গল কামনা তাঁহার নির্ম্মল চিত্তে স্থান পায় নাই।

ইহার পাতিব্রত্য, পরমেশ্বর ধ্যান, সত্যপরায়ণতা ও অহিংসা এবং অপরিসীম শোক সংযমে ব্যাসদেব মুগ্ধ হইয়াই পুনর্ব্বার

যমালয় হইতে সকলকে আনিয়া দেখাইয়াছিলেন। ইনি স্বেচ্ছায় যোগবলে দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন।

সুযশা

ইনি মহামুনি মরুত্তের কন্যা। পিতা মরুত্ত ইহাকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। ইহার পতি নন্দীশ্বর। ইনি অতি কঠোর মৌন তপস্যা করিয়া মনোবাঞ্ছিত সুপতি লাভ করিয়াছিলেন।

ইনি পিতার আদেশ লইয়া হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করেন; তাহার মৌন তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া অন্তর্যামী মহাদেব তাঁহাকে দর্শন দিয়া "কি চাও, বর লও" বলিলেও তিনি লজ্জায় কিছুই প্রার্থনা করেন নাই। ভগবান তাহার মনোভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে অমর পতি লাভ করিয়া একাত্ম দাম্পত্য প্রীতি অবিচ্ছিন্ন থাকিবার বর দান করেন। যখন ইচ্ছা স্বেচ্ছায় অগণন নারী-সেনা সৃজন সমস্ত জগৎ ভ্রমণ এবং মানস অপত্য সৃষ্টি করিবারও ক্ষমতা দেন। পরা বিদ্যা লাভ করিয়া সুযশা মূল প্রকৃতির অংশরূপিণী রূপে পূজিতা হন। তিনি নারীব্যূহ, সতীব্যূহ, দেবীব্যূহ সৃজন করিয়া রিপু জয় করিতে পারিতেন।

তপোবনে নন্দীশ্বর ও মহাদেবের তপশ্চরণ করাই ইহার নিত্য উপাসনা ব্রত। তিনি হিমালয় প্রদেশে বিস্তৃত তপোবনে গোমাতা সুরভীর অর্চনা করিয়া অসংখ্য গাভী ও বৃষ পালন

করিতেন এই গো সেবাই তাহার দ্বিতীয় ব্রত।

তাঁহার শিষ্য শিষ্যাদের তপশ্চরণের সংগে সংগে সমস্ত প্রাণী ও বৃক্ষাদির জীবন রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইত। ইহাই তাহার নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিল।

সতী সমা

ইনি যক্ষরাজ সমন্যুর পতিব্রতা পত্নী। ইহার অপার গুণ-গ্রাম অবগত হইয়া যক্ষরাজ ইহাকে ধর্ম্ম ও রাজনীতি আলোচনায় মন্ত্রিত্ব পদের অধিকার দিয়াছিলেন।

ইনি বহুপ্রকার বিদ্যায় সুনিপুণা ছিলেন। বিদ্যাধরী-গণের মায়া-বিজ্ঞানবলে নানারূপ দেহ ধারণ করিতে পারিতেন।

এই মহাসতী ক্ষত্রিয় রাজাদের পর-সম্পত্তি অপহরণ ও যুদ্ধ প্রথা অত্যন্ত গর্হিত ও পাপজনক মনে করিতেন। অহিংসা ও জীবে দয়াই অতি পরম ধর্ম্ম মনে করিতেন। ইনি তাপসীরূপে তপশ্চরণ করিয়া সর্ব্ব জগতের সেবা এবং পাতিব্রত্যে প্রাণ সমর্পণ করিয়াই পরম আনন্দ লাভ করিতেন। এই সতী করতলগত স্বরূপ সমস্ত জগতের ঘটনাবলী পরিবীক্ষণ করিতে পারিতেন। ইহাই তাহার বিজ্ঞান বিদ্যাচর্চ্চার অলৌকিক গৌরব।

ইনি বিনাযুদ্ধে রণপণ্ডিত ইন্দ্ররাজ হইতে তাঁহাদের অপহৃত রত্নময়ী পুরী ও পতির যুদ্ধ বিরক্তি জনিত হৃত-সম্মান পুনঃ লাভ করিয়াছিলেন।

হিমালয়ের সানুদেশে গুহার অভ্যন্তরে ইহাদের এক রত্নময় বিহার মন্দির ছিল, কিন্তু তাহারা জগতের নানা স্থানে বিচিত্র বিহার উপযোগী কাননে কাননে আকাশে পাতালে নগরে সাগরে মনোজ্ঞ মনোজ্ঞ বনে উপবনে বিচরণ করিতেন। একদা জগৎ ভ্রমণ করিয়া আপনার রত্নময়ী পুরীতে প্রবেশ করিতে বাধা প্রাপ্ত হইলেন, পুরীর গুহাদ্বারে ইল নৃপতির সৈন্যসামন্ত বিরাজমান। তাহারা বলিল "আমাদের মহারাজ ইল মৃগয়ায় আসিয়া এই সুন্দর নগরী অধিকার করিয়াছেন, কোন অতিথি কিংবা ব্রাহ্মণ ব্যতীত রাজাজ্ঞা বিনা প্রবেশের অধিকার নাই। অমনি রাণী রাজা সমন্যুসহ আপন রাজধানীতে গমন করিয়া সমস্ত অবগত হইলেন এবং দেখিলেন যুদ্ধের জন্য সৈন্যসামন্ত প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। কেবল রাজাদেশের অপেক্ষায় আছে। যক্ষ রাজরাণী সমার অভিমত চাহিলে সতী সমা বলিলেন "হে রাজন্! আমাদের ধনরত্নের অভাব কি? এই সুবিশাল হিমবান পর্ব্বতমালায় বিচিত্র বিচিত্র গুহায় অন্যত্র এইরূপ একটী নির্জ্জন স্থানে মনোহর মন্দিরে ক্রীড়োপযোগী সুখ-বিহারে পরমানন্দ হইতে পারেনা কি? বিবাদে জয় পরাজয় অনিশ্চিত কিন্তু লোকক্ষয়, ধন ব্যয় এবং দুশ্চিন্তা অনিবার্য্য, যুদ্ধের পরিণামে পরিতাপ। আমরা তাপসব্রতী "যতীনাং ভূষণং ক্ষমা" হিংসায় সংহার, সুতরাং যুদ্ধ পরিত্যাগ করুন"। রাজা বলিলেন "প্রিয়ে সমে! মন্ত্রীসভা যুদ্ধ নিরাপত্তিতে ঠিক করিয়াছে

সকলের বিপক্ষে তোমার উক্তি বিফল হইবে।" সমা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "আপনার একটি উপাধি লাভ হইত সকলেই বলিত যক্ষরাজ স্ত্রৈণ হইয়াছেন। যাহা হউক্ আপনি আজ থাকুন বৃহৎ সেনাপতিগণকে প্রেরণ করুন।" তাহাই হইল, উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল, উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইল আজ যক্ষরাজের সৈন্য পরাজিত হইয়া আসিল।

রাজা বিপন্ন হইয়া বিষণ্ণ চিত্তে রাণীকে বলিলেন "সমে! এবার তুমি একাকিনী একটা কর্ত্তব্য স্থির কর, তোমার প্রস্তাবিত যুদ্ধোপকরণাদি সত্বরে সংগৃহীত হইবে।" সমা বলিলেন "আমি মৃত্যু বরণ করিতে যাইতে বলিলেও আপনি বাধা দিতে পারিবেন না ইহাই আমার যুদ্ধোপকরণ। ইহাই শেষ জয় আপনার হৃত রাজ্য ও হৃত সম্মান পুনঃ আগত হইবে।"

এই বলিয়া রাণী মৃগীরূপ ধরিয়া অন্তর্হিত হইলেন, লাফিয়া লাফিয়া ইলরাজের গুহাদ্বারে দৌড়াইতে লাগিলেন। মৃগয়া-লোভী রাজা বিচিত্র হরিণীকে ধরিতে অশ্বারোহণে ধনুর্ব্বাণ নিয়া তাহার পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। জ্ঞানবতী হরিণী রাজার মনের ভাব অবগত হইলেন, রাজা ইহাকে ধরিবেন বিদ্ধ করিবেন না। তাই ধীরে ধীরে খেলালীলা করিয়া রাজাকে বনান্তরে উমাবনে লইয়া গেলেন, রাজা তখন শ্রান্ত হইয়া বাণবিদ্ধ করিতে হরিণীকে লক্ষ্য করিলেন, অমনি সেই হরিণী

সহসা ভুবনমোহিনী আপনার অপ্সরা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক অশোক বৃক্ষের শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা অগ্রসর হইয়া বলিলেন "আমরা স্ত্রী বধ করিনা ভয় নাই।" অপ্সরী হাস্য বদনে বলিলেন "তন্বঙ্গি! ইলে! • অবলে! তুমি একাকিনী অশ্বারোহণে ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া কোথায় যাইতেছ? তুমি কি অন্ধ?" রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সমাকে ভৎ'সনা করিলেন এবং মারিতে উদ্যত হইলেন। সতী সমা বলিলেন "হে প্রিয় সখি সুন্দরি! তোমার বদন এবং বক্ষদেশ দর্শন কর, মস্তকের সুদীর্ঘ কেশরাশি স্পর্শ কর।" অমনি রাজা আপনার বক্ষঃস্থলে পয়োধর দর্শন ও মস্তকের কেশাদি স্পর্শ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। তখন সেই দেবীরূপিণী যক্ষিণীকে বলিলেন "হে দেবি! আপনি কে! বলুন কি হইল? আপনি ভিন্ন আর আমার গত্যন্তর নাই।" সতী সমা কহিলেন "আপনি আমাদের অনুপস্থিতিতে মণিমুক্তা খচিত পুরীটি রাজশক্তির মদ-গর্ব্বে অন্যায় রূপে অপহরণ করিয়াছিলেন। আমরা যুদ্ধপ্রিয় নহি তপোবিহারই আমাদের ধর্ম্ম ব্রত, আমি যুদ্ধে বিরত থাকিতে যক্ষরাজকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। রাজসভা রাজ সম্মান রক্ষার্থ সৈন্য প্রেরণ করে, উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হয়, বহু অর্থ ক্ষয় হয় এবং প্রতিহিংসা প্রবল হইয়া উঠে; তাই যাহাতে ক্রমে ভীষণ যুদ্ধ বর্দ্ধমান না হয় তজ্জন্য আমি মৃগরূপিণী হইয়া ভুলাইয়া আপনাকে এই উমাবনে আনিয়াছি।" এই "উমাবনে"

মহাদেবের আদেশ আছে "কোন পুরুষ এখানে আসিলেই নারী মূর্ত্তি ধারণ করিবে, সেজন্য এই বনে আসিয়াই আপনি রমণী হইয়াছেন।" তখন ইল বলিলেন "দেবি! আপনি আমাকে রক্ষা করুন্।" দয়াবতী সতী সমা তাহাকে মহাদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়া তৎকৃত মহাদেবের প্রিয়স্তোত্র ইলকে প্রদান করিলেন।

সমা অতি দ্রুতগতিতে পতি সন্নিধানে আসিয়া উমাবনে ইল রাজার স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি বৃত্তান্ত অবগত করিয়া প্রণতা হইলেন; এবং স্বামীসহ রত্নময় পুরীতে প্রবেশ করিয়া স্বামী সেবা ও তপঃসাধনায় নিরত হইলেন।

মাধবী ও শাণ্ডিলী

মাধবী অতীব রূপবতী ও সর্ব্বগুণে গুণবতী, ইহার পিতার নাম প্রিয়মিত্র। ইনি মহাজ্ঞানী তপস্বী। মুনি তাঁহার কন্যাকে ষড়ঙ্গ শাস্ত্র ও তপোযোগ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। কন্যা বহু কাল বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়াছেন।

শাণ্ডিলী—ইনি মহামুনি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ শাণ্ডিলের সাধ্বী পত্নী। সতীত্বে, সত্যে, ব্যাকরণাদি বিবিধ শাস্ত্রে এবং বিষ্ণুর আরাধনায় ধ্যানপরায়ণা হইয়া বিষ্ণুলোকে দেবসভায়ও শাস্ত্রালোচনা করিতে যাইতেন; স্বয়ং বিষ্ণু ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার স্বামীও বলিয়াছেন

এই জ্ঞানশীলা পতিব্রতার আনুকুল্যে আমার নিগূঢ়-বিদ্যার্জ্জন ও তপোনুষ্ঠানের মহৎ যত্ন সাফল্য লাভ করিয়াছে।

মাধবী সর্ব্বরূপ-গুণ-শীলা অতি ধার্ম্মিকা তাপসী, তৎকালে দেব গন্ধর্ব্ব পন্নগীগণ মধ্যেও তাঁহার সমান কেহ ছিলনা, একদা প্রিয়মিত্র গরুড়কে বলিলেন, "বান্ধব! আপনি আমার কন্যা মাধবীর জন্য একটী সুপাত্র অনুসন্ধান করিয়া দিন্।" গরুড় বলিলেন "আপনি কন্যাসহ আমার উপরি আরোহণ করুন্, আমি সমস্ত জগৎ ভ্রমণ করিব, আপনি পাত্র অনু-সন্ধান করুন্।" মুনি কন্যাসহ গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া সমস্ত বিশ্ব পরিদর্শন করিয়াও তাহার মনোমত পাত্রের দর্শন পাইলেন না। তৎপর ভারত দ্বীপে দেবদেব জনার্দ্দন দর্শনে গমন করিলেন, পথে নারদের সংগে দেখা হইল, তিনি তাঁহাদের বৃত্তান্ত শুনিয়া একত্রে বিষ্ণু সদনে উপস্থিত হইলেন। নারদ প্রণাম করিয়া দেবতাদের পুনরায় দৈত্যভয়ের আশঙ্কা নিবারণের উপায় করিতে বলিলে ভগবান বলিলেন "দেবতারা আসিলে ব্যবস্থা করা যাইবে।" গরুড়কে বলিলেন "তোমার কি প্রয়োজন বল।" গরুড় সঙ্গীয় মাধবীর পিতাকে দেখাইয়া বলিল "এই ব্রাহ্মণের একটি রূপবতী কন্যার সুপাত্র প্রয়োজন, পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া মিলিতেছে না, আপনি তাহার উপায় করুন্।" ভগবান কহিলেন "কন্যাকে আনয়ন কর।" কন্যা আসিয়া বাল-স্বভাব বশতঃ ভগবানের দক্ষিণ দিকের আসনে বসিল; ভগবান বলিলেন "কন্যা আমার দক্ষিণ দিকে বন্ধুস্থানে বসিয়াছে,

অতএব অন্য জন্মে আমার ভগিনী হইবে। হে দ্বিজ! আমি দেবকার্য্যে ভূতলে অবতীর্ণ হইব তখন ইহাকে আমার বন্ধুর পত্নীরূপে (সুভদ্রারূপে) সম্প্রদান করিব, এখন স্থির হও।" অনন্তর গরুড় সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালিনী বর্ষীয়সী রমণীকে দর্শন করিয়া ভগবানকে বলিলেন "এই প্রদীপ্তা জ্ঞানশীলা অতি পবিত্রা মহিলা কে?" ভগবান কহিলেন "হে খগশ্রেষ্ঠ! ইহার নাম শাণ্ডিলী, ইনি সর্ব্বজ্ঞা, ব্রহ্মচর্য্য ও পতিব্রতপরায়ণা ত্রিলোকে বৃদ্ধাসিদ্ধা, কন্যকা নামে বিখ্যাত, তিনি বেদ ব্যাকরণ ও তপঃসাধনা বিদ্যায় পারদর্শিনী। ইহার তপোবীর্য্য দর্শনে দেবতারাও ইহার বন্দনা করেন, ইনি দেবসভারও পরামর্শ-দায়িনী, ত্রিজগতে কোন নারীই ইহার সদৃশী নহেন।" গরুড় ভগবানের বাক্যে এই দেবীরূপিণী শাণ্ডিলীকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

সন্ধ্যা

ইনি ব্রহ্মার মানস-কন্যা। ইহার সমান সতী, রূপবতী, গুণবতী, ধর্ম্মশীলা ও জ্ঞানবতী কেহ ছিলেন না। জগতের সমস্ত রূপরাজি ইহার শরীরে বিরাজিত ছিল। ইনি জন্ম লইবা মাত্রই তাঁহার রূপে দেবদানবগণ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে এক দৃষ্টে দর্শন করিলে তিনি নিরতিশয় লজ্জিতা হইয়া পর্ব্বতের নির্জ্জন গুহায় প্রবেশ করিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন আমার এই রূপ সমষ্টির সংমিশ্রিত শরীরও অমোঘভাবাকর্ষণ হেতু কলুষিত হইয়াছে ইহাকেও শোধিত ও

নির্ম্মোক মুক্ত করিতে হইবে। তজ্জন্যই নির্জ্জনে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া চন্দ্রভাগা তীরে বৃহৎ লোহিত সরোবর তটে বাতাহারে অতি কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন। মহামুনি বশিষ্ঠ তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভদ্রে গৌরাঙ্গি! তুমি কাহার কন্যা কিজন্য এই নির্জ্জনে আসিয়াছ, তোমার অপূর্ব্ব মনোহর মুখমণ্ডল শ্রীহীন কেন? যদি তোমার পক্ষে গোপনীয় না হয় আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।" সন্ধ্যা তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে প্রণাম করিরা বলিলেন "দ্বিজবর! আমি আপনার দর্শন মাত্রই সিদ্ধ হইয়াছি, আমি তপস্যার জন্যই এই নির্জ্জন পর্ব্বতে আসিয়াছি। আমি ব্রহ্মার মানস কন্যা, আমার নাম সন্ধ্যা, আমি তপস্যার কোনও উপদেশ প্রাপ্ত হই নাই, এই চিন্তায় বিশুষ্ক হইতেছি, আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, উপদেশ দেওয়া অনুচিত না হইলে মুনিবর আমাকে উপদেশ দিন্।" বশিষ্ঠ সকলই অবগত আছেন আর কিছু না বলিয়াই সন্ধ্যাকে গুরুবৎ শিক্ষা দিতে লাগিলেন, জ্যোতি স্বরূপ পরমারাধ্য পরম বিষ্ণুকে মনে মনে চিন্তা কর, যিনি সাকার নিরাকার নিত্যানন্দময় জ্ঞানগম্য দেবদেব বিষ্ণুকে এই মন্ত্রদ্বারা ভজনা কর "ওঁ নমো বাসুদেবায়" মৌনাবলম্বনে প্রথম ছয়দিন কিছুই আহার করিবে না, পরে প্রতিদিনে পর্ণজল পান করিবে। বৃক্ষ বল্কল পরিধান, ভূমিতে শয়ন তপস্যার অঙ্গ, এইরূপ তপস্যা ও স্তবদ্বারা মাধবকে দৃঢ় চিত্তে চিন্তা কর, তবেই অবিলম্বে তোমার

মনোরথ পূর্ণ হইবে।” এই বলিয়া বশিষ্ঠ অন্তর্হিত হইলেন।

বশিষ্ঠের প্রদত্ত মন্ত্রে ভক্তিভাবে একাগ্র চিত্তে চারিযুগ কাটিয়া গেল, তাহার অদ্ভুত তপস্যা দেখিয়া লোকে বিস্ময়াপন্ন হইয়া এরূপ তপস্যা আর কাহারও হইবেনা বলিতে লাগিল তখন জগৎপতি বিষ্ণু সন্ধ্যা যেরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন, অন্তরে বাহিরে এবং জীবাত্মাতে সেই রূপ দেখাইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ গোচর হইলেন, তখন সন্ধ্যা দিব্যজ্ঞান, দিব্যবাক্য ও দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া প্রত্যক্ষ গোবিন্দকে দর্শন ও স্তব করিতে লাগিলেন। তুমি নির্গুণ আমি স্ত্রীলোক আমি তোমার গুণাবলী জানিব কিরূপে? হে জগদীশ্বর তোমাকে নমস্কার করি। তখন ভগবান বলিলেন “আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, এখন যে বরে তোমার ইস্ট সিদ্ধি হয় সেই বর প্রার্থনা কর, প্রদান করিব।”

সন্ধ্যা বলিলেন “দেব আমি প্রথমে এই বর চাই পৃথিবীতে প্রাণীগণ উৎপন্ন হইবামাত্র যেন সকাম না হয়। আমি যেন ত্রিজগতে পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাত হই, এই আমার দ্বিতীয় বর। হে জগন্নাথ, স্বামী ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি আমার সকাম দৃষ্টি পতিত না হয় এবং স্বামী যেন আমারই বিশেষ সুহৃদ হন, যে পুরুষ আমাকে কুভাবে দর্শন করিবে তাহার যেন পুরুষত্ব নষ্ট হয়।” ভগবান বলিলেন “প্রাণীগণের প্রথম শৈশবাবস্থা দ্বিতীয় কৌমারাবস্থা তৃতীয় যৌবনাবস্থা চতুর্থ বৃদ্ধাবস্থা। তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে প্রাণীগণ সকাম হয়,

দ্বিতীয় ভাগের অন্তেও কদাচিত হইবে। উৎপন্ন হইবা মাত্র প্রাণীগণ যাহাতে সকাম না হয় তোমার তপস্যা প্রভাবে এইরূপ নিয়ম জগতে স্থাপন করিলাম। ত্রিজগতে আর কাহারও যাদৃশ সতীত্ব হইতে পারিবেনা তুমি তাদৃশ সতীত্ব প্রাপ্ত হও। তোমার পতি ব্যতীত যে ব্যক্তি তোমাকে কুভাবে দেখিবে সে তৎক্ষণাৎ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া জড়বৎ হইবে তোমার স্বামী মহাভাগ তপোরূপ সমন্বিত এবং তোমার সহিত সপ্ত কল্পান্তজীবী হইবেন। আমি তোমাকে প্রার্থিত বর প্রদান করিলাম, তোমার দেহ ত্যাগ করিতে মনে উদয় হইয়াছিল, আমি তোমায় বলিয়া দিতেছি মেধাতিথি এই পর্ব্বতের উপত্যকায় যজ্ঞ করিতেছেন, তুমি মুনিগণের অলক্ষ্যে এই কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে। তুমি ভাবী পতিকে মনে মনে ধ্যান করিয়া যজ্ঞ বহ্নিতে দেহ-ত্যাগ করিবে” এই বলিয়া নারায়ণ তাহাকে স্পর্শ করিলেন। তাহার দেহ পুরোডাসময় হইয়া যজ্ঞস্থল অমৃতময় করিয়া তুলিল। সন্ধ্যা বশিষ্ঠকে চিন্তা করিয়া যজ্ঞানলে প্রবেশ করিলেন, সন্ধ্যা পুরোডাস বিস্তার করিয়া পবিত্র দেহ বিষ্ণুর আদেশে সূর্য্যমণ্ডলে স্থাপিত হইল, দেবগণও পিতৃগণ তাহাদ্বারা পরিতৃপ্ত হইলেন। ইহাই প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা। মেধাতিথির যজ্ঞে সন্ধ্যার দেহ কন্যারূপে উদ্ভব হইল। যজ্ঞ অবসানে মেধাতিথি কন্যাকে প্রাপ্ত হইয়া অর্ঘ্য স্নান করাইয়া গ্রহণ করিলেন ইনিই “অরুন্ধতী।”

সতী সুনীতি

জন্ম :- ১৫ই পৌষ, ১৩০৫ সন (ইং ২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯৮)

পতি লোকগমন—১৫ই পৌষ, ১৩২০ সন।

পরিশিষ্ট

সতী-সুনীতি

আজ মনের নিদারুণ উদ্‌বেগে হৃদয়ের প্রবল আবেগে এবং সতীবালিকার স্নেহানুরাগে আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকেও লিখিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম, তাহা ব্যক্ত করিবার আমার ভাষা নাই। সতীর কর্ত্তব্য, দেবীর কার্য্য আমরা কিরূপে বুঝিব ? যাহার কাজ তাহারই বোধগম্য বটে, আমরা তাহা বুঝিতে গিয়া ভ্রম করিয়া বসিব ইহা আশ্চর্য্য নয়। আমরা এই প্রচ্ছন্ন শালগ্রামকে আজীবন দেখিয়াও লোষ্ট্রবৎ জ্ঞানই করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে বুঝিলাম সেত লোষ্ট্র নয়— মানুষ নয় অনেক উপরের নিষ্পাপ দেবী।

সুনীতি— ইনি ময়মনসিংহের অন্তর্গত খালিয়াজুরী পরগণার জমিদার বংশীয় নিজমৃগা গ্রাম নিবাসী বাক্‌সিদ্ধ সাধক পরম জ্ঞানী প্রজাবৎসল যিনি প্রজা হইতে খাজনা গ্রহণ করেন নাই যঁহার ভৃত্য ও বলিত "আমি চৌধুরী বাড়ীর চাকর হইয়া কি মিথ্যা বলিতে পারি ?" সেই দিন পালক স্বর্গীয় রামগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়ের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী সুকবি মহাশয় ইহার পিতা এবং পুণ্যশীলা মহাপ্রাজ্ঞা সতীশতক লেখিকা নির্ম্মলা বালা চৌধুরাণীই ইঁহার জননী। ইনি প্রাণপতির মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে চিতা সজ্জিত করিয়া পরমানন্দে আপন দেহ ভস্ম করত অনুমৃতা হইয়াছেন।

যাহা আমরা কখনও চক্ষে দেখি নাই, যাহা বিশ্বাস করিবার শক্তিও আমাদের নাই; মানবের অর্থে বা সামর্থে যাহা সম্পন্ন হইতে পারে না, ইনি তাহাই আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। মানব যে জড় পদর্থের ন্যায় আপন দেহ পরমানন্দে অকাতরে অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিতে করিতে পতিগতপ্রাণে স্তোত্র পাঠ করিতে পারে ইহা কে বিশ্বাস করিতে পারে? "অগ্নি হইতে তুলিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিও না, আমার এ পরম সুখে বাধা দিও না, তোমাদের পাপ হইবে, আমাকে স্পর্শ করিও না, অগ্নির তাপ নাই দেখ,............" উঃ কি চমৎকার শক্তি !!! কি অতুলনীয় পতিভক্তি ! কি মধুর উক্তি !!! বাস্তবিক অগ্নি-বেষ্ঠিত অবস্থায় যাঁহার দেহ তুষারবৎ শৈত্য সম্পন্ন, যাঁহাকে স্পর্শ করিয়া সকলেই কম্পিত হইতে ছিলেন, তিনিও তখন শীতে কাঁপিতে ছিলেন, তাঁহার মহিমা আমরা কি বলিব? যিঁনি সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধীভূত হইয়াও অজ্ঞানতা লাভ করেন নাই—যিঁনি জতুগৃহের ন্যায় সজ্জিত জ্বলন্ত শ্মশানে থাকিয়াও "আঃ আমার চিতা নির্ব্বাণ করিয়া কি সর্ব্বনাশ করিলে" একমাত্র এই কথাই বার বার বলিয়া ছিলেন, যাঁহার অগ্নিস্পর্শই মাতৃকোলের ন্যায় আনন্দজনক বলিয়া জ্ঞান ছিল, তাঁহার কথা আমরা কি লিখিব? যিঁনি পূর্ণাঙ্গ-দগ্ধাবস্থায় উত্থিতা হইয়াও পতির গৌরব ভুলেন নাই তিনি শান্তির দেবতা। আমি সুখে আছি, আগুন শোক তাপ নাশ করে। মশারির উপরে "আর্য্য-গৌরব" আছে তাহা হইতে আপনারা পতি-স্তোত্র পাঠ করিয়া আমাকে তৃপ্ত করুন

ঠাকুর-কুমার! আমার প্রাণ জুড়ান। আমি কেবল ঐ স্তোত্রই শুনিতে চাই। এই আমার এক মাত্র আকাঙ্ক্ষা। আর আমার বাবাকে প্রণাম করিয়া আসিতে পারি নাই, সত্বর আমাকে কিশোরগঞ্জে পাঠাইয়া দিন। সতীর ইহাই কর্ত্তব্য, (১) ইঁহা কখনও পাপ নয়, ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইব; আমার আর বিলম্ব সহ্য হয় না" সতী শীতে ঘন ঘন কম্পিত হইয়া বার বার এই সব কথাই বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে কিছু খাওয়ার কথা বলিলে, তিনি কিছুই খাইবেন না বলিয়াছিলেন, তবে নান্দাইল হইতে তাঁহার স্বামীর প্রেরিত কমলা লেবু এবং স্বামী জল পিপাসা লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারও অসীম জল খাইতে প্রবৃত্তি হইয়াছে জানাইয়াছিলেন। আগন্তুক সমস্ত স্ত্রীলোককেই বলিয়াছিলেন "ইহাই সতীর কর্ত্তব্য, আমার জন্য কেহ চিন্তা করিও না। আমার কিছুই হয় নাই। আমি বড় দূরে রহিলাম, সকালে কিশোরগঞ্জে পাঠাইয়া দেন।" এই কথাই বলিয়াছিলেন। তাঁহারা সেদিন ১৩ পৌষ রবিবার পাঠাইতে পারেন নাই। তাঁহারা সোমবার তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়া দেন। পথে বহু লোককে বহু প্রকারে প্রবোধ দিয়েছিলেন। "আমি পতির সঙ্গে চলিলাম, ইহাই সতীর কর্ত্তব্য; আমার জন্য তোমরা শোক করিও না।" দম্পতি এক, বিচ্ছেদ করা যায় না শিব-দুর্গা রাধা-কৃষ্ণ একাঙ্গ। তখন তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় প্রফুল্ল বদন যেন কি এক স্বর্গীয় শোভায় সুশোভিত হইয়াছিল। সত্য সত্যই সতী যেন তাঁহার স্বামীর আদেশে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে

দ্রুতবেগে ধাবিতা হইতেছেন এরূপ বোধ হইয়াছিল। সতীকে উল্কাপিণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল ও গতিশীলা দেখা গিয়াছিল।

সতী সোমবার সন্ধ্যার একটুকু পরেই এখানে আসিয়া পাল্কিতে থাকিয়াই "বাবা, বাবা, বলুন সতীর কি ইহা পাপ? সতীর কর্ত্তব্য কি?" বাবাকে প্রণাম করিয়া বার বার ঐ প্রশ্নই করিতে লাগিলেন। গুরুদেবকেও ঐ প্রশ্নই করিলেন সকলেই বলিলেন, "তোমার ইহা আত্মহত্যা নয়, তোমার কোন পাপ হয় নাই, আমাদের শাস্ত্রমতে তুমি স্বামীর অনুগমনই করিতেছ।" সতী আবার বলিলেন, "আমারত কোনও কলঙ্ক থাকিবে না? আমি যেন নিষ্কলঙ্ক এবং নিষ্পাপ হইয়া অমরলোকে তাঁর সঙ্গে যাইতে পারি।" এই বলিয়া শিবশত-নাম ও পতি-স্তোত্র পাঠ করিলেন এবং "জল, জল" বলিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার সঙ্গীয় লোকের জল পান করিতে দিলে, সতী অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই জল অন্য লোকে খাইয়াছে" আমি খাইব না" পরে সমস্ত রাত্রি ও মৃত্যুর পূর্ব্ব মূহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বহুবার গঙ্গাজল পান করিয়াছিলেন। প্রথম গঙ্গাজল পান মাত্রই মাতর্গঙ্গে বলিয়া শঙ্করাচার্য্যকৃত গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন। সতী সম্মুখে দুর্গাপ্রতিমা দেখিয়া প্রণামাদিও করিয়াছিলেন। সতী একবারও কাতরোক্তি প্রকাশ করেন নাই। "বড়ই দূরে রহিয়াছি" অনেক দূর যাইতে হইবে আর বিলম্ব সহ্য হয় না; বাবা সকালে বিদায় দেন। একবার 'উরে লন'।" ইত্যাদি বাক্যই বলিয়াছিলেন। কোথায় যাবে জিজ্ঞাসা করিলে,

বলিয়াছিলেন "আমি অমরধামে যাব, আমি থাকিব না, আমার জন্য আপনারা (মাতা পিতাকে বলিয়াছিলেন) শোক করিবেন না ; সংসারে অমর কে ? কে না মরে ? সকলেই ত মরিবে।" তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে উরে (বুকে) লইয়া বলিয়াছিলেন "মা, তোর মত শাপভ্রষ্টা দেবীকে ছাড়িয়া দিয়া কে বাঁচিতে পারে ? তুই কেন আমাদিগের সুখস্বপ্ন ভগ্ন করিতেছিস ? কিছু দিন থাকিয়া যা !" তখন সতী বলিয়াছিলেন, "আজ রাত্রি থাকিয়া কাল খাওয়ার পূর্ব্বে চলিয়া যাইব, আপনারা শোক করিবেন না।" তখন কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "তুমি কাহাকে কি আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও।" সতী বলিলেন—"বাবা, মা, সুখ স্বচ্ছন্দে থাকুন ; কামাখ্যা কনক দীর্ঘজিবী হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে থাকুক। মালতি, পূর্ণিমা এয়ো থাকিয়া সুখ স্বচ্ছন্দ লাভ করুক।" পরের দিন তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরিদর্শন করিয়া দেখা গেল, শরীরের প্রায় পনর আনা অংশের চামড়া ও মাংস পুড়িয়া গিয়াছে, অথচ কোনও প্রকার ঘা "পচা ধরা" বা ফোস্কা হয় নাই। পোড়া স্থানে লাল লাল চর্ম্ম হইয়া স্বভাবিক দেহের ন্যায় ঐ ঐ স্থান দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল। কাপড়াদির সঙ্গে কখনও জড়িত হইত না, মৃত্যুর সময় তাঁহার মুখাঙ্গুল ঠিক তাঁহার স্বামীর বদনের আকৃতিতে পরিণত হইয়াছিল। তিনি যখন স্বকৃত শ্মশানে দগ্ধ হইতে থাকেন, তখন তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্বামীও যে দগ্ধ হইতেছিলেন, তাঁহার দেবর প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিল। তখন

সে ভাবিতেছিল, আগে দাদাকে ধরি কি বৌদিদিকে ধরি। অমনি সে মূর্চ্ছিত হয়। কয়েক জনে তাঁহার জ্বলন্ত শ্মশানে জল ঢালিয়া দিয়া সতীকে ধরিয়াছিলেন, কিন্তু তখন সতীর দেহ তুষারবৎ শীতল ছিল। আহা! বিধির খেলা কত আশ্চর্য্য জনক, কত অসম্ভব, ইহা যে কৃত্রিম অগ্নিদগ্ধ হয় না সে ধারণার শক্তিও আমাদের নাই। তাই বলি, সতীত্বের মাহাত্ম্য—সতীর গৌরব আমাদের সতী প্রসূতি 'সতীশতকে' যাহা লিখিয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহাই একবার পাঠ করিয়া বুঝিয়া লন। শাস্ত্রকারগণ সতীকে কি বলিতেছেন তাহাও দেখুন।—সতী ইহা বার বার উচ্চারণ করিয়া ছিলেন।

পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ সতী স্ত্রী চ সমুদ্ধরেৎ।
পতিঃ পতিব্রতানাঞ্চ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ।
নাস্তি তেষাং কর্ম্মভোগঃ সতীনাং ব্রততেজসা।
তয়া সার্দ্ধঞ্চ নিষ্কর্ম্মা মোদতে হরিমন্দিরে॥
পৃথিব্যাং যানি তির্থানি সতীপাদেষু তান্যপি।
তেজশ্চ সর্ব্ববেদানাং মুনীনাঞ্চ সতীষু চ॥
তপস্বিনাং তপঃ সর্ব্বং ব্রতিনাং যৎ ফলং ব্রজ।
দানে ফলং যদ্দাতৃণা তৎ সর্ব্বং তাসু সন্ততম্॥
স্বয়ং নারায়ণঃ শম্ভু বিধাতা জগতামপি।
সুরাঃ সর্ব্বে চ মুনয়ো ভীতাস্তাভ্যশ্চ সন্ততম্॥
সতীনাং পাদরজসা সত্তঃপূতা বসুন্ধরা।
পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতে পাতকান্নরঃ

ত্রৈলোক্যং ভস্মসাৎ কর্তুং ক্ষণেনৈব পতিব্রতা।
স্বতেজসা সমর্থা সা মহাপুণ্যবতী সদা॥
সতীনাঞ্চ পতি স্বাধ্বী পুত্রো নিঃশঙ্ক এব চ।
নহি তস্য ভয়ং কিঞ্চিদ্দেবেভ্যশ্চ যমাদপি॥

পতি স্তোত্র

নমঃ কান্তায় ভর্ত্রে চ শিবচন্দ্র স্বরূপিণে।
নমঃ শান্তায় দান্তায় সর্ব্ব দেবাশ্রয়ায় চ॥
নমো ব্রহ্মস্বরূপায় সতীপ্রাণ পরায় চ।
নমস্যায় চ পূজ্যায় হৃদাধারায় তে নমঃ॥
পঞ্চপ্রাণাধিদেবায় চক্ষুষস্তারকায় চ।
জ্ঞানাধারায় পত্নীনাং পরমানন্দ দায়িনে॥
পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণু পতিরেব মহেশ্বর।
পতিশ্চ নির্গুণাধারো ব্রহ্মরূপোনমোস্তুতে॥
ক্ষমস্ব ভগবন্ দোষং জ্ঞানাজ্ঞান কৃতঞ্চ যৎ।
পত্নীবন্ধো দয়াসিন্ধো দাসীদোষং ক্ষমস্ব চ॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং সৃষ্ট্যাদ্যে পদ্ময়া কৃতম্।
সরসত্যা চ ধরয়া গঙ্গায়চ পুরা ব্রজ॥
সাবিত্র্যা চ কৃতং পূর্ব্বং ব্রহ্মণে চাপি নিত্যশঃ।
পার্ব্বত্যা চ কৃতং ভক্ত্যা কৈলাসে শঙ্করায় চ॥
মুনীনাঞ্চ সুরনাঞ্চ পত্নীভিশ্চ কৃতং পুরা।
পতিব্রতানাং সর্ব্বাসাং স্তোত্রমেতৎ শুভাবহম্॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং যাশৃণোতি পতিব্রতা।
নরোবাপি চ নারী বা লভতে সর্ব্ব বাঞ্ছিতম্॥

"পতিব্রতা সতত স্বামীর অনুরাগিনী থাকিবে এবং নিত্য ভর্ত্তার অনুমতি লইয়া তাঁহার পাদোদক পান করিবে। ব্রত

তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর চরণসেবা, স্তব ও স্বামীর তুষ্টিসাধন পতিব্রতার কর্ত্তব্য। সতী রমণী স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কোন কার্য্য করিবেন না এবং নিজ ভর্ত্তাকে নারায়ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন। সতী স্ত্রী পরপুরুষের মুখাবলোকন, পরপুরুষের প্রতি নেত্রপাত এবং যাত্রা মহোৎসব নৃত্য গীতাদি ও ক্রীড়া কৌতুক দর্শন করিবেন না। স্বামীর যাহা ভক্ষ্য পতিব্রতার তাহাই ভোজন করা কর্ত্তব্য। সতী ক্ষণ-কালও পতিসঙ্গ ত্যাগ করিবেন না। পতিব্রতা স্বামীর উত্তরে উত্তর করিবেন না এবং স্বামীর প্রতি কোপ প্রকাশ করিবেন না। স্বামী ক্ষুধিত হইলে তুষ্টভাবে তাঁহাকে ভোজন ও জল দান করিবেন এবং নিদ্রাগত স্বামীকে জাগরিত করিবেন না, সতী পতিকে পুত্রগণের শতগুণ স্নেহ করিবেন, সতীগণের পতিই পরম বন্ধু, পতিই গতি এবং পতিই ভরণ পোষণকারী দেবতা। সতী ভক্তিভাবে যত্নের সহিত শুভ দৃষ্টিতে স্বামীকে দর্শন করিবে।” সতী এই জন্যই বার বার “নয়নে” “নয়নে” এই কথাটী (আমাদের পক্ষে প্রলাপের ন্যায়) বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া পতি স্তব বলিতেন সতীর শাস্ত্রজ্ঞান ভাবিয়া আমাদিগকে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় উপবিষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালেও পতিব্রতা ধর্ম্ম হৃদয়ের স্তরে স্তরে ভালভাবে বিরাজ করিতে ছিল, তাঁহার বিষয় প্রচার করা অসম্ভব ভিন্ন আর কি বলিব ? তাঁহার মহাপ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল; মৃত্যু-সময় তাঁহার

মুখের গঠন, তাঁহার পতির মুখের আকৃতিতে পরিণত হইল। যাঁহারা তাঁহার পতিকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা এই পতিগত দেহ-মন সমর্পিত সতীকে ঠীক পতিরূপেই দেখিতে পাইলেন ভবিতে ভাবিতে যে, দেহও ভাবিত পদার্থের মত হয় তাহা এই প্রথম আমরা দেখিতে পাইলাম। মৃত্যুর আধ ঘণ্টা বাকী আছে, সতী ইহাও বলিয়াছিলেন। সতী যাহা যাহা বলিয়াছিলেন প্রত্যেক কথাই ধ্রুব সত্যে পরিণত হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি গুরুদেবের পাদোদক পান করিয়াছিলেন এবং শিব-শতনাম জপ করিয়া পতি স্তোত্র বলিলেন। ১৩০৫ সনের ১৫ই পৌষ ইঁহার জন্ম, ১৩১৭ সনের ১১ই ফাল্গুন ময়মনসিংহ সদরের এলাকায় খারুয়া গ্রামে মনোরঞ্জন চৌধুরীর সহিত ইহার বিবাহ হয় এবং ১৩২০ সনের ১৩ই পৌষ প্রত্যুষে তিনি সজ্জিত চিতায় অনুগমন জন্য দগ্ধ হন! ১৫ই পৌষ পূর্ব্ব রাত্রির কথিত মত বেলা সোয়া দুই প্রহরের সময় ঠীক পনর বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া মাত্রই অমরধাম চলিয়া যান। তাঁহার এই পবিত্র মৃত্যুর সময় প্রবল বাতাস ছিল এবং বহু ক্ষেমঙ্করী (শঙ্খচিল) তাঁহার শয্যার উপরে ও চারি পার্শ্বে বিচরণ করিতেছিল। সূর্য্যমণ্ডলেও দেব-সভা দেখা গিয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সানন্দে তাঁহার শ্মশান-কাষ্ঠাদি বহন করিয়া নিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার চিতায় অন্য শবাদির ন্যায় কোনওপ্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হয় নাই। ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান হইতে অনেকে তাঁহার চিতাভস্ম নিতে আসিয়াছিলেন এবং পরম ভক্তিসহকারে তাহা নিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন বলিয়া সকলেই মনে করিতেছেন নানাস্থান হইতে তাঁহার পিতা মাতার নিকট ভক্তি, আশীর্ব্বাদ, প্রশংসা ও সান্ত্বনাদিপূর্ণ বহুসংখ্যক পত্রাদি আসিতেছে। সকলেই ইঁহার পতিভক্তি ও দৈবশক্তি দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রশংসা করিতেছেন। বঙ্গের প্রধান প্রধান সমস্ত সংবাদপত্রেই এই সতী কীর্ত্তি প্রচারিত হইয়াছে। কোন কোন মহাত্মা বলিতেছেন, হরিসংকীর্ত্তন স্থলে হরির আবির্ভাব হয়। রাজা অশ্বপতি সাবিত্রীর আরাধনা করিয়া সাবিত্রী লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতামাতাও সতী-মাহাত্ম্য প্রচার ও খ্যাপন করিয়া এই সতী-কন্যা লাভ করিয়াছেন। এই সুনীতি বিদ্যালয়ের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাতা পিতারও অনেক গ্রন্থ পাঠের সাহায্য করিতেন। সতী-শতকেই অনেক জীবনী তিনি নিজে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ সমস্ত, সংহিতা প্রভৃতি সর্ব্বদাই পাঠ করিতেন এবং তাহা হইতে 'সত্য' 'নীতি' ও ধর্ম্ম বিষয়ে যে যে স্থান মূল্যবান্ বোধ করিতেন, সেই সেই স্থানে চিহ্ন দিয়া তাঁহার পিতাকে তাহা উদ্ধৃত করিতে বলিতেন। এক দিবস তাঁহার পিতা একটা শ্লোকের তৃতীয় চরণ পূরণ করিবার জন্য মহাচিন্তায় নিমগ্ন, আহারের সময় অতীত হইতেছে তথাপি শ্লোকটী পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না। বালিকা সুনীতি তাঁহার পিতাকে অনুরোধ করিয়া শ্লোকের ভাবার্থ বুঝিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবা কন্যা দ্বারাই মায়ের পরিচয়" এই কথাটিকে সংস্কৃত

করিলেইত হইতে পারে। অমনি তিনি উৎফুল্ল চিত্তে শ্লোকটীর তৃতীয় চরণ পূরণ করিয়া লইলেন এবং এই গ্রন্থ খানার নামও "সুনীতি শতকম্" রাখিলেন। শ্লোকটী এই—

"ফলেন জ্ঞায়তে বৃক্ষঃ পুত্রেণ জ্ঞায়তে পিতা।
কন্যয়া জ্ঞায়তে মাতা কর্ম্মণা জ্ঞায়তে নরঃ॥

আর এক দিবস মহোপদেশক শ্রীযুক্ত হরসুন্দর সাংখ্যতীর্থ পণ্ডিত মহাশয় "মালতীমালে" নামক একটী শ্লোক তাঁহার ভগিনী মালতীকে উপহার দেন। সুনীতি তাহার বঙ্গানুবাদ শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, একটু পরিবর্ত্তন হইলে যেন ভাল হয়। গুণগ্রাহী শাস্ত্র-তেজঃপুঞ্জ ঝলসিত সুবিজ্ঞ পণ্ডিত প্রবর তাঁহাকে কোলে লইয়া তাঁহার গণ্ডদেশে করাঘাত করিয়া সহর্ষে বলিলেন, "বেশ, তুই আমার মত পণ্ডিতের ভুল ধরিলি, তুই দেবী, তুই অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাবি;" অমনি সুনীতির ভাবেই শ্লোকটী পূর্ণ করিলেন। আজ সেই জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাক্য বরে পরিণত হইল। ঢাকায় এক পীর সাহেব আছেন, তিনি আব্দুল হেকিম নামক তাঁহার এক শিষ্যকে একটী "ক্ষুদ্র দীপ" আছে বলিয়া এই সতী বালিকার জন্মস্থান দর্শন করিতে পাঠাইয়াছেন। সে আজ তিন বৎসরের কথা সেও আজ উপস্থিত হইল। তাঁহার কথা আমরা প্রলাপোক্তিস্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। এখন সবই বুঝিতে পারিলাম। ধন্য পীর! ধন্য শিষ্য!! আর ধন্য আমাদের সতী সুনীতি!!!

দৈবশক্তি ও ভক্তি ব্যতীত এ অলৌকিক কার্য্য কখনই হইতে পারে না সাবিত্রী, সতী, সীতা, শৈব্যা, মালতী, মনোরমা অরুন্ধতী, অনসূয়া, চিন্তা ও দময়ন্তী প্রভৃতি সতীদের ন্যায় ইনি ঐকান্তিক স্বামীভক্তি-প্রভাবেই এই জড় দেহকে অকাতরে অগ্নিদগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বালিকা তাহার পিতামহীকে একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনি এত তাড়াতাড়ি সুস্বাদু পাক কিরূপে করেন? বিনা মসল্যায়ও আপনার পাকে সুঘ্রাণ হয় কিরূপে?" তিনি বলিলেন "তুই তোর স্বামীকে ভক্তি করিস্, তবে পাক ভাল হইবে।" তখন বড় লজ্জিত হইয়াছিল কিন্তু কাজেও বোধ হয় তাহাই করিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র বধূর পাকে তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয় স্বজন সকলেই বড় প্রশংসা করিতেন। মৃত্যুর সময় ৺কাশী হইতে রামদাস ব্রহ্মচারী আগত হইয়া পরিচিতের মত তাহার সহিত আলাপ করেন, তিনি বলেন ইহা হুতাগ্নি পাবক দেবতা সুশীতল। দেখ দেহে ফোস্কা হয় নাই।

শ্রীযামিনী কুমার বিদ্যাবিনোদ—

ইহার জীবনী সুদীর্ঘ ও অলৌকিক ~~অত্যধিক~~ আমরা গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধির আশঙ্কায় নিবৃত্ত হইলাম।

সমাপ্ত